মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

Shri KESHABJI GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য

পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

প্রভুপাদের প্রিয় পার্ষদ পরিব্রাজকাচার্য্য

ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী

বিষ্ণুপাদের

অনুকম্পিত

শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীচৈতন্যাব্দ-৪৭৬

ভিক্ষা ১৲

প্রকাশক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

প্রাপ্তিস্থান :—

১। **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ**

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬।

২। **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ**

ঈশোদ্যান, পোষ্ট —শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

মুদ্রাকর :— শ্রীসত্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর,

কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

বিষয়—সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
মঙ্গলাচরণ	১
শ্রীগুরুদেব-প্রণাম	১
শ্রীপ্রভুপাদ-প্রণাম	২
শ্রীগৌরকিশোর-প্রণাম	২
শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রণাম	২
শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী-প্রণাম	৩
শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম	৩
শ্রীনিত্যানন্দ-প্রণাম	৩
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রণাম	৩
পঞ্চতত্ত্ব-প্রণাম	৩
শ্রীবলদেব-প্রণাম	৪
শ্রীকৃষ্ণ- প্রণাম	৪

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সম্বন্ধাধিদেব-প্রণাম	৪
অভিধেয়াধিদেব-প্রণাম	৪
প্রয়োজনাধিদেব-প্রণাম	৫
শ্রীরাধা-প্রণাম	৫
শ্রীতুলসী-প্রণাম	৫
শ্রীগুরু-পরম্পরা (সংস্কৃত)	৫
শ্রীগুরু-পরম্পরা (বাংলা)	৭
শ্রীগুর্ব্বষ্টক (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) সংস্কৃত	১০
শ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তব (সংস্কৃত) শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধরস্বামী	১২
শ্রীগুর্ব্বষ্টক (বাংলা) —শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ	১৫
শ্রীল প্রভুপাদ-বন্দনা	১৭
শ্রীগৌরকিশোরাষ্টকম্ (সংস্কৃত) — শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ	২৩
শ্রীশ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্ (সংস্কৃত) —শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু	২৫
শ্রীষড়্গোস্বামীর শোচক (শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুর শোচক)	২৭

বিষয়	পত্রাঙ্ক
শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শোচক	৩৭
শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শোচক	৪৩
শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর শোচক	৪৯
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শোচক	৫৬
শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামিপ্রভুর শোচক	৫৮
শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা	৮৯
বৈষ্ণব কে—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী	৯১
শ্রীচৈতন্যাষ্টক (সংস্কৃত)—শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী	১০০
শ্রীশচীতনয়াষ্টক (সংস্কৃত)	১০৩
শ্রীরাধিকাষ্টকম্ (সংস্কৃত) শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী	১২৪
শ্রীরাধিকাষ্টকম্ (সংস্কৃত)—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী	১২৭
শ্রীরাধিকাষ্টকম্ (সংস্কৃত)—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী	১২৯
শ্রীরাধাষ্টক (বাংলা)	১৩২

বিষয় পত্রাঙ্ক

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর উদ্দেশে রচিত
গীত বলিয়া প্রচলিত
[শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তিত] ১৪৪
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্ (সংস্কৃত)—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১৪৮
শ্রীদামোদরাষ্টকম্ (সংস্কৃত) ১৫০
শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ১৫৩
শ্রীচৌরাগ্রগণ্য পুরুষাষ্টকম্ (সংস্কৃত)—শ্রীবল্লভাচার্য্য ১৫৫
দশাবতারস্তোত্রম্ (সংস্কৃত)—শ্রীজয়দেব ১৫৮
দেব ! ভবন্তং বন্দে (সংস্কৃত —শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামী ১৬১

গীতসূচী ও শ্লোকসূচী

গীত অ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ১
অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ ৯৮

গীত পত্রাঙ্ক

অবতার সার, গোরা অবতার ১০৭

অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীল-নিন্দি-কান্তি-ডম্বরঃ ১৪৮

আ

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি ৩২

আরে মোর জীবন-ধন, অনুপমের নন্দন ৪৯

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে ৮৩

আরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ ১০৫

আমি ত' দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার ১১২

আত্ম-নিবেদন তুয়া পদে করি ২১৪

আত্ম-সমর্পণে গেলা অভিমান ২২০

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ ২২৫

উ

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং ১০৫

এ

এই নব-দাসী বলি' শ্রীরূপ চাহিবে ৭

গীত	পত্রাঙ্ক
এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি	৮৭
এখন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে	১১৫
এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ	২১৮
ও	
ও মোর জীবন-গতি	২৭
ওহে ! বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর	৭৬
ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার	২০৬
ক	
কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি	৭৭
কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া	৮৪
কবে হবে হেন দশা মোর	১১৬
কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া	১২০
কবে গৌর-বনে, সুরধুনী তটে	১২১
কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন	১৫৩
করঙ্গ কৌপীন লঞা	১৮৬

গীত	পত্রাঙ্ক
কবে কৃষ্ণধন পাব	৯১
কামাদীনাং কতি ন কতিধা	২২৪
কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার	৮৮
কি জানি কি বলে তোমার ধামেতে	২১৩
কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্ব্বহারি	১২৯
কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ	৭
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ	২৫
কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর	৭৯
কৃষ্ণের যতেক খেলা	১৭২
কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে	১৪৪
গ	
গুরুদেব ! কৃপাবিন্দু দিয়া	৬৪
গুরুদেব ! বড় কৃপা করি	৬৫
গুরুদেব ! কবে মোর সেই দিন হবে	৬৬
গুরুদেব ! কবে তব করুণা প্রকাশে	৬৭

গীত	পত্রাঙ্ক
গুরুদেবে ব্রজবনে	৬৮
গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু	১০৯
গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন	১৯৬
গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার জ্বালা	১৯৮
গোপীনাথ, আমার উপায় নাই	২০০
গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং	৩
গৌরাঙ্গের দুটিপদ	১০৬
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে	১১১
চ	
চঞ্চল জীবন স্রোত প্রবাহিয়া	১৪৬
জ	
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম	৪
জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়	১৭
জয় জয় রূপ মহারস-সাগর	৩৫
জয় জয় পঁহু শ্রীল সনাতন নাম	৪১
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ	৭১

গীত পত্রাঙ্ক

জনম সফল তার কৃষ্ণদরশন যার ১৬১

জীবে কৃপা করি গোলোকের হরি ১৬৪

জীবন সমাপ্ত-কালে করিব ভজন ২০৪

ঠ

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ ৮৫

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি এই নিবেদন ৮৬

ত

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি ৫

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ৫৮

তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম ১৯৪

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার ১৬৭

তুমি ত দয়ার সিন্ধু ১৯২

তুমি ত মারিবে যারে ২১৯

দ

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে ৯৯

গীত	পত্রাঙ্ক
দাবানল-সম সংসার-দহনে	১৫
দারাপুত্র নিজদেহ কুটুম্ব পালনে	২১৬
দিশি দিশি রচয়ন্তীং	১২৪
দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ	৪
দুষ্ট মন ! তুমি কিসের বৈষ্ণব ?	৯১
দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে	২০২
দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে	১২২
দেব ভবন্তং বন্দে	১৬১
ধ	
ধন মোর নিত্যানন্দ	৯৬
ন	
নম ওঁ বিষ্ণুপাদায়	২
নমো গৌরকিশোরায়	২
নমো ভক্তিবিনোদায়	২
নমো মহাবদান্যায়	৩
নমস্তে তু হলগ্রাম	৪

গীত পত্রাঙ্ক

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং ১৫০

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি ১

নিতাই-পদ-কমল ৯৭

নিতাই গুণমণি আমার ৯৮

প

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ৩

পরম করুণ পঁহু দুইজন ১০৮

প্রলয়পয়োধিজলে ১৫৮

প্রভু হে, এইবার করহ করুণা ১৮৯

প্রাণেশ্বর নিবেদন এইজন করে ১৭৬

ব

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ (সংস্কৃত) ১

বরজ-বিপিনে যমুনাকূলে ১৪০

বন্ধু সঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস ১৬৬

বহির্মুখ হয়ে মায়ারে ভজিয়ে ১৭৩

গীত	পত্রাঙ্ক
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ	৩
বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার	৮২
বিরজার পারে শুদ্ধপরব্যোম-ধাম	১৩৩
বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ	৫
বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ	৮৯
বৃষভানুসুতা চরণ সেবনে	১২৩
ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং	১৫৫
ভ	
ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ	১১৩
ম	
মহাভাব-চিন্তামণি	১৩৮
মাধব ! বহুত মিনতি করিতোয়	১৯৫
মানস, দেহ, গেহ	২২২
য	
যঙ্ কলিরূপ শরীর না ধরত	৩৪
যবে রূপ সনাতন	৪৩

গীত পত্রাঙ্ক

যমুনা পুলিনে কদম্বকাননে ১৬৫

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর ৮৮

র

রস-বলিত-মৃগাক্ষী ১২৭

রমণী-শিরোমণি বৃষভানু-নন্দিনী ১৩৫

রসিকনাগরী-গণশিরোমণি ১৩৬

রসতত্ত্ব নিত্য যৈছে ১৭০

রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে ১৩২

রাধিকাচরণ-পদ্ম সকল শ্রেয়ের সদ্ম ১৩২

রাসভাঙ্গল (আজি) রাধা-বিহনে ১৪১

রাধা ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা ১৪২

রাধাকৃষ্ণ প্রাণমোর যুগলকিশোর ১৮৮

রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জকুটীর ১৯০

রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশালে ৩৬

শ

শরণাগতের অকিঞ্চনের ২২৪

গীত	পত্রাঙ্ক
শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল	১৫৭
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী	৫
শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মদেবর্ষি-বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্	৫
শ্রীগৌরধামাশ্রিতশুদ্ধভক্তং	২৩
শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু	৫৬
শ্রীগুরুচরণপদ্ম	৬১
শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ	৬৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে	১১১
শ্রীরাধাকৃষ্ণপদকমলে মন	১৪৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি	২২৩
শ্রীরূপের বড় ভাই	৩৮
শুনিয়াছি সাধু মুখে	৭০
শুদ্ধভকত চরণরেণু	৭৩
শুন হে রসিক জন কৃষ্ণগুণ	১৬৩
স	
সঙ্কর্ষণ কারণতোয়শায়ী	৩

গীত	পত্রাঙ্ক
সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত-মনুজ	১০৪
সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া	২১৭
সাধুসঙ্গ না হইল হায়	২০৫
সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং	১২
সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক	১০

হ

হরি হে! শ্রীরূপ গোসাঞি	৭২
হরি হে! নীরধর্ম্মগত, জাহ্নবী-সলিলে	৭৫
হরি হরি কবে মোর হ'বে হেন দিন	৮০
হরি হরি! কি মোর করম অনুরত	১১০
হরি হে দয়াল মোর	১৬৮
হরি হে তুমি জগতের পিতা	১৬৯
হরি হরি কি মোর করম গতি মন্দ	১৭৪
হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু	১৭৫
হরি হরি কৃপা করি রাখ নিজপদে	১৭৭

গীত	পত্রাঙ্ক
হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল	১৭৮
হরি হরি কি মোর করম অভাগ	১৭৯
হরি হরি হেন দিন হইবে আমার	১৮০
হরি হরি আর কি এমন দশা হব, কবে কৃষ্ণভানুপুরে	১৮১
হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন	১৮২
হরি হরি আর কি এমন দশা হব, এ ভব সংসার ত্যজি	১৮৩
হরি হরি আর কবে পালটিবে দশা	১৮৫
হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী	১৮৭
হরি হে ! প্রপঞ্চে পড়িয়া	২০১
হরি হে ! অর্থের সঞ্চয়ে	২০৮
হরি হে ! ভজনে উৎসাহ	২০৯
হরি হে ! দান প্রতিগ্রহ	২১০
হরি হে ! সঙ্গদোষশূন্য	২১২

গীত	পত্রাঙ্ক
হা হা মোর গৌরকিশোর	১১৮
হা হা কবে গৌরনিতাই	১১৯
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো	৪

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥"

—শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভূমিকা

শ্রীভক্ত ও শ্রীভগবৎ কৃপাক্রমে আমরা মহাজনগীতাবলী গ্রন্থের প্রকাশ দেখিতে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম।

জীবের যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত কারণ পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের বিস্মৃতি। তাঁহার ও তাঁহার রসময়ীলীলা রসাস্বাদনে বিমুখতাই মনুষ্যকে ইতর রস বা অপরসাশ্রয়ে ক্লিষ্ট করে। প্রকৃতির ভোক্তা সাজিতে যাইয়া মনুষ্য প্রকৃতির কবলে পতিত হইয়া কখনও তামসিক, রাজসিক বা সাত্ত্বিক অহঙ্কারে মত্ত হইয়া মায়িকগুণবর্জ্জিত নির্ম্মল আনন্দের সন্ধান হইতে বঞ্চিত থাকে। পরদুঃখকাতর ভক্ত ও ভগবান্ সর্ব্বদাই নানাভাবে মনুষ্যসমাজকে নিজ নিজ বাস্তব স্বার্থপথে পরিচালিত হইবার সুযোগ দিয়া থাকেন। শ্রুত, কীর্ত্তিত ও স্মৃত বিষয়গুলি জীবের

চিত্ত অধিকার করে। অতএব শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ নিত্যানন্দময় বৈকুণ্ঠবস্তুবিষয়ক হইলে জীবের চিত্তও বৈকুণ্ঠ-বস্তুর প্রতি ধাবিত ও আসক্ত হয়। তদবস্থায় জীবের চিত্ত আনন্দময়ের সান্নিধ্যে আনন্দ ব্যতীত দুঃখ, ভয়, শোকাদির কিছু অনুভব করিতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ ভক্তি ও ভগবৎমহিমাবোধের সহিত নিজ স্বরূপোপলব্ধিজনিত বহুবিধ গীতি ও স্তবাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহতের হৃদয়ের ভাবাবলীর অনুসরণে সকলেই যাহাতে স্বরূপোপলব্ধির সহিত তাঁহাদের উপলব্ধ প্রেমানন্দের অধিকারী হইতে পারেন, তজ্জন্য বহু মহাজনের রচনা হইতে সংগ্রহ করতঃ এই মহাজনগীতাবলী গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছেন।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের কলেবর ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে ভক্তিপিপাসুগণের প্রয়োজনীয়, নিত্যালোচ্য বহু স্তব, প্রার্থনা, গীতাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমে মুখ্যভাবে শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধীয় স্তব ও গীতি, তৎপরে বৈষ্ণবের

মহিমাসূচক গীতি, পরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তৎপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণসম্বন্ধীয় স্তব ও গীতাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই বিস্তৃত সূচীপত্র দেওয়া হইয়াছে।

এই গীতাবলী-গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়, পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ, শ্রীবল্লভাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও কবিকুলচূড়ামণি শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির স্তব এবং আমাদের সতীর্থ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-

স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজের রচনাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। আমি আশা করি এই গ্রন্থ অধ্যয়নে ও শ্রবণ-কীর্ত্তনে নরমাত্রেরই পরম মঙ্গল সাধিত হইবে এবং শ্রীভগবদ্ভক্তগণ প্রেমোল্লসিত হইবেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
কলিকাতা, শ্রীব্যাসপূজাবাসর
মাঘী-কৃষ্ণাপঞ্চমী,
৩০শে মাঘ, ১৩৬৯।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিদয়িত মাধব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মহাজন-গীতাবলী

মঙ্গলাচরণ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

শ্রীগুরুদেব-প্রণাম

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্ ।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো ! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি ॥

শ্রীল প্রভুপাদ-প্রণাম

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ॥

শ্রীগৌরকিশোর-প্রণাম

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্‌বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রণাম

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী-প্রণাম

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ॥

শ্রীবৈষ্ণব-প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রণাম

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রণাম

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

পঞ্চতত্ত্ব-প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম॥

শ্রীবলদেব-প্রণাম

নমস্তে তু হলগ্রাম ! নমস্তে মুষলায়ুধ !
নমস্তে রেবতীকান্ত ! নমস্তে ভক্তবৎসল ! ॥
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ ! নমস্তে ধরণীধর ! ।
প্রলম্বারে ! নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণ-পূর্ব্বজ ! ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রণাম

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

সম্বন্ধাধিদেব-প্রণাম

জয়তাং স্বরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

অভিধেয়াধিদেব-প্রণাম

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

প্রয়োজনাধিদেব-প্রণাম

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

শ্রীরাধা-প্রণাম

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

শ্রীতুলসী-প্রণাম

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ॥

শ্রীগুরু-পরম্পরা

শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্মদেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম্॥
পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥

তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্ ।
দেবমীশ্বরশিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে ॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ।
কলিকলুষ-সন্তপ্তং করুণাসিন্ধুনা স্বয়ম্ ॥
মহাপ্রভু-স্বরূপ-শ্রীদামোদরঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।
রূপসনাতনৌ দ্বৌ চ গোস্বামিপ্রবরৌ প্রভু ॥
শ্রীজীবো রঘুনাথশ্চ রূপপ্রিয়ো মহামতিঃ ।
তৎপ্রিয়ঃ কবিরাজঃ শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রভুর্মতঃ ॥
তস্য প্রিয়োত্তমঃ শ্রীলঃ সেবাপরো নরোত্তমঃ ।
তদনুগতভক্তঃ শ্রীবিশ্বনাথঃ সদুত্তমঃ ॥
তদাসক্তশ্চ গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্যভূষণম্ ।
বিদ্যাভূষণপাদশ্রীবলদেবঃ সদাশ্রয়ঃ ॥
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথপ্রভুস্তথা ।
শ্রীমায়াপুরধাম্নস্তু নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ॥
শুদ্ধভক্তিপ্রচারস্য মূলীভূত ইহোত্তমঃ ।
শ্রীভক্তিবিনোদো দেবস্তৎপ্রিয়ত্বেন বিশ্রুতঃ ॥

তদভিন্ন সুহৃদ্‌বর্য্যো মহাভাগবতোত্তমঃ ।
শ্রীগৌরকিশোরঃ সাক্ষাদ্ বৈরাগ্যং বিগ্রহাশ্রিতম্ ॥
মায়াবাদি-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকঃ ।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তপদ্মবিকাশকঃ ॥
দেবোঽসৌ পরমোহংসো মত্তঃ শ্রীগৌরকীর্ত্তনে ।
প্রচারাচারকার্য্যেষু নিরন্তরং মহোৎসুকঃ ॥
হরিপ্রিয়জনৈর্গম্য ওঁ বিষ্ণুপাদপূর্ব্বকঃ ।
শ্রীপাদো ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীমহোদয়ঃ ॥
সর্ব্বে তে গৌরবংশ্যাশ্চ পরমহংসবিগ্রহাঃ ।
বয়ঞ্চ প্রণতা দাসাস্তদুচ্ছিষ্টগ্রহাগ্রহাঃ ।

শ্রীগুরু-পরম্পরা

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হয় কৃষ্ণ সেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি ।
নারদ হইতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাস-দাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভগতি ॥

নৃহরি মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁ'র দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে॥
তাঁহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁ'র দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হ'তে।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে॥
জয়ধর্ম্ম-দাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম-যতি,
তা' হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ-স্থরি।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হ'তে মাধবেন্দ্রপুরী॥
মাধবেন্দ্রপুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্‌গুরু গৌরমহাপ্রভু॥

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ সনাতন ॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ হন।
তাঁ'র প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যা'র পদ বিশ্বনাথ-আশ ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁ'র প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁ'র মোদ ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্যসেবা-পরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম।
এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজ-জন,
তাঁ'দের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥

শ্রীগুর্ব্বষ্টক

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর-কৃত)

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥১॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥২॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৩॥

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্ ।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৪॥

শ্রীগুর্ব্বষ্টক

(বঙ্গানুবাদ)

[শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ লিখিত]

দাবানল-সম সংসার-দহনে
দগ্ধ জীবকুলে উদ্ধার-কারণে,
করুণা-বারিদ কৃপাবারি-দানে
(বন্দি) গুণসিন্ধু গুরুর চরণ-কমল ।১।

নৃত্য-গীত-বাদ্য শ্রীহরিকীর্ত্তনে
রহেন মগন মহামত্ত মনে,
রোমাঞ্চ কম্পাশ্রু হয় গৌরপ্রেমে
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল ।২।

সদা রত যিনি বিগ্রহ-সেবনে
শৃঙ্গারাদি আর মন্দির-মার্জ্জনে,
করেন নিযুক্ত অনুগত জনে
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল ।৩।

চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়-রসময়
প্রসাদান্ন কৃষ্ণের অতি স্বাদু হয়,
ভক্ত-আস্বাদনে নিজে তৃপ্ত রয়
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল ৪।

শ্রীরাধা-মাধব-নাম-রূপ-গুণে
অনন্ত মাধুর্য্যলীলা-আস্বাদনে,
লুব্ধচিত্ত যিনি হন প্রতিক্ষণে
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল। ৫।

ব্রজযুবদ্বন্দ্ব-রতি-সম্বর্দ্ধনে
যুক্তি করে সখীগণে বৃন্দাবনে,
অতি দক্ষ তাহে, প্রিয়তমগণে
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল। ৬।

সর্ব্বশাস্ত্রে গায় শ্রীহরি-স্বরূপ
ভক্তগণ ভাবে সেই অনুরূপ,
কিন্তু যিনি প্রভু প্রিয়তম রূপ
বন্দি সেই গুরুর-চরণ-কমল। ৭।

যাঁহার প্রসাদে কৃষ্ণকৃপা পাই
যাঁর অপ্রসাদে অন্য গতি নাই,
ত্রি-সন্ধ্যা কীর্ত্তির স্তব ধ্যানে ভাই
বন্দি সেই গুরুর চরণ-কমল। ৮।
গুরু-দেবাষ্টক অতি যত্ন করি
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে পড়ে উচ্চ করি,
বৃন্দাবননাথ সাক্ষাৎ শ্রীহরি
সেবা পায় সেই বস্তুসিদ্ধি-কালে। ৯।

শ্রীল প্রভুপাদ-বন্দনা

জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
গোস্বামী ঠাকুর জয়, পরম করুণাময়,
দীনহীন অগতির গতি ॥
নীলাচলে হইয়া উদয়।
শ্রীগৌড়মণ্ডলে আসি', প্রেমভক্তি পরকাশি'
জীবের নাশিলা ভব-ভয় ॥

তোমার মহিমা গাই, হেন সাধ্য মোর নাই,
তবে পারি, যদি দেহ' শক্তি।
বিশ্বহিতে অবিরত, আচার-প্রচারে রত,
বিশুদ্ধ শ্রীরূপানুগা ভক্তি ।।

শ্রীপাট খেতরি-ধাম, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম,
তোমাতে তাঁহার গুণ দেখি।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সার, শুনি' লাগে চমৎকার,
কুতার্কিক দিতে নারে ফাঁকি ।।

শুদ্ধভক্তি-মত যত, উপধর্ম্ম-কবলিত,
হেরিয়া লোকের মনে ত্রাস।
হানি' সুসিদ্ধান্ত-বাণ, উপধর্ম্ম খান খান,
সজ্জনের বাড়া'লে উল্লাস ।।

স্মার্ত্তমত-জলধর, শুদ্ধভক্তি রবি-কর,
আচ্ছাদিল ভাবিয়া অন্তরে।
শাস্ত্রসিন্ধু-মন্থনেতে, সুসিদ্ধান্ত-ঝঞ্ঝাবাতে,
উড়াইলা দিগ্‌দিগন্তরে ।।

স্থানে স্থানে কত মঠ, স্থাপিয়াছ নিষ্কপট,
প্রেমসেবা শিখাইতে জীবে।
মঠের বৈষ্ণবগণ, করে সদা বিতরণ,
হরিগুণ-কথামৃত ভবে।।
শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী, বিমল প্রবাহ আনি'
শীতল করিলা তপ্তপ্রাণ।
দেশে দেশে নিষ্কিঞ্চন, প্রেরিলা বৈষ্ণবগণ,
বিস্তারিতে হরিগুণগান।।
পূর্ব্বে যথা গৌরহরি, মায়াবাদ ছেদকরি'
বৈষ্ণব করিলা কাশীবাসী।
বৈষ্ণবদর্শন সূক্ষ্ম, বিচারে তুমি হে দক্ষ,
তেমতি তোষিলা বারাণসী।।
দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, হরিভক্তি যার মর্ম্ম,
শাস্ত্রযুক্ত্যে করিলা নিশ্চয়।
জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মচয়, মূল্য তার কিছু নয়,
ভক্তির বিরোধী যদি হয়।।

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, ভক্তসঙ্গে পরিক্রমি'
সুকীর্ত্তি স্থাপিলা মহাশয়।
অভিন্ন ব্রজমণ্ডল, গৌড়ভূমি প্রেমোজ্জ্বল,
প্রচার হইল বিশ্বময়॥
কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা, অত্যাচার কৈল যা'রা,
তা-সবার দোষ ক্ষমা করি'।
জগতে কৈলে ঘোষণা "তরোরিব সহিষ্ণুনা"
হন "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"॥

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ- সভামধ্যে "পাত্ররাজ",
উপাধি-ভূষণে বিভূষিত।
বিশ্বের মঙ্গল লাগি' হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
বিশ্ববাসী জন-হিতে রত॥
করিতেছ উপকার, যা'তে পর-উপকার
লভে জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবায়।
দূরে যায় ভব-রোগ, খণ্ডে যাহে কর্ম্মভোগ,
হরিপাদপদ্ম যা'তে পায়॥

জীব মোহ-নিদ্রাগত, জাগা'তে বৈকুণ্ঠদূত,
"গৌড়ীয়" পাঠাও ঘরে ঘরে।
"উঠরে উঠরে ভাই, আর ত সময় নাই,
'কৃষ্ণভজ' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥"
তোমার মুখারবিন্দ- বিগলিত মকরন্দ,
সিঞ্চিত অচ্যুত-গুণগাথা।
শুনিলে জুড়ায় প্রাণ, তমো-মোহ অন্তর্দ্ধান,
দূরে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥
জানি আমি মহাশয়, যশো-বাঞ্ছা নাহি হয়,
বিন্দুমাত্র তোমার অন্তরে।
তব গুণ বীণাধারী, মোর কণ্ঠ-বীণা ধরি'
অবশেতে বলায় আমারে ॥
বৈষ্ণবের গুণ-গান, করিলে জীবের ত্রাণ,
শুনিয়াছি সাধুগুরুমুখে।
কৃষ্ণভক্তি সমুদয়, জনম সফল হয়,
এ ভব-সাগর তরে সুখে ॥

তে কারণে প্রয়াস, যথা বামনের আশ,
গগনের চাঁদ ধরিবারে।
অদোষ দরশী-তুমি, অধম পতিত আমি,
নিজগুণে ক্ষমিবা আমারে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ্ ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ,
দীনহীন-পতিতের বন্ধু।
কলিতমো বিনাশিতে, আনিলেন অবনীতে,
তোমা' অকলঙ্ক পূর্ণ ইন্দু ॥

কর কৃপা বিতরণ, প্রেমসুধা অনুক্ষণ,
মাতিয়া উঠুক জীবগণ।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে নাচুক-জগত জনে,
বৈষ্ণব-দাসের নিবেদন ॥

শ্রীগৌরকিশোরাষ্টকম্

শ্রীগৌড়ধামাশ্রিতশুদ্ধভক্তং
রূপানুগাগ্রং নিরবদ্য রূপম্।
বৈরাগ্যধর্ম্মোজ্জ্বল-বিগ্রহং তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ১॥

অসৎ-প্রসঙ্গং পরিহায় নিত্যং
গৌরাঙ্গ-সেবাব্রত-মগ্নচিত্তম্।
গৌড়-ব্রজাভেদ বিশিষ্ট-প্রজ্ঞং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ২॥

শ্রীধামমায়াপুরদিব্য-গূঢ়-
মাহাত্ম্য-গীতোন্মুখরং বরেণ্যম্।
ধন্যং মহাভাগবতাগ্রগণ্যং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৩॥

পূতাবধূত-ব্রজ-শীর্ষরত্নং
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ নিগূঢ়-ভক্তম্।
সদা ব্রজাবেশ-সরাগ-চেষ্টং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥ ৪॥

শোকাস্পদাতীত-প্রভাব-রম্যং
মূঢ়ৈরবেদ্যং প্রণতাভিগম্যম্ ।
নিত্যানুভূতাচ্যুত-সদ্-বিলাসং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৫ ॥
কাপট্যধর্ম্মান্বিত-চণ্ড-দণ্ড-
বিধায়কং সজ্জন সঙ্গ-রঙ্গম্ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদাব্জ-ভৃঙ্গং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৬ ॥
দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে
ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে ।
প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥ ৭ ॥
তব হি "দয়িতদাসে" সত্যসূর্য্য-প্রকাশে
জগতি দুরিতনাশে প্রোদ্যতে চিদ্বিলাসে ।
বয়মনুগতভৃত্যাঃ পাদপদ্মং প্রপন্না
অনুদিনমনুকম্পাং প্রার্থয়ামো নগণ্যাঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্

[শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভু-বিরচিতম্]

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১ ॥

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈকনিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৩ ॥

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীনকন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধি-লহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ।। ৪ ।।

কুজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ।। ৫ ।।

সংখ্যাপূর্ব্বক-নামগাননতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণগুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ।। ৬ ।।

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়া তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ।। ৭ ।।

হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৮ ॥

শ্রীষড়্ গোস্বামীর শোচক
শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুর শোচক

(১)

ও মোর জীবন-গতি শ্রীরূপ গোঁসাই অতি,
গুণের সমুদ্র দয়াময়।
যাঁহার করুণা হৈলে, চৈতন্য-চরণ মিলে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় ॥
পরম বৈরাগ্য যাঁ'র, চরিত্রের নাহি পার,
অসীম ঐশ্বর্য্য পরিহরি'।
চৈতন্যের আগমন, শুনি' হরষিত মন,
প্রয়াগে চলিলা ত্বরা করি' ॥

অনুজ বল্লভ-সনে, শীঘ্র গেলা সেই স্থানে,
মহাপ্রভু যথায় বসিয়া।
চৈতন্যের শ্রীচরণ, দর্শনে আনন্দ মন,
ভূমে দোঁহে পড়ে লোটাইয়া ॥
পুনঃ পুনঃ দুইজনে, নিরখিয়া প্রভু-পানে,
প্রেম-জলে ভরিল নয়ন।
দন্তে তৃণ-গুচ্ছ ধরে, বিধি-মতে স্তব করে,
শুনিলে ব্যাকুল হয় মন ॥
শ্রীরূপেরে নিরখিয়ে, প্রভু প্রেমে মত্ত হ'য়ে
প্রিয়বাক্য অনেক কহিলা।
অজ ভব দেবগণ, আরাধয়ে যে চরণ,
সে চরণ মস্তকে ধরিলা ॥
প্রেমে বশ গৌররায়, উঠ উঠ বলি' তায়,
মহাসুখে কৈল আলিঙ্গন।
শ্রীরূপ যুড়িয়ে কর, স্তুতি করে বহুতর,
তাহা কিছু না হয় বর্ণন ॥

তবে প্রভু রূপে লৈয়ে, নিকটেতে বসাইয়ে,
সনাতনের পুছে সমাচার।
শ্রীরূপ কহিল সব, শুনিয়া চৈতন্যদেব,
কহে কিছু চিন্তা নাহি আর ॥
শ্রীরূপে প্রসন্ন হৈয়া কিছুদিন কাছে থুয়া,
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব জানাইলা।
পরম আনন্দ মন, রূপে করি' আলিঙ্গন,
বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা ॥
কাতরে শ্রীরূপ কয়, সঙ্গে থাকি, আজ্ঞা হয়,
শুনি প্রভু মহা হর্ষ-চিত্তে।
কহেন মধুর বাণী, সদা সঙ্গে আছ তুমি,
পুনশ্চ আসিবে ব্রজ হৈতে ॥
এই মত কহে যত, তবে প্রভু শচীসুত,
কাশী চলে নৌকায় চড়িয়া।
প্রভুর শ্রীচন্দ্র মুখ, নয়নে হেরিয়ে রূপ,
ভূমে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥

সে সময় ভেল যাহা, কহিতে না পারি তাহা,
কতক্ষণে কিছু সম্বরিলা।
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, তাহা সমর্পিয়া মন,
বৃন্দাবন গমন করিলা ॥
অত্যন্ত আনন্দ চিতে, শীঘ্র আইলা মথুরাতে,
সুবুদ্ধি মিশ্রের দেখা পাইলা।
মিশ্র আনন্দিত হৈয়া, দুইজনে সঙ্গে লৈয়া,
দ্বাদশ-কানন দেখাইলা ॥

বিস্তারিতে নারি আর, গমনাগমন তাঁর,
কতদিন পরে বৃন্দাবনে।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, হৈল দোঁহে সুমিলন,
দোঁহে প্রেমে আপ্ত নাহি জানে ॥

আলিঙ্গন করি' দোঁহে, চৈতন্যের গুণ কহে,
যাহা শুনি' পাষাণ মিলায়।
আনন্দ হইল চিত্তে, নাহি পারে সম্বরিতে,
কাঁদি' দোঁহে ধরণী লোটায় ॥

অতি অনুরাগ মনে, শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে,
রহে সদা প্রেমের উল্লাসে।
ফল-মূল মাধুকরী, বিপ্রগৃহে ভিক্ষা করি'
ভুঞ্জে, কভু থাকে উপবাসে ।।
ছিঁড়া কাঁথা বহির্ব্বাস, এইমাত্র বহে পাশ,
তরুতলে করেন শয়ন।
দিবানিশি অবিশ্রাম, জপয়ে মধুর নাম,
ভাব-ভরে করয়ে নর্ত্তন ।।
ক্ষণে করে সংকীর্ত্তন, অন্তর্মনা অনুক্ষণ,
কি কব ভজনরীতি তাঁ'র।
প্রভুর আজ্ঞায় কত, বর্ণিলা অমৃত-গ্রন্থ,
প্রেম-সম অক্ষর যাঁহার ।।
মহাধীর অত্যুদার, কে বুঝে হৃদয় তাঁর,
কভু যমুনার তটে যায়া।
'হা শচীনন্দন' বলি' কান্দয়ে দুহাত তুলি'
ডাকে রাধাকৃষ্ণনাম লয়া ।।

অতি সুকোমল দেহ, সদা প্রেমে নাচে সেহ,
আর কি বলিব এক মুখে।
অধম পামরগণ, পতিত দুঃখিত জন,
নিজগুণে কৃপা করেন তাকে ॥
নরহরি দুরাচার, কর মোরে অঙ্গীকার,
তাপেতে হইল সদা ভোর।
তুয়া পাদপদ্মে মন, রহে যেন সর্ব্বক্ষণ,
এই নিবেদন শুন মোর ॥

(২)

(পাহিড়া)

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে হেন আর নাই ॥
বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপম,
সর্ব্ব অবতারী নন্দসুত।
তাঁর কান্তাগণাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তাঁর সখীগণ-সঙ্গযূথ ॥

রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাঁহার করুণা হৈতে,
বুঝিল পাইল যে তে জনা।
এমন দয়ালু ভাই, কোথাও দেখিয়ে নাই,
তাঁর পদ করহ ভাবনা ॥

শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া
যত ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি।
তাহা উঠাইয়া কত, নিজগ্রন্থ করি যত,
জীবে দিলা প্রেমচিন্তামণি ॥

রাধাকৃষ্ণ রসকেলি, নাট্যগীত পদাবলী,
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি'।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী ॥

চৈতন্য-বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ ॥

(৩·)

[বিহাগড়া]

যঙ্ কলিরূপ শরীর না ধরত।
তঙ্ ব্রজপ্রেম- মহানিধি-কুঠরিক,
কোন্ কপাট উঘারত ॥
নীর ক্ষীর হংসন, পান বিধায়ন,
কোন্ পৃথক্ করি পায়ত।
কো সব ত্যজি' ভজি' বৃন্দাবন,
কো সব গ্রন্থ বিরচিত ॥
যব পিতু বনফুল, ফলত নানাবিধ,
মনোরাজি অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু, পান কোন্ জানত,
বিদ্যমান করি বন্ধ ॥
কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন,
কো জানত ব্রজনীত।
কো জানত, রাধামাধব-রতি,
কো জানত সোই প্রীত ॥

যাকর চরণ- প্রসাদে সকল জন,
গাই' গাওয়াই' সুখ পাওত।
চরণ-কমলে, শরণাগত মাধো,
তব মহিমা উর লাগত ॥

(৪)

[বিহাগড়া]

জয় জয় রূপ মহারস সাগর।
দরশন পরশন, বচন রসায়ন,
আনন্দহুকে গাগর ॥
অতি গম্ভীর ধীর করুণাময়,
প্রেম-ভকতিকে আগর।
উজ্জ্বল-প্রেম- মহামণি প্রকটিত,
দেশ গৌড় বৈরাগর ॥
সদ্‌গুণ-মণ্ডিত, পণ্ডিত-রঞ্জন,
বৃন্দাবন নিজ নাগর।

কিরীতি বিমল যশ শুন তঁহি মাধো,
সতত রহল হিয়ে জাগর ॥

ইতি শ্রীরূপগোস্বামি প্রভুর শোচক সম্পূর্ণ

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর শোচক

(১)

রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
শ্রীরূপে করুণা করি' ত্রাণ কৈল গৌরহরি,
মো-অধমে নহিল স্মরণে ॥
মোর কর্ম্ম দড়ি-ফান্দে, মোর হাতে গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি'।
আপন করুণা ফাঁসে দৃঢ় বান্ধি' মোর কেশে,
চরণ-নিকটে লহ তুলি' ॥

পশ্চাতে অগাধ জল দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে যুড়িল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
তুমি নাথ মোরে কর ত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেবে অজামিলে,
অনায়াসে করিলে উদ্ধার।
করুণা-আভাস করি' সনাতনে পদতরী,
দেহ যেন ঘোষয়ে সংসার॥
এ দুঃখ-সমুদ্র ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনা নাহি অন্যজন।
হেন কালে অন্যজনে, অলক্ষিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন॥
রূপের লিখন পেয়ে, মনে আনন্দিত হ'য়ে,
সদা করে গৌরাঙ্গ ধেয়ান।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস মনে করে অভিলাষ
পত্র পেয়ে করিলা পয়ান॥

(২)

শ্রীরূপের বড় ভাই, শ্রীসনাতন গোঁসাই,
পাৎসার উজির হৈয়া ছিলা।
শ্রীরূপের পত্র পেয়ে, বন্দী হৈতে পলাইয়ে,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা॥
ছিড়া কাঁথা অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হেলে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করে, এক গুচ্ছ দন্তে ধরে,
পড়িল চৈতন্যপদতলে॥
দরবেশ-রূপ দেখি' প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া আইসে ধেয়ে।
সনাতনে করি' কোলে, কাতরে গোঁসাই বলে,
অধমেরে স্পর্শ কি লাগিয়ে॥
অস্পৃশ্য পামর দীন, দুরাচার বুদ্ধিহীন,
নীচকুলে নীচ ব্যবহার।
এহেন পামর-জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার॥

প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর কি কারণ,
তব দৈন্যে ফাটে মোর হিয়া।
কৃষ্ণের করুণা আছে, ভাল মন্দ নাহি বাছে,
তোমা স্পর্শি পবিত্র লাগিয়া॥
ভোট কম্বল দেখি' গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছিঁড়া এক কান্থা লৈয়া,
প্রভু-পাশে পুনরাগমন॥
আজ্ঞা দিল রূপ-সনে দেখা হ'বে বৃন্দাবন,
প্রভু-আজ্ঞায় করিলা গমনে।
গৌরাঙ্গ-করুণা করি' রাধাকৃষ্ণ-নাম মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে॥

ছেঁড়া কান্থা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ-গাথা,
পরিধান ছেঁড়া বহির্ব্বাস।
কভু কান্দে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা, কভু উপবাস॥

অতঃপর সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ-সঙ্গে হইল মিলন।
প্রেমে অশ্রু নেত্রে ভরি', সনাতনের গলে ধরি'
কান্দে রূপ গদ্‌গদ বচন ॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে গোঁয়ায় সনাতন।
কতদিনে তাহা ছাড়ি' কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি'
ফল-মূল করয়ে ভক্ষণ ॥
উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি' কাঁদে,
হা নাথ হা নাথ বলি' ডাকে।
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ-সনাতন,
এইরূপে কতদিন থাকে ॥

কতদিন অন্তর্মনা, ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
কৃষ্ণনাম গানে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
অবসর নহে একতিলে ॥

ছাড়ি' ভোগ-অভিলাষ, তরুতলে করে বাস,
দুই চারি দিন উপবাস।
কখনও বনের শাক, অলবণে করি' পাক,
মুখে দেয় দুই এক গ্রাস॥
সূক্ষ্মবস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় ধূসর কায়,
কণ্টকেতে বিদ্ধ হয় পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস মনে করে অভিলাষ,
কতদিনে হ'ব তাঁ'র দাস॥

(৩)

শ্রীরাগ

জয় জয় পঁহু শ্রীল সনাতন নাম।
সকল ভুবন মাহা যছু গুণগ্রাম॥
ত্যেজল সকল সুখ সম্পদ্ অপার।
শ্রীচৈতন্য-চরণ-যুগল করু সার॥
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমে করি' বাস।
লুপত তীর্থ-সব করল প্রকাশ॥

শ্রীগোবিন্দ-সেবা পরচারি'।
করল ভাগবত অর্থ বিচারি' ॥
যুগল-ভজন-লীলা-গুণ-নাম।
করল বিথার গ্রন্থ অনুপম ॥
সতত গৌর-প্রেমে গর গর দেহ।
ভ্রমই বৃন্দাবনে না পায়ই থেহ ॥
বিপুল পুলক-ভর নয়নহি নীর।
'রাই কানু' বলি' পড়ই অথির ॥
ভাব-বিভূষণ সকল শরীর।
অনুখণ বিহরই যমুনাক তীর ॥
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই।
ভাবই মনোহর সোই গোসাঞি ॥

ইতি—শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুর শোচক সমাপ্ত।

———

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শোচক

যবে রূপ-সনাতন; ব্রজে গেলা দুইজন,
শুনাইতে রঘুনাথ দাস।

নিজরাজ্য অধিকার, ইন্দ্র-সম সুখ যা'র,
ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ ॥

উঠি রাত্রে নিশা-ভাগে, দুয়ারে প্রহরী জাগে,
পথ ছাড়ি' বিপথে গমন।

ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি পায়, মনোবেগে চলি' যায়,
সদা চিত্তে চৈতন্য-চরণ ॥

একদিন এক গ্রামে, সন্ধ্যাকালে গো-বাথানে,
'হা চৈতন্য' বলিয়া বসিলা।

এক গোপ দুগ্ধ দিলা, তাহা খেয়ে বিশ্রামিলা,
সেই রাত্রে তথাই রহিলা ॥

যে অঙ্গ পালঙ্ক বিনে, ভূমি-শয্যা নাহি জানে,
সে অঙ্গ বাথানে গড়ি' যায়।

যিনি ঘোড়া দোলা বিনে, পথশ্রম নাহি জানে,
কণ্টকে হাঁটয়ে সেই পায় ॥

যিঁহো বেলা দণ্ড চারি, তোলা জলে স্নান করি'
ষড়্‌রস করিত ভোজন।
এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যা-কালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি শয়ন ॥

বার দিনের পথ যান, তিন সন্ধ্যা অন্ন খান,
প্রবেশিলা নীলাচল-পুরে।
দেখিয়া সে শ্রীমন্দির, দু'নয়নে বহে নীর,
'হা চৈতন্য' বলে উচ্চৈস্বরে ॥

এ রাধাবল্লভদাস মনে করে অভিলাষ,
কোথা মোর রঘুনাথ দাস।
তাঁহার প্রসঙ্গে মাত্র, পুলকিত হয় গাত্র,
তাঁর পদ-রেণু করে আশ ॥

শ্রীচৈতন্য-কৃপা হৈতে, রঘুনাথদাস-চিত্তে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল।

কলত্র গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ,
মলপ্রায় সকল তেজিল ॥
পুরশ্চর্য্যা কৃষ্ণনামে, গিয়া সে পুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুনঃ রঘুনাথ দাস,
নয়ন-গোচর হ'বে কবে ॥
গৌরাঙ্গ দয়ালু হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া,
গোবর্দ্ধনশিলা-গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল যাহারে ॥
গৌরাঙ্গের অগোচরে, নিজকেশ ছিঁড়ি করে,
বিরহে ব্যাকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি' মনে, গেলা গিরি-গোবর্দ্ধনে,
দু' গোঁসাই তাঁহারে রাখিলা ॥
ধরি' রূপ-সনাতন, রাখিল তাঁর জীবন,
দেহ-ত্যাগ করিতে না দিলা।

দুই গোঁসাইর আজ্ঞা পেয়ে, রাধাকুণ্ডের তটে গিয়ে,
নিয়ম করিয়া বাস কৈলা ॥

ছিঁড়া বস্ত্র পরিধান, ব্রজফল গব্য পান,
অন্ন-আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নানাচরি' স্মরণ-কীর্ত্তন করি'
রাধাপদ ভজন যাহার ॥

ষাট দণ্ড রাত্রিদিনে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গানে'
স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়।
চারি দণ্ড শুয়ে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
তিলার্দ্ধেক ব্যর্থ নাহি যায় ॥

চৈতন্যের পাদাম্বুজে, রাখে মনোভৃঙ্গরাজে,
স্বরূপের সদাই আশ্রয়।
ভিন্ন দেহ রূপ সনে, গতি যাঁর সনাতনে,
ভট্ট গোঁসায়ের প্রিয় মহাশয় ॥

শ্রীরূপের গণ যত, যাঁহার পদ-আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যা'র জীবে।

সেই আর্ত্তনাদ করি' কান্দি' বলে 'হরি হরি,'
প্রভুর করুণা হ'বে কবে ॥

হে রাধিকার বল্লভ, গান্ধর্ব্বিকার বান্ধব,
রাধিকারমণ রাধানাথ।
হে হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ ॥

প্রভু রূপ সনাতন, তিন হৈলা অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা দেহে প্রাণ রাখি,
সেবাচার বাড়ায় দ্বিগুণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশচীসুত, তা'র গুণ যত যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থান, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণবগণ,
সভাকারে করয়ে প্রণাম ॥
রাধাকৃষ্ণের বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
রুখা শুখা অন্ন মাত্র সার।

শ্রীচৈতন্যের বিচ্ছেদেতে, অন্ন ছাড়ি' সেই হৈতে,
ফল গব্য করেন আহার ॥
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি' সেই দিনে,
কেবল করেন জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি' দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥

স্বরূপের অদর্শনে, না দেখে রূপের গণে,
বিরহে বিকল হৈয়া কান্দে।
কৃষ্ণকথালাপ বিনে, শ্রবণে নাহিক শুনে,
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে ॥

"হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা আছ হে ললিতা,
হে বিশাখে দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন ॥"
কাঁদে গোঁসাই রাত্র দিনে, পুড়ি' যায় তনু মনে,
বিরহে হৈল জর জর।

মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ।।
সেই রঘুনাথ দাস, পূরিবে মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে করে অভিলাষ,
সভে মোর করহ প্রসাদ ।। ইতি ।
শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-প্রভুর শোচক সমাপ্ত ।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর শোচক

শ্রীজীব-গোস্বামিনে নমঃ ।

আরে মোর জীবন-ধন, অনুপমের নন্দন,
শ্রীজীব গোঁসাই দয়াময় ।
অতি সুচরিত যাঁর, শুনি' লাগে চমৎকার,
পরম পণ্ডিত মহাশয় ॥
গৃহে থাকি' অনুক্ষণ, কৃষ্ণকথা আলাপন,
তিলার্দ্ধেক নাহি যায় বৃথা ।

অত্যন্ত উদার চিত্ত, প্রেমেতে সতত মত্ত,
ক্ষণেক না শুনে অন্যকথা ॥
অল্পকালে হেন গুণ, ঐশ্বর্য্যে নাহিক মন,
সদা চিন্তে বৃন্দাবন যাইতে।
কি কহিব অনুরাগ, করি' গোঁসাই সর্ব্বত্যাগ,
যাত্রা কৈল মহা-আনন্দেতে ॥
নিত্যানন্দপ্রভু-স্থানে, শীঘ্র গেলা হর্ষ মনে,
যাইয়া করিলা দরশন।
নেত্রে অশ্রুযুক্ত হৈয়া, ধরণীতে লোটাইয়া,
বন্দিলেন যুগল চরণ ॥
নিত্যানন্দপ্রভু প্রীতে, নিজপদ তা'র মাথে,
ধরিলেন পরম আনন্দে।
দুই ভুজ ধরি' তোলে, শ্রীজীবে করিল কোলে,
রূপ-সনাতনের সম্বন্ধে ॥
গোঁসাই আনন্দ মন, দৈন্য করে পুনঃ পুনঃ,
আজ্ঞা দেহ যাই বৃন্দাবন।

শুনি' নিত্যানন্দ রায়, শ্রীজীবের পানে চায়,
প্রেমজলে ভরিল নয়ন ॥

পুনঃ নিত্যানন্দ রাম, সোঙরি' চৈতন্যনাম,
কহে অতি মধুর বচন।
তোমার বংশে সেই স্থান, দিয়াছেন এই শুন,
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥

নিত্যানন্দের আজ্ঞা পাঞা, চলে মহা সুখী হঞা,
কি কহিব যৈছন গমন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি,' কভু ডাকে ভুজ তুলি',
কভু ডাকে রূপ সনাতন ॥
চিন্তে মনে অনুক্ষণ, কবে যাব বৃন্দাবন,
কবে রাধাগোবিন্দ দেখিব।
সুললিত কৃষ্ণগুণ, কবে হ'বে দরশন,
নয়ন পরাণ জুড়াইব ॥
এইরূপে পথে চলে, কা'রে কিছু নাহি বলে,
ভক্ষ্য দ্রব্য মিলে অনায়াসে।

অতি সুকুমার হয়, কভু দুঃখ না জানয়,
চলে মাত্র প্রেমের আবেশে ॥
কতদিনে মথুরাতে, গেলেন আনন্দচিত্তে,
মধুপুরী করিল দর্শন।
যমুনাতে স্নান করি', বৃন্দাবন-পানে হেরি',
অবিরত ঝরয়ে নয়ন ॥
তথা হৈতে হর্ষ মনে, প্রবেশিলা বৃন্দাবনে,
দু' গোঁসাইর চরণ বন্দিল।
দূরে গেল মনোদুঃখ, হইল পরম সুখ,
আর কত বন্দিতে নারিল ॥
রূপের আনন্দ হৈল, শ্রীজীবেরে কৃপা কৈল,
সনাতনের অনুমতি পা'য়ে।
রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব-সুখে, সুখী করাইল তাকে,
সবে হর্ষ শ্রীজীব দেখিয়ে ॥
শ্রীজীবের গুরু-ভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি,
অনুক্ষণ করয়ে সেবন।

গোঁসাই যে আজ্ঞা করে, তাহা যত্নে ধরে শিরে,
অন্য না জানয়ে যার মন ॥
নিত্যানন্দের আজ্ঞা লৈয়া, যৈছে আইলা সুখী হৈয়
তৈছে গোঁসাই আজ্ঞা-ফল পাইলা ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ, নাহিক তাঁহার সম,
বহু গ্রন্থ বর্ণন করিলা ॥
গুণের নাহিক অন্ত, কি কহিব ভক্তিতত্ত্ব,
রাখিলেন সিদ্ধান্ত করিয়া ।
সনাতনের দয়া যত, তাহা বা কহিব কত,
শ্রীজীবের বৈরাগ্য দেখিয়া ॥
বৃন্দাবনে সবে সুখী, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি,
জীব গোঁসাইর চরিত্র সুধীর ।
যেরূপে ভজন করে, তাহা কে কহিতে পারে,
সদা প্রেমে পুলক শরীর ॥
ব্রজপুরে এইমতে, রহয়ে উল্লাস চিতে,
কে বুঝিবে তাঁহার আশয় ।

দু' গোঁসাইর অদর্শনে, যে বিরহ ভেল মনে,
তাহা কহিবার যোগ্য নয় ॥
ধরণীতে লোটাইয়া, কান্দয়ে আকুল হৈয়া,
ফুৎকার করয়ে অনুক্ষণ।
'হা চৈতন্য' মোর প্রাণ, প্রভু নিত্যানন্দ রাম,
কোথা প্রভু রূপ-সনাতন ॥
ধারা বহে দু'নয়নে, না চাহয়ে কার পানে,
চিত্তে অতি অস্থির হইলা।
রাত্রে প্রভু রূপ আসি', স্বপ্ন দিল কাছে বসি,'
তবে কিছু দুঃখ সম্বরিলা ॥
সেইদিন শ্রীনিবাস, আইল শ্রীজীব-পাশ,
তাঁরে দেখি' হর্ষ হৈলা মন।
নরোত্তম তা'র পরে, আসিয়া মিলিলা তাঁরে,
জীব-সঙ্গে সদাই দু'জন ॥
প্রেমের স্বরূপ দোঁহে, দেখিয়া আনন্দে রহে,
ভক্তিগ্রন্থ পঠায় সদায়।

রাধাকৃষ্ণলীলা যত, সেই রসে মহামত্ত,
আর কিছু মনে নাহি ভায় ॥
সদা গোবিন্দের সেবা, পরিপাটি জানে কেবা,
যৈছন পিরীতি নাহি সীমা।
যদি হয় লক্ষ মুখ, তথাপি না হয় সুখ,
কি কহিব জীবের মহিমা ॥
পতিত অধম জনে, করি' কৃপা নিজগুণে,
যত্নে প্রেমভক্তি করে দান।
আর কি কহিব গুণ, শুনিয়া পাষণ্ডগণ,
অনায়াসে পায় পরিত্রাণ ॥
নরহরিদাসে কয়, তরাও হে মহাশয়,
পড়ি' আছি ভবসিন্ধু মাঝে।
এ পামরে করি' দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
তবে সে দয়ালু নাম সাজে ॥

—ইতি শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর শোচক সমাপ্ত।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর শোচক

শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু, তুয়া শ্রীচরণ কভু,
দেখিব কি নয়ন ভরিয়া।
শুনিয়া অসীম গুণ, পাঁজরে বিন্ধিল ঘুণ,
নিছনি নিয়া যাইরে মরিয়া॥
পিরীতে গড়ল তনু, দশবাণ হেম জনু,
চান্দ মুখ অরুণ অধর।
ঝলকে দশন কাঁতি, জিনি' মুকুতার পাঁতি,
হাসি' কহে অমৃত-মধুর॥
পরাণের পরাণ যার, রূপ-সনাতন আর,
রঘুনাথযুগল জীবন।
পণ্ডিত কৃষ্ণ লোকনাথ, জানে দেহ-ভেদ মাত্র,
সরবস্ব শ্রীরাধারমণ॥
প্রেমেতে বিথায় অঙ্গ, চৈতন্যচরণ-ভৃঙ্গ,
শ্রীনিবাসে দয়ার অধীন।
সভে মেলি' রসাস্বাদ, ভাবভরে উন্মাদ,
এই ব্যবসায় চিরদিন॥

লীলা-সুধা-সুরধুনী, রসিকমুকুটমণি,
রসাবেশে গদ গদ হিয়া।
অহো অহো রাগসিন্ধু, অহো দীনজনবন্ধু,
যশ গায় জগত ভরিয়া॥
হা হা মূর্ত্তি সুমধুর, হা হা করুণার পুর,
হা হা চিন্তামণিগুণখনি।
হা হা প্রভু একবার, দেখাহ মাধুরী সার,
শ্রীচরণকমল-লাবণি॥
অনেক জন্মের পরে, অশেষ ভাগ্যের তরে
তুয়া পরিকর পদ-পায়ে।
নিজ করমের দোষে, মজিনু বিষয়-রসে,
জনম গোঁয়ানু খলি খায়া॥
অপরাধো পড়ে মনে, তথাপি তোমার গুণে,
পতিতপাবন আশা-বন্ধ।
লোভেতে চঞ্চল মতি, উপেক্ষিলে নাহি গতি,
ফুকারই মনোহর মন্দ।

ইতি শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর শোচক সমাপ্ত।

শ্রীরঘুনাথ ভট্টাচার্য্য গোস্বামি-প্রভুর শোচক

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥
কাশী হইতে চলিলা গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গেতে সেবক এক চলে ঝাঁপি লৈয়া ॥
এই মতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে গিয়া মিলিলা কুতূহলে ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করি' পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ জানি কৈলা আলিঙ্গনে ॥
ভাল হৈল আইলা দেখ কমললোচন।
আজি আমার ইহা করিবে প্রসাদ-ভোজন ॥
গোবিন্দেরে কহি' এক বাসা দেয়াইলা।
স্বরূপাদি ভক্তগণ-সনে মিলাইলা ॥
এই মতে প্রভু-সনে রহিলা অষ্টমাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস ॥

অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
বিবাহ না করিহ বলি' নিষেধ করিলা॥
বৃদ্ধ পিতামাতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন॥
পুনরপি একবার আসিবে নীলাচলে।
এত কহি' কণ্ঠমালা দিলা তার গলে॥
আলিঙ্গন করি' প্রভু তারে বিদায় দিলা।
প্রেমে গদ গদ ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা॥
স্বরূপাদি প্রভু ঠাঁই অনুজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া॥
চারি বৎসর ঘরে পিতামাতার সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ঠাঁই ভাগবত পড়িলা॥
পিতামাতা কাশী পাইলে উদাসীন হৈয়া।
পুনঃ প্রভু ঠাঁই গেল ভাবেতে গলিয়া॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি প্রভু পুনঃ আজ্ঞা দিলা॥

আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তথা গিয়া রহ রূপ-সনাতন সনে ॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
এত বলি' প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥
চৌদ্দহাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা পান চিড়া মহোৎসবে পাঞছিলা ॥
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা।
ইষ্টদেব করি' মালা ধরিয়া রাখিলা ॥
প্রভু-ঠাঁই আজ্ঞা পাঞা আইলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিলা আসি' রূপ-সনাতনে ॥
রূপ গোঁসাইর সভায় করে ভাগবত-পঠন।
ভাগবত পড়িতেও লয় তার মন ॥
অশ্রু-কম্প-গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্রে অশ্রু কণ্ঠরুদ্ধ না পারে পড়িতে ॥

পিকস্বর-কণ্ঠ তা'তে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোকের পড়িতে ফিরায় চারি রাগ ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যগুণ যবে পড়ে মনে।
প্রেমেতে বিহ্বল হৈয়া কিছুই না জানে ॥
গোবিন্দের চরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যার প্রাণধন ॥
ইতি শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামি-প্রভুর শোচক সমাপ্ত।

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভো! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥

বৈষ্ণব-চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
যাঁহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান-অবিদ্যা-পরাজয় ॥

জয় সনাতন-রূপ, প্রেমভক্তি-রসকূপ,
যুগল-উজ্জ্বলরস-তনু।
যাঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক,
প্রকটল কল্পতরু জনু ॥

প্রেমভক্তিরীতি যত, নিজগ্রন্থে সু-ব্যকত,
করিয়াছেন দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল-মধুর-রসাশ্রয়॥
যুগল-কিশোর-প্রেম, জিনি' লক্ষ্যবাণ হেম,
হেন ধন প্রকাশিলা যাঁরা।
জয় রূপ-সনাতন, দেহ' মোরে সেই ধন,
সে-রতন মোর গেল হারা॥
ভাগবতশাস্ত্র মর্ম্ম, নববিধ ভক্তি-ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন।
অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরমকারণ॥
সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।
কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে॥

গুরুদেব !

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজ মানে স্পৃহাহীন ॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ যথাযথ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত।
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ ॥
যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ॥

গুরুদেব !

বড় কৃপা করি, গৌড়বন মাঝে,
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি,
হরিনাম কর গান ॥

কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে,
এ দাসেরে দয়া করি।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি ॥

শৈশব যৌবনে, জড়সুখসঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্ম-দোষে, এ দেহ হইল,
ভজনের প্রতিবন্ধ ॥

বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুবিহ্বল ॥

গুরুদেব ! কবে মোর সেই দিন হবে ।

মন স্থির করি, নির্জ্জনে বসিয়া,
কৃষ্ণনাম গাব যবে ।

সংসার ফুকার, কাণে না পশিবে,
দেহ-রোগ দূরে রবে ।।

'হরে কৃষ্ণ' বলি, গাহিতে গাহিতে,
নয়নে বহিবে লোর ।

দেহেতে পুলক, উদিত হইবে,
প্রেমেতে করিবে ভোর ।।

গদ-গদ বাণী, মুখে বাহিরিবে,
কাঁপিবে শরীর মম ।

ঘর্ম্ম মুহুর্মুহু, বিবর্ণ হইবে,
স্তম্ভিত প্রলয় সম ।।

নিষ্কপটে হেন, দশা কবে হবে,
নিরন্তর নাম গাব ।

আবেশে রহিয়া, দেহযাত্রা করি,
তোমার করুণা পাব ।।

গুরুদেব ! কবে তব করুণা প্রকাশে।
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, হয় নিত্যতত্ত্ব,
এই দৃঢ় বিশ্বাসে।
'হরি হরি' বলি, গোদ্রুম কাননে,
ভ্রমিব দর্শন-আশে ॥
নিতাই, গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শ্রীবাস,
গদাধর পঞ্চজন।
কৃষ্ণনাম-রসে, ভাসাবে জগৎ,
করি মহাসংকীর্ত্তন ॥
নর্ত্তন-বিলাস, মৃদঙ্গ-বাদন,
শুনিব আপন কাণে।
দেখিয়া দেখিয়া, সে লীলা-মাধুরী,
ভাসিব প্রেমের বানে ॥
না দেখি আবার, সে লীলা-রতন,
কাঁদি হা গৌরাঙ্গ বলি।
আমারে বিষয়ী পাগল বলিয়া,
অঙ্গেতে দিবেক ধূলি ॥

গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগলভজনকামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে ॥
ধরি মন চরণে তোমার !
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার ॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে ॥
ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামী-পায়,
এ ভক্তিবিনোদ করে নতি ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম ॥
অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগলচরণ ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌরপরিবার।
সবে মিলি' বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার ॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয় ॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে ॥
হেন কি হইবে মোর—নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে ॥

এই নব-দাসী বলি' শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কতদিনে হবে ॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন—দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায় ॥
আনন্দিত হঞা হিয়া আজ্ঞাবলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিবে তৎকালে ॥

সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া ॥
দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৃপা করি' সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা ॥
এ তিন-সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে—গতি নাহি আর ॥
সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু, চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥

হরি হে !

শ্রীরূপ গোসাঞি, শ্রীগুরু-রূপেতে,
শিক্ষা দিল মোর কাণে।
জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল,
রতি পাবে নাম-গানে ।। ১ ।।

কৃষ্ণ-নাম-রূপ- গুণ-সুচরিত,
পরম যতন করি।
রসনা-মানসে, করহ নিয়োগ,
ক্রম-বিধি অনুসরি ।। ২ ।।

ব্রজে করি বাস, রাগানুগ হঞা,
স্মরণ কীর্ত্তন কর।
এ নিখিল কাল, করহ যাপন,
উপদেশ সার ধর ।। ৩ ।।

হা ! রূপ গোসাঞি, দয়া করি কবে,
দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ,
হইতে দাসের আশা ।। ৪ ।।

শুদ্ধ ভকত- চরণ-রেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা পরম সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল ॥ ১ ॥

মাধব-তিথি ভক্তি-জননী
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি'
পরম আদরে বরি ॥ ২ ॥

গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়িভকতসঙ্গে ॥ ৩ ॥

মৃদঙ্গবাদ্য, শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে।
গৌর-বিহিত কীর্ত্তন শুনি,
আনন্দে হৃদয় নাচে ॥ ৪ ॥

যুগলমূর্ত্তি, দেখিয়া মোর,
পরম আনন্দ হয়।
প্রসাদ সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয়॥ ৫॥
যেদিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু, দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায়॥ ৬॥
তুলসী দেখি, জুড়ায় প্রাণ,
মাধবতোষণী জানি।
গৌর-প্রিয় শাক সেবনে,
জীবন সার্থক মানি॥ ৭॥
ভকতিবিনোদ, কৃষ্ণভজনে,
অনুকূল পায় যাহা।
প্রতি দিবসে, পরম সুখে,
স্বীকার করয়ে তাহা॥ ৮॥

হরি হে !

নীরধর্ম্মগত, জাহ্নবী-সলিলে,
পঙ্ক ফেন দৃষ্ট হয়।
তথাপি কখন, ব্রহ্মদ্রবধর্ম্ম,
সে সলিল না ছাড়য় ॥ ১ ॥

বৈষ্ণব-শরীর অপ্রাকৃত সদা,
স্বভাব-বপুর ধর্ম্মে।
কভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে,
পড়ে সে বিষমাধর্ম্মে ॥ ২ ॥

সেই অপরাধে, যমের যাতনা,
পায় জীব অবিরত।
হে নন্দনন্দন, সেই অপরাধে,
যেন নাহি হই হত ॥ ৩ ॥

তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার,
আমারে করুন দয়া।
তবে মোর গতি, হবে তব প্রতি,
পাব তব পদছায়া ॥ ৪ ॥

ওহে !

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি ॥ ১ ॥
ছয় বেগ * দমি, ছয় দোষ † শোধি,
ছয়গুণ ‡ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, § দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে ॥ ২ ।

---

* ছয় বেগ যথা—বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ।

† ছয় দোষ—অত্যাহার, জড় বিষয়ে প্রয়াস, গ্রাম্যকথা, অসৎ নিয়মাগ্রহ, অসৎজনসঙ্গ, অস্থির সিদ্ধান্ত বা ইন্দ্রিয়তর্পণে রুচি।

‡ ছয় গুণ—ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেম-লাভে ধৈর্য্য, ভক্তির অনুকূল কর্ম্মপ্রবৃত্তি, অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ও ভক্তিসদাচার।

একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি, শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণ-নাম-ধনে ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি,
ধাই তব পাছে পাছে ॥ ৪ ॥

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি।
বৈষ্ণব-চরণ কল্যাণের খনি,
মাতিব হৃদয়ে ধরি' ॥

---

§ ছয় সৎসঙ্গ—শুদ্ধভক্তের সহিত দান, প্রতিগ্রহ, ভজন-কথা শ্রবণ ও আলাপন, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ ও ভোজনদান।

বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা,
নির্দ্দোষ, আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
অভিমানহীন, ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তর-বাহিরে নিষ্কপট সদা,
নিত্যলীলা-অনুরক্ত॥
কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর মধ্যমে প্রণতি
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি॥
যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে॥

বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি ॥

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর ॥
'আমি ত' বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
'গুরু'-অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজলরেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি ॥

'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান-ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কা'র॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

হরি হরি কবে মোর হ'বে হেন দিন।
বিমল বৈষ্ণবে রতি উপজিবে,
বাসনা হইবে ক্ষীণ॥
অন্তর-বাহিরে সম ব্যবহার,
অমানী মানদ হ'ব।
কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে,
সতত মজিয়া র'ব॥

এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব
জীবন যাপন লাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে অনুকূল যাহা,
তাহে হ'ব অনুরাগী ॥

ভজনের যাহা প্রতিকূল তাহা
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।
ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে
এ দেহ ছাড়িয়া দিব ॥

ভকতিবিনোদ এই আশা করি'
বসিয়া গোদ্রুমবনে।
প্রভু-কৃপা লাগি' ব্যাকুল অন্তরে
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে ॥

বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার।
আমার হৃদয়ে ভোগ করে অনিবার॥
কত যে যতন আমি করিলাম হায়।
না গেল বিকার, বুঝি শেষে প্রাণ যায়॥
এ ঘোর বিকার মোরে করিল অস্থির।
শান্তি না পাইল স্থান, অন্তর অধীর॥
শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥
শ্রীচৈতন্য নাম শুনে উদিবে পুলক।
রাধাকৃষ্ণামৃত-পানে হইব অশোক॥
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন এজন।
বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন॥

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব-পারাবারে ॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী ॥
শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখে বাঁধি' করাও সংসার ॥
শ্রীকৃষ্ণসাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তা'রে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয় ॥
এদাসে জননি! করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান, তুমি যোগমায়া ॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায় ॥
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগৎ-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণচিন্তামণি ॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাসবৃদ্ধি হো'ক প্রতিক্ষণে ॥

বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার ॥

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদ-ছায়া ॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥

বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে।

ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই, হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥
বৈষ্ণবচরণজল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥
তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক- সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণপরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ॥

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে তেঞি কান্দে॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে॥

না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি' শুনি' লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ পাশ॥

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়?
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব পরাণ॥

প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি'॥

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষদরশি প্রভো, পতিত উদ্ধার'।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥

কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন ?
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন ?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ ?
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ?
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস ॥

শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সভার চরণ ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সভার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত ॥

মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সভার চরণ বন্দোঁ। করিয়া প্রণতি ॥
যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধ বাহু করি' বন্দোঁ। সবার চরণ ॥
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সভার চরণ বন্দোঁ। দন্তে করি ঘাস ॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে ॥
মহাপ্রভুর গণ সব পতিতপাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ ॥
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমো-বুদ্ধি-দোষে মুঞি দন্ত মাত্র করি ॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি' মো-অধমে কর নিজ দাস ॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, যমবন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে ॥

মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়।

বৈষ্ণব কে ?

(প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী)

দুষ্ট মন ! তুমি কিসের বৈষ্ণব ?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥ ১ ॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব ॥ ২ ॥
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥ ৩ ॥

প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥ ৪ ॥

হরিজনদ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশাক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তাত কভু নহে অনিত্য বৈভব ॥ ৫ ॥

সে হরিসম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥ ৬ ॥

কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাখিব,
কি কাজ চুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব-ঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব ॥ ৭ ॥

তোমার প্রতিষ্ঠা; শূকররে বিষ্ঠা,
তার-সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা-বশে তুমি জড়রসে,
ম'জেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব ॥ ৮ ॥

তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগী-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত' সেই সব ॥ ৯ ॥

সেই দুটি কথা, ভুল' না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব।
ফল্গু, আর যুক্ত, বদ্ধ, আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ 'একাকার' সব ॥ ১০ ॥

কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব ॥ ১১ ॥

যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ॥ ১২ ॥

সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহা ত সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।
কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠাসম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব ॥ ১৩ ॥

বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব ॥ ১৪ ॥

মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন আহব ॥ ১৫ ॥

যে ফল্গু-বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি' নির্জ্জনতা বাড়ি'
লভিয়া কি ফল, ফল্গু সে বৈভব ॥ ১৬ ॥

রাধা-দাস্যে রহি ছাড় ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব।
রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজনকৈতব ॥ ১৭ ॥

ব্রজবাসিগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন-কৃষ্ণগাথা সব ॥ ১৮ ॥

শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥ ১৯ ॥

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল
নরহরি বিলসই মোর ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতারা, তাহে মোর মনোঘেরা,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসারসুখে,
বিদ্যা কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গাচরণের পাশ॥

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড় দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন হীন ভাসে॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু নিতাই কাটিয়া মোহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল॥

—

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া॥

যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজগৌরহরি॥
এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোণার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায়॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল॥

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে
নাচ্‌রে আমার মন।
নাচ্‌রে আমার মন, নাচ্‌রে আমার মন॥
(এমন দয়াল তো নাই হে,
মার খেয়ে প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন।
(ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে)
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে ঘুচিবে বন্ধন।
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে)
(তখন) অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন॥

(কৃষ্ণরতি-বিনা জীবন তো মিছে হে)
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামে পাবে দরশন ॥
(গৌর-কৃপা হ'লে হে)

শ্রীচৈতন্যাষ্টক

[শ্রীমদ্ রূপগোস্বামি-বিরচিত]

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত-মনুজ-কায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ১ ॥
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল-পশুপালাম্বুজ-দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২ ॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৩ ॥
রসোদ্দমা কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ।
হরিণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৪ ॥
হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৫ ॥
পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ।
কৃচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬ ॥

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল-পতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব-জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৭ ॥
ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র-পুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ।
ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ত্তন-সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৮ ॥
অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভ-স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল-পদাম্ভোজ-যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেমলহরী ॥ ৯ ॥

——

শ্রীশচীতনয়াষ্টক

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাববিদেহম্ ।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপায়াঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।। ১ ।।

গদ্‌গদ-অন্তর-ভাববিকারং
দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদ-বিশালম্ ।
ভবভয়ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।। ২ ।।

অরুণাম্বরধর-চারুকপোলং
ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্ ।
জল্পিত-নিজগুণনাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।। ৩ ।।

বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং
ভূষণ-নবরস-ভাববিকারম্ ।
গতি-অতিমন্থর-নৃত্যবিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।। ৪ ।।

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মঞ্জীর-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরম্ ।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতলবদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৫ ॥

ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু-দণ্ডং
দিব্য-কলেবর-মুণ্ডিত-মুণ্ডম্ ।
দুর্জ্জন-কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৬ ॥

ভূষণ-ভূরজ-অলকা-বলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্ ।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।। ৭ ।।

নিন্দিত-অরুণ-কমল-দল-নয়নং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজ-যুগলম্ ।
কলেবর-কৈশোর-নর্ত্তক-বেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ।। ৮ ।।

আরে ভাই ! ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি' গৃহ-বিষ-কূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ।।
তাপত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন ॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি' সব লাজ-ভয়,
কায়মনে লহ রে শরণ।
পরম দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল।
তারা হৈল পতিতপাবন ॥
গোরা দ্বিজ-নটরাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে,
কি করিবে সংসার-শমন
নরোত্তমদাসে কহে গোরা-সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন ।।

গৌরাঙ্গের দুটিপদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গের মধুরলীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ!' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

অবতার সার, গোরা অবতার,
কেন না ভজিলি তাঁরে।
করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস,
আপন করম ফেরে ।। ১ ।।
কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি (মন),
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেমকল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার,
তাহারে ভাবিলি বিষে ।। ২ ।।
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি মন),
নাশাতে পশিল কীট।
'ইক্ষুদণ্ড' ভাবি কাঠ চুষিলি (মন),
কেমনে পাইবি মিঠ ।। ৩ ।।
'হার' বলিয়া, গলায় পরিলি (মন),
শমন-কিঙ্কর-সাপ।
'শীতল' বলিয়া, আগুন পোহালি (মন),
পাইলি বজর-তাপ ।। ৪ ।।

সংসার-ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দুকাল খোয়ালি (মন),
খাইলি আপন মাথা ।। ৫ ।।

পরম করুণ পঁহু দুই জন
নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার- সার-শিরোমণি
কেবল আনন্দ-কন্দ ।।
ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি'।
বিষয় ছাড়িয়া সে রসে মজিয়া
মুখে বল হরি হরি ॥
দেখ ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়াল দাতা।
পশু পাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে
শুনি' যার গুণগাথা ।।

সংসারে মজিয়া রহিলি পড়িয়া
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম ভুঞ্জায়ে শমন
কহয়ে লোচনদাস ॥

——

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু ॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস ॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া ॥

——

হরি হরি ! কি মোর করম অনুরত ।
বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হইল রতি,
কিসে আর তরিবার পথ ।।
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
লোকনাথ সিদ্ধান্তসাগর ।
শুনিতাম সে-সব কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা,
তবে ভাল হইত অন্তর ।।
যখন গৌর-নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
নদীয়ানগরে অবতার ।
তখন না হইল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম,
মিছা মাত্র বহি' ফিরি ভার ।।
হরিদাস আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে,
না হেরিনু সে সুখ-বিলাস ।
কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস ।।

——

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে॥
পতিতপাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ, প্রেমানন্দসুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাগে নরোত্তমদাস॥

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥

আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

আমি ত' দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটি কোটি জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার॥
এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া ল'বে কাছে॥
শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
অনন্ত পাতকীজনে করিলা মোচন॥

এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া॥
এইবার বুঝা যা'বে করুণা তোমার।
যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুকী সে করুণা বেদের বিচার॥
তুমি ত পবিত্রপদ, আমি দুরাশয়।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে এ পতিত ছার।
পতিতপাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার॥

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পা'ব তা'র না পাই সন্ধান॥

না আছে করম-বল, নাহি জ্ঞানবল।
যাগ-যোগ-তপোধর্ম্ম না আছে সম্বল ॥
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার ॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন ॥
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী ॥
ওগো শ্রীজাহ্নবা-দেবি! এদাসে করুণা।
কর আজি নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা ॥
তোমার চরণ-তরী করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয় ॥
তুমি নিত্যানন্দশক্তি, কৃষ্ণভক্তি-গুরু।
এ দাসে করহ দান পদ-কল্পতরু ॥
কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার ॥

এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি ॥ ১ ॥
দয়া করি' মোরে পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হবে হিয়া ॥ ২ ॥
তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীন হীন জনে,
করিলেন ভবপার ॥ ৩ ॥
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥ ৪ ॥

নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোসাঞী,
নিজ নাম করি দান।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ পরিত্রাণ ॥ ৫ ॥
সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি নাথ,
তোমার চরণতলে।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন কাহিনী বলে ॥ ৬ ॥

কবে হ'বে হেন দশা মোর।
ত্যজি' জড় আশা বিবিধ বন্ধন
ছাড়িব সংসার ঘোর ॥
বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপধামে
বাঁধিব কুটীরখানি।
শচীর নন্দন- চরণ-আশ্রয়
করিব সম্বন্ধ মানি' ॥

জাহ্নবী-পুলিনে চিন্ময়কাননে
বসিয়া বিজনস্থলে।
কৃষ্ণনামামৃত নিরন্তর পিব
ডাকিব 'গৌরাঙ্গ' ব'লে॥
হা গৌরনিতাই, তোরা দুটি ভাই
পতিত-জনের বন্ধু।
অধম পতিত আমি হে দুর্জ্জন,
হও মোরে কৃপাসিন্ধু॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ষোলক্রোশ-ধাম
জাহ্নবী-উভয়কূলে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু ভাগ্যফলে
দেখি কিছু তরুমূলে॥
'হা হা' মনোহর কি দেখিনু আমি'
বলিয়া মূর্চ্ছিত হ'ব।
সম্বিৎ পাইয়া কাঁদিব গোপনে
স্মরি দুঁহু কৃপালব॥

হা হা মোর গৌরকিশোর।
কবে দয়া করি' শ্রীগোদ্রুম-বনে
দেখা দিবে মনচোর ॥
আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জের ভিতরে
গদাধরে বামে করি'।
কাঞ্চন-বরণ, চাঁচর চিকুর,
নটন সুবেশ ধরি' ॥
দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধামাধব
রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণ-সঙ্গে করিবে নটন
গলেতে মোহনমালা ॥
অনঙ্গ-মঞ্জরী সদয় হইয়া
এ- দাসী করেতে ধরি'।
দুঁহে নিবেদিবে, দুঁহার মাধুরী
হেরিব নয়ন ভরি ॥

হা হা কবে গৌরনিতাই।
এ পতিতজনে উরু কৃপা করি'
দেখা দিবে দু'টি ভাই ॥

দুঁহু-কৃপাবলে নবদ্বীপ-ধামে
দেখিব ব্রজের শোভা।
আনন্দ-সুখদ- কুঞ্জ মনোহর
হেরিব নয়ন-লোভা ॥

তাহার নিকটে শ্রীললিতাকুণ্ড
রত্নবেদী কত শত।
যথা রাধাকৃষ্ণ লীলা বিস্তারিয়া
বিহরেন অবিরত ॥

সখীগণ যথা লীলার সহায়,
নানা সেবা-সুখ পায়।
এ দাসী তথায় সখীর আজ্ঞাতে
কার্য্যে ইতি উতি ধায় ॥

মালতীর মালা গাঁথিয়া আনিব
দিব তবে সখী-করে।
রাধাকৃষ্ণ-গলে সখী পরাইবে,
নাচিব আনন্দ-ভরে ॥

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া।
ভোজন শয়নে দেহের যতনে
ছাড়িব বিরক্ত হঞা ॥
নবদ্বীপ-ধামে নগরে নগরে
অভিমান পরিহরি'।
ধামবাসি-ঘরে মাধুকরী ল'ব,
খাইব উদর ভরি' ॥
নদীতটে গিয়া অঞ্জলী অঞ্জলী
পিব প্রভু-পদজল।
তরুতলে পড়ি' আলস্য ত্যজিব,
পাইব শরীরে বল ॥

কাকুতি করিয়া 'গৌর-গদাধর'
'শ্রীরাধামাধব' নাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকি' উচ্চরবে
ভ্রমিব সকল ধাম ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে
হৃদয়ের বন্ধু জানি'।
বৈষ্ণব ঠাকুর প্রভুর কীর্ত্তন
দেখাইবে দাস মানি' ॥

কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে,
হা রাধে হা কৃষ্ণ বলে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ-সুখ ছাড়ি,
নানা লতাতরুতলে ॥ ১ ॥
শ্বপচ-গৃহেতে মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি কৃষ্ণ-কোলাহল ॥ ২ ॥

ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি,
ধরি অবধূত-বেশ ॥ ৩ ॥
গৌড়-ব্রজ-জনে ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের-স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥ ৪ ॥

দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুরশোভা,
নিত্য চিদানন্দময় ॥ ১ ॥
বৃষভানুপুরে জনম লইব,
যাবট বিবাহ হবে।
ব্রজগোপীভাব, হইবে স্বভাব,
আন ভাব না রহিবে ॥ ২ ॥

নিজ সিদ্ধদেহ, নিজ সিদ্ধনাম,
নিজরূপ স্ববসন।
রাধাকৃপাবলে, লভিব বা কবে
কৃষ্ণপ্রেম প্রকরণ ॥ ৩ ॥
যামুন সলিল, আহরণে গিয়া,
বুঝিব যুগলরস।
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে, পাগলিনী-প্রায়,
গাইব রাধার যশ ॥ ৪ ॥

বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী ॥ ১ ॥
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,
কভু না হইব কামী ॥ ২ ॥

সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ,
যুগল প্রেমের গুরু।
তদনুগ হ'য়ে সেবিব রাধার
চরণ-কলপ-তরু ॥ ৩ ॥
রাধা পক্ষ ছাড়ি' যে জন সে জন
যে-ভাবে সে-ভাবে থাকে।
আমি ত রাধিকা পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তা'কে ॥ ৪ ॥

——

শ্রীরাধিকাষ্টকম্

(শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিত)

দিশি দিশি রচয়ন্তীং সঞ্চরন্নেত্রলক্ষ্মী-
বিলসিত-খুরলীভিঃ খঞ্জরীটস্য খেলাম্।
হৃদয়মধুপমল্লীং বল্লবাধীশসূনো-
রখিল-গুণ-গভীরাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ১ ॥

পিতুরিহ বৃষভানোরন্বয়-প্রশস্তিং
জগতি কিল সমস্তে সুষ্ঠু বিস্তারয়ন্তীম্।
ব্রজনৃপতিকুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ
সুরভিণি নিজকুণ্ডে রাধিকামর্চয়ামি ॥ ২ ॥

শরদুপচিত-রাকা-কৌমুদীনাথ-কীর্ত্তি-
প্রকর-দমনদীক্ষা-দক্ষিণ-স্মেরবক্ত্রাম্।
নটদঘভিদপাঙ্গোত্তুঙ্গিতানঙ্গ-রঙ্গাং
কলিত-রুচি-তরঙ্গাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৩ ॥

বিবিধ-কুসুম-বৃন্দোৎফুল্ল-ধম্মিল্ল-ধাটী
বিঘটিত-মদ-ঘূর্ণৎ-কেকি-পিচ্ছ-প্রশস্তিম্।
মধুরিপু-মুখ-বিম্বোদ্গীর্ণ-তাম্বুল-রাগ-
স্ফুরদমল-কপোলাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৪ ॥

অমলিন-ললিতান্তঃস্নেহ-সিক্তান্তরঙ্গা-
মখিল-বিধবিশাখা-সখ্য-বিখ্যাত শীলাম্।
স্ফুরদঘভিদনর্ঘ-প্রেম-মাণিক্য-পেটীং
ধৃত-মধুর-বিনোদাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৫ ॥

অতুল-মহসি বৃন্দারণ্যরাজ্যেঽভিষিক্তাং
নিখিল-সময়-ভর্ত্তুঃ কার্ত্তিকস্যাধিদেবীম্।
অপরিমিত-মুকুন্দ-প্রেয়সী-বৃন্দ-মুখ্যাং
জগদঘহর-কীর্ত্তিং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৬ ॥

হরিপদনখ-কোটী-পৃষ্ঠ-পর্য্যন্ত-সীমা-
তটমপি কলয়ন্তীং প্রাণ-কোটেরভীষ্টাম্।
প্রমুদিত-মদিরাক্ষী-বৃন্দ-বৈদগ্ধ্য-দীক্ষা-
গুরুমতি-গুরুকীর্ত্তিং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৭ ॥

অমল-কনক-পট্টোদ্ঘৃষ্ট-কাশ্মীর-গৌরীং
মধুরিম-লহরীভিঃ সংপরীতাং কিশোরীম্।
হরিভুজ-পরিরব্ধাং লব্ধ-রোমাঞ্চ-পালিং
স্ফুরদরুণ-দুকূলাং রাধিকামর্চয়ামি ॥ ৮ ॥

তদমল-মধুরিম্নাং কামমাধাররূপং
পরিপঠতি বরিষ্ঠং সুষ্ঠু রাধাষ্টকং যঃ।
অহিম-কিরণ-পুত্রী-কূল-কল্যাণ-চন্দ্রঃ
স্ফুটমখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টস্তনোতি ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধিকাষ্টকম্

[শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিত]

রস-বলিত-মৃগাক্ষী-মৌলি-মাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপী-মরালী।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্বাণবল্লী
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ১ ॥

স্ফুরদরুণ-দুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি-বরকাঞ্চি-লাস্যমুল্লাসয়ন্তী
কুচকলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ২ ॥

সরসিজবর-গর্ভাখর্ব-কান্তিঃ সমুদ্যৎ—
তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ।
দর-বিকসিত-হাস্য-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৩ ॥

অতি-চটুলতরং তং কাননান্তর্মিলন্তং
ব্রজনৃপতি-কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুর-মৃদু-বচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৪ ॥

ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপ-পতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্।
সুললিত-ললিতান্তঃ স্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৫ ॥

নিরবধি সবিশাখা শাখিযূথ-প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘ-বিজয়-বরোরঃ প্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৬ ॥

প্রকটিত-নিজবাসং স্নিগ্ধ-বেণু-প্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতি-হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণ-কুহর-কণ্ডূং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৭ ॥

অমল-কমল-রাজি-স্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজসরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্ ।
পরিজন-গণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥ ৮ ॥
পঠতি বিমলচেতা মৃষ্টরাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্ ।
পশুপ-পতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজজন-গণমধ্যে-রাধিকায়াস্তনোতি ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধিকাষ্টকম্

[শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত]

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্ব্বহারি-গৌরভা
পীতনাঞ্চিতাব্জ-গন্ধকীর্তি-নিন্দি-সৌরভা ।
বল্লবেশ-সূনু-সর্ব্ব-বাঞ্ছিতার্থ- সাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ১ ॥

কৌরবিন্দ-কান্তি-নিন্দি-চিত্র-পত্র-শাটিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গ-কেলি-ফুল্ল-পুষ্প-বাটিকা।
কৃষ্ণ-নিত্যসঙ্গমার্থপদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ২ ॥
সৌকুমার্য্য-স্পষ্ট-পল্লবালি-কীর্ত্তি-নিগ্রহা
চন্দ্র-চন্দনোৎপলেন্দু-সেব্য-শীত-বিগ্রহা।
স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ-কাম-তাপ-বাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৩ ॥
বিশ্ববন্দ্য যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ-নব্য-যৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা।
শীল-হার্দ-লীলয়া চ সা যতোঽস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৪ ॥
রাস-লাস্য-গীত-নর্ম্ম-সৎকলালি-পণ্ডিতা
প্রেম-রম্য-রূপ-বেশ-সদগুণালি-মণ্ডিতা।
বিশ্ব-নব্য-গোপ-যোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৫ ॥

নিত্য-নব্য-রূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণরাগ-বন্ধ-গোপ-যৌবতেষু-কম্পদা।
কৃষ্ণ-রূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬ ॥
স্বেদ-কম্প-কণ্টকাশ্রু-গদ্গদাদি-সঞ্চিতা
মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা।
কৃষ্ণ-নেত্র-তোষি-রত্ন-মণ্ডনালি-দাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৭ ॥
যা ক্ষণার্দ্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা-
নেক-দৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৮ ॥
অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণবল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি-যোষিদালি-দুর্ল্লভাম্।
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম-দাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সা জনম্ ॥ ৯ ॥

রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে।
গোকুল-তরুণী-মণ্ডল-মহিতে॥
দামোদর-রতি-বর্দ্ধন-বেশে।
হরিনিষ্কুট-বৃন্দাবিপিনেশে॥
বৃষভানূদধি-নবশশিলেখে।
ললিতাসখী গুণরমিতবিশাখে॥
করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে।
সনক-সনাতন-বর্ণিত-চরিতে॥

শ্রীরাধাষ্টক

(১)

রাধিকাচরণ-পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল।
রাধাপদাঙ্কিত ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল॥ ১॥

রাধিকাভাব-গম্ভীর, চিত্ত যে বা মহাধীর-
গণ-সঙ্গ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ, রসসিন্ধু-স্নানানন্দ,
লভিবে, বুঝহ একমনে ॥ ২ ॥
রাধিকা উজ্জ্বলরসের আচার্য্য।
রাধামাধব-শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য ॥ ৩ ॥
যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে ॥ ৪ ॥
রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে বলে ॥ ৫ ॥
ছোড়ত ধনজন, কলত্র-সুতমিত,
ছোড়ত করম গেয়ান।
রাধা-পদপঙ্কজ, মধুরত সেবন,
ভকতিবিনোদ পরমাণ ॥ ৬ ॥

(২)

বিরজার পারে শুদ্ধপরব্যোম-ধাম।
তদুপরি শ্রীগোকুল বৃন্দারণ্য নাম ॥ ১ ॥

বৃন্দাবন চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
চিন্ময় অপূর্ব্ব-দরশন।
তহিঁ মাঝে চমৎকার, কৃষ্ণ বনস্পতিসার,
নীলমণি তমাল যেমন ॥ ২ ॥
তাহে এক স্বর্ণময়ী, লতা সর্ব্বধামজয়ী
উঠিয়াছে পরমপাবনী।
হ্লাদিনীশক্তির সার, মহাভাব' নাম যার,
ত্রিভুবনমোহন-মোহিনী ॥ ৩ ॥
রাধানামে পরিচিত, তুষিয়া গোবিন্দ-চিত,
বিরাজয়ে পরম আনন্দে।
সেই লতা-পত্র ফুল, ললিতাদি সখীকুল,
সবে মিলি' বৃক্ষে দৃঢ় বান্ধে ॥ ৪ ॥
লতার পরশে প্রফুল্ল তমাল।
লতা ছাড়ি' নাহি রহে কোন কাল ॥ ৫ ॥
তমাল ছাড়িয়া লতা নাহি বাঁচে।
সে লতা-মিলন সদাকাল যাচে ॥ ৬ ॥

ভকতিবিনোদ মিলন দোঁহার।
না চাহে কখন বিনা কিছু আর ।৭॥

(৩)

রমণী-শিরোমণি, বৃষভানু-নন্দিনী,
নীলবসন-পরিধানা।
ছিন্ন-পুরট-জিনি' বর্ণ-বিকাশিনী,
বদ্ধকবরী হরিপ্রাণা॥ ১॥
আভরণ-মণ্ডিতা, হরিরস-পণ্ডিতা,
তিলকসুশোভিতা-ভালা।
কঞ্চুলিকাচ্ছাদিতা, স্তনমণি-মণ্ডিতা,
কজ্জলনয়নী রসালা॥ ২॥
সকল ত্যজিয়া সে রাধাচরণে।
দাসী হ'য়ে ভজ পরম যতনে॥ ৩॥
সৌন্দর্য্য কিরণ দেখিয়া যাঁহার।
রতি-গৌরী-লীলা-গর্ব্ব পরিহার॥ ৪॥

শচী-লক্ষ্মী-সত্যা সৌভাগ্য-বলনে।
পরাজিত হয় যাঁহার চরণে ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণবশীকারে চন্দ্রাবলী আদি।
পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী ॥ ৬ ॥
হরিদয়িত-রাধা-চরণপ্রয়াসী।
ভকতিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমবাসী ॥ ৭ ॥

(৪)

রসিক-নাগরী- গণ-শিরোমণি,
কৃষ্ণপ্রেমে সরহংসী।
বৃষভানুরাজ, শুদ্ধ কল্পবল্লী,
সর্ব্বলক্ষ্মীগণ-অংশী ॥ ১ ॥
রক্ত পট্টবস্ত্র, নিতম্ব-উপরি,
ক্ষুদ্র ঘন্টি দুলে তায়।
কুচযুগোপরি, দুলি' মুক্তামালা,
চিত্তহারী শোভা পায় ॥ ২ ॥

সরসিজবর- কর্ণিকা-সমান,
অতিশয় কান্তিমতী।
কৈশোর-অমৃত, তারুণ্য-কর্পূর,
মিশ্রস্মিতাধরা সতী ॥ ৩ ॥
বনান্তে আগত, ব্রজপতিসুত,
পরম চঞ্চল বরে।
হেরি' শঙ্কাকুল, নয়ন-ভঙ্গিতে,
আদরেতে স্তব করে ॥ ৪ ॥
ব্রজের মহিলা- গণের পরাণ,
যশোমতী-প্রিয়পাত্রী।
ললিত ললিতা- স্নেহেতে প্রফুল্ল-
শরীরা ললিতগাত্রী ॥ ৫ ॥
বিশাখার সনে, বনফুল তুলি'
গাঁথে বৈজয়ন্তী মালা।
সকল-শ্রেয়সী, কৃষ্ণবৃক্ষ-স্থিতা,
পরম প্রেয়সী বালা ॥ ৬ ॥

স্নিগ্ধ বেণুরবে, দ্রুতগতি যাই',
কুঞ্জে পে'য়ে নটবরে।
হসিত-নয়নী, নম্রমুখী সতী,
কর্ণ কণ্ডুয়ন করে ॥ ৭ ॥
স্পর্শিয়া কমল, বায়ু সুশীতল,
করে যবে কুণ্ডনীর।
নিদাঘে তথায়, নিজগণ-সহ,
তুষয় গোকুল-বীর ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ, রূপ-রঘুনাথে,
কহয়ে চরণ ধরি'।
হেন রাধাদাস্য, সুধীর সম্পদ্,
কবে দিবে কৃপা করি' ॥ ৯ ॥

(৫)

মহাভাব-চিন্তামণি, উদ্ভাবিত তনুখানি,
সখীপতি-সজ্জ প্রভাবতী।
কারুণ্য-তারুণ্য আর, লাবণ্য-অমৃতধার,
তাহে স্নাতা লক্ষ্মীজয়ী সতী ॥ ১ ॥

লজ্জা পট্টবস্ত্র যার, সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম-সার,
কস্তুরী-চিত্রিত কলেবর।
কম্পাশ্রু-পুলক-রঙ্গ, স্তম্ভ-স্বেদ-স্বরভঙ্গ,
জাড্যোন্মাদ নবরত্নধর ॥ ২ ॥
পঞ্চবিংশতিক গুণ, ফুলমালা সুশোভন,
ধীরাধীরা-ভাব-পট্টবাসা।
পিহিত-মান-ধম্মিল্লা, সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলা
কৃষ্ণনামযশঃকর্ণোল্লাসা ॥ ৩ ॥
রাগতাম্বূলিত ওষ্ঠ, কৌটিল্য-কজ্জ্বল-স্পষ্ট,
স্মিতকর্পূরিত নর্ম্মশীলা।
কীর্ত্তিযশ-অন্তঃপুরে, গর্ব্ব-খট্টোপরি স্ফুরে,
দুলিত প্রেমবৈচিত্ত্যমালা ॥ ৪ ॥
প্রণয়রোষ-কঞ্চুলী, পিহিত-স্তনযুগ্মকা,
চন্দ্রাজয়ী কচ্ছপী-রবিণী।
সখীদ্বয়স্কন্ধে লীলা- করাম্বুজার্পণশীলা,
শ্যামা শ্যামামৃত-বিতরণী ॥ ৫ ॥

এ হেন রাধিকা-পদ, তোমাদের সুসম্পদ,
দন্তে তৃণ যাচে তব পায়।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, রাধা-দাস্যামৃত-কণ,
রূপ রঘুনাথ! দেহ তায় ॥ ৬ ॥

(৬)

বরজ-বিপিনে যমুনা-কূলে।
মঞ্চ মনোহর শোভিতফুলে ॥ ১ ॥
বনস্পতি লতা তুষয়ে আঁখি।
তদুপরি কত ডাকয়ে পাখী ॥ ২ ॥
মলয় অনিল বহয়ে ধীরে।
অলিকুল মধু- লোভেতে ফিরে ॥ ৩ ॥
বাসন্তীর রাকা উড়ুপ তদা।
কৌমুদী বিতরে আদরে সদা ॥ ৪ ॥
এমত সময়ে রসিকবর।
আরম্ভিল রাস মুরলীধর ॥ ৫ ॥

শতকোটি গোপী- মাঝেতে হরি।
রাধা-সহ নাচে আনন্দ করি' ॥ ৬ ॥
মাধব-মোহিনী গাইয়া গীত।
হরিল সকল জগত-চিত ॥ ৭ ॥
স্থাবর-জঙ্গম মোহিলা সতী।
হারাওল চন্দ্রা- বলীর মতি ॥ ৮ ॥
মথিয়া বরজ- কিশোর-মন।
অন্তরিত হয় রাধা তখন ॥ ৯ ॥
ভকতিবিনোদ পরমাদ গণে।

(৭)

রাস ভাঙ্গল (আজি) রাধা বিহনে ॥ ১০ ॥
শতকোটি গোপী মাধব মন।
রাখিতে নারিল করি' যতন ॥ ১১ ॥
বেণুগীতে ডাকে রাধিকা নাম।
'এস এস রাধে!' ডাকয়ে শ্যাম ॥ ১২ ॥
ভাঙ্গিয়া শ্রীরাস- মণ্ডল তবে।
রাধা অন্বেষণে চলয়ে যবে ॥ ১৩ ॥

'দেখা দিয়া রাধে ! রাখহ প্রাণ !'
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান ॥ ১৪ ॥
নির্জ্জন কাননে রাধারে ধরি'
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি ॥ ১৫ ॥
বলে, 'তুঁহু বিনা কাহার রাস ?
তুঁহু লাগি' মোর বরজ-বাস ॥' ১৬ ॥
এহেন রাধিকা- চরণ-তলে ।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া বলে ॥ ১৭ ॥
"তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি' ।
কিঙ্করী করিয়া রাখ আপনি ॥" ১৮ ॥

রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা ।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা ॥ ১ ॥
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি ।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥ ২ ॥

কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী ॥ ৩ ॥
কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ ॥ ৪ ॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি ॥ ৬ ॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা-অবতার সবে, আম্নায়-বাণী ॥ ৭ ॥
হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ ॥ ৮ ॥

শ্রীল রঘুনা দাস গোস্বামীর উদ্দেশে রচিত গীত বলিয়া প্রচলিত।

(শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তিত)

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে ॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে ॥
রাধে বৃন্দাবন-বিলাসিনি রাধে রাধে।
রাধে কানুমনোমোহিনি রাধে রাধে।
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানুনন্দিনি রাধে রাধে ॥
(গোসাঞী) নিয়মকরে সদাই ডাকে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কেশীঘাটে আবার ডাকে
বংশীবটে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে নিধুবনে, আবার ডাকে
কুঞ্জবনে রাধে রাধে ॥

(গোসাঞী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে আবার ডাকে
শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কুসুমবনে, আবার ডাকে
গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে ॥
(গোসাঞী) একবার ডাকে তালবনে আবার ডাকে
তমালবনে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) মলিন বসন দিয়ে গায় ব্রজের ধূলায়
গাড়াগড়ি যায় রাধে রাধে ॥
(গোসাঞী) মুখে রাধা রাধা বলে ভেসে নয়নের জলে
রাধে রাধে।
(গোসাঞী) বৃন্দাবনে কুলিকুলি কেঁদে বেড়ায় রাধা
বলি রাধে রাধে ॥
(গোসাঞী) ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, জানে না
রাধা-গোবিন্দ বিনে রাধে রাধে।
তারপর চারিদণ্ড শুতি থাকে স্বপনে রাধা-গোবিন্দ দেখে
রাধে রাধে।

শ্রীরাধাকৃষ্ণপদকমলে মন।
কেমনে লভিবে চরম শরণ॥
চিরদিন করিয়া ও চরণ আশ।
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস॥
হে রাধে, হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত-প্রাণ।
পামরে যুগল ভক্তি কর দান॥
ভক্তিহীন বলি' না কর উপেক্ষা।
মূর্খ জনে দেহ জ্ঞান-সুশিক্ষা॥
বিষয়-পিপাসা-প্রপীড়িত দাসে।
দেহি অধিকার যুগল-বিলাসে॥

চঞ্চল জীবন, স্রোতপ্রবাহিয়া
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥
তুমি পতিতজনের বন্ধু।
জানিহে তোমারে নাথ,
তুমি ত করুণাজলসিন্ধু॥

আমি ভাগ্যহীন অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতি-লেশ।
নিজগুণে নাথ, কর আত্মসাৎ,-
ঘুচাইয়া ভব-ক্লেশ।।
সিদ্ধ-দেহ দিয়া, বৃন্দাবন মাঝে,
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে,
শুন নিজ গুণগান।।
যুগল সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী
বিনোদ ধরিছে পায়।।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্

[শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত]

অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীল-নিন্দি-কান্তি-ডম্বরঃ
কুঙ্কুমোদ্যদর্ক-বিদ্যুদংশু-দিব্যদম্বরঃ।
শ্রীমদঙ্গ-চর্চিতেন্দু-পীতনাক্ত-চন্দনঃ
স্বাংঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ১ ॥

গণ্ড-তাণ্ডবাতি-পণ্ডিতাণ্ডজেশ-কুণ্ডল-
শ্চন্দ্র-পদ্মষণ্ড-গর্ব্ব-খণ্ডনাস্যমণ্ডলঃ।
বল্লবীষু বর্দ্ধিতাত্ম-গূঢ়ভাব-বন্ধনঃ
স্বাংঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ২ ॥

নিত্যনবা-রূপবেশহার্দ-কেলিচেষ্টিতঃ
কেলিনর্ম-শর্মদায়ি-মিত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ।
স্বীয়-কেলি-কাননাংশু-নির্জ্জিতেন্দ্র-নন্দনঃ
স্বাংঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৩ ॥

প্রেমহেম-মণ্ডিতাত্ম-বন্ধুতাভিনন্দিতঃ
ক্ষৌণিলগ্ন-ভাল-লোকপাল-পালি-বন্দিতঃ।
নিত্যকালস্পৃষ্ট-বিপ্র-গৌরবালি-বন্দনঃ
স্বাংঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৪ ॥
লীলয়েন্দ্র-কালিয়োষ্ণ-কংস-বৎস-ঘাতক
স্তত্তদাত্ম-কেলি-বৃষ্টি-পুষ্ট-ভক্তচাতকঃ।
বীর্য্যশীল-লীলয়াত্ম-ঘোষবাসি-নন্দনঃ
স্বাংঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৫ ॥
কুঞ্জ-রাসকেলি-সীধু-সাধিকাদি-তোষণ
স্তত্তদাত্ম-কেলি-নর্ম্ম-তত্তদালি-পোষণঃ।
প্রেম-শীল-কেলি-কীর্ত্তি-বিশ্বচিত্ত-নন্দনঃ
স্বাংঘ্রিদাস্যোদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৬ ॥
রাসকেলি-দর্শিতাত্ম-শুদ্ধভক্তি-সৎপথঃ
স্বীয়-চিত্র-রূপবেশ-মন্মথালি-মন্মথঃ।
গোপিকাসু নেত্রকোণ-ভাববৃন্দ-গন্ধনঃ
স্বাংঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৭ ॥

পুষ্পচায়ি-রাধিকাভিমর্ষ-লব্ধি-তর্ষিতঃ
প্রেমবাম্য-রম্য-রাধিকাস্য দৃষ্টি-হর্ষিতঃ ।
রাধিকোরসীহ লেপ এষ হারিচন্দনঃ
স্বাংঘ্রিদাস্যদোহস্তু মে স বল্লবেন্দ্রনন্দনঃ ॥ ৮ ॥
অষ্টকেন যস্ত্বনেন রাধিকাসুবল্লভং
সংস্তবীতি দর্শনেঽপি সিন্ধুজাদি-দুর্ল্লভম্ ।
তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষকাননে
রাধিকাঙ্গ-সঙ্গ-নন্দিতাত্ম-পাদসেবনে ॥ ৯ ॥

শ্রীদামোদরাষ্টকম

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।
যশোদাভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১ ॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্ ।
মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥ ২ ॥
ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে,
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং,
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥
বরং দেব ! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ ।
ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপালবালং,
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪ ॥
ইদন্তে মুখাম্ভোজমত্যন্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা ।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে,
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৫ ॥

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো !,
প্রসীদ প্রভো ! দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্ ।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু,
গৃহাণেশ ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥
কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ,
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌচ ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ,
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥
নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে,
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে ।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয় প্রিয়ায়ৈ,
নমোঽন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরীনারী-বদনকমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১ ॥
ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরি-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি-লীলা পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২ ॥
মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥
কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণি-রুচিরো
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ।। ৫ ।।
পরংব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোঽনন্ত-শিরসি।
রসানন্দী রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ।। ৬ ।।
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকল-জন-কাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতুমে ।। ৭ ।।
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো দীনেঽনাথে নিহিত-চরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতুমে ।। ৮ ।।

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচি।
সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

শ্রীচৌরাগ্রগণ্যপুরুষাষ্টকম্

ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং,
গোপাঙ্গনানাং চ দুকূলচৌরম্।
অনেক-জন্মার্জ্জিত-পাপচৌরং,
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ১ ॥
শ্রীরাধিকায়া হৃদয়স্য চৌরং,
নবাম্বুদশ্যামলকান্তিচৌরম্।
পদাশ্রিতানাং চ সমস্তচৌরং,
চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥ ২ ॥
অকিঞ্চনীকৃত্য পদাশ্রিতং যঃ,
করোতি ভিক্ষং পথি গেহহীনম্।
কেনাপ্যহো ভীষণচৌর ঈদৃগ্,
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন জগৎত্রয়েঽপি ॥ ৩ ॥

যদীয় নামাপি হরত্যশেষং,
গিরি প্রসারানপি পাপরাশীন্।
আশ্চর্য্যরূপো ননু চৌর ঈদৃগ্,
দৃষ্টঃ শ্রুতো বা ন ময়া কদাপি ॥ ৪ ॥
ধনং চ মানং চ তথেন্দ্রিয়াণি,
প্রাণাংশ্চ হৃত্বা মম সর্ব্বমেব।
পলায়সে কুত্র ধৃতোঽদ্য চৌর,
ত্বং ভক্তিদাম্নাসি ময়া নিরুদ্ধঃ ॥ ৫ ॥
ছিনৎসি ঘোরং যমপাশবন্ধং,
ভিনৎসি ভীমং ভবপাশবন্ধম্।
ছিনৎসি সর্ব্বস্য সমস্তবন্ধং,
নৈবাত্মনো ভক্তকৃতং তু বন্ধম্ ॥ ৬ ॥
মন্মানসে তামসরাশিঘোরে,
কারাগৃহে দুঃখময়ে নিবদ্ধঃ।
লভস্ব হে চৌর! হরে! চিরায়,
স্বচৌর্য্যদোষোচিতমেব দণ্ডম্ ॥ ৭ ॥

কারাগৃহে বস সদা হৃদয়ে মদীয়ে
মদ্ভক্তিপাশদৃঢ়বন্ধননিশ্চলঃ সন্।
ত্বাং কৃষ্ণ হে। প্রলয়কোটিশতান্তরেঽপি
সর্ব্বস্ব চৌর হৃদয়ান্নহি মোচয়ামি ॥ ৮ ॥

শ্রিত-কমলাকুচমণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল।
জয় জয় দেব হরে। (ধ্রু)
দিনমণিমণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন
মুনিজনমানস-হংস।
কালীয়-বিষধর-গঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুল-নলিন-দিনেশ ॥
মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুল-কেলিনিদান।
অমলকমলদল-লোচন ভবমোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান ॥

জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ।
অভিনব-জলধর-সুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি ॥

দশাবতারস্তোত্রম্

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১ ॥
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণ-চক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ২ ॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৩ ॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৪ ॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্ ।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়ম্ ।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিত-যমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥

দেব ! ভবন্তং বন্দে

[শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামি-বিরচিত]

দেব ! ভবন্তং বন্দে।

মন্মানস-মধুকরমর্পয়নিজপদ-পঙ্কজ-মকরন্দে ॥

যদ্যপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি ন তব নখাগ্রমরীচিম্।

ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত তদপি কৃপাদ্ভুতবীচিম্ ॥

ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।

পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক-দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী ॥

অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন কলিতাদ্ভুত-রসভারম্।

নিবসতু নিত্যমিহামৃতনিন্দিনি বিন্দন্ মধুরিমসারম্ ॥

জনম সফল তার, কৃষ্ণ-দরশন যার,

ভাগ্যে হইয়াছে একবার।

বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি' কৃষ্ণ দরশন,

ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার ॥

বৃন্দাবন-কেলিচতুর বনমালী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময়নিধি, গুণশালী।
বর্ণ নব-জলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর
অলকা তিলকা শোভা পায়।
পরিধান পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগত মাতায়॥
ইন্দ্রনীল জিনি, কৃষ্ণরূপখানি,
হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে॥
(সখি হে) সুধাময়, সে রূপমাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি॥
কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ-ঠাম।

চরণকমলে অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম ॥
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি'
চরণকমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন ॥

শুন হে রসিক জন, কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভব-পারাবারে ॥
হৃদয় পীড়িত যার, কৃষ্ণ চিকিৎসক তার,
ভব-রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখজনে, প্রেমামৃত-বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর ॥

কর্ম্মবন্ধ-জ্ঞানবন্ধ, আবেশে মানব অন্ধ,
তারে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম-মধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর॥
বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ-বশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ॥
প্রেমামৃতবারিধারা, সদা পানরত তাঁরা,
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু পতি।
সেই সব ব্রজজন, সুকল্যাণ-নিকেতন,
দীন হীন বিনোদের গতি॥

জীবে কৃপা করি, গোলোকের হরি,
ব্রজভাব প্রকাশিল।
সে ভাবরসজ্ঞ, বৃন্দাবন-যোগ্য,
জড়বুদ্ধি না হইল॥

কৃষ্ণলীলা-সমুদ্র অপার।
বৈকুণ্ঠ-বিহার সমান ইহার
কভু নহে জান সার॥
কৃষ্ণ নরাকার, সর্ব্বরসাধার,
শৃঙ্গারের বিশেষতঃ।
বৈকুণ্ঠসাধক, সখ্যে অপারক,
মধুরে না হয় রত॥
ব্রজে কৃষ্ণধন, নবীন মদন,
অপ্রাকৃতরসময়।
জীবের সহিত, নিত্যলীলোচিত,
কৃষ্ণ-গুণগণ হয়॥

যমুনাপুলিনে, কদম্ব-কাননে,
কি হেরিনু সখি আজ।
শ্যাম বংশীধারী, মণিমঞ্চোপরি,
করে লীলা রসরাজ॥

কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রস্রবণ।

অষ্টদলোপরি শ্রীরাধা শ্রীহরি,
অষ্টসখী পরিজন ॥
সুগীত নর্ত্তনে সব সখীগণে
তুষিছে যুগলধনে।
কৃষ্ণলীলা হেরি' প্রকৃতি সুন্দরী,
বিস্তারিছে শোভা বনে ॥
ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব,
ও' লীলা-রসের তরে।
ত্যজি' কুললাজ, ভজ ব্রজরাজ,
বিনোদ মিনতি করে ॥

বন্ধুসঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস থাকে অভিলাষ।
(থাকে অভিলাষ)
তবে মোর কথা রাখ, যেয়ো নাক যেয়ো নাক,
বৃন্দাবনে কেশীতীর্থ ঘাটের সকাশ ॥

গোবিন্দ বিগ্রহ ধরি, তথায় আছেন হরি,
নয়নে বঙ্কিম দৃষ্টি মুখে মন্দহাস।
কিবা ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বর্ণ সমুজ্জ্বল শ্যাম,
নব কিশলয় শোভা শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ ॥
অধরে রংশীটী তার, অনর্থের মূলাধার,
শিখিচূড়াকেও ভাই করোনা বিশ্বাস।
সে মূর্ত্তি নয়নে হেরে, কেহ নাহি ঘরে ফিরে,
সংসারী গৃহীর যে গো হয় সর্ব্বনাশ ॥
(তাই মোর মনে বড় ত্রাস)
ঘটিবে বিপদ ভারী, যেয়ো নাকো হে সংসারী
বৃন্দাবনে কেশীতীর্থ ঘাটের সকাশ ॥

———

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার ॥ ১ ॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন ॥ ২ ॥

তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামত মায়া স্বজে কারাগার ॥ ৩ ॥
তব ইচ্ছামত জীবের জনম মরণ।
সমৃদ্ধি নিপাত দুঃখ সুখসংঘটন ॥ ৪ ॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥ ৫ ॥
তুমি ত রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥ ৬ ॥
নিজবল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ ॥ ৮॥

———

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এইবার লহ নিজ সাথ ॥

বহু যোনি ভ্রমি' নাথ, লইনু শরণ।
নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ ॥
জগতকারণ তুমি জগতজীবন।
তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ, কি হইবে গতি ॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে ॥

হরি হে!

তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা,
দয়িত, তনয় হরি তুমি।
তুমি সুহৃন্মিত্র গুরু, তুমি গতি কল্পতরু,
ত্বদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি ॥ ১ ॥

তব ভৃত্য পরিজন গতিপ্রার্থী অকিঞ্চন,
প্রপন্ন তোমার শ্রীচরণে।
তব সত্ত্ব তব ধন, তোমার পালিত জন,
আমার মমতা তব জনে ॥ ২ ॥
এ ভক্তিবিনোদ কয়, অহংতা মমতা নয়,
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-অভিমানে।
সেবার সম্বন্ধ ধরি, অহংতা মমতা করি,
তদিতর প্রাকৃত বিধানে ॥ ৩ ॥

রসতত্ত্ব নিত্য যৈছে, ব্রজতত্ত্ব নিত্য তৈছে,
লীলারস এক করি' জান।
কৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ রস, সকলই কৃষ্ণের বশ,
বেদ ভাগবতে করে গান ॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম তত্ত্ব, তাঁর লীলা শুদ্ধ সত্ত্ব,
মায়া যাঁর দূরস্থিতা দাসী।
জীব-প্রতি কৃপা করি' লীলা প্রকাশিল হরি,
জীবের মঙ্গল অভিলাষী ॥

ব্রহ্মা, শেষ, শিব যাঁর, অন্বেষিয়া বারবার,
তত্ত্ব নাহি বুঝিবারে পারে।
ব্রহ্মের আশ্রয় যিনি, পরমাত্মার অংশী তিনি,
স্বয়ং ভগবান্ বলি যাঁরে॥
সেই কৃষ্ণ দয়াময়, মূলতত্ত্ব সর্ব্বাশ্রয়,
অনন্তলীলার এক খনি।
নির্ব্বিশেষ লীলাভরে, ব্রহ্মতা প্রকাশ করে,
স্বীয় অঙ্গকান্তি গুণমণি।
অংশে পরমাত্মা হ'য়ে, বদ্ধজীবগণে ল'য়ে,
কর্ম্মচক্রে লীলা করে কত।
দেবলোকে দেব সহ, উপেন্দ্রাদি হ'য়ে তেঁহ,
দেবলীলা করে কত শত॥
পরব্যোমে নারায়ণ, হ'য়ে পালে দাসজন,
দেবদেব রাজ-রাজেশ্বর।
সেই কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়, ব্রজে নর পরিচয়,
নরলীলা করিল বিস্তার॥

কৃষ্ণের যতেক খেলা, তার মধ্যে নরলীলা,
সর্ব্বোত্তম রসের আলয়।
এ রস গোলোকে নাই, তবে বল কোথা পাই,
ব্রজধাম তাহার নিলয়॥
নিত্য-লীলা দ্বিপ্রকার, সান্তর ও নিরন্তর,
যাহে মজে রসিকের মন।
জন্মবৃদ্ধি দৈত্যনাশ, মথুরা-দ্বারকা-বাস,
নিত্যলীলা সান্তরে গণন॥
দিবারাত্র অষ্টভাগে, ব্রজজন অনুরাগে,
করে কৃষ্ণ লীলা নিরন্তর।
তাহার বিরাম নাই, সেই নিত্যলীলা ভাই,
ব্রহ্মরুদ্রশেষ-অগোচর॥
জ্ঞানযোগ কর যত, হয় তাহা দূরগত,
শুদ্ধ রাগ নয়নে কেবল।
সে লীলা রক্ষিত হয় পরানন্দ বিতরয়,
হয় ভক্তজীবন-সম্বল॥

বহির্ম্মুখ হ'য়ে, মায়ারে ভজিয়ে
সংসারে হইনু রাগী।
কৃষ্ণ দয়াময়, প্রপঞ্চে উদয়,
হইলা আমার লাগি'॥
(সখি হে) কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধী জনে, কৃপা বিতরণে,
শুধিতে নহে কাতর॥
সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি' নিজে অবতরি'
বংশীরবে নিল হরি'॥
এমন রতনে, বিশেষ যতনে,
ভজ সখি অবিরত।
বিনোদ এখনে, শ্রীকৃষ্ণচরণে,
গুণে বাঁধা, সদা নত॥

হরি হরি ! কি মোর করমগতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদ, না ভজিনু তিল-আধ,
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
ভূগর্ভ,শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইহাঁ সভার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ,
আর কিসে পুরিবেক সাধ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকতমাঝ,
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥
সে সব ভকত-সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ,
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুখের কথা, জনম গোঙা'নু বৃথা,
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস ॥

— — —

হরি হরি ! বিফলে জনম গোঙাইনু ।
মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায় ।
সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই ।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার ।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

প্রাণেশ্বর! নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দকন্দ,
গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে ॥
তুয়া পাদপদ্মসেবা, এই ধন মোরে দিবা,
তুমি নাথ করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ, শ্রবণে পরম রস,
কার কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি ॥
দারুণ সংসারগতি, বিষম-বিষয়-মতি,
তুয়া বিস্মরণ-শেল বুকে।
জরজর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ,
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে ॥
মো-হেন অধম জনে, কর কৃপানিরীক্ষণে,
দাস করি' রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম, প্রভু মোর গৌরধাম,
নরোত্তম লইল শরণে ॥

হরি হরি! কৃপা করি' রাখ নিজপদে।
কাম ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে ॥
হইয়া মায়ার দাস, কর' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলয়ে ঘরে ঘরে ॥
অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভব-কূপে দিলেক ডারিয়া ॥
পুনঃ যদি কৃপা করি' এ জনারে কেশে ধরি'
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে ॥

হরি হরি ! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি'
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥
স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ, ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য চিন্তামণিধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি ॥
বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা বিনে ॥

হরি হরি ! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল,
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ ॥

যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম, জপ, ধ্যান,
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন,
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে ॥

সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ,
কি করিব আইলে শমন ॥

শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে' শুনিয়াছি এই সবে,
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে,
না করিনু সেরূপ-ভাবন ॥

রাধাকৃষ্ণ দুঁহু-পায়, তনু মন রহু তায়,
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়,
তনু মন সঁপিনু আপনা॥

হরি হরি! হেন দিন হইবে আমার।
দুঁহু অঙ্গ পরশিব, দুঁহু অঙ্গ নিরখিব,
সেবন করিব দোঁহাকার॥
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
মালা গাঁথি' দিব নানা ফুলে।
কনকসম্পুট করি' কর্পূর তাম্বুল পূরি'
যোগাইব অধরযুগলে॥
রাধাকৃষ্ণ, বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন,
এই মোর জীবন-উপায়।
জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন,
তোমা বিনে অন্য নাহি ভায়॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা! প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে,
তনয়া হইয়া জনমিব॥
যাবটে আমার কবে, এ পাণি-গ্রহণ হবে,
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাঁহার হয় প্রেষ্ঠ,
সেবন করিব তাঁর পায়॥
তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা,
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা, পূরিবে মনের আশা,
সে দুঁহার যুগল-চরণ॥

বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে,
দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুঁহু চাঁদমুখ দেখি' জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যাব,
হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি'
রাখিবে রাতুল দুটি পায়।
নরোত্তমদাস ভণে, প্রিয় নর্ম্মসখীগণে,
কবে দাসী করিবে আমায়॥

হরি হরি, কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন॥

সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দুঁহার রূপগুণ-গান॥
'রাধিকা-গোবিন্দ' বলি' কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে॥
এইবার করুণা কর রূপ-সনাতন।
রঘুনাথদাস মোর, শ্রীজীব-জীবন॥
এইবার করুণা কর ললিতা-বিশাখা।
সখ্যভাবে শ্রীদাম-সুবল-আদি সখা॥
সবে মিলি' কর দয়া পূরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

———

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি' পরম আনন্দে মজি'
আর কবে ব্রজভূমে যাব॥

সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন,
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদগদ হৈঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া,
কান্দিয়া বেড়াব উভরায়॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া,
ডাকিব 'হা রাধানাথ' বলি।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে,
কবে পিব করপুটে তুলি'॥
আর কবে এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব,
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা,
পড়িয়া রহিব তার ছায়॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি'
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
কহে দীন নরোত্তমদাস॥

—•—

হরি হরি, আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন ধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা।
ধন, জন, পুত্র, দারে, এ সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি' বৃন্দাবনে বাস করি'
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ডজলে, স্নান করি' কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
শুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণস্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥

ভজনের স্থান কবে, নয়নগোচর হবে,
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ ॥

—০—

করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কান্থা গায় দিয়া,
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে,
যাইয়া করিব নিজালয় ॥
হরি হরি, কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে,
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥
শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতূহলে,
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলিকুলি,
কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া ॥

দেখিব সঙ্কেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরি, কাঁহা গিরিবরধারি,
কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব ॥
মাধবীকুঞ্জের' পরি, সুখে বসি' শুকশারী,
গাইবেক রাধাকৃষ্ণ-রস।
তরুমূলে বসি' তাহা, শুনি' জুড়াইব হিয়া,
কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী-রাধিকা-সাথ,
দেখিব রতন-সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্ল্লভ আশ,
এমতি হইবে কতদিনে ॥

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি ॥

ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধুলায় ধুসর হবে অঙ্গ ।।
ষড়্‌রস ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ।।
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই' যমুনাপুলিনে ।।
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে ।।
নরোত্তমদাস কহে করি' পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার ।।

———

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ।।
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন ।।

শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস ॥

— —

প্রভু হে, এইবার করহ করুণা।
যুগলচরণ দেখি' সফল করিব আঁখি,
এই মোর মনের কামনা ॥
নিজপদ-সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
দুঁহু পঁহু করুণাসাগর।
দুঁহু-বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্য মানোঁ,
মুই বড় পতিত পামর ॥

ললিতা-আদেশ-পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা,
প্রিয়সখী সঙ্গে, হয় মনে ;
দুঁহু দাতাশিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি,
নিকটে চরণ দিবে দানে ॥
পাব রাধাকৃষ্ণ-পা, ঘুচিবে মনের ঘা,
দূরে যাবে এসব বিকল ।
নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়,
দেহ প্রাণ সকল সফল ॥

রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জকুটীর ।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত যামুনতীর ॥ ১ ॥
কুসুমসরোবর মানসগঙ্গা ।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা ॥ ২ ॥
বংশীবট গোকুল ধীরসমীর ।
বৃন্দাবনতরুলতিকাক নীর ॥ ৩ ॥

খগমৃগকুল মলয় বাতাস।
ময়ূর ভ্রমর মুরলী বিলাস ॥ ৪ ॥
বেণু শৃঙ্গ পদচিহ্ন মেঘমালা।
বসন্ত শশাঙ্ক শঙ্খ করতালা ॥ ৫ ॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস উদ্দীপক মানি ॥ ৬ ॥
এ সব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাঁউ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাউ ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
তুয়া উদ্দীপক হামার পরাণ ॥ ৮ ॥

— —

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব তাপিত-পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ॥

হে সজনি, কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনাপুলিন ॥
ললিতা বিশাখা লঞা, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥
দারুণ বিধির নাট ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কেহ নরোত্তমদাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি' গেল ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ-ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ ॥

যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিহ তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মোর সম নাহিক অধমা ॥
'পতিতপাবন' নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হঙ অপরাধী, তথাপিহ তুমি গাতি,
সত্য সত্য যেন সতীর পতি ॥
তুমি ত পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর ॥
কামে মোর হতচিত, নাহি জানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা ॥

মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, 'পতিত উদ্ধার' শ্যাম,
নিজ-দাস কর গিরিধর ॥
নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ! মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন-সঙ্কীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে ॥

—০—

তাতল সৈকতে বারি-বিন্দুসম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পল
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥

আধ জনম হম নিদে গঁমাওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরি সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহাওসি
অব তারণ-ভার তোহারা॥

মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পলুঁ,
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

গণইতে দোষ, গুণ-লেশ ন পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুঁহু জগন্নাথ, জগভরি কহাওসি,
জগ বাহির নহোঁ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু, পাখী কিয়ে জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন, সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ॥

গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি॥

গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি, কর্ম্মে জড়মতি,
প'ড়েছি সংসার-ঘোরে॥

গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া॥

গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
করহে করুণা দান॥

গোপীনাথ, তুমি ত সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে, তোমার শকতি,
কে আছে পাপীর আর॥

গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কৈলে সুবিস্তার॥
গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি॥

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসারজ্বালা।
অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-মালা॥
গোপীনাথ, আমি ত কামের দাস।
বিষয়-বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম-ফাঁস॥
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ-অরি, দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি॥

গোপীনাথ, আমি ত তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন ধন ॥
গোপীনাথ, তুমি ত সকলি জান।
আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন,
শ্রীচরণে দেহ স্থান ॥
গোপীনাথ, এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ জনে,
না কর করুণালব ॥
গোপীনাথ, আমি ত মুরখ অতি।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি ॥
গোপীনাথ, তুমি ত পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব পর ॥

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি, আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই ॥

গোপীনাথ, প'ড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে ॥

গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ঘোর ॥

গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি ॥

গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়- বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি ॥

গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ-পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥
গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীক দমিয়া,
তার হে সংস্থতি ঘোরে॥
গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি, বন্ধন ছেদিয়া,
বিনোদে করহ দাস॥

হরি হে!
প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি, চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার॥ ১॥

করম গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময়, আমি ত কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই ॥ ২ ॥
বাক্যমনোবেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর-উপস্থ-বেগ।
মিলিয়া এসব, সংসারে ভাসায়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ ॥ ৩ ॥
অনেক যতনে, সে সব দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ, ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি ॥ ৪ ॥

দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে ॥

সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল॥
কিসের সংসার এই, ছায়াবাজীপ্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায়॥
এ দেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন দিন॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥

শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

'জীবন সমাপ্তকালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহ সুখ।'
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন
এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।

যত শীঘ্র পার, ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জবীনের ঠিক নাই ॥

সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন ॥

এ আশায় নাহি প্রয়োজন।

এমন দুরাশাবশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন ॥

যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও।
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ ॥

সাধুসঙ্গ না হইল হায়।

গেল দিন অকারণ, করি অর্থ উপার্জ্জন,
পরমার্থ রহিল কোথায় ॥

সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্র-অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত লক্ষণ।

কৃষ্ণেতর সঙ্গ করি, সাধুজনে পরিহরি,
মদগর্ব্বে কাটানু জীবন ॥

ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠগণি, হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায়॥
জ্ঞানের গরিমা বলে, ভক্তিরূপ সুসম্বলে,
উপেক্ষিনু স্বার্থ পাশরিয়া।
দুষ্ট জড়াশ্রিত জ্ঞান, এবে হ'ল অন্তর্দ্ধান,
কর্ম্মভোগে আমাকে রাখিয়া॥
এবে যদি সাধুজনে, কৃপা করি' এ দুর্জ্জনে,
দেন ভক্তিসমুদ্রের বিন্দু।
তা' হইলে অনায়াসে, মুক্ত হ'য়ে ভবপাশে,
পার হই এ সংসারসিন্ধু॥

ওরে মন ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম মরণ জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল সার॥

ধনজন-পরিবার, কেহ নহে কভু কার,
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর॥

আয়ু অতি অল্প দিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন॥
ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়॥

মরণ-সময় তা'রা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর সবে ভবজয়,
এ দাসের সেই ত ভরসা ॥

হরি হে !

অর্থের সঞ্চয়ে, বিষয়-প্রয়াসে,
আন কথা প্রজল্পনে।
আন অধিকার, নিয়ম আগ্রহে,
অসৎসঙ্গ-সংঘটনে ॥ ১ ॥
অস্থির সিদ্ধান্তে, রহিনু মজিয়া,
হরিভক্তি রৈল দূরে।
এ হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা-মদ,
প্রতিষ্ঠা, শঠতা স্ফুরে ॥ ২ ॥

এ সব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু,
আপন দোষেতে মরি।
জনম বিফল, হইল আমার,
এখন কি করি হরি ॥ ৩ ॥
আমি ত পতিত, পতিতপাবন,
তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি, তোমার চরণে,
শরণ লইনু হাম ॥ ৪ ॥

হরি হে!
ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস,
প্রেমলাভে ধৈর্য্য-ধন।
ভক্তি-অনুকূল, কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে,
অসৎসঙ্গ বিসর্জ্জন ॥ ১ ॥

ভক্তি সদাচার, এই ছয় গুণ,
নহিল আমার নাথ।
কেমনে ভজিব, তোমার চরণ,
ছাড়িয়া মায়ার সাথ ॥ ২ ॥
গর্হিত আচারে, রহিলাম মজি,
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধু-বেশ, আনে উপদেশি,
এ বড় মায়ার রঙ্গ ॥ ৩ ॥
এ হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা,
তোমার পাইব হরি।
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়,
কবে বা মিনতি করি ॥ ৪ ॥

—০—

হরি হে!

দান প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্ত কথা,
ভক্ষণ, ভোজন-দান।

সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়,
ইহাতে ভক্তির প্রাণ ॥ ১ ॥
তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
অসতে এ সব করি।
ভক্তি হারাইনু, সংসারী হইনু,
সুদূরে রহিলে হরি ॥ ২ ॥
কৃষ্ণভক্ত জনে, এ সঙ্গ লক্ষণে,
আদর করিব যবে।
ভক্তি মহাদেবী, আমার হৃদয়-
আসনে বসিবে তবে ॥ ৩ ॥
যোষিৎসঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর,
দুঁহু সঙ্গ পরিহরি।
তব ভক্তজন- সঙ্গ অনুক্ষণ,
কবে বা হইবে হরি ॥ ৪ ॥

——

হরি হে !

সঙ্গদোষশূন্য, দীক্ষিতাদীক্ষিত,
যদি তব নাম গায় ।
মানসে আদর, করিব তাঁহারে,
জানি নিজজন তায় ॥ ১ ॥

দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়াপদ,
তাঁহারে প্রণতি করি ।
অনন্যভজনে, বিজ্ঞ যেই জন,
তাঁহারে সেবিব হরি ॥ ২ ॥

সর্ব্বভূতে সম, যে ভক্তের মতি,
তাঁহার দর্শনে মানি ।
আপনাকে ধন্য, সে সঙ্গ পাইয়া,
চরিতার্থ হইল জানি ॥ ৩ ॥

নিষ্কপট মতি, বৈষ্ণবের প্রতি,
এই ধর্ম্ম কবে পাব ।
কবে এ সংসার, সিন্ধু পার হ'য়ে,
তব ব্রজপুরে যাব ॥ ৪ ॥

— —

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে,
হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিত-পাবন,
পতিত-তারণে রত ॥ ১ ॥

ভরসা আমার, এই মাত্র নাথ,
তুমি ত করুণাময়।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥ ২ ॥

আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
অবনী ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর, ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি ॥ ৩ ॥

সকল বুঝিয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে নাথ।
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ ॥ ৪ ॥

তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নহি ত আমি ॥ ৫ ॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
ল'য়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায় ॥ ৬ ॥

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥ ১ ॥
অশোক-অভয়, অমৃত-আধার
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥ ২ ॥

তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভোগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥ ৩ ॥

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পেয়ে মনে।
আমি ত তোমার, তুমি ত আমার,
কি কাজ অপর ধনে ॥ ৫ ॥

ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥ ৬ ॥

দারা পুত্র নিজদেহ কুটুম্ব পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে ॥ ১ ॥
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পাব।
কন্যা-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব ॥ ২ ॥
এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভো সংসার তোমার ॥ ৩ ॥
তুমি ত পালিবে মোরে নিজ দাস জানি।
তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি ॥ ৪ ॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে, 'করি আমি', সে ত সত্য নয় ॥ ৫ ॥
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে ॥ ৬ ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল মন্দ হ'লে নাহি মোর দায় ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ নিজ স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া ॥ ৮ ॥

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে ॥ ১ ॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপজনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ॥ ২ ॥
তব নিজ-জন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হবে তাহা ॥ ৩ ॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥ ৪ ॥

নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥ ৫ ॥

এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ।
অশোক-অভয়ামৃতপূর্ণ সর্ব্বক্ষণ ॥ ১ ॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদতলে ॥ ২ ॥
তব পাদপদ্ম, নাথ, রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভবসংসারে ॥ ৩ ॥
আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার ॥ ৪ ॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে ॥ ৫ ॥

যে পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিল।
যে পদ পাইয়া শিব 'শিবত্ব' লভিল ॥ ৬ ॥
যে পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইল।
যে পদ নারদ মুনি হৃদয়ে ধরিল ॥ ৭ ॥
সেই সে অভয় পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া ॥ ৮ ॥
সংসার-বিপদ হ'তে অবশ্য উদ্ধার।
ভকতিবিনোদে পদ করিবে তোমার ॥ ৯ ॥

তুমি ত মারিবে যারে, কে তারে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছাবশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন ॥ ১ ॥
তব ইচ্ছা-মতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ শোক মৃতি ভয়, তব ইচ্ছা মতে হয়,

তব আজ্ঞা সদা বলবান্ ॥ ২ ॥

তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র সূর্য্য সমুদয়,

স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।

তুমি ত পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,

তব বাস ভকত অন্তরে ॥ ৩ ॥

সদা শুদ্ধ সিদ্ধকাম, ভকতবৎসল নাম,

ভকত-জনের নিত্য স্বামী।

তুমি ত রাখিবে যারে, কে তারে মারিতে পারে,

সকল বিধির বিধি তুমি ॥ ৪ ॥

তোমার চরণে নাথ, করিয়াছি প্রণিপাত,

ভকতিবিনোদ তব দাস।

বিপদ্ হইতে স্বামি, অবশ্য তাহারে তুমি,

রক্ষিবে তাহার এ বিশ্বাস ॥ ৫ ॥

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।

নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা বিধান ॥ ১ ॥

তুয়া ধন জানি তুহুঁ রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জানি করি তুয়া সাথ ॥ ২ ॥
চরাওবি মাধব যমুনাতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে ॥ ৩ ॥
অঘ বক মারত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল কান ॥ ৪ ॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম্ যামুনপানি ॥ ৫ ॥
কালীয় দোখ করবি বিনাশা।
শোধবি নদীজল বাড়াওবি আশা ॥ ৬ ॥
পিয়ত দাবানল রাখবি মোয়।
গোপাল গোবিন্দ নাম তব হোয় ॥ ৭ ॥
সুরপতি-দুর্ম্মতি নাশ বিচারি।
রাখিবে বর্ষণে গিরিবরধারি ॥ ৮ ॥
চতুরানন করব যব চোরি।
রক্ষা করবি মোএ গোকুল হরি ॥ ৯ ॥

ভকতিবিনোদ তুয়া গোকুলধন ।
রাখবি কেশব করত যতন ।। ১০ ।।

——

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর ।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর ।। ১ ।।
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে ।
দায় মম গেলা তুয়া ও-পদ বরণে ।। ২ ।
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা ।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা ।। ৩ ।।
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর ।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ।। ৪ ।।
কীট-জন্ম হউ যথা তুয়া দাস ।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ।। ৫ ।।
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত ।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত ।। ৬ ।।

জনক, জননী, দয়িত, তনয়।
প্রভু, গুরু, পতি—তুঁহু সর্ব্বময় ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান।
রাধানাথ! তুহুঁ হামার পরাণ ॥ ৮ ॥

—•—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি ॥ ১ ॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥ ২ ॥
দৈন্য আত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন ॥ ৩ ॥
ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার ॥ ৪ ॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥ ৫ ॥
রূপসনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি ॥ ৬ ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি ত অধম।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম ॥ ৭ ॥

'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিঃক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥'

—বৈষ্ণবতন্ত্রে।

"শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥"

'কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা
তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে ॥'

সমাপ্ত

সাংখ্য-বাণী

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া

সাংখ্য-বাণী

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-

সম্পাদিতা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ভিক্ষা—'১৯ নঃ পঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত
গ্রন্থ-তালিকা ঃ—

১। জৈবধর্ম্ম (১ম ও ২য় খণ্ড)—২·৫০ নঃ পঃ

২। প্রেম-প্রদীপ (পারমার্থিক উপন্যাস)—১ ৫০ নঃ পঃ

৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী—১·৫০ নঃপঃ

৪। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলীসহ)—·৫০ নঃ পঃ

৫। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—·২৫ নঃ পঃ

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—১·৫০ নঃ পঃ

৭। বিজন গ্রাম ও সন্ন্যাসী (গীতিকাব্য)—১·০০ টাকা

৮। Shri Chaitanya Mahaprabhu— 75 N. P.

৯। সাংখ্য-বাণী—·১৯ নঃ পঃ

১০। শ্রীগৌড়ীয় গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড) ১·৭৫ নঃ পঃ

১১। শ্রীরূপানুগ-ভজন সম্পৎ—·৬২ নঃ পঃ

১২। শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্—·৫০ নঃ পঃ

১৩। শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ—·১২ নঃ পঃ

১৪। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা (মাসিক)—বার্ষিক ৫·০০ টাকা

১৫। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী)—বার্ষিক ৪·০০ টাকা

১৬। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—১·০০ টাকা

সংখ্যাদ্বারা দার্শনিক শিক্ষা

জগদ্‌গুরু পরমহংস-চূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিকুল-বরেণ্য অনুমান ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রিকার ৮ম খণ্ড, ৩০শ সংখ্যায় **"সাংখ্য-বাণী"**-শীর্ষক একটি মৌলিক প্রবন্ধ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবগণের জন্য প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধ পরে ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান এই "সাংখ্য বাণী" গ্রন্থখানি তাহারই পুনরাবৃত্তি।

শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রকার অভিনব সংখ্যা-গত তত্ত্বের সঙ্কলন বৈষ্ণব-জগতে এক নূতন আবিষ্কার। তিনি ভারতীয় গণিত-জ্যোতিষের সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধি-নায়ক ছিলেন। গাণিতিক বিচার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা '১' বলিয়া একটী সংখ্যা লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই সংখ্যাগত '১'-এর মৌলিকত্ব অনুসন্ধান করিলে ইহা গণিতশাস্ত্রবিদ্‌গণের 'কাল্পনিক অর্থ' বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে-বস্তু বা সংখ্যার উদ্ভবের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাকেই মানস-রাজ্যের

'কাল্পনিক' পদার্থ বলা হয়। পৃথিবীতে '১' বলিয়া কোন বস্তু নাই, তথাপি '১' সংখ্যাই গণিত-শাস্ত্রের আদি সংখ্যা এবং '১' হইতে সমস্ত উন্নত সংখ্যা-সমষ্টির উদ্ভব হইয়াছে —ইহা গণিত-শাস্ত্রের মত। কেহ কেহ '০' শূন্যকেও গণিতশাস্ত্রের আদি সংখ্যা বলিয়া বিচার করিয়া বৌদ্ধ পদাবলেহী হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ '১'-এর ধারণা কি, তাহা অনুসন্ধিৎসার বিষয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,— "Diversity in unity" অর্থাৎ একত্বের চিন্তায় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নির্ব্বিশেষ '১' কোন বস্তু নহে। যে-বস্তুর মৌলিকত্ব কাল্পনিক বা শূন্য, তাহা হইতে বাস্তবের আবির্ভাব অলীক ও অসম্ভব। কেহ কেহ মনে করেন, "অসতঃ সদজায়ত" এই বেদবাণী তাহাদিগকে আপাততঃ সমর্থন করে; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে উপনিষদের উক্ত অংশ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, উহা বেদের পূর্ব্বপক্ষস্বরূপে গৃহীত হইয়া তৎপরক্ষণেই উহা খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন,—"সতঃ

সদজ্জায়ত"। পূর্ব্বোক্ত বাক্য সিদ্ধান্তপক্ষে গ্রহণ করিলেও অসৎ-বস্তু হইতে সত্তার উৎপত্তি কিরূপভাবে সম্ভবপর হয়, বৈজ্ঞানিক জগৎ তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বৈদান্তিককুল-চূড়ামণি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও বিচারের দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, 'অসৎ'-শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ আকার-রহিত অনবস্থা বুঝাইলেও বস্তুসত্তা প্রকাশের সত্তা (Potencies) তাহার অন্তর্নিহিত ব্যাপার। সুতরাং 'অসৎ'-শব্দ ব্যবহার করিলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা আত্যন্তিক অসৎ নহে। বস্তুতঃ বাহ্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ-অসৎ বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা প্রকৃত বা বাস্তব বা আত্যন্তিক 'সৎ' অর্থাৎ 'অসৎ' নহে।

গণিতশাস্ত্রে '১' হইতে '১০'-এর অঙ্কই সর্ব্বপ্রধান। ইহার Permutation-combination অর্থাৎ আনুলোমিক ও প্রাতিলোমিক ক্রিয়া-প্রভাবে ভারতীয় গণিতশাস্ত্র যে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীর কোন দেশই তাহার নিকটে পৌঁছিতে পারে নাই।

বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক
াকাশ আর্য্য-ঋষিগণের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে অধিক
লিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

মদীয় গুরুপাদপদ্ম গণিত-জগতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে
াতিষ্ঠিত ছিলেন। গণিতের সাংখ্যবিচারের তুলনায় দর্শন-
াস্ত্রের সাংখ্য-তত্ত্বের (২৪) চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ সসীম
লার অন্তর্জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ গাণিতিক
মৌলিক ১ হইতে ১০ সংখ্যার আনুলোমিক ও প্রাতি-
লামিক ক্রিয়াগত সংখ্যার অত্যন্ত নিম্নতম সংখ্যায়
মবস্থিত। কপিলের সাংখ্য সীমাবদ্ধ প্রাকৃত বিশ্বেই
আবদ্ধ।

নিরীশ্বর-সাংখ্য সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত। তাহারা
প্রকৃতিতে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব আরোপ করিতে গিয়া পুরুষকে
নিষ্ক্রিয়, কেবল একটী শব্দমাত্ররূপে ও সংখ্যা-পূরণের জন্য
স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য সাংখ্য-দর্শনে চতুর্ব্বিংশতি
প্রাকৃত তত্ত্বস্থলে পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বসংখ্যার বিচারাভিনয়
করিয়াছেন। বস্তুতঃ এক হইতে চব্বিশ সংখ্যা গ্রহণ

করিয়াও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে ইহা বৌদ্ধযুগীয় '০' শূন্যস্বরূপ পুরুষ-সংখ্যাই গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্বটীকে 'পুরুষ' এই আখ্যার দ্বারা নিরূপিত করিলেও তাহা নিষ্ক্রিয়-বিধায় '০' শূন্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং নিরীশ্বর কপিলের সংখ্যা '০' শূন্যে বিলীন হইয়াছে। তিনি বলেন,—প্রকৃতির অন্তর্গত তত্ত্বসংখ্যার বিচারের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইলে সমুদয় দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং তাহাই মোক্ষ। প্রকৃত প্রস্তাবে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তি এক কথা নহে। এইজন্য বেদ বেদান্ত-উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাসাদি সকল শাস্ত্রই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—প্রাকৃতজ্ঞানে অপ্রাকৃত মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগেও পরব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কারণ এই যোগদর্শন ঈশ্বর স্বীকার করিলেও নিরীশ্বর সাংখ্যযোগেরই প্রতীক। সুতরাং সাংখ্যের সংখ্যাগত বিচারের হেয়ত্ব ও সদোষত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ এই "সাংখ্য-বাণী"রূপ অপ্রাকৃত দার্শনিকতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া জগতে যুগান্তর

আনয়ন করিয়াছেন। এই "সাংখ্য-বাণী" আলোচনা করিলে প্রকৃতই মোক্ষলাভ করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ-সেবালাভ করিয়া নিত্যসুখপ্রাপ্তি হইবে; ইহারই অপর নাম পরমমোক্ষ। পাঠকবর্গ ইহা ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহার অতিমর্ত্ত্যত্ব অনুভব করিতে পারিবেন।

গণিতশাস্ত্রের অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক একত্বের ধারণা এবং পারমার্থিক ধর্ম্ম-তত্ত্বের একত্বের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। দার্শনিক একত্ব নির্ব্বৈশিষ্ট্য নহে—ইহা পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি। মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ "**সাংখ্য-বাণী**"র প্রথমেই ১ (এক) বলিতে কি বুঝায়, তাহা পারমার্থিক একতত্ত্বের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই বৈদিক-মন্ত্রের একায়নশাখীগণের পক্ষে যাহা এক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা সর্ব্বপ্রথমেই মঙ্গলাচরণ, ভূমিকা বা গ্রন্থ-প্রারম্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠকগণ এই গ্রন্থখানি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে বহুবিধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। অলমতিবিস্তরেণ। ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৭০; ইং ৩।৩।৬৪

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাংখ্য-বাণী

এক

কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম দীক্ষাগুরু; পরমোদারবিগ্রহ গৌরসুন্দর; অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন; পরাশক্তি রাধিকা; প্রিয়তম ধাম শ্রীরাধাকুণ্ড; স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি শ্রুতিশাস্ত্র; সবিলাস ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য পুরাণ সম্রাট্—শ্রীমদ্‌ভাগবত; পরম সম্বন্ধ—কৃষ্ণ; পরম অভিধেয় বা উপায়—কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনাশ্রিতা একা কৃষ্ণভক্তি; পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ—কৃষ্ণপ্রেমা; নিত্য বাস্তব-সত্য গৌরকৃষ্ণ; এক পথ বা ধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম; মূলবেদস্কন্ধ—একায়ন।

ত্যাজ্য—এক বৈষ্ণববিরোধি-সঙ্গ।

দুই

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ; প্রভু ও বিভু। শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ; আশ্রয় ও ও বিষয়-বিগ্রহ চিল্লীলা-মিথুন শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বা গদাই-গৌর ; বৈকুণ্ঠ ও গোলোকধাম ; ঈশ্বর ও জীব ; সিদ্ধ ও সাধক ভক্ত ; বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি ; সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার।

পরস্পর বিপরীত—কাম ও প্রেম ; দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি, অনুকরণ ও অনুসরণ ; শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি ; যুক্ত ও ফল্গুবৈরাগ্য ; বদ্ধ ও মুক্ত ; ভক্তি-গতি ও ভক্তিস্তম্ভ ; অপ্রাকৃত সাহজিক ও প্রাকৃত সাহজিক ; চিদ্রস ও জড়রস ; চিদ্‌বিলাস ও জড়বিলাস ; বিলাস ও বিরাগ ; পরমার্থ ও অর্থ ; বিদ্যা ও অবিদ্যা ; অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা ; মায়াতীত

কৃষ্ণ ও মায়া ; সেবা ও ভোগ ; সেব্য ও ভোগ্য নাম ও নামাপরাধ ; ধাম-সেবা ও ধামাপরাধ।

ত্যাজ্য—পাপ ও পুণ্য ; কর্ম্ম ও জ্ঞান বা ভোগ ও ত্যাগ বা ভুক্তি ও মুক্তি ; স্বর্গ ও নরক ; স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত।

তিন

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিগ্রহ আশ্রয়-ত্রয়—গৌরকিশোর-বাণী-বিনোদ ; সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অধিদেবতা বিষয়-বিগ্রহের মূর্ত্তিত্রয়—গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন—গৌড়ীয়ের তিন ঠাকুর ; নিতাই, গৌর ও অদ্বৈত ; কারণার্ণব-শায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—পুরুষা-বতার ; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ; শ্রী, ভূ ও নীলা ; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ; অন্তরঙ্গা,

বহিরঙ্গা ও তটস্থা বা স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি ; হরি, গুরু ও বৈষ্ণব ; বৈকুণ্ঠ, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ ; দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন ; ক্ষেত্র-মণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল ; ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ; সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি ; হরিভজনে কায়, মন ও বাক্যের দমনরূপ ত্রিদণ্ড ; ঋক্, সাম ও যজুঃ—ত্রয়ী ; গৌরাবতারের তিন কারণ বা বাঞ্ছা ; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ; ভার্গব রাম, রাঘব রাম ও রৌহিণেয় রাম ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ; জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ; শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য জন্ম।

ত্যাজ্য—কর্ম্ম, নির্ভেদজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ ; ভোগ্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা ; পাপ, পাপ-

বীজ ও অবিদ্যা—ক্লেশ ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—তাপ ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ত্রিবর্গ।

চার

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—চতুর্ব্যূহ ; স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান ; শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ—চতুর্যুগাবতার ; শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—চতুরস্ত্র ; সর্ব্বলোকচমৎকারি-লীলাকল্লোল-বারিধি, অতুল্য প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীগীতগানকারী ও অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী কৃষ্ণ ; ঐশ্বর্য্যমাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী ; শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক—চতুঃসৎসম্প্রদায় ; রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য—সৎসম্প্র-

দায়াচার্য্য-চতুষ্টয় ; সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন—চতুঃসন ; পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—বিপ্রলম্ভ ; সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্—সম্ভোগ ; বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—সামগ্রী ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—বর্ণ ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—আশ্রম ; ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—বেদ ; ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ ; চর্ব্ব, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়—শ্রীভগবৎ প্রসাদ।

ত্যাজ্য—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—অভক্তিমার্গ ; আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—সুকৃতি ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—কপটতা।

পাঁচ

নিতাই, গৌর, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি—পঞ্চতত্ত্ব ; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব

—পঞ্চপাণ্ডব ; স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ—অর্থপঞ্চক ; নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু—স্বস্বরূপ ; পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—পরস্বরূপ ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব—পুরুষার্থ-স্বরূপ ; কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যা-ভিমান—উপায়স্বরূপ ; তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—সংস্কার ; বৈষয়িকজ্ঞান, যৌগিকজ্ঞান, জন্মমৃত্যুজরাপহজ্ঞান, মুক্তিপ্রদজ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তি-প্রদজ্ঞান—পঞ্চজ্ঞান বা পঞ্চরাত্র, সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তিসেবা—শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ ; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও ও মধুর—রতি ; শ্রবণ, বরণ, স্মরণ, আপন ও সম্পত্তি—দশা ; রুদ্রের পঞ্চমুখ ; ঈশ্বর, জীব,

প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—তত্ত্ব বা পদার্থ; সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—পুরাণ-লক্ষণ; দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র—পঞ্চগব্য; দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি—পঞ্চামৃত; গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—উপচার।

ত্যাজ্য—স্বরূপবিরোধী, পরতত্ত্ববিরোধী, পুরুষার্থ বিরোধী, উপায়বিরোধী ও প্রাপ্যবিরোধী—বিরোধিস্বরূপ; সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—মুক্তি; স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র, ও কর্ম্মফলবাধ্য কাল্পনিক বিষ্ণুর উপাসনা বা পঞ্চোপাসনা; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—ক্লেশ; মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—পঞ্চ 'ম' কার; বিষ্ণুবহির্ম্মুখ স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি

ও অতিথিপূজা—মহাযজ্ঞ ; ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান চৌর্য্য, গুরুতল্প-গমন ও তত্তৎপাপাসক্ত জনসঙ্গ চুল্লী, পেষণী, সম্মার্জ্জনী, কণ্ডনী ও উদকুম্ভ—পঞ্চ সূনা ; দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও সুবর্ণ ; অনৃত, মদ কাম, রজঃ ও বৈর—কলির স্থান।

ছয়

গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত. অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—তত্ত্ব ; শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট রঘুনাথ, শ্রীদাস রঘুনাথ, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব—গোস্বামী ; শ্রীবাস, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীশ্যামদাস, শ্রীশ্রীদাস, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরামচরণ—ছয় চক্রবর্ত্তী ; পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার—ষড়্‌বিধ অবতার ; দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যভাষণ, গুহ্যপৃচ্ছা, ভোজন

ও প্রতিভোজন—সঙ্গ ; উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া ; অনুকূল-বিষয়-সঙ্কল্প, প্রতিকূলবিষয়-বর্জ্জন, কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ, আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্য—শরণাগতি ; বাল্য পৌগণ্ড্য, প্রাভব, বৈভব, অংশ, শক্ত্যাবেশ—কৃষ্ণের বিলাস ; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য—ভগ ; উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্ণয়লিঙ্গ ; ষড়ক্ষর মন্ত্র ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—বেদাঙ্গ।

ত্যাজ্য—বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, ও উপস্থবেগ ; অত্যাহার,

প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—ভক্তি-প্রতিকূল ক্রিয়া ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ ও মাৎসর্য্য—রিপু ; অভক্তিপর কণাদে: বৈশেষিক, গৌতমের ন্যায়, নিরীশ্বর কপিলে: সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনীর পূর্ব্ব মীমাংস ও নির্ব্বিশেষপর উত্তর মীমাংসা—দর্শন।

সাত

শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—সাধন-ভক্তির ক্রম অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুর, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা—মোক্ষদায়িকা পুরী ; সাত প্রহরিয় ভাব ; মহাপ্রভুর সপ্তসম্প্রদায়সংকীর্ত্তন ; পরীক্ষি মহারাজের সাপ্তাহিক ভাগবত-পারায়ণ ; বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য

পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—সপ্তর্ষি ; জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—দ্বীপ ; লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল—সমুদ্র ; ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিখাদ—স্বর ; গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতি, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী—ছন্দঃ।

ত্যাজ্য—অতল, বিতল, তল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—হরিবিমুখ, অবরলোক ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—হরিবিমুখ ঊর্দ্ধলোক।

আট

গুর্ব্বষ্টক ; শিক্ষাষ্টক ; নামাষ্টক ; চৈতন্যাষ্টক ; কৃষ্ণের নেত্রদ্বয়, নাভি, বদন, কর ও চরণদ্বয়—অষ্টপদ্ম ; পদ, হস্ত, জানু, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক,

বাক্য ও দৃষ্টি-দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম ; অষ্টপদী গীত-গোবিন্দ ; অষ্টভুজ নারায়ণ ; শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, দাস রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, লোকনাথ ও ভূগর্ভ—অষ্ট গোস্বামী ; রামচন্দ্র, গোবিন্দ, কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান্, বল্লভদাস, গোকুল ও গোপীরমণ—অষ্ট কবিরাজ ; ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—অষ্ট সখী ; রূপমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, বিলাস-মঞ্জরী, মঞ্জুলালী মঞ্জরী ও প্রেম-মঞ্জরী—অষ্টমঞ্জরী ; নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রিকালীয় অষ্ট যামভজন ; শ্রদ্ধা, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেমবিপ্র-লম্ভ, প্রেমভজন-সম্ভোগ ; শৈলী, দারুময়ী, লৌহী,

লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী—প্রতিমা। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—সাত্ত্বিক বিকার; অষ্টাক্ষর মন্ত্র; উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—মহাদ্বাদশী।

ত্যাজ্য—স্ত্রীপুরুষের স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া-নিষ্পত্তি—অষ্টাঙ্গ মৈথুন; কৃষ্ণবহির্ম্মুখ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—অষ্টাঙ্গ যোগ; ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, নিদ্রা, জুগুপ্সা, জাতি, কুল ও শীল—অষ্টপাশ মায়া।

নয়

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুম-দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ. ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ,

মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—নবদ্বীপধাম ; হোলোদ্ধু-লিতখেদা, বিশদা, প্রোন্মীলদামোদা, সাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদা, রসদা, চিত্তার্পিতোন্মাদা, শশ্বদ্‌ভক্তিবিনোদা, সমদা ও মাধুর্য্যমর্য্যাদা—নবধা চৈতন্যদয়া ; শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—নবধা ভক্তি ; অর্চ্চন, মন্ত্র-পাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নদ্বারা অর্চ্চন ও বৈষ্ণব আরাধন—নবেজ্যা ; ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, কৃষ্ণেতর বিষয়বৈরাগ্য, মান-শূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—প্রীত্যঙ্কুর ; পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী ব্রহ্মানন্দ-পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ, সুখানন্দপুরী—শ্রীচৈতন্য-

প্রেমামর তরুর নয়টী মূল বা নয়জন সন্ন্যাসী; বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা—নবব্যূহ; ভারত, কিন্নর (কিংপুরুষ), হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল—খণ্ড বা বর্ষ; কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবীড় (দ্রুমিল) চমস ও করভাজন—নবযোগেন্দ্র; বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব, বিষ্ণু অখিল-বেদবেদ্য, বিশ্ব সত্য, জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, জীব-সমূহ নিত্য হরিসেবক, বদ্ধ ও মুক্তভেদে জীবের তারতম্য, বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজনই মুক্তির কারণ, শব্দ বা শ্রুতি, অনুমান ও প্রত্যক্ষই প্রমাণ—মাধ্ব-গৌড়ীয়-প্রমেয়; পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব্ব—নিধি।

ত্যাজ্য—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—নবদ্বারে ভোগ।

দশ

দশমূলশিক্ষা অর্থাৎ আম্নায় বাক্যই প্রধান প্রমাণ এবং নয়টী প্রমেয় যথা,—কৃষ্ণস্বরূপ হরিই পরমতত্ত্ব, হরিই—সর্ব্বশক্তিমান্, হরি অখিল রসামৃতসিন্ধু, জীবসকল—হরির বিভিন্নাংশস্বরূপ, তটস্থ গঠনবশতঃ জীবগণ বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কবলিত, তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীব—মুক্ত দশায় প্রকৃতি-মুক্ত, জীব ও জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন, শুদ্ধ-কৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ,

নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, রৌহিণেয় রাম, বুদ্ধ ও কল্কি—অবতার ; ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—অনন্তের দশদেহ ; দশাক্ষর মন্ত্র ; সর্গ, বিসর্গ, স্থান, ঊতি, পোষণ, মন্বন্তর-কথা, ঈশ-কথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—দশবিধ পুরাণলক্ষণ ; চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু —দশ দশা।

ত্যাজ্য—শুদ্ধ নামতত্ত্ববিৎ সাধুর নিন্দা, দেবতান্তরে স্বতন্ত্র-বুদ্ধি, গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতি-শাস্ত্রের নিন্দা, নামে অর্থবাদ, নাম-বলে পাপ-

বুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ, অন্য শুভ-কর্ম্মসহ নামের সাম্যবুদ্ধি, অনবধান ও অহং-মমভাব —দশনামাপরাধ ; ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, ধামে অনিত্যবুদ্ধি, ধামবাসী ও পরিক্রমাকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ধাম-সেবাচ্ছলে নামবিগ্রহের ব্যাবসায়, জড়দেশ ও অন্য দেবতীর্থের সহিত সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ধামসেবাচ্ছলে পাপাচরণ, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ধাম-মাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্রের নিন্দা, ধাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান—ধামাপরাধ ; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু,পাদ ও উপস্থ—দশেন্দ্রিয়ের

বহির্ম্মুখী সেবা; কায়িক পাপত্রয় (অন্যায়-ভাবে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ, হিংসা ও পরদার-মর্ষণ), বাচিক পাপ-চতুষ্টয় (কর্কশ বাক্য, মিথ্যা কথা, খলতা ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ), মানসিক পাপত্রয় (পরদ্রব্যে লোভ—ধ্যান, অনিষ্ট চিন্তা ও মিথ্যা অভিনিবেশ)।

সমাপ্ত

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

আরতি-কীর্ত্তন

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামিপাদ বিরচিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীল প্রভুপাদের আরতি

জয় জয় প্রভুপাদের আরতি নেহারি।
যোগমায়াপুর-নিত্যসেবা-দানকারী॥
সর্ব্বত্র প্রচার ধূপ সৌরভ মনোহর।
বদ্ধ-মুক্ত অলিকুল মুগ্ধ চরাচর॥
ভকতি-সিদ্ধান্ত-দীপ জ্বালিয়া জগতে।
পঞ্চরস-সেবা-শিখা প্রদীপ্ত তাহাতে॥
পঞ্চ মহাদীপ যথা পঞ্চ মহাজ্যোতিঃ।
ত্রিলোক-তিমির নাশে অবিদ্যা দুর্ম্মতি॥
ভকিতিবিনোদ-ধারা জল-শঙ্খ ধার।
নিরবধি বহে তাহা রোধ নাহি আর॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা বাজে সর্ব্বকাল।
বৃহৎমৃদঙ্গ-বাদ্য পরম রসাল॥

বিশাল ললাটে শোভে তিলক উজ্জ্বল।
গলদেশে তুলসীমালা করে ঝলমল॥
আজানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ কলেবর।
তপ্তকাঞ্চন-বরণ পরম সুন্দর॥
ললিত-লাবণ্য মুখে স্নেহভরা হাসি।
অঙ্গকান্তি শোভে যৈছে নিত্য পূর্ণশশী॥
যতিধর্ম্মে পরিধানে অরুণ বসন।
মুক্ত কৈল মেঘাবৃত গৌড়ীয়-গগন॥
ভকতি-কুসুমে কত কুঞ্জ বিরচিত।
সৌন্দর্য্যে, সৌরভে তার বিশ্ব বিমোহিত॥
সেবাদর্শে নরহরি চামর ঢুলায়।
কেশব অতি আনন্দে নিরাজন গায়॥

———

তুলসী-আরতি

'নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী' (নমো নমঃ)।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যসেবা—'এই অভিলাষী' ॥ ১ ॥
'যে তোমার শরণ লয়', সেই কৃষ্ণসেবা পায়,
'কৃপা করি' কর তারে বৃন্দাবনবাসী'।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥ ২ ॥
তোমার চরণে ধরি, মোরে অনুগত করি',
গৌরহরি-সেবা-মগ্ন রাখ দিবানিশি।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥ ৩ ॥
দীনের এই অভিলাষ, মায়াপুরে/নবদ্বীপে দিও বাস,
অঙ্গেতে মাখিব সদা ধাম-ধূলিরাশি।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥ ৪ ॥
তোমার আরতি লাগি', ধূপ, দীপ, পুষ্প মাগি,
মহিমা বাখানি এবে—হও মোরে খুসী।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমঃ নমো) ॥ ৫ ॥

জগতের যত ফুল, কভু নহে সমতুল,
সর্ব্বত্যজি' কৃষ্ণ তব মঞ্জরী-বিলাসী।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥ ৬ ॥

ওগো বৃন্দে মহারাণি!
তোমার পাদপ-তলে, দেব-ঋষি কুতূহলে,
সর্ব্বতীর্থ ল'য়ে তাঁরা হ'ন অধিবাসী।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥ ৭ ॥

শ্রীকেশব অতি দীন, সাধন-ভজন-হীন,
তোমার আশ্রয়ে সদা নামানন্দে ভাসি।
তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী (নমো নমঃ) ॥ ৮ ॥

———

মঙ্গল-আরতি

(প্রভাতী সুর)

মঙ্গল শ্রীগুরু গৌর মঙ্গল-মূরতি।
মঙ্গল শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগল-পীরিতি ॥ ১ ॥
মঙ্গল নিশান্ত-লীলা মঙ্গল উদয়ে।
মঙ্গল আরতি জাগে ভকত-হৃদয়ে ॥ ২ ॥
তোমার নিদ্রায় জীব নিদ্রিত ধরায়।
তব জাগরণে বিশ্ব জাগরিত হয় ॥ ৩ ॥
শুভ দৃষ্টি কর এবে জগতের প্রতি।
জাগুক হৃদয়ে মোর সুমঙ্গলা রতি ॥ ৪ ॥
ময়ূর শুকাদি সারি কত পিকরাজ।
মঙ্গল জাগর-হেতু করিছে বিরাজ ॥ ৫ ॥
সুমধুর ধ্বনি করে যত শাখিগণ।
মঙ্গল শ্রবণে বাজে মধুর কূজন ॥ ৬ ॥

কুসুমিত সরোবরে কমল হিল্লোল।
মঙ্গল সৌরভ বহে পবন কল্লোল ॥ ৭ ॥
ঝাঁঝর কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ করতাল।
মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৮ ॥
মঙ্গল আরতি করে ভকতের গণ।
অভাগা **কেশব** করে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯ ॥
"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাসাদি-গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১০॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" ॥১১ ॥

———

শরণাগতি

(যামুন-ভাবাবলীসহ)

প্রণেতা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শরণাগতি

(যামুন-ভাবাবলীসহ)

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিতা

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

কর্ত্তৃক সম্পাদিতা

ভিক্ষা ॥০ আনা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি হইতে
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কর্ত্তৃক প্রকাশিতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রীঅক্ষয়-তৃতীয়া দিবস, শ্রীগৌরাব্দ ৪৭২

প্রাপ্তিস্থান—

১। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

২। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

৩। **শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ**
সিধাবাড়ী, পোঃ রূপনারায়ণপুর (বর্দ্ধমান)

৪। **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ**
কংসটীলা (মথুরা) ইউ. পি.

৫। **শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ**
পোঃ গোলকগঞ্জ (গোয়ালপাড়া) আসাম

মুদ্রাকর—শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস, চুঁচুড়া (হুগলী)

নিবেদন

গীতি-সাহিত্য-ভাণ্ডারে **'শরণাগতি'**র স্থান সর্ব্বোচ্চে। ইহার পদ-লালিত্য, ভাব-গাম্ভীর্য্য ও সুর-মাধুর্য্য অতুলনীয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে এইরূপ গীতি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত সম্প্রদায়ের সৃষ্টির আদি-অন্তের মধ্যে লক্ষিত হয় না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পদ-লালিত্যের সর্ব্বত্র প্রচার আছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অনেক ক্ষেত্রে শ্রীঠাকুরের শরণাগতি-সাহিত্যে গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থখানির ন্যূনপক্ষে পঁচিশটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং, তৎপরে মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণু-পাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বিভিন্ন নামে এই গ্রন্থের ন্যূনকল্পে পনরটী সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। এমনকি, গুরুদ্রোহী বা গুরুত্যাগী সম্প্রদায় হইতেও এই গ্রন্থের দুই একটী সংস্করণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তন্মধ্যে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের রচিত 'কণিকা'-টীকা-সম্বলিত একটী সংস্করণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই টীকাখানি ভ্রম-প্রমাদাদি দোষনির্ম্মুক্ত হয় নাই। এইপ্রকার টীকার আলোচনায় জগতের অকল্যাণ

সাধিত হইবে মনে করিয়া আমি এই গ্রন্থখানি পুনরায় সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। উক্ত 'কণিকা'-টীকার অসঙ্গত ক্ষেত্রসমূহ দর্শন করিয়া একটী টিপ্পনী কিয়ৎ পরিমাণে রচিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, স্থান ও সময়াভাবে উহা এই সংস্করণে সন্নিবেশিত করিতে পরিলাম না। আগামী সংস্করণে উহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ক্রমশঃ মুদ্রিত করিব।

বর্ত্তমান সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বত্রিশটী মাত্র গীতি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং এই ৩২টী গীতিই শরণাগতির মূলস্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত বত্রিশটি গীতির সহায়করূপে আরও কয়েকটী গীতি উহার সহিত সন্নিবেশিত করিয়া বহু সংস্করণে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অতিরিক্ত গীতিগুলিও শরণাগতি-গীতির শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে সন্দেহ নাই। আমি স্থানাভাব ও সময়াভাববশতঃ সেই গীতিগুলি এই সংস্করণে প্রকাশ করিবার

সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারিয়া নিজেকে অত্যন্ত সঙ্কোচিত বলিয়া মনে করিতেছি।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচনা-প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থের কিছু পর্য্যায় বিপর্য্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা এই সংস্করণের আর একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছয় প্রকার শরণাগতির কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ঠাকুর তাহাই ক্রম-পর্য্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন। প্রকৃত শরণাগত ব্যক্তির হৃদ্গত ভাবসমূহ এই গীতিগুলিতে সুব্যক্ত হইয়াছে। আমি ক্রম-পর্য্যায়ের প্রতি যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর শরণাগতি অনুসারে উহা সম্পাদন করিলাম। শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও ভক্তিসন্দর্ভে শরণাগতির প্রকার-ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। যামুন-ভাবাবলী, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রার্থনা-মূলক শ্লোকাবলী, শরণাগতির মূল আকর-স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। আমি এই গ্রন্থসমূহের সাহায্যে শ্রীল ভক্তি-বিনোদের গীতিগুলি যথাক্রম-পর্য্যায়ে গুম্ফিত করিয়াছি।

পাঠকবর্গ এই গ্রন্থের বিষয়-সূচী পড়িয়া দেখিলেই ইহার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এইরূপ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আজ পর্য্যন্ত কোন সংস্করণ

প্রকাশিত হয় নাই। ইহা শরণাগত ভক্তের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে—ইহাই আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আগামী শ্রীগৌর-জন্মোৎসব ও শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা উৎসব অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ইহা প্রকাশ করিতে নিশ্চিন্ত-ভাব অবলম্বিত হয় নাই। ফলে কিছু ভুল-ভ্রান্তি রহিয়া গেল। শরণাগত পাঠক ও কীর্ত্তনকারী ইহা নিজগুণে সংশোধন করিয়া পাঠ ও কীর্ত্তন করিবেন—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীমান্ সজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী ইহার প্রকাশের যাবতীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া আমাদের আদরের পাত্র হইয়াছেন। ইতি—

শ্রীগৌরাবির্ভাব-পূর্ণিমা
২০শে ফাল্গুন, ১৩৫৬

শ্রীশ্রীগৌরজনকিঙ্কর—
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

দ্বিতীয়বার নিবেদন

এইবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক "শ্রীশরণাগতি"-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। শরণাগতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রথম সংস্করণে জানাইয়াছি। এবার উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে তদ্ব্যতীত

আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে একটী 'পরিশিষ্ট' অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে ভজন-লালসা, সিদ্ধি-লালসা, বিজ্ঞপ্তি, শ্রীনাম-মহাত্ম্যসূচক আরও কয়েকটী গীতি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের তিনটী গীতি তাঁহার নামেই মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া শরণাগত ব্যক্তি-মাত্রই ভজনে উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। প্রত্যেকটী বিষয়ই কবিতা-ছন্দে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গীতিলিপ্সু ভক্তগণ ইহা সুর-তাল-লয়-মানের দ্বারা কীর্ত্তন করিলেও বিশেষ আনন্দ পাইবেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে শ্লোক অবলম্বন করিয়া যে গীতি রচনা করিয়াছেন, 'পরিশিষ্ট'-অধ্যায়ে সেই শ্লোক উল্লেখ করিয়া তন্নিম্নেই গীতি মুদ্রিত হইয়াছে।

আর একটী বিশেষ বক্তব্য এই যে, এতৎসহ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত ত্রিপদীছন্দে পদ্যানুবাদ "যামুন-ভাবাবলী" প্রকাশিত হইল। ইহা সমস্তই শরণাগতি-লিপ্সু সাধকগণের অতীব হৃদয়গ্রাহী। বিশেষতঃ শান্ত-দাস্যরসের সেবকগণের সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়। অধিক

কি, যে-কোন রসেরই সাধক হউন না কেন, অনর্থ হইতে মুক্তিলাভ করা সকলেরই একান্ত আবশ্যক। তাহার আনুকূল্য বিধানের জন্য "যামুন-ভাবাবলী" সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়া। শ্রীল রামানুজের গুরু শ্রীল যামুন-মুনি সংস্কৃত শ্লোক-সমন্বিত "স্তোত্ররত্ন"-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোক অবলম্বন করিয়াই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত পদ্য-ছন্দে এই "যামুন ভাবাবলী" রচনা করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া ভক্তগণ উপকৃত হইলে কৃতকৃতার্থ বোধ করিব।

অস্মদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রসমূহ এখনও নির্ভুল হয় নাই। পাঠকবর্গ মুদ্রাকর-প্রমাদগুলি স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন। নিজগুণে তাহা সংশোধন করিয়া পাঠ বা কীর্ত্তন করিবেন। এই গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রকাশকেরই কৃতিত্ব অধিক, তজ্জন্য তিনি শ্রীবেদান্ত সমিতির ধন্যবাদার্হ। অলমতিবিস্তরেণ—

অক্ষয়-তৃতীয়া-তিথি
১৮ই মধুসূদন, ৪৭২ শ্রীগৌরাব্দ
৯ই বৈশাখ, ১৩৬৫ সাল
ইং ২২।৪।৫৮

শ্রীশ্রীগৌরজনকিঙ্কর
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

বিষয়-সূচী

বিষয়		পত্রাঙ্ক
১। **মঙ্গলাচরণ ও বিষয়-সূচনা—**	...	১
২। **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব —**	...	২
৩। **দৈন্য—**	...	৩--১২
(ক) দুঃখাত্মক (বাচিক)	...	৩
(খ) দুঃখাত্মক (কায়িক)	...	৫
(গ) দুঃখাত্মক (মানসিক)	...	৬
(ঘ) ত্রাসাত্মক	...	৭--৯
(ঙ) অপরাধাত্মক	...	৯
(চ) অপরাধাত্মক ও লজ্জাত্মক	...	১১
(ছ) লজ্জাত্মক	...	১২
৪। **আত্মনিবেদন—**	...	১৩--২০
(ক) মমতাস্পদ দেহসমর্পণ (বাচিক)	...	১৩--১৫
(খ) মমতাস্পদ দেহসমর্পণ (কায়িক)	...	১৫
(গ) মমতাস্পদ দেহসমর্পণ (মানসিক)	...	১৬

বিষয়		পত্রাঙ্ক
(ঘ) অহংতাস্পদ দেহীসমর্পণ (বাচিক)	...	১৭
(ঙ) অহংতাস্পদ দেহীসমর্পণ (কায়িক)	...	১৮
(চ) ফলস্বরূপ দেহীসমর্পণ (মানসিক)	...	১৯
৫। গোপ্তৃত্বে বরণ—	...	২০--২৩
(ক) অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ (বাচিক)	...	২০
(খ) দৈন্যাত্মক (কায়িক)	...	২১
(গ) আত্মনিবেদনাত্মক (মানসিক)	...	২২
৬। অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—এইরূপ বিশ্বাস—	...	২৩--২৫
(ক) বাচিক ও কায়িক	...	২৩
(খ) মানসিক	...	২৪
৭। অনুকূল গ্রহণ—	..	২৬--২৮
(ক) কায়িক	...	২৬
(খ) বাচিক ও মানসিক	...	২৭
৮। প্রতিকূল বর্জ্জন—	...	২৮--৩১
(ক) বাচিক	...	২৮

বিষয়		পত্রাঙ্ক
(খ) কায়িক	...	২৯
(গ) মানসিক	...	৩০
৯। সিদ্ধ দেহে—	...	৩১--৩৬
(ক) গোপ্তৃত্বে বরণ	...	৩১
(খ) আত্মনিবেদন	...	৩২
(গ) অনুকূল	...	৩৩
(ঘ) প্রতিকূল (ত্রাস ও দুঃখাত্মক)	...	৩৪
(ঙ) কৃষ্ণ-ভজনের উদ্দীপন	...	৩৫
১০। ভজন-লালসা	...	৩৭--৫৩
(ক) শ্রীউপদেশামৃতম্	...	৩৭--৪৮
(খ) শ্রীবৈষ্ণব-কৃপা-প্রার্থনা	...	৪৯
(গ) শ্রীগুরুকৃপা-প্রার্থনা	...	৫০--৫৩
১১। সিদ্ধি-লালসা	...	৫৪--৫৬
১২। বিজ্ঞপ্তি	...	৫৬--৫৮
১৩। শ্রীনাম-মাহাত্ম্য	...	৫৮--৬০
১৪। শরণাগতের প্রার্থনা	...	৬০--৬৪
১৫। যামুন-ভাবাবলী	...	৬৫--৮৪

বর্ণানুক্রমিক পদ্য-সূচী

পদ্য		পত্রাঙ্ক
'অহং'-'মম'-শব্দ-অর্থে	...	১৮
আত্মনিবেদন, তুয়া পদে	...	১৯
আত্মসমর্পণে গেলা	...	৩২
আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ	...	৩৬
আমার জীবন	...	৯
'আমার' বলিতে প্রভু !	...	১৫
আমি ত' স্বানন্দ-সুখদবাসী	...	৩৪
এই ব্রহ্ম-জন্মে	...	৬২
এখন বুঝিনু প্রভু !	...	২৩
এমন দুর্ম্মতি	...	২
ওহে ! বৈষ্ণব ঠাকুর	...	৪৯
কবে গৌর-বনে	...	৫৪
কবে হ'বে বল	...	৫৬
কহবুঁ কি সরম	...	১২
কি জানি কি বলে	...	২১
কৃষ্ণ, তব পাদপদ্মে	...	৬২

পদ্য		পত্রাঙ্ক
কৃষ্ণনাম ধরে কত	...	৫৮
কেশব ! তুয়া জগত	...	২৮
গুরুদেব ! কবে তব	...	৫৩
গুরুদেব ! কবে মোর	...	৫২
গুরুদেব ! কৃপাবিন্দু দিয়া	...	৫১
গুরুদেব ! বড় কৃপা করি'	...	৫০
গোদ্রুমধামে ভজন,	...	৩৩
ছিনু তব নিত্য দাস	...	৬৪
ছোড়ত পুরুষ-অভিমান	...	৩১
জিহ্বা টানে রস	...	৬১
তুমি ত' মারিবে যারে	...	২৪
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর	...	২০
তুয়া পদে এ মিনতি	...	৮
তুয়া ভক্তি-অনুকূল	...	২৬
তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল	...	২৯
দারা-পুত্র-নিজ-দেহ	...	১৬
দুরিত দুষিত মন	...	৬১
দেখিতে দেখিতে ভুলিব	...	৫৫
না করলুঁ করম	...	২

পদ্য		পত্রাঙ্ক
নিবেদন করি প্রভু !	...	১১
বস্তুতঃ সকলি তব	...	১৪
বিদ্যার বিলাসে	...	৬
বিষয়-বিমূঢ় আর	...	৩০
বৃষভানু-সুতা-চরণ	...	৫৫
বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা	...	৪৬
ভুলিয়া তোমারে	...	৩
মানস, দেহ, গেহ	...	১৭
যাহাতে তোমার পদ	...	৬৩
যৌবনে যখন	...	৭
রাধাকুণ্ডতট	...	৩৫
শুদ্ধভকত-চরণ-রেণু	...	২৭
শুন মোর দুঃখের	...	৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু	...	১
শ্রীমতী রাধিকা	...	১৮
সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্	...	৪৭
সর্ব্বস্ব তোমার চরণে	...	১৩
স্বর্গ, পরমেষ্ঠী স্থান	...	৬৩

পদ্য		পত্রাঙ্ক
হরি হে ! অগ্রে এক	...	৭৮
হরি হে ! অর্থের সঞ্চয়ে	...	৩৮
হরি হে ! অন্য আশা নাহি	...	৭২
হরি হে ! অবিবেকরূপ	...	৭৭
হরি হে ! আমি অপরাধী	...	৭৬
হরি হে ! আমি ত চঞ্চল	...	৮৩
হরি হে ! আমি নরপশু	...	৮২
হরি হে ! আমি সেই	...	৭৬
হরি হে ! ওহে প্রভু	...	৬৫
হরি হে ! জগতের বস্তু	...	৬৭
হরি হে ! তব পদ-পঙ্কজিনী	...	৭৩
হরি হে ! তবাঙ্ঘ্রি কমল	...	৭৫
হরি হে ! তুমি জগতের	...	৮২
হরি হে ! তুমি সর্ব্বগুণযুত	...	৬৮
হরি হে ! তোমার ঈক্ষণে	...	৬৬
হরি হে ! তোমার গম্ভীর	...	৬৮
হরি হে ! তোমার চরণপদ্ম	...	৭৪
হরি হে ! তোমা ছাড়ি'	...	৭৮
হরি হে ! তোমার যে শুদ্ধ	...	৮১

পদ্য		পত্রাঙ্ক
হরি হে ! তোমারে ভুলিয়া	...	৪৪
হরি হে ! দান-প্রতিগ্রহ	...	৪০
হরি হে ! ধর্ম্মনিষ্ঠা নাহি	...	৭০
হরি হে ! নিজকর্ম্ম-দোষ-ফলে	...	৭১
হরি হে ! নীরধর্ম্মগত	...	৪৩
হরি হে ! পরতত্ত্ব বিচক্ষণ	...	৬৬
হরি হে ! প্রপঞ্চে পড়িয়া	...	৩৭
হরি হে ! বেদবিধি অনুসারে	...	৮০
হরি হে ! ভজনে উৎসাহ	...	৩৯
হরি হে ! ভ্রমিতে সংসার-বনে	...	৭৩
হরি হে ! মায়াবদ্ধ যতক্ষণ	...	৬৯
হরি হে ! শুনহে মধুমথন	...	৮১
হরি হে ! শ্রীরূপ-গোসাঞি	...	৪৫
হরি হে ! সঙ্গদোষশূন্য	...	৪১
হরি হে ! স্ত্রী-পুরুষ-দেহ	...	৭৯
হরি হে ! হেন দুষ্ট কর্ম্ম	...	৭১

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশরণাগতি

(১)

মঙ্গলাচরণ ও বিষয়-সূচনা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি' ॥১॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥২॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ'—বিশ্বাস-পালন ॥৩॥
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার ॥৪॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥৫॥

রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুহুঁ পদ ধরি' ॥৬॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে,—"আমি ত' অধম।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম" ॥৭॥

(২)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব

(প্রভু হে!) এমন দুর্ম্মতি, সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ-জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি ॥১॥
দয়া করি' মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীন জন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হবে হিয়া ॥২॥
তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীন হীন জনে,
করিলেন ভবপার ॥৩॥
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।

মহাপ্রভু-নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥৪॥
নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোঁসাঞী,
নিজ নাম করি' দান।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ-পরিত্রাণ ॥৫॥
সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি, নাথ!
তোমার চরণতলে।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন কাহিনী বলে ॥৬॥

(৩)

দৈন্য—দুঃখাত্মক (বাচিক)

ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া,
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা ॥১॥
জননী-জঠরে, ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধনপাশে।
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে ॥২॥

তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া,
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি' মায়া-জালে,
না হইল জ্ঞান-লব ॥৩॥

আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে,
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া,
সংসার লাগিল ভাল ॥৪॥

ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া,
খেলিনু বালক-সহ।
আর কিছু দিনে, জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি অহরহঃ ॥৫॥

বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি' দেশে দেশে,
ধন উপার্জ্জন করি।
স্বজন পালন, করি এক মনে,
ভুলিনু তোমারে, হরি !৬॥

বার্দ্ধক্যে এখন, ভকতিবিনোদ,
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল,
এখন কি হ'বে গতি !৭॥

(৪)

দৈন্য—দুঃখাত্মক (কায়িক)

(প্রভু হে!) শুন মোর দুঃখের কাহিনী।
বিষয়-হলাহল, সুধাভাণে পিয়লুঁ,
আব্ অবসান দিনমণি ॥১॥
খেলারসে শৈশব, পঢ়ইতে কৈশোর,
গোঁয়াওলুঁ, না ভেল বিবেক।
ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি' বসিলুঁ,
সুত-মিত বাড়ল অনেক ॥২॥
বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,
পীড়াবশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ কলেবর,
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ॥৩॥
জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত,
আর মোর কি হ'বে উপায়।
পতিত বন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম,
কৃপায় উঠাও তব পা-য় ॥৪॥

বিচারিতে আবহি, গুণ নাহি পাওবি,
কৃপা কর, ছোড়ত বিচার।
তব পদ-পঙ্কজ- সীধু পিবাওত,
ভকতিবিনোদে কর' পার ॥৫॥

(৫)

দৈন্য – দুঃখাত্মক (মানসিক)

বিদ্যার বিলাসে, কাটাইনু কাল,
পরম সাহসে আমি।
তোমার চরণ, না ভজিনু কভু,
এখন শরণ তুমি ॥১॥
পড়িতে পড়িতে, ভরসা বাড়িল,
জ্ঞানে গতি হবে মানি'।
সে আশা বিফল, সে জ্ঞান দুর্ব্বল,
সে জ্ঞান অজ্ঞান জানি ॥২॥
জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা ॥৩॥
সেই গাধা হ'য়ে, সংসারের বোঝা,
বহিনু অনেক কাল।

বার্দ্ধক্যে এখন, শক্তির অভাবে,
কিছু নাহি লাগে ভাল ॥৫॥
জীবন-যাতনা, হইল এখন,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভেল।
অবিদ্যার জ্বালা, ঘটিল বিষম,
সে বিদ্যা হইল শেল ॥৬॥
তোমার চরণ, বিনা কিছু ধন,
সংসারে না আছে আর।
ভকতিবিনোদ, জড়বিদ্যা ছাড়ি,'
তুয়া পদ করে সার ॥৬॥

(৬)

দৈন্য—ত্রাসাত্মক

যৌবনে যখন, ধন-উপার্জ্জনে,
হইনু বিপুল কামী।
ধরম স্মরিয়া, গৃহিণীর কর,
ধরিনু তখন আমি ॥১॥
সংসার পাতা'য়ে, তাহার সহিত,
কালক্ষয় কৈনু কত।
বহুসুত-সুতা, জনম লভিল,
মরমে হইনু হত ॥২॥

সাংসারের ভার, বাড়ে দিনে দিনে,
অচল হইল গতি।
বার্দ্ধক্য আসিয়া, ঘেরিল আমারে,
অস্থির হইল মতি ॥৩॥
পীড়ায় অস্থির, চিন্তায় জ্বরিত,
অভাবে জ্বলিত চিত।
উপায় না দেখি, অন্ধকারময়,
এখন হ'য়েছি ভীত ॥৪॥
সংসার-তটিনী- স্রোত নহে শেষ,
মরণ নিকটে ঘোর।
সব সমাপিয়া, ভজিব তোমায়,
এ আশা বিফল মোর ॥৫॥
এবে শুন, প্রভু! আমি গতিহীন,
ভকতিবিনোদ কয়।
তব কৃপা বিনা, সকলি নিরাশা,
দেহ মোরে পদাশ্রয় ॥৬॥

(৭)

দৈন্য—ত্রাসাত্মক

(প্রভু হে!) তুয়া পদে এ মিনতি মোর।
তুয়া পদপল্লব, ত্যজত মরু-মন,
বিষয় বিষয়ে ভেল ভোর ॥

উঠয়িতে তাকত, পুন নাহি মিলই,
অনুদিন করহুঁ হুতাশ।
দীনজন-নাথ, তুহুঁ কহায়সি,
তোমারি চরণ মম আশ ॥২॥
ঐছন দীনজন, কঁহি নাহি মিলই,
তুহুঁ মোরে কর পরসাদ।
তুয়া জন-সঙ্গে, তুয়া কথারঙ্গে,
ছাড়হুঁ সকল পরমাদ ॥৩॥
তুয়া ধাম-মাহে, তুয়া নাম গাওত,
গোঁয়ায়বুঁ দিবানিশি আশ।
তুয়া পদছায়া, পরম সুশীতল,
মাগে ভক্তিবিনোদ দাস ॥৪॥

(৮)

দৈন্য—অপরাধাত্মক

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥১॥
নিজ সুখ লাগি,' পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর।

পর-সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর ॥২॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা-গর্ব্ব বিভূষণ ॥৩॥
নিদ্রালস্য-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা কামী ॥৫॥
এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্যশূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জর জর ॥৫॥
বার্দ্ধক্যে এখন, উপায়বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন ॥৬॥

(৯)

দৈন্য—অপরাধ ও লজ্জাত্মক

নিবেদন করি প্রভু ! তোমার চরণে ।
পতিত-অধম আমি, জানে ত্রিভুবনে ॥ ১ ॥

আমা-সম পাপী নাহি জগৎ-ভিতরে ।
মম সম অপরাধী নাহিক সংসারে ॥ ২ ॥

সেই সব পাপ আর অপরাধ, আমি ।
পরিহারে পাই লজ্জা, সব জান' তুমি ॥ ৩ ॥

তুমি বিনা কা'র আমি লইব শরণ ?
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৪ ॥

জগৎ তোমার নাথ ! তুমি সর্ব্বময় ।
তোমা-প্রতি অপরাধ তুমি কর' ক্ষয় ॥ ৫ ॥

তুমি ত' স্খলিত-পদ জনের আশ্রয় ।
তুমি বিনা আর কিবা আছে, দয়াময় ॥ ৬ ॥

সেইরূপ তব অপরাধী জন যত ।
তোমার শরণাগত হইবে সতত ॥ ৭ ॥

ভক্তিবিনোদ পদে লইয়া শরণ ।
তুয়া পদে করে আজ আত্মসমর্পণ ॥৮ ॥

(১০)

দৈন্য—লজ্জাত্মক

(প্রাণেশ্বর !) কহবুঁ কি সরম কি বাত্ ।
ঐছন পাপ নাহি, যো হাম্ ন করলুঁ,
সহস্র সহস্র বেরি নাথ ॥ ১ ॥
সোহি করম-ফল, ভবে মোকে পেশই,
দোখ দেওব আব্ কাহি ।
তখনক পরিণাম, কছু না বিচারলুঁ,
আব্ পছু তরইতে চাহি ॥ ২ ॥
দোখ বিচারই, তুঁহু দণ্ড দেওবি,
হাম্ ভোগ করবুঁ সংসার ।
করত গতাগতি, ভকতজন-সঙ্গে,
মতি রহু চরণে তোহার ॥ ৩ ॥
আপন চতুরপণ, তুয়া পদে সোঁপলুঁ,
হৃদয়-গরব দূরে গেল ।
দীন দয়াময়, তুয়া কৃপা নিরমল,
ভকতিবিনোদ আশা ভেল ॥ ৪ ॥

(১১)

আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ দেহসমর্পণ

(বাচিক)

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর! তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে ॥ ১ ॥

বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ-জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ॥ ২ ॥

তব নিজজন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম-আনন্দে,
প্রতিদিন হ'বে তাহা ॥ ৩ ॥

বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥ ৪ ॥

নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভক্তিবিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥ ৫ ॥

(১২)

আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ দেহসমর্পণ

(বাচিক)

বস্তুতঃ সকলি তব, জীব কেহ নয়।
'অহং'-'মম'-ভ্রমে ভ্রমি' ভোগে শোক-ভয় ॥১॥
অহং-মম-অভিমান এইমাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ বলি' জানে মনে মন ॥২॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া ॥৩॥
তোমার অভয় পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্মনিবেদন ॥৪॥
'অহং'-'মম'-অভিমান ছাড়িল আমায়।
আর যেন মম হৃদে স্থান নাহি পায় ॥৫॥
এই মাত্র বল প্রভু! দিবে হে আমারে।
অহংতা-মমতা দূরে পারি রাখিবারে ॥৬॥

আত্মনিবেদন ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হস্তিস্নান-সম যেন ক্ষণিক না হয় ॥৭॥
ভকতিবিনোদ প্রভু-নিত্যানন্দ পা-য়।
মাগে পরসাদ, যাহে অভিমান যায় ॥৮॥

(১৩)

আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ দেহসমর্পণ

(কায়িক)

'আমার' বলিতে প্রভু! আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা-বন্ধু-ভাই ॥১॥
বন্ধু, দারা, সুত-সুতা—তব দাসী দাস।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস ॥২॥
ধন, জন, গৃহ, দার, 'তোমার' বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া ॥৩॥
তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন ॥৪॥
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী ॥৫॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা ॥৬॥

নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে, তব সুখ-সার ॥৭॥

(১৪)

আত্মনিবেদন—মমতাস্পদ দেহসমর্পণ

(মানসিক)

দারা-পুত্র-নিজ-দেহ-কুটুম্ব-পালনে।
সর্ব্বদা ব্যাকুল আমি ছিনু মনে মনে ॥১॥
কেমনে অর্জ্জিব অর্থ, যশ কিসে পা'ব।
কন্যা-পুত্র-বিবাহ কেমনে সম্পাদিব ॥২॥
এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভু! সংসার তোমার ॥৩॥
তুমি ত' পালিবে মোরে নিজদাস জানি'।
তোমার সেবায় প্রভু! বড় সুখ মানি ॥৪॥
তোমার ইচ্ছায় প্রভু! সর্ব্ব কার্য্য হয়।
জীব বলে,—'করি আমি', সে ত' সত্য নয় ॥৫॥
জীব কি করিতে পারে, তুমি না করিলে?
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা-ফলে ॥৬॥
নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায়।
গৃহে ভাল-মন্দ হ'লে নাহি মোর দায় ॥৭॥
ভকতিবিনোদ নিজ-স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে' অকিঞ্চন হইয়া ॥৮॥

(১৫)

আত্মনিবেদন—অহংতাস্পদ দেহীসমর্পণ

(বাচিক)

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর !১॥
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেল, তুয়া ও-পদ বরণে ॥২॥

মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা ॥৩॥
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥৪॥

কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ॥৫॥
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁ'ক সঙ্গ অনুরক্ত ॥৬॥

জনক, জননী, দয়িত, তনয়।
প্রভু, গুরু, পতি—তুঁহু সর্ব্বময় ॥৬॥
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান !
রাধানাথ ! তুঁহু হামার পরাণ ॥৭॥

(১৬)

আত্মনিবেদন—অহংতাস্পদ দেহীসমর্পণ

(কায়িক)

'অহং-'মম'-শব্দ-অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিলুঁ তোমার পদে ওহে দয়াময় !১॥
'আমার' আমি ত' নাথ ! না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার ॥২॥

'আমি'-শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল ॥৩॥
আমার সর্ব্বস্ব—দেহ, গেহ, অনুচর।
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত, দ্রব্য, দ্বার, ঘর ॥৪॥

সে সব হইল তব, আমি হৈনু দাস।
তোমার গৃহেতে এবে আমি করি বাস ॥৫॥
তুমি গৃহস্বামী, আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার ॥৬॥

স্থূল-লিঙ্গ-দেহে মোর সুকৃত-দুষ্কৃত।
আর মোর নহে, প্রভু ! আমি ত' নিষ্কৃত ॥৭॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
ভক্তিবিনোদ আজ আপনে ভুলিল ॥৮॥

(১৭)

আত্মনিবেদন—ফলস্বরূপ দেহসমর্পণ

(মানসিক)

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি',
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥১॥

অশোক-অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥২॥

তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥৩॥

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥৪॥

পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পে'য়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে ॥৫॥

ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥৬॥

(১৮)

গোপ্তৃত্বে বরণ—অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ

(বাচিক)

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রকুমার!
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার ॥১॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন ॥২॥
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার ॥৩॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত-দুঃখ-সুখ-সংঘটন ॥৪॥

মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে'।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥৫॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥৬॥
নিজ-বল-চেষ্টা-প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥৭॥
ভক্তিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন-মরণ ॥৮॥

(১৯)

গোপ্তৃত্বে বরণ—দৈন্যাত্মক (কায়িক)

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে,
হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিত-তারণে রত ॥১॥
ভরসা আমার, এইমাত্র নাথ!
তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥২॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
অবনী-ভিতরে নাহি।

দয়াল ঠাকুর ! ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি ॥৩॥
সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে, নাথ !
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা, জগন্নাথ !৪॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি ।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি ॥৫॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
ল'য়েছে তোমার পা-য় ।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায় ॥৬॥

(২০)

গোপ্তৃত্বে বরণ—আত্মনিবেদনাত্মক

(মানসিক)

না করলুঁ করম, গেয়ান নাহি ভেল,
না সেবিলুঁ চরণ তোহার ।

জড়সুখে মাতিয়া, আপনকু বঞ্চই,
পেখহুঁ চৌদিশ আন্ধিয়ার ॥১॥
তুঁহু নাথ! করুণা-নিদান।
তুয়া পদপঙ্কজে, আত্ম পমর্পিলুঁ,
মোরে কৃপা করবি বিধান ॥২॥
প্রতিজ্ঞা তোহার ঐ, যো হি শরণাগত,
নাহি সো জানব পরমাদ।
সো হাম দুষ্কৃতি, গতি না হেরই আন,
আব্ মাগোঁ তুয়া পরসাদ ॥৩॥
আন মনোরথ, নিঃশেষ ছোড়ত,
কব্ হাম হউবুঁ তোহারা।
নিত্য সেব্য তুঁহু নিত্য-সেবক মুঞি,
ভকতিবিনোদ ভাব সারা ॥৪॥

(২১)

অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—এইরূপ বিশ্বাস

(বাচিক ও কায়িক)

এখন বুঝিনু প্রভু! তোমার চরণ।
অশোকাভয়ামৃত-পূর্ণ সর্ব্বক্ষণ ॥১॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়িয়াছি আমি নাথ! তব পদতলে ॥২॥

তব পাদপদ্ম, নাথ! রক্ষিবে আমারে।
আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব-সংসারে ॥৩॥
আমি তব নিত্যদাস—জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার ॥৪॥

বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদ-বরণে ॥৫॥
যে-পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিলা।
যে-পদ পাইয়া শিব শিবত্ব লভিলা ॥৬॥
যে-পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইলা।
যে-পদ নারদ-মুনি হৃদয়ে ধরিলা ॥৭॥

সেই সে অভয় পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম-আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া ॥৮॥
সংসার-বিপদ্ হ'তে অবশ্য উদ্ধার।
ভকতিবিনোদে, ও-পদ করিবে তোমার ॥৯॥

(২২)

অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ—এইরূপ বিশ্বাস
(মানসিক)

তুমি ত' মারিবে যা'রে, কে তা'রে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছা-বশ ত্রিভুবন।

ব্রহ্মা-আদি দেবগণ তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন ॥ ১ ॥

তব ইচ্ছামতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ-শোক-মৃতি-ভয়, তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্ ॥ ২ ॥

তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র-সূর্য্য সমুদয়
স্ব-স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত' পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত-অন্তরে ॥ ৩ ॥

সদা-শুদ্ধ সিদ্ধকাম, 'ভকতবৎসল' নাম,
ভকত-জনের নিত্যস্বামী।
তুমি ত' রাখিবে যা'রে, কে তা'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি ॥ ৪ ॥

তোমার চরণে নাথ! করিয়াছি প্রণিপাত,
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামি! অবশ্য তাহারে তুমি
রক্ষিবে,—তাহার এ বিশ্বাস ॥ ৫ ॥

(২৩)

অনুকূল গ্রহণ—(কায়িক)

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে-যে কার্য্য হয়।
পরম-যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥ ১ ॥
ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে।
করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥ ২ ॥
শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া।
দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ॥ ৩ ॥
তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ।
নৈবেদ্য-তুলসী-ঘ্রাণ করিব গ্রহণ ॥ ৪ ॥
কর-দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা।
তোমার বসতি-স্থলে বসিব সর্ব্বদা ॥ ৫ ॥
তোমার সেবায় কাম নিয়োগ করিব।
তোমার বিদ্বেষি-জনে ক্রোধ দেখাইব ॥ ৬ ॥
এইরূপে সর্ব্ববৃত্তি আর সর্ব্বভাব।
তুয়া অনুকূল হ'য়ে লভুক প্রভাব ॥ ৭ ॥
তুয়া ভক্ত-অনুকূল যাহা যাহা করি।
তুয়া ভক্তি-অনুকূল বলি' তাহা ধরি ॥ ৮ ॥
ভক্তিবিনোদ নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম।
ভক্তি-অনুকূল তা'র হউ সব কর্ম্ম ॥ ৯ ॥

(২৪)

অনুকূল গ্রহণ—বাচিক ও মানসিক

শুদ্ধভকত- চরণ-রেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি,
প্রেম-লতিকার মূল ॥ ১ ॥
মাধব-তিথি ভক্তি-জননী,
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি'
পরম-আদরে বরি ॥ ২ ॥
গৌর আমার, যে-সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥ ৩ ॥
মৃদঙ্গ-বাদ্য শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে।
গৌর-বিহিত, কীর্ত্তন শুনি,'
আনন্দে হৃদয় নাচে ॥ ৪ ॥
যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া মোর,
পরম-আনন্দ হয়।

প্রসাদ-সেবা করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ-জয় ॥ ৫ ॥
যে-দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায় ॥ ৬ ॥
তুলসী দেখি,' জুড়ায় প্রাণ,
মাধবতোষণী জানি'।
গৌর-প্রিয় শাক-সেবনে,
জীবন সার্থক মানি ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ, কৃষ্ণভজনে,
অনুকূল পায় যাহা।
প্রতিদিবসে, পরম-সুখে,
স্বীকার করয়ে তাহা ॥ ৮ ॥

(২৫)

প্রতিকূল বর্জ্জন—(বাচিক)

কেশব ! তুয়া জগত বিচিত্র।
করমবিপাকে, ভববন ভ্রমই,
পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র ॥ ১ ॥

তুয়া পদবিস্মৃতি, আ-মর যন্ত্রণা,
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।
কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী,
জৈমিনি, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই' ॥ ২ ॥
তব্ কোই নিজ-মতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত,
পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো-সবু—বঞ্চক, তুয়া ভক্তি-বহির্ম্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥ ৩ ॥
বৈমুখ-বঞ্চনে, ভট সো-সবু,
নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবৎ দূরত, **ভকতিবিনোদ** ভেল,
ভকতচরণ করি' সার ॥ ৪ ॥

(২৬)

প্রতিকূল বর্জ্জন—(কায়িক)

তুয়া-ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যা'তে রয়।
পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ॥১॥
তুয়া-ভক্তি-বহির্ম্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গবিরোধি-জন-মুখ না হেরিব ॥২॥
ভক্তি-প্রতিকূল স্থানে না করি বসতি।
ভক্তির অপ্রিয় কার্য্যে নাহি করি রতি ॥৩॥

ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব।
ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥৪॥
গৌরাঙ্গবর্জ্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি।
ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥৫॥
ভক্তির বাধক কালে না করি আদর।
ভক্তি-বহির্ম্মুখ নিজ-জনে জানি পর ॥৬॥
ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জ্জন।
অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ॥৭॥
যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি।
ত্যজিব যতনে তাহা, এ নিশ্চয় বাণী ॥৮॥
ভকতিবিনোদ পড়ি' প্রভুর চরণে।
মাগয়ে শকতি প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনে ॥৯॥

(২৭)

প্রতিকূল বর্জ্জন—(মানসিক)

বিষয়বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ ॥ ১ ॥
এই দুই-সঙ্গ নাথ! না হয় আমার।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার ॥ ২ ॥
সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদী-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল ॥ ৩ ॥

বিষয়ি-হৃদয় যবে সাধুসঙ্গ পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায় ॥ ৪ ॥
মায়াবাদ-দোষ যা'র হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তা'র বজ্রসম ভেল ॥ ৫ ॥
ভক্তির স্বরূপ, আর "বিষয়", "আশ্রয়"।
মায়াবাদী 'অনিত্য' বলিয়া সব কয় ॥ ৬ ॥
ধিক্ তা'র কৃষ্ণ-সেবা-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন ॥ ৭ ॥
মায়াবাদ-সম ভক্তি-প্রতিকূল নাই।
অতএব মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি চাই ॥ ৮ ॥
ভকতিবিনোদ মায়াবাদ দূর করি'।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে বৈসে নামাশ্রয় ধরি' ॥ ৯ ॥

(২৮)

সিদ্ধদেহে—গোপ্তৃত্বে বরণ

ছোড়ত পুরুষ-অভিমান।
কিঙ্করী হইলুঁ আজি, কান! ১ ॥
বরজ-বিপিনে সখীসাথ।
সেবন করবুঁ, রাধানাথ! ২ ॥
কুসুমে গাঁথবুঁ হার।
তুলসী-মণিমঞ্জরী তার ॥ ৩ ॥

যতনে দেওবুঁ সখীকরে।
হাতে লওব সখী আদরে ॥ ৪ ॥
সখী দিব তুয়া দুঁহুক গলে।
দূরত হেরবুঁ কুতূহলে ॥ ৫ ॥
সখী কহব,—"শুন, সুন্দরি!
রহবি কুঞ্জে মম কিঙ্করী ॥ ৬ ॥
গাঁথবি মালা মনোহারিণী।
নিতি রাধাকৃষ্ণ-বিমোহিনী ॥ ৭ ॥
তুয়া রক্ষণ-ভার হামারা।
মম কুঞ্জকুটীর তোহারা ॥ ৮ ॥
রাধামাধব-সেবনকালে।
রহবি হামার অন্তরালে ॥ ৯ ॥
তাম্বুল সাজি' কর্পূর আনি'।
দেওবি মোএ আপন জানি' ॥" ১০ ॥
ভকতিবিনোদ শুনি' বাত্।
সখীপদে করে প্রণিপাত ॥১১ ॥

(২৯)

সিদ্ধদেহে—আত্মনিবেদন

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ-রক্ষা-বিধান ॥১॥

তুয়া ধন জানি' তুঁহু রাখবি, নাথ !
পাল্য গোধন জ্ঞান করি' তুয়া সাথ ॥২॥
চরাওবি মাধব ! যামুনতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে ॥৩॥
অঘ-বক মারত রক্ষা-বিধান।
করবি সদা তুঁহু গোকুল-কান !৪॥
রক্ষা করবি তুঁহু নিশ্চয় জানি'।
পান করবুঁ হাম যামুনপানি ॥৫॥
কালিয়-দোখ করবি বিনাশা।
শোধবি নদীজল, বাড়াওবি আশা ॥৬॥
পিয়ত দাবানল রাখবি মো'য়।
'গোপাল', 'গোবিন্দ' নাম তব হোয় ॥৭॥
সুরপতি-দুর্ম্মতি-নাশ বিচারি'।
রাখবি বর্ষণে, গিরিবরধারি !৮॥
চতুরানন করব যব্ চোরি।
রক্ষা করবি মুঝে, গোকুল-হরি !৯॥
ভকতিবিনোদ—তুয়া গোকুল-ধন।
রাখবি কেশব ! করত যতন ॥১০॥

(৩০)

সিদ্ধদেহে—অনুকূল

গোদ্রুমধামে ভজন-অনুকূলে।
মাথুর-শ্রীনন্দীশ্বর-সমতুলে ॥১॥

তঁহি মাহ সুরভি-কুঞ্জ-কুটীরে।
বৈঠবুঁ হাম সুরতটিনী-তীরে ॥২॥
গৌরভকত-প্রিয়বেশ-দধানা।
তিলক-তুলসীমালা-শোভমানা ॥৩॥
চম্পক, বকুল, কদম্ব, তমাল।
রোপত নিরমিব কুঞ্জ বিশাল ॥৪॥
মাধবী মালতী উঠাবুঁ তাহে।
ছায়া-মণ্ডপ করবুঁ তাঁহ মাহে ॥৫॥
রোপবুঁ তত্র কুসুমবনরাজি।
যূথি, জাতি, মল্লী বিরাজব সাজি' ॥৬॥
মঞ্চে বসাওবু তুলসী-মহারাণী।
কীর্ত্তন-সজ্জ তঁহি রাখব আনি' ॥৭॥
বৈষ্ণবজন-সহ গাওবুঁ নাম।
জয় গোদ্রুম জয় গৌর কি ধাম ॥৮॥
ভকতিবিনোদ ভক্তি-অনুকূল।
জয় কুঞ্জ, মুঞ্জ, সুরনদীকূল ॥৯॥

(৩১)

সিদ্ধদেহে—প্রতিকূল (ত্রাস ও দুঃখাত্মক)

আমি ত' স্বানন্দ-সুখদবাসী।
রাধিকামাধব-চরণদাসী ॥১॥

দুঁহার মিলনে আনন্দ করি।
দুঁহার বিয়োগে দুঃখেতে মরি ॥২॥
সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে।
দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে ॥৩॥
যে-যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী।
প্রাণে দুঃখ পাই তাহারে দেখি' ॥৪॥
রাধিকা-কুঞ্জ আঁধার করি'।
লইতে চাহে সে রাধার হরি ॥৫॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখ।
প্রতিকূলজন না হেরি মুখ ॥৬॥
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন-।
-সম্ভাষণে কভু না হয় মন ॥৭॥
ভকতিবিনোদ শ্রীরাধাচরণে।
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে ॥৮॥

(৩২)

সিদ্ধদেহে—কৃষ্ণভজনের উদ্দীপন

রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর।
গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত, যামুনতীর ॥১॥
কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা ॥২॥

বংশীবট, গোকুল, ধীরসমীর।
বৃন্দাবন-তরুলতিকা-বানীর ॥৩॥
খগমৃগকুল, মলয়-বাতাস।
ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী, বিলাস ॥৪॥
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমালা।
বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা ॥৫॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস-উদ্দীপক মানি ॥৬॥
এ সব ছোড়ত কঁহি নাহি যাঁউ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাঁউ ॥৭॥
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান!
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ ॥৮॥

ষড়্‌বিধা শরণাগতি

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিঃক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ" ॥

—বৈষ্ণবতন্ত্র

পরিশিষ্ট

ভজন-লালসা

শ্রীউপদেশামৃতম্

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

(১ ক)

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥

হরি হে !

প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি' উপায় আর ।
অগতির গতি, চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার ॥ ১ ॥

করম, গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন ভজন নাই ।
তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই ॥ ২ ॥

বাক্য-মনো-বেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর-উপস্থ-বেগ ।

মিলিয়া এ' সব, সংসারে ভাসা'য়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ ॥ ৩ ॥

অনেক যতনে, সে-সব-দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি ।
অনাথের নাথ ! ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(খ)

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

হরি হে !
অর্থের সঞ্চয়ে, বিষয়-প্রয়াসে,
আন-কথা-প্রজল্পনে ।
আন অধিকার- নিয়ম-আগ্রহে,
অসৎসঙ্গ-সংঘটনে ॥ ১ ॥

অস্থির সিদ্ধান্তে, রহিনু মজিয়া,
হরিভক্তি রৈল দূরে ।
এ' হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা-মদ,
প্রতিষ্ঠা, শঠতা স্ফুরে ॥২॥

এ' সব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু,
আপন দোষেতে মরি।
জনম বিফল, হইল আমার,
এখন কি করি, হরি! ৩ ॥

আমি ত' পতিত, পতিত-পাবন
তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি', তোমার চরণে,
শরণ লইনু হাম ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(গ)

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥

হরি হে!

ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস,
প্রেমলাভে ধৈর্য্য-ধন।
ভক্তি-অনুকূল কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন,
অসৎসঙ্গ-বিসর্জ্জন ॥ ১ ॥

ভক্তি-সদাচার, এই ছয় গুণ
নহিল আমার নাথ!

কেমনে ভজিব, তোমার চরণ,
ছাড়িয়া মায়ার সাথ ॥ ২ ॥

গর্হিত আচারে, রহিলাম মজি',
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধু-বেশ, আনে উপদেশি,
এ' বড় মায়ার রঙ্গ ॥ ৩ ॥

এ' হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা,
তোমার পাইব, হরি!
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়,
কবে বা মিনতি করি' ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ঘ)

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম্ ॥

হরি হে!
দান, প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্তকথা,
ভক্ষণ, ভোজন-দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়,
ইহাতে ভক্তির প্রাণ ॥ ১ ॥

তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
অসতে এ' সব করি'।
ভক্তি হারাইনু, সংসারী হইনু,
সুদূরে রহিলে হরি ॥ ২ ॥
কৃষ্ণভক্ত-জনে, এ' সঙ্গ-লক্ষণে,
আদর করিব যবে।
ভক্তি-মহাদেবী, আমার হৃদয়-
আসনে বসিবে তবে ॥ ৩ ॥
যোষিৎসঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর,
দুঁহু-সঙ্গ পরিহরি'।
তব ভক্তজন- সঙ্গ অনুক্ষণ,
কবে বা হইবে হরি ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৬)

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥

হরি হে!
সঙ্গদোষশূন্য, দীক্ষিতাদীক্ষিত,
যদি তব নাম গা'য়।

মানসে আদর, করিব তাঁহারে,
জানি' নিজ-জন তা'য় ॥ ১ ॥
দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ,
তাঁহারে প্রণতি করি।
অনন্য-ভজনে, বিজ্ঞ যেই জন,
তাঁহারে সেবিব, হরি ! ২ ॥
সর্ব্বভূতে সম, যে ভক্তের মতি,
তাঁহার দর্শনে মানি।
আপনাকে ধন্য, সে সঙ্গ পাইয়া,
চরিতার্থ হইলু জানি ॥ ৩ ॥
নিষ্কপট-মতি, বৈষ্ণবের প্রতি,
এই ধর্ম্ম কবে পা'ব।
কবে এ' সংসার- সিন্ধু পার হ'য়ে,
তব ব্রজপুরে যা'ব ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(চ)

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥

হরি হে !

নীরধর্ম্ম-গত, জাহ্নবী-সলিলে,
পঙ্ক-ফেন দৃষ্ট হয়।
তথাপি কখন, ব্রহ্মদ্রব-ধর্ম্ম,
সে সলিল না ছাড়য় ॥ ১ ॥

বৈষ্ণব-শরীর, অপ্রাকৃত সদা,
স্বভাব-বপুর ধর্ম্মে।
কভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে,
পড়ে সে বিষমাধর্ম্মে ॥ ২ ॥

সেই অপরাধে, যমের যাতনা,
পায় জীব অবিরত।
হে নন্দনন্দন ! সেই অপরাধে,
যেন নাহি হই হত ॥ ৩ ॥

তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার,
আমারে করুন দয়া।
তবে মোর গতি, হ'বে তব প্রতি,
পা'ব তব পদছায়া ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ছ)

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥

হরি হে !

তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা-পীড়ায়,
পীড়িত রসনা মোর।
কৃষ্ণনাম-সুধা, ভাল নাহি লাগে,
বিষয়-সুখেতে ভোর ॥ ১ ॥
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া,
সে নাম কীর্ত্তন করি।
সিতপল যেন, নাশি' রোগ-মূল,
ক্রমে স্বাদু হয়, হরি ! ২ ॥
দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর,
না হইল, দয়াময় !
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয় ॥ ৩ ॥
অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব।

অপরাধ যা'বে, নামে রুচি হ'বে,
অস্বাদিব নামাসব ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

(জ)

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥

হরি হে!
শ্রীরূপ-গোসাঞি, শ্রীগুরু-রূপেতে,
শিক্ষা দিলা মোর কাণে।
"জান মোর কথা, নামের কাঙ্গাল!
রতি পা'বে নাম-গানে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ-নাম-রূপ- গুণ-সুচরিত,
পরম যতনে করি'।
রসনা-মানসে, করহ নিয়োগ,
ক্রম-বিধি অনুসরি' ॥ ২ ॥

ব্রজে করি' বাস, রাগানুগা হঞা,
স্মরণ, কীর্ত্তন কর।

এ নিখিল কাল, করহ যাপন,
উপদেশ সার ধর' ॥"৩ ॥
হা ! রূপ-গোসাঞি, দয়া করি' কবে,
দিবে দীনে ব্রজবাসা।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ,
হইতে দাসের আশা ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ঝ)

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা 'মথুরা' নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ 'বৃন্দাবন'-ধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব-কাম ॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ 'গোবর্দ্ধন-শৈল'।
গিরিধারি-গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল ॥
গোবর্দ্ধন হৈতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ড-তট ॥
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট ॥

গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'।
অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ—পুষ্পবাড়ী ॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ড-তীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার ॥
(শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর)

(ঞ)

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরিপ্রিয়-জন বলি' গায় সব-ধর্ম্মী ॥
কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়-তর জন।
সুখভোগ-বুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন ॥
জ্ঞানমিশ্র ভাব ছাড়ি' মুক্ত জ্ঞানী জন।
পর-ভক্তি সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হ'ন ॥
ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ ॥
গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা।
সে রাধা-সরসী প্রিয় হয় তাঁ'র সমা ॥

সে কুণ্ড-আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন ??
(শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর)

(ট)

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥

শ্রীমতী রাধিকা – কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয়-মধ্যে তাঁ'র সম নাহি ধনী ॥
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
গান্ধর্ব্বিকা-তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে ॥
নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্ল্লভ।
অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ ॥
কিন্তু, রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
মধুর রসেতে তাঁ'র স্নানে সিদ্ধি ধরে ॥
অপ্রাকৃত-ভাবে সদা যুগল-সেবন।
রাধা-পাদপদ্ম লভে সেই হরিজন ॥
(শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর)

(২)

ওহে !

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি। ১ ॥
ছয় বেগ দমি', ছয় দোষ শোধি',
ছয় গুণ দেহ দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ' হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে ॥ ২ ॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ' কৃষ্ণ-নাম-ধনে ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৩)

গুরুদেব !

বড় কৃপা করি', গৌড়বন মাঝে,
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি',
হরিনাম কর গান ॥ ১ ॥

কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে,
এ দাসেরে দয়া করি'।
চিত্ত স্থির হ'বে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি ॥ ২ ॥

শৈশবে-যৌবনে, জড়সুখ-সঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্মদোষে, এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ ॥ ৩ ॥

বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুবিহ্বল ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৪)

গুরুদেব !

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর' এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল-সহনে, বল দিয়া কর'
নিজ-মানে স্পৃহাহীন ॥ ১ ॥

সকলে সম্মান, করিতে শকতি
দেহ নাথ! যথাযথ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হ'বে হত ॥২ ॥

কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে, নাথ!
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর' মোরে আত্মসাথ ॥ ৩ ॥

যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা—সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৫)

গুরুদেব !

কবে মোর সেই দিন হ'বে।
মন স্থির করি', নির্জ্জনে বসিয়া,
কৃষ্ণনাম গা'ব যবে।
সংসার-ফুকার, কাণে না পশিবে,
দেহ-রোগ দূরে র'বে ॥ ১ ॥
'হরে কৃষ্ণ' বলি' গাহিতে গাহিতে,
নয়নে বহিবে লোর।
দেহেতে পুলক, উদিত হইবে,
প্রেমেতে করিবে ভোর ॥ ২ ॥
গদ গদ বাণী, মুখে বাহিরিবে,
কাঁপিবে শরীর মম।
ঘর্ম্ম মুহুর্মুহু, বিবর্ণ হইবে,
স্তম্ভিত প্রলয়-সম ॥ ৩ ॥
নিষ্কপটে হেন, দশা কবে হ'বে,
নিরন্তর নাম গা'ব।
আবেশে রহিয়া, দেহযাত্রা করি,
তোমার করুণা পা'ব ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৬)

গুরুদেব !

কবে তব করুণা প্রকাশে ।
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, হয় নিত্যতত্ত্ব,
এই দৃঢ় বিশ্বাসে ।
'হরি হরি' বলি', গোদ্রুম-কাননে,
ভ্রমিব দর্শন-আশে ॥ ১ ॥
নিতাই, গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শ্রীবাস,
গদাধর,—পঞ্চজন ।
কৃষ্ণনাম-রসে, ভাসা'বে জগৎ,
করি' মহাসংকীর্ত্তন ॥ ২ ॥
নর্ত্তন-বিলাস, মৃদঙ্গ-বাদন,
শুনিব আপন-কাণে ।
দেখিয়া দেখিয়া, সে লীলা-মাধুরী,
ভাসিব প্রেমের বানে ॥ ৩ ॥
না দেখি' আবার, সে লীলা-রতন,
কাঁদি 'হা গৌরাঙ্গ' বলি' ।
আমারে বিষয়ী, পাগল বলিয়া,
অঙ্গেতে দিবেক ধূলি ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

সিদ্ধি-লালসা

(৭)

কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে,
'হা রাধে হা কৃষ্ণ' বলে'।
কাঁদিয়া বেড়া'ব, দেহ-সুখ ছাড়ি',
নানা লতা-তরুতলে ॥ ১ ॥

শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে-পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল ॥ ২ ॥

ধামবাসি-জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি',
ধরি' অবধূত-বেশ ॥ ৩ ॥

গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৮)

দেখিতে দেখিতে, ভুলিব না কবে,
নিজ-স্থূল-পরিচয়।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুরশোভা,
নিত্য চিদানন্দময় ॥ ১ ॥
বৃষভানুপুরে, জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হ'বে।
ব্রজগোপী-ভাব হইবে স্বভাব,
আন-ভাব না রহিবে ॥ ২ ॥
নিজ-সিদ্ধদেহ, নিজ-সিদ্ধনাম,
নিজ-রূপ-স্ববসন।
রাধা-কৃপা-বলে, লভিব বা কবে,
কৃষ্ণপ্রেম প্রকরণ ॥ ৩ ॥
যামুন-সলিল- আহরণে গিয়া,
বুঝিব যুগল-রস।
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে, পাগলিনী-প্রায়,
গাইব রাধার যশ ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৯)

বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী।

শ্রীরাধার সুখ- সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী ॥ ১ ॥
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি', শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,
কভু না হইব কামী ॥ ২ ॥
সখীগণ মম, পরম-সুহৃৎ,
যুগল-প্রেমের গুরু।
তদনুগা হ'য়ে, সেবিব রাধার,
চরণ-কলপ-তরু ॥ ৩ ॥
রাধাপক্ষ ছাড়ি', যে-জন সে-জন,
যে-ভাবে সে-ভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা- পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তা'কে ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

বিজ্ঞপ্তি

(১০)

কবে হ'বে বল সে-দিন আমার।
(আমার) অপরাধ ঘুচি', শুদ্ধ নামে রুচি,
কৃপা-বলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার ॥১॥

তৃণাধিক হীন, কবে নিজে মানি',
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি'।
সকলে মানদ, আপনি অমানী,
হ'য়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার ॥২॥
ধন জন আর, কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ সুখকরী।
জন্মে জন্মে দাও, ওহে গৌরহরি!
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার ॥৩॥
(কবে) করিতে শ্রীকৃষ্ণ- নাম উচ্চারণ,
পুলকিত দেহ গদ্‌গদ বচন।
বৈবর্ণ্য-বেপথু, হ'বে সংঘটন,
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার ॥৪॥
কবে নবদ্বীপে, সুরধুনী-তটে,
গৌর-নিত্যানন্দ বলি' নিষ্কপটে।
নাচিয়া গাইয়া, বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ॥৫॥
কবে নিত্যানন্দ, মোরে করি' দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ- চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার ॥৬॥

কিনিব, লুটিব, হরিনাম-রস,
নাম-রসে মাতি' হইব বিবশ।
রসের রসিক- চরণ পরশ,
করিয়া মজিব রসে অনিবার ॥৭॥

কবে জীবে দয়া, হইবে উদয়,
নিজ-সুখ ভুলি' সুদীন-হৃদয়।
ভকতিবিনোদ, করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার ॥ ৮ ॥

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

(১১)

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম ॥১॥

হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ ॥২॥

চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব-দেহ জর জর ॥৩॥

করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে' ॥৪॥

লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥৫॥

প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ-পাশ ॥৬॥

পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ-দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ ॥৭॥

কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্য-মুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত, সব লয়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয় ॥৮॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শরণাগতের প্রার্থনা

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূদপি জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা ॥

(শ্রীল যামুনাচার্য্য)

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্মদাস্যে ॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ
সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধুতীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্ত্তং
তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৯।৯৩)

দুরিত দূষিত মন অসাধু মানস।
কাম-হর্ষ-শোক-ভয়-এষণার বশ ॥
তব কথা-রতি কিসে হইবে আমার ?
কিসে কৃষ্ণ তব লীলা করিব বিচার ??

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৯।৪০)

জিহ্বা টানে রস প্রতি, উপস্থ কদর্থে।
উদর ভোজনে টানে বিষম অনর্থে ॥
চর্ম্ম টানে শয্যাদিতে, শ্রবণ কথায়।
ঘ্রাণ টানে সুরভিতে, চক্ষু দৃশ্যে যায় ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মে টানে বহু পত্নী যথা।
গৃহপতি আকর্ষয় মোর মন তথা ॥
এমত অবস্থা মোর, শ্রীনন্দনন্দন !
কিরূপে তোমার লীলা করিব স্মরণ ??

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।৩০)

এই ব্রহ্মাই-জন্মে বা অন্য কোন ভবে।
পশু-পক্ষী হ'য়ে জন্মি তোমার বিভবে॥
এই মাত্র আশা তব ভক্তগণ সঙ্গে।
থাকি' তব পদসেবা করি নানা রঙ্গে॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

কোন্বীশ তে পাদসরোজভাজাং
সুদুর্ল্লভোঽর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৪।১৫)

কৃষ্ণ, তব পাদপদ্মে ভক্তি আছে যাঁর।
চতুর্ব্বর্গ মধ্যে কিবা অপ্রাপ্য তাঁহার॥
তথাপি তোমার পদসেবা মাত্র চাই।
অন্য কোন অর্থে মোর প্রয়োজন নাই॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিৎ
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।২০।২৪)

যাহাতে তোমার পদসেবা-সুখ নাই।
সেই বর আমি নাথ কভু নাহি চাই॥
ভক্তের হৃদয় হৈতে তব গুণ-গান।
শুনিতে অযুত কর্ণ করহ বিধান॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১১।২৫)

স্বর্গ, পরমেষ্ঠী-স্থান, সার্ব্বভৌম-পদ।
রসাতল-আধিপত্য, যোগের সম্পদ্॥
নির্ব্বাণ ইত্যাদি যত ছাড়ি' সেবা তব।
নাহি মাগি এ মোর প্রতিজ্ঞা অকৈতব॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতেগুর্ণান্
গৃণীত বাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১১।২৪)

ছিনু তব নিত্য দাস, গলে বাঁধি' মায়া-পাশ,
সংসারে পাইনু নানা ক্লেশ।
এবে পুনঃ করি আশ, হঞা তব দাসের দাস,
ভজি' পাই তব ভক্তিলেশ॥
প্রাণেশ্বর! তব গুণ, স্মরুক মন পুনঃ পুনঃ,
তব নাম জিহ্বা করুক গান।
করদ্বয় তব কর্ম্ম, করিয়া লভুক শর্ম্ম,
তব পদে সঁপিনু পরাণ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

মামুন-ভাবাবলী

(শান্ত-দাস্য-ভক্তিসাধন-লালসা)

(১)

হরি হে !

ওহে প্রভু দয়াময়, তোমার চরণদ্বয়,

শ্রুতিশিরোপরি শোভা পায় ।

গুরুজন-শিরে পুনঃ, শোভা পায় শত গুণ,

দেখি' আমার পরাণ জুড়ায় ॥১॥

জীবমনোরথ-পথ, তঁহি সব অনুগত,

জীব-বাঞ্ছাকল্পতরু যথা ।

জীবের সে কুলধন, অতি পূজ্য সনাতন,

জীবের চরমগতি তথা ॥২॥

কমলাক্ষ-পদদ্বয়, পরম-আনন্দময়,

নিষ্কপটে সেবিয়া সতত ।

এ **ভক্তিবিনোদ** চায়, সতত তুষিতে তায়,

ভক্তজনের হ'য়ে অনুগত ॥৩॥

(২)

হরি হে !
তোমার ঈক্ষণে হয়, সকল উৎপত্তি লয়,
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে যত।
জড় জীব আদি করি', তোমার কৃপায়, হরি,
লভে জন্ম, আর ক'ব কত ॥১॥
তাহাদের বৃত্তি যত, তোমার ঈক্ষণে স্বতঃ,
জন্মে, প্রভু, তুমি সর্ব্বেশ্বর।
সকল জন্তুর তুমি, স্বাভাবিক নিত্যস্বামী,
সুহৃন্মিত্র—প্রাণের ঈশ্বর ॥২॥
এ **ভক্তিবিনোদ** কয়, শুন, প্রভু দয়াময়,
ভক্তপ্রতি বাৎসল্য তোমার।
নৈসর্গিক ধর্ম্ম হয়, ঔপাধিক কভু নয়,
দাসে দয়া হইয়া উদার ॥৩॥

(৩)

হরি হে !
পরতত্ত্ব-বিচক্ষণ, ব্যাস-আদি মুনিগণ,
শাস্ত্র বিচারিয়া বার বার।
প্রভু, তব নিত্যরূপ, গুণশীল অনুরূপ,
তোমার চরিত্র সুধাসার ॥১॥

শুদ্ধসত্ত্বময়ী লীলা, মুখ্যশাস্ত্রে প্রকাশিলা,
জীবের কুশল সুবিধানে।
রজস্তমোগুণ-অন্ধ, অসুর-প্রকৃতি মন্দ-
জনে তাহা বুঝিতে না জানে ॥২॥
নাহি মানে নিত্যরূপ, ভজিয়া মণ্ডূককূপ,
রহে তাহা উদাসীনপ্রায়।
এ **ভক্তিবিনোদ** গায়, কি দুর্দ্দৈব হায় হায়,
হরিদাস হরি নাহি পায় ॥৩॥

(৪)

হরি হে!
জগতের বস্তু যত, বদ্ধ সব স্বভাবতঃ,
দেশ কাল বস্তু সীমাশ্রয়ে।
তুমি প্রভু সর্ব্বেশ্বর, নহ সীমা-বিধিপর,
বিধি সব কাঁপে তব ভয়ে ॥১॥
সম বা অধিক তব, স্বভাবতঃ অসম্ভব,
বিধি লঙ্ঘি' তব অবস্থান।
স্বতন্ত্র-স্বভাব ধর, আপনে গোপন কর,
মায়াবলে করি' অধিষ্ঠান ॥২॥
তথাপি অনন্য-ভক্ত, তোমারে দেখিতে শক্ত,
সদা দেখে স্বরূপ তোমার।

এ ভক্তিবিনোদ দীন, অনন্যভজন-হীন,
ভক্তপদরেণুমাত্র সার ॥৩॥

(৫)

হরি হে !
তুমি সর্ব্বগুণযুত, শক্তি তব বশীভূত,
বদান্য, সরল, শুচি, ধীর।
দয়ালু, মধুর, সম, কৃতী, স্থির, সর্ব্বোত্তম,
কৃতজ্ঞ লক্ষণে পুনঃ বীর ॥১॥
সমস্তকল্যাণ-গুণ- গণামৃত-সম্ভাবন,
সমুদ্রস্বরূপ ভগবান্।
বিন্দু বিন্দু গুণ তব, সর্ব্বজীব-সুবৈভব,
তুমি পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ॥২॥
এ ভক্তিবিনোদ ছার, কৃতাঞ্জলি বার বার,
করে চিত্তকথা বিজ্ঞাপন।
তব দাসগণ-সঙ্গে, তব লীলা-কথা-রঙ্গে,
যায় যেন আমার জীবন ॥৩॥

(৬)

হরি হে !
তোমার গম্ভীর মন, নাহি বুঝে অন্য জন,
সেই মন অনুসারি' সব।

জগৎ-উদ্ভব-স্থিতি- প্রলয় সংসারগতি,
মুক্তি-আদি শক্তির বৈভব ॥১॥
এ সব বৈদিক লীলা, ইচ্ছামাত্র প্রকাশিলা,
জীবের বাসনা-অনুসারে।
তোমাতে বিমুখ হ'য়ে, মজিল অবিদ্যা ল'য়ে,
সেই জীব কর্ম্ম-পারাবারে ॥২॥
পুনঃ যদি ভক্তি করি', ভজে ভক্তসঙ্গ ধরি',
তবে পায় তোমার চরণ।
অন্তরঙ্গ-লীলারসে, ভাসে, মায়া না পরশে,
ভক্তিবিনোদের ফিরে মন ॥৩॥

(৭)

হরি হে!
মায়াবদ্ধ যতক্ষণ, থাকে ত' জীবের মন,
জড়মাঝে করে বিচরণ।
পরব্যোম জ্ঞানময়, তাহে তব স্থিতি হয়,
মন নাহি পায় দরশন ॥১॥
ভক্তিকৃপা-খড়্গাঘাতে, জড়বন্ধ ছেদ তা'তে,
যায় মন প্রকৃতির পার।
তোমার সুন্দর রূপ, হেরে' তব অপরূপ,
জড়বস্তু করয়ে ধিক্কার ॥২॥

অনন্ত বিভূতি যাঁ'র, যিনি দয়া-পারাবার,
সেই প্রভু জীবের ঈশ্বর।
এ **ভক্তিবিনোদ** দীন, সদা শুদ্ধভক্তিহীন,
শুদ্ধভক্তি মাগে নিরন্তর ॥৩॥

(৮)

হরি হে !
ধর্ম্মনিষ্ঠা নাহি মোর, আত্মবোধ বা সুন্দর,
ভক্তি নাহি তোমার চরণে।
এতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টজন,
রত সদা আপন বঞ্চনে ॥১॥
পতিতপাবন তুমি, পতিত অধম আমি,
তুমি মোর একমাত্র গতি।
তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু,
আমি দাস, তুমি মোর পতি ॥২॥
এ **ভক্তিবিনোদ** কাঁদে, হৃদে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে,
ভূমে পড়ি' বলে অতঃপর।
অহৈতুকী কৃপা করি' এই দুষ্টজনে, হরি,
দেহ পদ-ছায়া নিরন্তর ॥৩॥

(৯)

হরি হে !
হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,
সহস্র সহস্রবার হরি !
সেই সব কর্ম্মফল, পে'য়ে অবসর-বল,
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি ॥১॥
গতি নাহি দেখি' আর, কাঁদি, হরি, অনিবার,
তোমার অগ্রেতে এবে আমি।
যা' তোমার হয় মনে, দণ্ড দেও অকিঞ্চনে,
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী ॥২॥
ক্লেশভোগ ভাগ্যে যত, ভোগ মোর হউ তত,
কিন্তু এক মম নিবেদন।
যে যে দশা ভোগি আমি, আমাকে না ছাড় স্বামি !
ভক্তিবিনোদের প্রাণধন ॥৩॥

(১০)

হরি হে !
নিজকর্ম্ম-দোষ-ফলে, পড়ি' ভবার্ণবজলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল।
সাঁতারি' সাঁতারি' যাই, সিন্ধু-অন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল ॥১॥

নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার।
সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি' কূলভূমি,
আশাবীজ হইল আমার ॥২॥
তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে সুনিশ্চয়,
সর্ব্বোত্তম দয়ার বিষয়।
তোমাকে না ছাড়ি আর, এ **ভক্তিবিনোদ** ছার,
দয়াপাত্র পাইলে দয়াময় ॥৩॥

(১১)

হরি হে !
অন্য আশা নাহি যা'র, তব পাদপদ্ম তা'র,
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয়।
তব পদাশ্রয়ে, নাথ, করে সেই দিনপাত,
তব পদে তাহার অভয় ॥১॥
স্তন্যপায়ী শিশুজনে, মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে,
শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায়।
যেহেতু তাহার আর, এ জীবন ধরিবার,
মাতা বিনা নাহিক উপায় ॥২॥
এ **ভক্তিবিনোদ** কয়, তুমি ছাড় দয়াময়,
দেখিয়া আমার দোষগণ।

আমি ত' ছাড়িতে নারি, তোমা বিনা নাহি পারি,
কখন ধরিতে এ জীবন ॥৩॥

(১২)

হরি হে !
তব পদ-পঙ্কজিনী, জীবামৃত-সঞ্চারিণী,
অতিভাগ্যে জীব তাহা পায়।
সে-অমৃত পান করি', মুগ্ধ হয় তাহে, হরি,
আর তাহা ছাড়িতে না চায় ॥১॥
নিবিষ্ট হইয়া তায়, অন্য স্থানে নাহি যায়,
অন্য রস তুচ্ছ করি' মানে।
মধুপূর্ণ পদ্মস্থিত, মধুব্রত কদাচিত,
নাহি চায় ইক্ষুদণ্ড-পানে ॥২॥
এ ভক্তিবিনোদ কবে, সে-পঙ্কজস্থিত হ'বে,
নাহি যা'বে সংসারাভিমুখে।
ভক্তকৃপা, ভক্তিবল, এ দুইটী সুসম্বল,
পাইলে সে-স্থিতি ঘটে সুখে ॥৩॥

(১৩)

হরি হে !
ভ্রমিতে সংসার-বনে, কভু দৈব-সংঘটনে,
কোনমতে কোন ভাগ্যবান্।

তব পদ উদ্দেশিয়া, থাকে কৃতাঞ্জলি হঞা,
একবার ওহে ভগবান্ ॥১॥
সেইক্ষণে তা'র যত, অমঙ্গল হয় হত,
সুমঙ্গল হয় পুষ্ট অতি।
আর নাহি ক্ষয় হয়, ক্রমে তা'র শুভোদয়,
তা'রে দেয় সর্ব্বোত্তম-গতি ॥২॥
এমন দয়ালু তুমি, এমন দুর্ভাগা আমি,
কভু না করিনু পরণাম।
তব পাদপদ্ম-প্রতি, না জানে এ দুষ্টমতি,
ভক্তিবিনোদের পরিণাম ॥৩॥

(১৪)

হরি হে!
তোমার চরণপদ্ম, অনুরাগ-সুধাসদ্ম-,
সাগরশীকর যদি পায়।
কোন ভাগ্যবান্ জনে, কোন কার্য্য-সংঘটনে,
তা'র সব দুঃখ দূরে যায় ॥১॥
সে-সুধা-সমুদ্রকণ, সংসারাগ্নি-নির্ব্বাপণ,
ক্ষণেকে করিয়া ফেলে তা'র।
পরম-নির্বৃতি দিয়া, তোমার চরণে লঞা,
দেয় তবে আনন্দ অপার ॥২॥

এ **ভক্তিবিনোদ** কাঁদে, পড়িয়া সংসার-ফাঁদে,
বলে, নাহি কোন ভাগ্য মোর।
এ ঘটনা না ঘটিল, আমার জনম গেল,
বৃথা রৈনু হ'য়ে আত্মভোর ॥৩॥

(১৫)

হরি হে !
তবাঙ্ঘ্রি কমলদ্বয়, বিলাস-বিক্রমময়,
পরাবর জগৎ ব্যাপিয়া।
সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান, ভক্তক্লেশ-অবসান,
লাগি' সদা প্রস্তুত হইয়া ॥১॥
জগতের সেই ধন, আমি জগমধ্য জন,
অতএব সম অধিকার।
আমি কিবা ভাগ্যহীন, সাধনে বঞ্চিত, দীন,
কি কাজ জীবনে আর ছার ॥২॥
কৃপা বিনা নাহি গতি, এ **ভক্তিবিনোদ** অতি,
দৈন্য করি' বলে প্রভু-পায়।
কবে তব কৃপা পে'য়ে, উঠিব সবলে ধে'য়ে,
হেরিব সে পদযুগ হায় ॥৩॥

(১৬)

হরি হে !
আমি সেই দুষ্টমতি, না দেখিয়া অন্য গতি,
তব পদে ল'য়েছি শরণ।
জানিলাম আমি, নাথ, তুমি প্রভু জগন্নাথ,
আমি তব নিত্য পরিজন ॥১॥
সেইদিন কবে হ'বে, ঐকান্তিকভাবে যবে,
নিত্যদাস-ভাব ল'য়ে আমি।
মনোরথান্তর যত, নিঃশেষ করিয়া স্বতঃ,
সেবিব আমার নিত্যস্বামী ॥২॥
নিরন্তর সেবা-মতি, বহিবে চিত্তেতে সতী,
প্রশান্ত হইবে আত্মা মোর।
এ **ভক্তিবিনোদ** বলে, কৃষ্ণসেবা-কুতূহলে,
চিরদিন থাকি যেন ভোর ॥৩॥

(১৭)

হরি হে !
আমি অপরাধী জন, সদা দণ্ড্য, দুর্ল্লক্ষণ,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী।
ভীম ভবার্ণবোদরে, পতিত বিষম ঘোরে,
গতিহীন গতি-অভিলাষী ॥১॥

হরি ! তব পাদদ্বয়ে, শরণ লইনু ভয়ে,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ।
তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই,
তুমি তা'র রক্ষাকর্ত্তা নাথ ॥২॥
প্রতিজ্ঞাতে করি' ভর, ও মাধব প্রাণেশ্বর !
শরণ লইল এই দাস।
এ ভক্তিবিনোদ গায়, তোমার সে-রাঙ্গাপায়,
দেহ দাসে সেবায় বিলাস ॥৩॥

(১৮)

হরি হে !
অবিবেকরূপ ঘন, তাহে দিক্ আচ্ছাদন,
হৈল তা'তে অন্ধকার ঘোর।
তাহে দুঃখ-বৃষ্টি হয়, দেখি চারিদিকে ভয়,
পথভ্রম হইয়াছে মোর ॥১॥
নিজ অবিবেক-দোষে, পড়ি' দুর্দ্দিনের রোষে,
প্রাণ যায় সংসার-কান্তারে।
পথপ্রদর্শক নাই, এ দুর্দ্দৈবে মারা যাই,
ডাকি তাই, অচ্যুত, তোমারে ॥২॥
একবার কৃপাদৃষ্টি, কর আমা-প্রতি বৃষ্টি,
তবে মোর ঘুচিবে দুর্দ্দিন।

বিবেক সবল হ'বে, এ **ভক্তিবিনোদ** তবে,
দেখাইবে পথ সমীচীন ॥৩॥

(১৯)

হরি হে !
অগ্রে এক নিবেদন, করি, মধু-নিসূদন,
শুন কৃপা করিয়া আমায়।
নিরর্থক কথা নয়, নিগূঢ়ার্থময় হয়,
হৃদয় হইতে বাহিরায় ॥১॥
অতি অপকৃষ্ট আমি, পরম দয়ালু তুমি,
তব দয়া মোর অধিকার।
যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়,
তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার ॥২॥
মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়া-পাত্র কোথা পাবে,
'দয়াময়'-নামটী ঘুচা'বে।
এ **ভক্তিবিনোদ** কয়, দয়া কর দয়াময়,
যশঃকীর্ত্তি চিরদিন পা'বে ॥৩॥

(২০)

হরি হে !
তোমা ছাড়ি' আমি কভু, অনাথ না হই, প্রভু,
প্রভুহীন দাস নিরাশ্রয়।

আমাকে না নিলে সাথ, কৈছে তুমি হ'বে নাথ,
দয়নীয় কে তোমার হয় ॥১॥
আমাদের এ সম্বন্ধ, বিধিকৃত সুনির্ব্বন্ধ,
সবিধি তোমার গুণধাম।
অতএব নিবেদন, শুন হে মধুমথন,
ছাড়া-ছাড়ি নহে কোন কাম ॥২॥
এ **ভক্তিবিনোদ** গায়, রাখ মোরে তব পায়,
পাল মোরে না ছাড় কখন।
যবে মম পাও দোষ, করিয়া উচিত রোষ,
দণ্ড দিয়া দেও শ্রীচরণ ॥৩॥

(২১)

হরি হে!
স্ত্রী-পুরুষ-দেহগত, বর্ণ-আদি ধর্ম্ম যত,
তাহে পুনঃ দেহগত ভেদ।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ, আশ্রয়েতে ভেদ পুনঃ,
এইরূপ সহস্র প্রভেদ ॥ ১ ॥
যে-কোন শরীরে থাকি, যে-কোন অবস্থা রাখি,
সে-সব এখন তব পায়।
সঁপিলাম, প্রাণেশ্বর, মম বলি' অতঃপর,
আর কিছু না রহিল দায় ॥ ২ ॥

তুমি, প্রভু, রাখ মার, সব তব অধিকার,
আছি আমি তোমার কিঙ্কর।
এ **ভক্তিবিনোদ** বলে, তব দাস্য-কৌতূহলে,
থাকি যেন সদা সেবাপর ॥ ৩ ॥

(২২)

বেদবিধি-অনুসারে, কর্ম্ম করি' এ সংসারে,
পুনঃ পুনঃ জীব জন্ম পায়।
পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে,
জন্ম যদি লভি পুনরায় ॥ ১ ॥
তবে এক কথা মম, শুন, হে পুরুষোত্তম,
তব দাস সঙ্গিজন-ঘরে।
কীট-জন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
রহিব হে সন্তুষ্ট-অন্তরে ॥ ২ ॥
তব দাস-সঙ্গহীন, যে-গৃহস্থ অর্ব্বাচীন,
তা'র গৃহে চতুর্ম্মুখ-ভূতি।
না হউ কখন, হরি, করদ্বয় যোড় করি',
করে **ভক্তিবিনোদ** মিনতি ॥ ৩ ॥

(২৩)

হরি হে !

তোমার যে শুদ্ধভক্ত, তোমাতে সে অনুরক্ত,
ভুক্তি-মুক্তি তুচ্ছ করি' জানে।
বারেক দেখিতে তব, চিদাকার-শ্রীবৈভব,
তৃণ বলি' অন্য সুখ মানে ॥ ১ ॥

সে-সব ভক্তের সঙ্গে, লীলা কর নানা রঙ্গে
বিরহ সহিতে নাহি পার।
কৃপা করি' অকিঞ্চনে, দেখাও মহাত্মগণে,
সাধু বিনা গতি নাহি আর ॥ ২ ॥

সে-ভক্তচরণ-ধন, কবে পা'ব দরশন,
শোধিব আমার দুষ্ট মন।
এ **ভক্তিবিনোদ** ভণে, কৃপা হ'বে যতক্ষণে,
মহাত্মার হ'বে দরশন ॥ ৩ ॥

(২৪)

হরি হে !

শুনহে মধুমথন ! মম এক বিজ্ঞাপন,
বিশেষ করিয়া বলি আমি।

তোমার শেষত্ব মম, স্বকীয় বৈভবোত্তম,
আমি দাস, তুমি মোর স্বামী ॥১॥

সে-বিভব-বহির্ভূত হৈতে হৈলে, হে অচ্যুত,
ক্ষণমাত্র সহিতে না পারি।

দেহ, প্রাণ, সুখ, আশা, আত্মপ্রতি ভালবাসা,
সর্ব্বত্যাগ করিতে বিচারি ॥২॥

এ সব যাউক নাশ, শতবার শ্রীনিবাস,
তবু থাকু দাসত্ব তোমার।

এ **ভক্তিবিনোদ** কয়, কৃষ্ণদাস জীব হয়,
দাস্য বিনা কিবা আছে আর ॥৩॥

(২৫)

হরি হে!
আমি নরপশুপ্রায়, আচারবিহীন তায়,
অনাদি অনন্ত সুবিস্তার।
অতিকষ্টে পরিহার্য্য, সহজেতে অনিবার্য্য,
অশুভের আস্পদ আবার ॥১॥

তুমি ত' দয়ার সিন্ধু, তুমি ত' জগদ্‌বন্ধু,
অসীম বাৎসল্য-পয়োনিধি।

তব গুণগণ স্মরি', ভববন্ধ ছেদ করি',
নির্ভীক হইব নিরবধি ॥২॥

এই ইচ্ছা করি' মনে, শ্রীযামুন-চরণে,
গায় **ভক্তিবিনোদ** এখন।

যামুন-বিপিন-বিধু, শ্রীচরণাম্বুজ-সীধু,
তা'র শিরে করুন অর্পণ ॥৩॥

(২৬)

হরি হে !
তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা,
দয়িত, তনয়, হরি তুমি।

তুমি সুহৃন্মিত্র, গুরু, তুমি গতি, কল্পতরু,
ত্বদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি ॥১॥

তব ভৃত্য, পরিজন, গতিপ্রার্থী, অকিঞ্চন,
প্রপন্ন তোমার শ্রীচরণে।

তব সত্ত্ব, তব ধন, তোমার পালিত জন,
আমার মমতা তব জনে ॥২॥

এ **ভক্তিবিনোদ** কয়, অহংতা-মমতা নয়,
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-অভিমানে।

সেবার সম্বন্ধ ধরি', অহংতা-মমতা করি',
তদিতর প্রাকৃত বিধানে ॥৩॥

(২৭)

হরি হে !
আমি ত' চঞ্চলমতি, অমর্য্যাদ, ক্ষুদ্র অতি,
অসূয়া-প্রসব সদা মোর।
পাপিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, মানী, নৃশংস, বঞ্চনে জ্ঞানী,
কামবশে থাকি সদা ঘোর ॥১॥
এ হেন দুর্জ্জন হ'য়ে, এ দুঃখ-জলধি ব'য়ে,
চরিতেছি সংসার-সাগরে।
কেমনে এ ভবাম্বুধি, পার হ'য়ে নিরবধি,
তব পাদসেবা মিলে মোরে ॥২॥
তোমার করুণা পাই, তবে ত' তরিয়া যাই,
আমি এই দুরন্ত সাগর।
তুমি, প্রভু, শ্রীচরণে, রাখ দাসে ধূলিসনে,
নহে **ভক্তিবিনোদ** কাতর ॥৩॥

সমাপ্ত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

গ্রন্থ-তালিকা

১। জৈবধর্ম্ম (১ম ও ২য় খণ্ড)—৫৲

২। প্রেম-প্রদীপ (পারমার্থিক উপন্যাস)—১॥০

৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী—১॥০

৪। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—।০

৫। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড)—১॥০

৬। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলীসহ)—॥০

৭। শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ—।৵০

৮। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—॥০

৯। শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ—৵০

১০। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা (পারমার্থিক মাসিক)—বার্ষিক ৪৲

১১। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী)—বার্ষিক ৪৲

১২। Shri Chaitanya Mahaprabhu
(His life & precepts)— -/12/-

১৩। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—৸০

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য

পরিক্রমা-খণ্ড

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

পরিক্রমা-খণ্ড

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত

শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের
সভাপতি ও আচার্য্য

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ
মহারাজ-সম্পাদিত।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে
শ্রীরথারূঢ়-জগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী
ভক্তিকমল-প্রকাশিত।

দ্বিতীয়-সংস্করণ

প্রকাশ-তারিখ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-তিথি—শ্রীপঞ্চমী,
১৯ মাধব, ৪৭২ শ্রীগৌরাব্দ।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ 'নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'-এ
শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী সেবাকৌস্তুভ-মুদ্রিত।

সূচী-পত্র

প্রথম অধ্যায়—সাধারণ মাহাত্ম্য ... ১

দ্বিতীয় অধ্যায় শ্রীধাম-স্বরূপ ও পরিমাণ ... ১১

তৃতীয় অধ্যায়—শ্রীধাম-পরিক্রমার বিধি ... ১৯

চতুর্থ অধ্যায়—শ্রীজীবের ধাম-শ্রবণ ... ২৪

পঞ্চম অধ্যায়—শ্রীমায়াপুর ও অন্তর্দ্বীপের কথা ... ৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায়—শ্রীগঙ্গানগর-শ্রীপৃথুকুণ্ড-শ্রীসীমন্তদ্বীপ, শ্রীবিশ্রামস্থানাদি দর্শন ... ৫৬

সপ্তম অধ্যায়—শ্রীসুবর্ণবিহার, শ্রীদেবপল্লী ... ৭২

অষ্টম অধ্যায়—শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী, শ্রীগোদ্রুম ... ৮২

নবম অধ্যায়—শ্রীমধ্যদ্বীপ ও নৈমিষ-বর্ণনা ... ৯৪

দশম অধ্যায়—শ্রীব্রাহ্মণপুষ্কর-শ্রীউচ্চহট্টাদি-বর্ণন ও পরিক্রমা-প্রকার-কথন ... ১০১

একাদশ অধ্যায়—শ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীসমুদ্রগড়, শ্রীচম্পহট্ট ও শ্রীশ্রীজয়দেবকথা ... ১০

দ্বাদশ অধ্যায়—শ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীরাধাকুণ্ড ... ১৩০

ত্রয়োদশ অধ্যায়—শ্রীবিদ্যানগর ও শ্রীজহ্নুদ্বীপ ... ১৩৪

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—শ্রীশ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরামলীলা .. ১৪৪

পঞ্চদশ অধ্যায়—শ্রীবৈকুণ্ঠপুর, শ্রীরুদ্রপুর ও পুলীন .. ১৫১

ষোড়শ অধ্যায় - শ্রীবিল্বপক্ষ ও শ্রীভরদ্বাজ-টিলা ... ১৬৯

সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রীজীব গোস্বামীর প্রশ্নোত্তর ... ১৭৯

অষ্টাদশ অধ্যায়—শ্রীজীবগোস্বামীর সংশয়-ছেদ ও তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা ... ১৮৪

সম্পাদকের নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণ অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণ-কারণ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ পরমেশ্বর। এই মাধুর্য্যলীল শ্রীকৃষ্ণই প্রেম-প্রদানাত্মক ঔদার্য্যলীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণধাম শ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীগৌরধাম শ্রীনবদ্বীপ অভিন্ন। শ্রীবৃন্দাবন ১৬ ক্রোশ, শ্রীনবদ্বীপও ১৬ ক্রোশ। উভয় ধামের মহিমা বর্ণনাতীত। ১৬ ক্রোশ নবদ্বীপ— অন্তঃ, সীমন্ত, গোদ্রুম, মধ্য, কোল, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম ও রুদ্র এই নয়টী দ্বীপযুক্ত; এই শ্রীনবদ্বীপ নবধা ভক্তির পীঠ। অন্তর্দ্বীপ আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র; অপর আটটী দ্বীপ যথাক্রমে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য— ভক্ত্যঙ্গক্ষেত্র। সমগ্র নবদ্বীপ-ধাম শ্রীগৌরসুন্দরের এবং তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের লীলাক্ষেত্র। বিভিন্নস্থানে তাঁহাদের বিভিন্ন লীলাস্মৃতি এখনও উদ্দীপ্ত আছে।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

শুদ্ধভক্তসঙ্গে এই ঔদার্য্যলীলাপীঠ শ্রীনবদ্বীপ সংকীর্ত্তন-সহযোগে পরিক্রমণের সৌভাগ্য হইলে জীবন ধন্য হয়। জনসাধারণকে সেই সৌভাগ্য প্রদানের জন্য অস্মদীয় গুরু-পাদ পদ্ম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সহস্র-সহস্র-যাত্রিসহ শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমণ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল জীব গোস্বামী— শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপ গোস্বামীর অনুজ শ্রীঅনুপমের আত্মজরূপে আবির্ভূত হইয়া শৈশবে রামকেলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম-দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালেই সংসার ত্যাগ করিয়া প্রাচীন নবদ্বীপনগরান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলয়ে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পরমস্নেহভরে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছিলেন। সেই বিবরণ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই গ্রন্থে অতি সুললিত

ছন্দে রচনা করিয়াছেন। ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ প্রণয়ন এবং মহাপ্রভুর লুপ্ত আবির্ভাব-স্থান শ্রীধাম মায়াপুর আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটী গ্রন্থ অতি উপাদেয় এবং পরমার্থ সম্পুটের অমূল্য রত্ন।

ভক্তবৃন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত এই 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য' গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম উপকৃত হইবেন। তাঁহারা ইহাতে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমূলক বহু তত্ত্বকথা এবং কতিপয় জটিল প্রশ্নের সমাধান পাইবেন। শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী ও শ্রীনিম্বার্ক—বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয় এবং আচার্য্য শ্রীশঙ্কর কি-ভাবে নিত্য শ্রীগৌরবিগ্রহের দর্শন ও করুণা লাভ করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের প্রচারের ২টী করিয়া বিষয়ের বহুমানন করিয়াছেন, তাহাও ঠাকুর এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। তজ্জন্য এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণবগণের শিরোভূষণ স্বরূপ।

"শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপূরকং
স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরমসুখদং তং চিদুচিতম্॥"

—শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

পরিক্রমা-খণ্ড

সাধারণ মাহাত্ম্য—প্রথম অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দ রায় অবধূত ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাশয়।
গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ॥
জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার।
জয় নবদ্বীপবাসী গৌর-পরিবার ॥

সকল ভকতপদে করিয়া প্রণাম।
সংক্ষেপে বর্ণিব আমি নবদ্বীপধাম ॥
নবদ্বীপ-মণ্ডলের মহিমা অপার।
ব্রহ্মা আদি নাহি জানে বর্ণে সাধ্য কার ॥
সহস্র বদনে শেষ বর্ণিতে অক্ষম।
ক্ষুদ্র জীব আমি কিসে হইব সক্ষম ॥
সত্য বটে নবদ্বীপ মহিমা অনন্ত।
দেব দেব মহাদেব নাহি পায় অন্ত ॥
তথাপি চৈতন্যচন্দ্র-ইচ্ছা বলবান্।
সেই ইচ্ছাবশে ভক্ত আজ্ঞার বিধান ॥
ভক্তগণে আজ্ঞা দিল চৈতন্য-ইচ্ছায়।
নদীয়া-মাহাত্ম্য বর্ণি ভক্তের কৃপায় ॥
আর এক কথা আছে গূঢ় অতিশয়।
কহিতে না ইচ্ছা হয়, না কহিলে নয় ॥
যে অবধি শ্রীচৈতন্য অপ্রকট হৈল।
ধাম-লীলা প্রকাশিতে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥

সর্ব্ব অবতার হৈতে গূঢ় অবতার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মোর বিদিত সংসার ॥
গূঢ়লীলা শাস্ত্রে গূঢ়রূপে উক্ত হয়।
অভক্ত জনের চিত্তে না হয় উদয় ॥
সে-লীলা সম্বন্ধে যত গূঢ় শাস্ত্র ছিল।
মায়াদেবী বহুকাল আচ্ছাদি' রাখিল ॥
অপ্রকট শাস্ত্র বহু রহে যথা তথা।
প্রকট শাস্ত্রেও কত চৈতন্যের কথা ॥
সে সকল মায়াদেবী পণ্ডিত-নয়ন।
আবরিয়া রাখে গুপ্তভাবে অনুক্ষণ ॥
গৌড়ের গম্ভীর-লীলা হৈলে অপ্রকট।
প্রভু-ইচ্ছা জানি' মায়া হয় অকপট ॥
উঠাইয়া লৈল জাল জীবচক্ষু হৈতে।
প্রকাশিল গৌরতত্ত্ব এ জড় জগতে ॥
গুপ্তশাস্ত্র অনায়াসে হইল প্রকট।
ঘুচিল জীবের যত যুক্তির সঙ্কট ॥

বড়ই দয়ালু প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গৌরতত্ত্ব প্রকাশিল জীবের হিয়ায় ॥
তাঁর আজ্ঞা পেয়ে মায়া ছাড়ে আবরণ।
সুভক্ত পণ্ডিতগণ পায় শাস্ত্র-ধন ॥
ইহাতে সন্দেহ যার না হয় খণ্ডন।
সে অভাগা বৃথা কেন ধরয় জীবন ॥
যে কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়।
ভাগ্যবন্ত জন তাহে বড় সুখী হয় ॥
দুর্ভাগা-লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন।
নিজ বুদ্ধি বড় বলি' করিয়া গণন ॥
ঈশ্বরের কৃপা নাহি করয় স্বীকার।
কুতর্কে মায়ার গর্ত্তে পড়ে বারবার ॥
এস হে কলির জীব ছাড় কুটিনাটি।
নির্ম্মল গৌরাঙ্গ-প্রেম লহ পরিপাটি ॥
এই বলি নিত্যানন্দ ডাকে বারবার।
তবু ত' দুর্ভাগা জন না করে স্বীকার ॥

কেন যে এমন প্রেমে করে অনাদর।
বিচার করিয়া দেখ হইয়া তৎপর ॥
সুখ লাগি' সর্ব্ব জীব নানা যুক্তি করে।
তর্ক করে, যোগ করে সংসার-ভিতরে ॥
সুখ লাগি' সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।
সুখ লাগি' যুদ্ধ করে রাজায় রাজায় ॥
সুখ লাগি' কামিনী-কনক পাছে ধায়।
সুখ লাগি' শিল্প আর বিজ্ঞান চালায় ॥
সুখ লাগি' সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে।
সুখ লাগি' অর্ণব-মধ্যেতে ডু'বে মরে ॥
নিত্যানন্দ বলে ডাকি' দুহাত তুলিয়া।
এস জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া ॥
সুখ লাগি' চেষ্টা তব, আমি তাহা দিব।
তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব ॥
কষ্ট নাই, ব্যয় নাই, না পাবে যাতনা।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি' নাচ, নাহিক ভাবনা ॥

যে সুখ আমি ত' দিব, তার নাই সম।
সর্ব্বদা বিমলানন্দ, নাহি তার ভ্রম ॥
এইরূপে প্রেম যাচে নিত্যানন্দ রায়।
অভাগা করম-দোষে তাহা নাহি চায় ॥
গৌরাঙ্গ-নিতাই যেই বলে একবার।
অনন্ত করম-দোষ অন্ত হয় তার ॥
আর এক গূঢ় কথা শুন সর্ব্বজন।
কলিজীবে যোগ্যবস্তু গৌরলীলা-ধন ॥
গৌরহরি রাধা-কৃষ্ণ-রূপে বৃন্দাবনে।
নিত্যকাল বিলাস করয়ে সখী-সনে ॥
শাস্ত্রেতে জানিল জীব ব্রজলীলাতত্ত্ব।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা ব্রজের মহত্ত্ব ॥
কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণধাম-মাহাত্ম্য অপার।
শাস্ত্রের দ্বারায় জানে সকল সংসার ॥
তবু কৃষ্ণ-প্রেম সাধারণে নাহি পায়।
ইহার কারণ কিবা চিন্তহ হিয়ায় ॥

ইহাতে আছে ত' এক গূঢ়তত্ত্ব সার।
মায়ামুগ্ধ জীব তাহা না করে বিচার ॥
বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি' প্রেম নাহি হয়।
অপরাধ-পুঞ্জ তার আছয় নিশ্চয় ॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লয় কৃষ্ণনাম।
তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম ॥
শ্রীচৈতন্য-অবতারে বড় বিলক্ষণ।
অপরাধসত্ত্বে জীব লভে প্রেমধন ॥
নিতাই চৈতন্য বলি' যেই জীব ডাকে।
সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষয় তাকে ॥
অপরাধ বাধা তার কিছু নাহি করে।
নিরমল কৃষ্ণপ্রেমে তার আঁখি ঝরে ॥
স্বল্পকালে অপরাধ আপনি পলায়।
হৃদয় শোধিত হয় প্রেম বাড়ে তায় ॥
কলিজীবের অপরাধ অসংখ্য দুর্ব্বার।
গৌরনাম বিনা তার নাহিক উদ্ধার ॥

অতএব গৌর বিনা কলিতে উপায়।
না দেখি কোথাও আর, শাস্ত্র ফুকারয় ॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংস হয় ॥
অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন।
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন ॥
তা'র সাক্ষী জগাই মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি' পাইল চৈতন্য-নিতাই ॥
অন্যান্য তীর্থের কথা রাখ ভাই দূরে।
অপরাধী দৈত্য দণ্ড পায় ব্রজপুরে ॥
নবদ্বীপে শত শত অপরাধ করি'।
অনায়াসে নিতাই-কৃপায় যায় তরি' ॥
হেন নবদ্বীপধাম যে গৌড়মণ্ডলে।
ধন্য ধন্য সেই দেশ ঋষিগণ বলে ॥
হেন নবদ্বীপে ভাই যাহার বসতি।
বড় ভাগ্যবান্ সেই, লভে কৃষ্ণ-রতি ॥

নবদ্বীপে যেবা কভু করয় গমন।
সর্ব্ব-অপরাধ-মুক্ত হয় সেই জন ॥
সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যাহা পায়।
নবদ্বীপ-স্মরণে সেই লাভ শাস্ত্রে গায় ॥
নবদ্বীপ দরশন করে যেই জন।
জন্মে জন্মে লভে সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
কর্ম্ম বুদ্ধিযোগেও যে নবদ্বীপে যায়।
নরজন্ম আর সেই জন নাহি পায় ॥
নবদ্বীপ ভ্রমিতে সে পদে পদে পায়।
কোটি-অশ্বমেধ-ফল সর্ব্ব শাস্ত্রে গায় ॥
নবদ্বীপে বসি' যেই মন্ত্র জপ করে।
শ্রীমন্ত্র চৈতন্য হয়, অনায়াসে তরে ॥
অন্য তীর্থে যোগী দশবর্ষে লভে যাহা।
নবদ্বীপে তিন রাত্রে সাধি' পায় তাহা ॥
অন্য তীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি হয়।
নবদ্বীপে ভাগীরথী-স্নানে তা-ঘটয় ॥

সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য নির্ব্বাণ।
নবদ্বীপে মুমুক্ষু লভয় বিনা জ্ঞান ॥
নবদ্বীপে শুদ্ধভক্ত-চরণে পড়িয়া।
ভুক্তি-মুক্তি সদা রহে দাসীরূপ হৈয়া ॥
ভক্তগণ লাথি মারি' সে দু'য়ে তাড়ায়।
ভক্তপদ ছাড়ি' দাসী তবু না পলায় ॥
শতবর্ষ সপ্ততীর্থে মিলে যাহা ভাই।
নবদ্বীপে এক রাত্র বাসে তাহা পাই ॥
হেন নবদ্বীপ ধাম সর্ব্বধামসার।
কলিতে আশ্রয় করি' জীব হয় পার ॥
তারক পারক বিদ্যাদ্বয় অবিরত।
নবদ্বীপবাসিগণে সেবে রীতিমত ॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া যা'র আশ।
সে ভক্তিবিনোদ গায় পাইয়া উল্লাস ॥

—:*:—

শ্রীধাম-স্বরূপ ও পরিমাণ

দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দ রায় অবধূত ॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধামসার।
সে ধামের তত্ত্ব বর্ণে সাধ্য আছে কার ॥
নবদ্বীপধাম গৌড়মণ্ডল-ভিতরে।
জাহ্নবী-সেবিত হ'য়ে সদা শোভা করে ॥
এ গৌড়মণ্ডল একবিংশতি যোজন।
মধ্যভাগে গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ ॥
শতদলপদ্মময় মণ্ডল আকার।
মধ্যভাগে নবদ্বীপ অতিশোভা তার ॥
পঞ্চক্রোশ হয় তার কেশর আধার।
পরিমলপূর্ণ পুষ্প যোজন চত্বার ॥
বাহির পাপড়ি তার শতদল হয়।
একাধিক যোজন বিংশতি বিস্তারয় ॥

মণ্ডল পরিধি হয় সেই পরিমাণ।
যোজন সপ্তক ব্যাস শাস্ত্রের বিধান ॥
ব্যাসার্দ্ধ প্রমাণ সার্দ্ধ তৃতীয় যোজন।
মধ্যবিন্দু হৈতে তা'র হইবে গণন ॥
মধ্যবিন্দু নবদ্বীপধাম মধ্যস্থল।
যোগপীঠ হয় তাহা চিন্ময় বিমল ॥
চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
চিদানন্দময়-ধাম চিন্ময় সকল ॥
জল-ভূমি-বৃক্ষ-আদি সকলি চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিত্রয় ॥
স্বরূপ-শক্তির সেই সন্ধিনী-প্রভাব।
তা'র পরিণতি এই ধামের স্বভাব ॥
প্রভু-লীলা-পীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয় ॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাহে হয় অবিদ্যা-বিভ্রম ॥

মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত ॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চিক জন দেখে জড়ের বিকার ॥
নিত্যানন্দ-কৃপা যার প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ-ধাম সর্ব্বত্র চিন্ময় ॥
গঙ্গা-যমুনাদি তথা সদা বিদ্যমান।
সপ্তপুরী প্রয়াগাদি আছে স্থানে স্থান ॥
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব এ গৌড়মণ্ডল।
ভাগ্যবান্ জীব তাহা দেখে নিরমল ॥
স্বরূপশক্তির ছায়া মায়া বলি যারে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে ॥
বহির্ম্মুখ জীবচক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম-প্রভাব সবে না পায় দর্শন ॥
এ গৌড়মণ্ডলে যার বাস নিরন্তর।
বড় ভাগ্যবান্ সেই সংসার-ভিতর ॥

দেবগণে স্বর্গে থাকি' দেখে সেই জনে।
চতুর্ভুজ শ্যামকান্তি অপূর্ব্ব গঠনে॥
ষোলক্রোশ-নবদ্বীপধামবাসী যত।
গৌরকান্তি, সদা নামসংকীর্ত্তনে রত॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণে অন্তরীক্ষ হৈতে।
নবদ্বীপবাসিগণে পূজে নানা-মতে॥
ব্রহ্মা বলে "কবে মোর হেন ভাগ্য হবে।
নবদ্বীপে তৃণ-কলেবর পা'ব যবে॥
শ্রীগৌর-চরণসেবা করে যত জন।
তা-সবার পদরেণু লভিব তখন।
হায় মোরে গৌরচন্দ্র বঞ্চনা করিয়া।
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রাখিল করিয়া॥
কবে মোর কর্ম্মগ্রন্থি হইবে ছেদন।
অভিমান ত্যজি' মোর শুদ্ধ হ'বে মন।
অধিকার বুদ্ধি মোর কবে হ'বে ক্ষয়।
শুদ্ধদাস হ'য়ে পাব গৌরপদাশ্রয়॥"

দেবগণ, ঋষিগণ, রুদ্রগণ যত।
স্থানে স্থানে নবদ্বীপে বৈসে অবিরত ॥
চিরকাল তপ করি' জীবন কাটায়।
তবু নিত্যানন্দ-কৃপা সে সবে না পায় ॥
দেহবুদ্ধি যতদিন নাহি যায় দূরে।
যতদিন দৈন্যভাব মনে নাহি স্ফুরে ॥
তত দিন শ্রীগৌর-নিতাই-কৃপাধন।
ব্রহ্মা শিব নাহি পায় করিয়া যতন ॥
এই সব কথা আগে হইবে প্রকাশ।
যত্ন করি' শুন ভাই করিয়া বিশ্বাস ॥
এ সব বিষয়ে ভাই তর্ক পরিহর।
তর্ক সে অপার্থ অতি অমঙ্গলকর ॥
শ্রীচৈতন্য-লীলা হয় গভীর সাগর।
মোচাখোলা-রূপ তর্ক তথায় ফাঁপর ॥
তর্ক করি' এ সংসার তরিতে যে চায়।
বিফল তাহার চেষ্টা, কিছুই না পায় ॥

তর্কে জলাঞ্জলি দিয়া সাধু শাস্ত্র ধরে।
অচিরে চৈতন্যলাভ সেই জন করে ॥
শ্রুতি-স্মৃতি-তন্ত্র-শাস্ত্র অবিরত গায়।
নদীয়া-মাহাত্ম্য নিত্যানন্দের আজ্ঞায় ॥
সেই সব শাস্ত্র পড়, সাধুবাক্য মান।
তবে ত' হইবে তব নবদ্বীপ জ্ঞান ॥
কলিকালে তীর্থ-সব অত্যন্ত দুর্ব্বল।
নবদ্বীপ তীর্থ মাত্র পরম প্রবল ॥
প্রভুর ইচ্ছায় সেই তীর্থ বহু দিন।
অপ্রকট মহিমা আছিল স্ফূর্ত্তিহীন ॥
কলির প্রভাব যবে অত্যন্ত বাড়িল।
অন্য তীর্থ স্বভাবতঃ নিস্তেজ হইল ॥
জীবের মঙ্গল লাগি' পুরুষপ্রধান।
মনে মনে চিন্তা করি' করিল বিধান ॥
পীড়া বুঝি,' বৈদ্যরাজ ঔষধ খাওয়ায়।
কঠিন ঔষধ দেয় কঠিন পীড়ায় ॥

এবে কলি ঘোর হৈল, রোগ হৈল ভারী।
কঠিন ঔষধ বিনা নিবারিতে নারি ॥
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই ধাম।
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই নাম ॥
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই রূপ।
প্রকাশ না কৈলে জীব তরিবে কিরূপ ॥
জীব ত' আমার দাস, আমি তার প্রভু।
আমি না তারিলে সেই না তরিবে কভু ॥
এই বলি' শ্রীচৈতন্য হইল প্রকাশ।
নিজ-নাম নিজ-ধাম ল'য়ে নিজ-দাস ॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা এই হয় সর্ব্বকাল।
তারিব সকল জীব ঘুচাব জঞ্জাল ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন বিলাব সংসারে।
পাত্রাপাত্র না বাছিব এই অবতারে ॥
দেখিব কিরূপে কলি জীবে করে নাশ।
নবদ্বীপধাম আমি করিব প্রকাশ ॥

সেই ধামে কলির ভাঙ্গিব বিষদাত।
কীর্ত্তন করিয়া জীবে করি' আত্মসাথ ॥
যতদূর মম নাম হইবে কীর্ত্তন।
ততদূর হইবে ত' কলির দমন ॥"
এই বলি' গৌরহরি কলির সন্ধ্যায়।
প্রকাশিল নবদ্বীপ স্বকীয় মায়ায় ॥
ছায়া সম্বরিয়া নিত্য স্বরূপ-বিলাস।
গৌরচন্দ্র গৌড়ভূমে করিল প্রকাশ ॥
এমন দয়ালু প্রভু যে জন না ভজে।
এমন অচিন্ত্যধাম যেই জন ত্যজে ॥
এই কলিকালে তা'র সম ভাগ্যহীন।
না দেখি জগতে আর শোচনীয় দীন ॥
অতএব ছাড়ি' তাই অন্য বাঞ্ছা রতি।
নবদ্বীপ-ধামে মাত্র হও একমতি ॥
জাহ্নবা-নিতাই-পদছায়া যার আশ।
সে ভক্তিবিনোদ করে এ তত্ত্ব প্রকাশ ॥

শ্রীধামপরিক্রমার বিধি

তৃতীয় অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দ রায় অবধূত ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাশয়।
গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ॥
জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার।
যেই ধাম সহ গৌরচন্দ্র-অবতার ॥
ষোলক্রোশ-নবদ্বীপ-মধ্যে যাহা যাহা।
বর্ণিব এখন ভক্তগণ শুন তাহা ॥
ষোলক্রোশ-মধ্যে নবদ্বীপের প্রমাণ।
ষোড়শ প্রবাহ তথা সদা বিদ্যমান ॥
মূলগঙ্গা-পূর্ব্বতীরে দ্বীপ-চতুষ্টয়।
তাঁহার পশ্চিমে সদা পঞ্চদ্বীপ রয় ॥
মধুনী-প্রবাহ সব বেড়ি দ্বীপগণে।
নবদ্বীপধামে শোভা দেয় অনুক্ষণে ॥

মধ্যে মূল-গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ।
অপর প্রবাহে অন্য পুণ্যনদীগণ॥
গঙ্গার নিকটে বহে যমুনা সুন্দরী।
অন্য-ধারা-মধ্যে সরস্বতী বিদ্যাধরী॥
তাম্রপর্ণী কৃতমালা ব্রহ্মপুত্রত্রয়।
যমুনার পূর্ব্বভাগে দীর্ঘধারাময়॥
সরযূ, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, গোমতী।
প্রস্থে বহে গোদাবরী সহ দ্রুতগতি॥
এই সব ধারা পরস্পর করি' ছেদ।
এক নবদ্বীপে নববিধ করে ভেদ॥
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ধারা শুষ্ক হয়।
পুনঃ ইচ্ছা হৈলে ধারা হয় জলময়॥
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ডুবে কোন স্থান।
প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ দেয় ত' দর্শন॥
নিরবধি এইরূপ ধাম লীলা করে।
ভাগ্যবান্ জনপ্রতি সর্ব্বকাল স্ফুরে॥

উৎকট বাসনা যদি ভক্তহৃদে হয়।
সর্ব্বদ্বীপ সর্ব্বধারা দর্শন মিলয়॥
কভু স্বপ্নে, কভু ধ্যানে, কভু দৃষ্টি-যোগে।
ধামের দর্শন পায় ভক্তির সংযোগে।
গঙ্গা-যমুনার যোগে যেই দ্বীপ রয়।
অন্তর্দ্বীপ তার নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অন্তর্দ্বীপ-মধ্যে আছে পীঠ মায়াপুর।
যথায় জন্মিল প্রভু চৈতন্য ঠাকুর॥
গোলোকের অন্তর্ব্বর্ত্তী যেই মহাবন।
মায়াপুর নবদ্বীপে জান ভক্তগণ॥
শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে সর্ব্বক্ষণ॥
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী আর।
অবন্তী, দ্বারকা সেই পুরী সপ্ত সার॥
নবদ্বীপে সে সমস্ত নিজ নিজ স্থানে।
নিত্য বিদ্যমান গৌরচন্দ্রের বিধানে॥

গঙ্গাদ্বার মায়ার স্বরূপ মায়াপুর।
যাহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছয়ে প্রচুর ॥
সেই মায়াপুরে যে যায় একবার।
অনায়াসে হয় সেই জড়মায়া পার ॥
মায়াপুরে ভ্রমিলে মায়ার অধিকার।
দূরে যায়, জন্ম কভু নহে আরবার ॥
মায়াপুর উত্তরে সীমন্তদ্বীপ হয়।
পরিক্রমা-বিধি সাধু-শাস্ত্রে সদা কয় ॥
অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর করিয়া দর্শন।
শ্রীসীমন্তদ্বীপে চল বিজ্ঞ ভক্তজন ॥
গোদ্রুমাখ্যদ্বীপ হয় মায়ার দক্ষিণে।
তাহা ভ্রমি, চল মধ্যদ্বীপে হৃষ্টমনে ॥
এই চারিদ্বীপ জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরে।
দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে ॥
কোলদ্বীপ অনায়াসে করিয়া ভ্রমণ।
ঋতুদ্বীপ-শোভা তবে কর দরশন ॥

তারপর জহ্নু দ্বীপ পরম সুন্দর।
দেখি, মোদদ্রুমদ্বীপে চল বিজ্ঞবর ॥
রুদ্রদ্বীপ দেখ পুনঃ গঙ্গা হয়ে পার।
ভ্রমি' মায়াপুর ভক্ত চল আরবার ॥
তথায় শ্রীজগন্নাথ-শচীর মন্দিরে।
প্রভুর দর্শনে প্রবেশহ ধীরে ধীরে ॥
সর্ব্বকালে এইরূপ পরিক্রমা হয়।
জীবের অনন্ত সুখপ্রাপ্তির আলয় ॥
বিশেষতঃ মাকরী সপ্তমী তিথি গতে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে ॥
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন ॥
নিতাই-গৌরাঙ্গ তারে কৃপা বিতরিয়া।
ভক্তি অধিকারী করে পদছায়া দিয়া ॥
সংক্ষেপে কহিনু পরিক্রমা-বিবরণ।
বিস্তারিয়া বলি এবে করহ শ্রবণ ॥
যেই জন ভ্রমে একবিংশতি যোজন।
অচিরে লভয় সেই গৌরপ্রেমধন ॥
জাহ্নবী-নিতাই-পদছায়া যার আশ।
এ ভক্তিবিনোদ করে এ তত্ত্ব প্রকাশ ॥

শ্রীজীবের ধাম-শ্রবণ

চতুর্থ অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দ রায় অবধূত॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধামসার।
যথায় হইল শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
সর্ব্বতীর্থ বাস করি' যেই ফল পাই।
নবদ্বীপে লভি তাহা এক দিনে ভাই॥
সেই নবদ্বীপ-পরিক্রমা-বিবরণ।
শাস্ত্র আলোচিয়া গাই শুন সাধুজন॥
শাস্ত্রের লিখন আর বৈষ্ণব-বচন।
প্রভু-আজ্ঞা—এই তিন মম প্রাণধন॥
এ তিনে আশ্রয় করি' কহিব বর্ণন।
নদীয়াভ্রমণবিধি শুন সর্ব্বজন॥
শ্রীজীবগোস্বামী যবে ছাড়িলেন ঘর।
'নদীয়া' 'নদীয়া' বলি' ব্যাকুল অন্তর॥

চন্দ্রদ্বীপ ছাড়ি' তেঁহ যত পথ চলে।
ভাসে দুই চক্ষু তাঁর নয়নের জলে ॥
হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ জীবের জীবন।
কবে মোরে কৃপা করি' দিবে দরশন ॥
হাহা নবদ্বীপধাম সর্ব্বধামসার।
কবে বা দেখিব আমি, বলে বারবার ॥
কৈশোরবয়স জীব সুন্দরগঠন।
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা অপূর্ব্বদর্শন ॥
চলিয়া চলিয়া কতদিনে মহাশয়।
নবদ্বীপে উত্তরিলা সদা প্রেমময় ॥
দূর হৈতে নবদ্বীপ করি' দরশন।
দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে প্রায় অচেতন ॥
কতক্ষণ পরে নিজ চিত্ত করি' স্থির।
প্রবেশিল নবদ্বীপে পুলক-শরীর ॥
বারকোণা ঘাটে আসি' জিজ্ঞাসে সবারে।
কোথা প্রভু নিত্যানন্দ দেখাও আমারে ॥

শ্রীজীবের ভাব দেখি' কোন মহাজন।
প্রভু নিত্যানন্দ যথা, লয় ততক্ষণ।
হেথা প্রভু নিত্যানন্দ অট্ট অট্ট হাসি'।
শ্রীজীব আসিবে বলি' অন্তরে উল্লাসী ॥
আজ্ঞা দিল দাসগণে শ্রীজীবে আনিতে।
অনেক বৈষ্ণবে যায় জীবে সম্বোধিতে ॥
সাত্ত্বিক-বিকারপূর্ণ জীবের শরীর।
দেখি' জীব বলি' সবে করিলেন স্থির ॥
কেহ কেহ আগে গিয়া মহাপ্রেমভরে।
নিত্যানন্দ-প্রভু-আজ্ঞা বিজ্ঞাপন করে ॥
প্রভু নিত্যানন্দ নাম করিয়া শ্রবণ।
ধরণীতে পড়ে জীব হ'য়ে অচেতন ॥
ক্ষণেক উঠিয়া বলে বড় ভাগ্য মম।
প্রভু-নিত্যানন্দ-কৃপা পাইল অধম ॥
সে সব বৈষ্ণবগণে দণ্ডবৎ হয়ে।
প্রণাম করয়ে জীব প্রফুল্লহৃদয়ে ॥

বলে তুমি সবে মোরে হইলে সদয়।
নিত্যানন্দ-পদ পাই সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
জীবের সৌভাগ্য হেরি' কতেক বৈষ্ণব।
চরণের ধূলি লয় করিয়া উৎসব ॥
সবে মিলি জীবে লয় নিত্যানন্দ যথা।
বৈষ্ণবে বেষ্টিত কভু কহে কৃষ্ণকথা ॥
প্রভু নিত্যানন্দের দেখিয়া দিব্যরূপ।
জীবের শরীরে হয় ভাব অপরূপ ॥
কি অপূর্ব্বরূপ আজ হেরিনু বলিয়া।
পড়িল ধরণীতলে অচেতন হৈয়া ॥
মহাকৃপাবশে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
জীবে উঠাইয়া লয় আপনার পায় ॥
ব্যস্ত হ'য়ে শ্রীজীবগোস্বামী দাঁড়াইল।
কর যুড়ি' নিত্যানন্দে কহিতে লাগিল ॥
বিশ্বরূপ বিশ্বধাম তুমি বলরাম।
আমি জীব কিবা জানি তব গুণগ্রাম ॥

তুমি মোর প্রভু নিত্য, আমি তব দাস।
তোমার চরণছায়া একমাত্র আশ ॥
তুমি যারে কর দয়া সেই অনায়াসে।
শ্রীচৈতন্য-পদ পায় প্রেমজলে ভাসে ॥
তোমার করুণা বিনা গৌর নাহি পায়।
শত জন্ম ভজে যদি গৌরাঙ্গে হিয়ায় ॥
গৌর দণ্ড করে যদি তুমি রক্ষা কর।
তুমি যারে দণ্ড কর গৌর তার পর ॥
অতএব প্রভু তব চরণ-কমলে।
লইনু শরণ আমি সুকৃতির বলে ॥
তুমি কৃপাকরি' মোরে দেহ অনুমতি।
শ্রীগৌরদর্শন পাই, গৌরে হউ রতি ॥
যবে রামকেলিগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
আমার পিতৃব্যদ্বয়ে লইলেন পায় ॥
সেই কালে শিশু আমি সজলনয়নে।
হেরিলাম গৌররূপ সদা জাগে মনে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-পদে পড়ি' করিনু প্রণতি ।
শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিয়া সুখ পাইলাম অতি ॥
সেই কালে গৌর মোরে কহিলা বচন ।
ওহে জীব কর তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন ॥
অধ্যয়ন সমাপিয়া নবদ্বীপে চল ।
নিত্যানন্দ শ্রীচরণে পাইবে সকল ॥
সেই আজ্ঞা শিরে ধরি' আমি অকিঞ্চন ।
যথাসাধ্য বিদ্যা করিয়াছি উপার্জ্জন ॥
চন্দ্রদ্বীপে পড়িলাম সাহিত্যাদি যত ।
বেদান্ত-আচার্য্য নাহি পাই মন মত ॥
প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে বেদান্ত পড়িতে ।
বেদান্ত-সম্মত কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিতে ॥
আইলাম নবদ্বীপে তোমার চরণে ।
যেইরূপ আজ্ঞা হয় করি আচরণে ॥
আজ্ঞা হয় যাই ক্ষেত্রে প্রভুর চরণে ।
বেদান্ত পড়িব সার্ব্বভৌমের সদনে ॥

জীবের মধুর বাক্যে নিত্যানন্দ রায়।
জীবে কোলে করি' কাঁদে ধৈর্য্য নাহি পায় ॥
বলে শুন ওহে জীব নিগূঢ় বচন।
সর্ব্বতত্ত্ব অবগত রূপ-সনাতন ॥
প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল বলিতে তোমায়।
ক্ষেত্রে নাহি যাও তুমি, না রহ হেথায় ॥
তুমি আর রূপ-সনাতন দুই ভাই।
প্রভুর একান্ত দাস জানেন সবাই ॥
তোমা প্রতি আজ্ঞা এই বারাণসী গিয়া।
বাচস্পতি নিকটেতে বেদান্ত পড়িয়া ॥
একেবারে যাহ তথা হৈতে বৃন্দাবন।
তথা কৃপা করিবেন রূপ-সনাতন ॥
রূপের অনুগ হ'য়ে যুগল-ভজন।
কর তথা বেদান্তাদি শাস্ত্র-আলাপন ॥
ভাগবত-শাস্ত্র হয় সর্ব্বশাস্ত্রসার।
বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করহ প্রচার ॥

সার্ব্বভৌমে কৃপা করি' গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা কৈল ভাগবত ধরি' ॥
সেই বিদ্যা সার্ব্বভৌম শ্রীমধুসূদনে।
শিখাইল ক্ষেত্রধামে পরম যতনে ॥
সেই মধুবাচস্পতি প্রভু আজ্ঞা পেয়ে।
আছে বারাণসীধামে, দেখ তুমি যেয়ে ॥
বাহ্যে তেঁহ সম্প্রদায়ী বৈদান্তিক হয়।
শাঙ্করী সন্ন্যাসী তার নিকটে পড়য় ॥
ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসিগণেরে কৃপা করি'।
গৌরাঙ্গের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয় সূত্র ধরি' ॥
পৃথক্ ভাষ্যের এবে নাহি প্রয়োজন।
ভাগবতে কয় সূত্র-ভাষ্যেতে গণন ॥
কালে যবে ভাষ্যের হইবে প্রয়োজন।
শ্রীগোবিন্দভাষ্য তবে হ'বে প্রকটন ॥
সার্ব্বভৌম সম্পর্কে সেই গোপীনাথ।
শুনিল প্রভুর ভাষ্য সার্ব্বভৌম-সাথ ॥

কালে তেঁহ প্রভুর ইচ্ছায় জন্ম ল'য়ে।
বলদেবাবেশে যাবে জয়পুর-য়ে ॥
তথা শ্রীগোবিন্দ-বলে ভাষ্য প্রকাশিয়া।
সেবিবে গৌরাঙ্গ-পদ জীবে নিস্তারিয়া ॥
এই সব গূঢ় কথা রূপ-সনাতন।
সকল কহিবে তোমা প্রতি দুইজন ॥
নিত্যানন্দবাক্য শুনি' শ্রীজীব গোসাঞি।
কাঁদিয়া লোটায় ভূমে সংজ্ঞা আর নাই ॥
কৃপা করি' প্রভু নিজ-চরণযুগল।
শ্রীজীবের শিরে ধরি' অর্পিলেন বল ॥
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ রায়।
বলিয়া নাচেন জীব বৈষ্ণব সভায় ॥
শ্রীবাসাদি ছিল তথা যত মহাজন।
জীবে নিত্যানন্দ-কৃপা করি' দরশন ॥
সবে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলি'।
মহাকলরবে তথা হয় হুলুস্থুলী ॥

কতক্ষণ পরে নৃত্য করি' সম্বরণ।
জীবে ল'য়ে নিত্যানন্দ বসিল তখন ॥
জীবের হইল বাসা শ্রীবাস-অঙ্গনে।
সন্ধ্যাকালে আইল পুনঃ প্রভু-দরশনে ॥
নির্জ্জনে বসিয়া প্রভু গৌরগুণ গায়।
শ্রীজীব আসিয়া পড়ে নিত্যানন্দ-পায় ॥
যত্ন করি' প্রভু তারে নিকটে বসায়।
করযোড় করি' জীব স্বদৈন্য জানায় ॥
জীব বলে প্রভু মোরে করুণা করিয়া।
নবদ্বীপধাম-তত্ত্ব বল বিবরিয়া ॥
প্রভু বলে ওহে জীব বলিব তোমায়।
অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্ব রাখিবে হিয়ায় ॥
যথা তথা এবে ইহা না কর প্রকাশ।
প্রকট-লীলার অন্তে হইবে বিকাশ ॥
এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম-সার।
শ্রীবিরজা-ব্রহ্মধাম আদি হ'য়ে পার ॥

বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলোক।
তদন্তে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক ॥
সেই লোক দুই ভাবে হয় ত' প্রকাশ।
মাধুর্য্য-ঔদার্য্য-ভেদে রসের বিকাশ ॥
মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পূর্ণরূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণরূপেতে বিহিত ॥
তথাপিও যে প্রকাশে মাধুর্য্যপ্রধান।
বৃন্দাবন বলি' তাহা জানে ভাগ্যবান্ ॥
যে প্রকাশে ঔদার্য্যপ্রধান নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপ-ধাম সর্ব্ব বেদে কয় ॥
বৃন্দাবন নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ।
রসের প্রকাশ-ভেদে করয় প্রভেদ ॥
এই ধাম নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় অনন্ত।
জড়-বুদ্ধি জনে তা'র নাহি পায় অন্ত ॥
হ্লাদিনী-প্রভাবে জীব ছাড়ি' জড় ধর্ম্ম।
নিত্যসিদ্ধ-জ্ঞান-বলে পায় তার মর্ম্ম ॥

সর্ব্ব নবদ্বীপ হয় চিন্ময়-প্রকাশ।
সেই পীঠে শ্রীগৌরাঙ্গ করেন বিলাস॥
চর্ম্ম-চক্ষে লোকে দেখে প্রপঞ্চ-গঠন।
মায়া আচ্ছাদিয়া রাখে নিত্য-নিকেতন।
নবদ্বীপে মায়া নাই জড় দেশ কাল।
কিছু তাহা নাহি আছে জীবের জঞ্জাল॥
কিন্তু কর্ম্মবন্ধক্রমে জীব মায়াবশে।
নবদ্বীপধামে প্রাপঞ্চিকভাবে পশে॥
ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে প্রেমের উদয়।
হয় যবে তবে দেখে বৈকুণ্ঠ চিন্ময়॥
অপ্রাকৃত দেশ, কাল, ধাম, দ্রব্য যত।
অনায়াসে দেখে স্বীয় চক্ষে অবিরত॥
এই ত' কহিনু আমি নবদ্বীপ-তত্ত্ব।
বিচারিয়া দেখ জীব হ'য়ে শুদ্ধসত্ত্ব॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদে নিত্য যার আশ।
গূঢ়তত্ত্ব করে ভক্তিবিনোদ প্রকাশ॥

শ্রীমায়াপুর ও অন্তর্দ্বীপের কথা

পঞ্চম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ জাহ্নবাজীবন ॥
জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্ব-ধাম-সার।
যথা কলিযুগে হৈল গৌর-অবতার ॥
নিত্যানন্দপ্রভু বলে শুনহ বচন।
ষোল-ক্রোশ নবদ্বীপ যথা বৃন্দাবন ॥
এই ষোল-ক্রোশ-মধ্যে দ্বীপ হয় নয়।
অষ্টদল পদ্ম যেন জলেতে ভাসয় ॥
অষ্টদল অষ্টদ্বীপ, মধ্যে অন্তর্দ্বীপ।
তা'র মাঝে মায়াপুর মধ্যবিন্দু টীপ ॥
মায়াপুর যোগপীঠ সদা গোলাকার।
তথা নিত্য চৈতন্যের বিবিধ বিহার ॥
ত্রিসহস্র ধনু তার পরিধি-প্রমাণ।
সহস্রেক ধনু তার ব্যাসের বিধান ॥

এই যোগপীঠ-মাঝে বৈসে পঞ্চতত্ত্ব।
অন্যস্থান হৈতে যোগপীঠের মহত্ত্ব ॥
অতি শীঘ্র গুপ্ত হ'বে প্রভুর ইচ্ছায়।
ভাগীরথীজলে হ'বে সংগোপিতপ্রায় ॥
কভু পুনঃ প্রভু-ইচ্ছা হ'বে বলবান্।
প্রকাশ হইবে ধাম হ'বে দীপ্তিমান্ ॥
নিত্যধাম কভু কালে লোপ নাহি হয়।
গুপ্ত হ'য়ে পুনর্ব্বার হয় ত' উদয় ॥
ভাগীরথী-পূর্ব্বতীরে হয় মায়াপুর।
মায়াপুরে নিত্য আছেন আমার ঠাকুর ॥
লোকদৃষ্ট্যে সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্বম্ভর।
ছাড়ি' নবদ্বীপ ফিরে দেশ-দেশান্তর ॥
বস্তুতঃ গৌরাঙ্গ মোর নবদ্বীপধাম।
ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম ॥
দৈনন্দিন-লীলা তাঁর দেখে ভক্তগণ।
তুমিও দেখহ জীব গৌরাঙ্গ-নর্ত্তন ॥

মায়াপুর-অন্তে অন্তর্দ্বীপ শোভা পায়।
গৌরাঙ্গ-দর্শন ব্রহ্মা পাইল যথায়॥
ওহে জীব চাহ যদি দেখিতে সকল।
পরিক্রমা কর তুমি, হইবে সফল॥
প্রভুবাক্য শুনি' জীব সজল-নয়নে।
দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে প্রভুর চরণে॥
কৃপা যদি কর প্রভু এই অকিঞ্চনে।
সঙ্গে ল'য়ে পরিক্রমা করাও আপনে॥
জীবের প্রার্থনা শুনি' নিত্যানন্দ রায়।
'তথাস্তু' বলিয়া নিজ মানস জানায়॥
প্রভু বলে ওহে জীব অদ্য মায়াপুর।
করহ দর্শন, কল্য ভ্রমিব প্রচুর॥
এত বলি' নিত্যানন্দ উঠিল তখন।
পাছে পাছে উঠে জীব প্রফুল্লিত মন॥
চলে নিত্যানন্দরায় মন্দ মন্দ গতি।
গৌরাঙ্গপ্রেমেতে দেহ সুবিহ্বল অতি॥

মোহন মূরতি প্রভু ভাবে ঢলঢল।
অলঙ্কার সর্ব্বদেহে করে ঝলমল ॥
যে চরণ ব্রহ্মা-শিব ধ্যানে নাহি পায়।
শ্রীজীবে করিয়া কৃপা সে পদ বাড়ায় ॥
পাছে থাকি' জীব লয় পদাঙ্কের ধূলি।
সর্ব্ব অঙ্গে মাখে, চলে বড় কুতুহলী ॥
জগন্নাথমিশ্র-গৃহে করিল প্রবেশ।
শচীমাতা-শ্রীচরণে জানায় বিশেষ ॥
শুনগো জননি এই জীব মহামতি।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়দাস ভাগ্যবান্ অতি ॥
বলিতে বলিতে জীব আছাড়িয়া পড়ে।
ছিন্নমূল তরু যেন বড় বড় ঝড়ে ॥
শচীর চরণে পড়ি' যায় গড়াগড়ি।
সাত্ত্বিক বিকার দেহে করে হুড়াহুড়ি ॥
কৃপা করি' শচীদেবী কৈল আশীর্ব্বাদ।
সেই দিন সেই গৃহে পাইল প্রসাদ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবী আজ্ঞা যবে পাইল।
নানা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিল ॥
শ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভু কতক্ষণে।
শ্রীগৌরাঙ্গে ভোগ নিবেদিল সযতনে ॥
ঈশান ঠাকুর স্থান করি' অতঃপর।
নিত্যানন্দে ভুঞ্জাইল হরিষ অন্তর ॥
পুত্র-স্নেহে শচীদেবী নিত্যানন্দে বলে।
খাও বাছা নিত্যানন্দ জননীর স্থলে ॥
এই আমি গৌরচন্দ্রে ভুঞ্জানু গোপনে।
তুমি খাইলে বড় সুখী হই আমি মনে ॥
জননীর বাক্যে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
ভুঞ্জিল আনন্দে, জীব অবশিষ্ট পায় ॥
জীব বলে,—ধন্য আমি মহাপ্রভু-ঘরে।
পাইনু প্রসাদ অন্ন এই মায়াপুরে ॥
ভোজন করিয়া তবে নিত্যানন্দরায়।
শচীদেবী শ্রীচরণে হইল বিদায় ॥

যাইবার কালে সঙ্গে বংশীকে লইল ॥
শ্রীজীব বংশীর পদে প্রণতি করিল।
জীব প্রতি বলে প্রভু,—এ বংশীবদন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বংশী জানে ভক্তজন ॥
ইহার কৃপায় জীব হয় কৃষ্ণাকৃষ্ট।
মহারাস লভে সবে হইয়া সতৃষ্ণ ॥
দেখ জীব এই গৃহে চৈতন্যঠাকুর।
আমা সবা লয়ে লীলা করিল প্রচুর ॥
এই দেখ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দির।
বিষ্ণুপূজা নিত্য যথা করিতেন ধীর ॥
এই গৃহে করিতেন অতিথি-সেবন।
তুলসী-মণ্ডপ এই করহ দর্শন ॥
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র গৃহে ছিল যত কাল।
পিতার আচার পালিতেন ভক্তপাল ॥
এবে সব বংশীঠাকুরের তত্ত্বাধীনে।
ঈশান নির্ব্বাহ করে প্রতি দিনে দিনে ॥

এই স্থানে ছিল এক নিম্ববৃক্ষবর।
প্রভুর পরশে বৃক্ষ হৈল অগোচর॥
যত কাঁদে নিত্যানন্দ করিয়া বর্ণন।
জীব, বংশী দু'হে তত করয়ে ক্রন্দন॥
দেখিতে দেখিতে তথা আইলা শ্রীবাস।
চারিজনে চলে ছাড়ি' জগন্নাথাবাস॥
শত ধনু উত্তরেতে শ্রীবাস-অঙ্গন।
জীবে দেখাইল প্রভু আন্দিত মন॥
শ্রীবাস-অঙ্গনে জীব যায় গড়াগড়ি।
স্মরিয়া প্রভুর লীলা প্রেম হুড়াহুড়ি॥
শ্রীজীব উঠিবামাত্র দেখে এক রঙ্গ।
নাচিছে গৌরাঙ্গ ল'য়ে ভক্ত অন্তরঙ্গ॥
মহাসঙ্কীর্ত্তন দেখে বল্লভনন্দন।
সর্ব্বভক্তমাঝে প্রভুর অপূর্ব্ব নর্ত্তন॥
নাচিছে অদ্বৈত, প্রভু নিত্যানন্দরায়।
গদাধর হরিদাস নাচে আর গায়॥

শুক্লাম্বর নাচে আর শত শত জন।
দেখিয়া প্রেমেতে জীব হৈল অচেতন ॥
চেতন পাইলে আর সে রঙ্গ না ভায়।
কাঁদি' জীব গোস্বামী করেন হায় হায় ॥
কেন মোর কিছু পূর্ব্বে জনম নহিল।
এমন কীর্ত্তনানন্দ ভাগ্যে না ঘটিল ॥
প্রভু নিত্যানন্দ কৃপা অসীম অনন্ত।
সেই বলে ক্ষণকাল হৈনু ভাগ্যবন্ত ॥
ইচ্ছা হয় মায়াপুরে থাকি চিরকাল।
ঘুচিবে সম্পূর্ণরূপে মায়ার জঞ্জাল ॥
দাসের বাসনা হৈতে প্রভু-আজ্ঞা বড়।
মায়াপুর ছাড়িতে অন্তর ধড়ফড় ॥
তথা হইতে নিত্যানন্দ জীবে ল'য়ে যায়।
দশ ধনু উত্তরেতে অদ্বৈত-গৃহ পায় ॥
প্রভু বলে,—দেখ জীব সীতানাথালয়।
হেথা বৈষ্ণবের গোষ্ঠী সদায় মিলয় ॥

হেথা সীতানাথ কৈল কৃষ্ণের পূজন।
হুঙ্কারে আনিল মোর শ্রীগৌরাঙ্গ-ধন ॥
তথা গড়াগড়ি দিয়া চলে চারি জন।
পঞ্চধনু পূর্ব্বে গদাধরের ভবন ॥
তথা হৈতে দেখাইল নিত্যানন্দরায়।
সর্ব্ব পারিষদ-গৃহ যথায় যথায় ॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলী গৃহ করিয়া দর্শন।
তবে চলে গঙ্গাতীরে হর্ষে চারিজন ॥
মায়াপুরসীমাশেষে বৃদ্ধ শিবালয়।
জাহ্নবীর তটে দেখে জীব মহাশয় ॥
প্রভু বলে,—মায়াপুরে ইনি ক্ষেত্রপাল।
প্রৌঢ়মায়া শক্তি অধিষ্ঠান নিত্যকাল ॥
প্রভু যবে অপ্রকট হইবে তখন।
তাঁহার ইচ্ছায় গঙ্গা হইবে বর্দ্ধন ॥
মায়াপুর প্রায় গঙ্গা আচ্ছাদিবে জলে।
শতবর্ষ রাখি' পুনঃ ছাড়িবেন বলে ॥

স্থান-মাত্র জাগিবেক গৃহ না রহিবে।
বাসহীন হ'য়ে কতকাল স্থিত হ'বে ॥
পুন কভু প্রভু-ইচ্ছা হ'য়ে বলবান্।
হ'বে মায়াপুরে এইরূপ বাসস্থান ॥
এই সব ঘাট গঙ্গাতীরে পুন হ'বে।
প্রভুর মন্দির করিবেন ভক্ত সবে ॥
অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ ॥
প্রৌঢ়া মায়া বৃদ্ধশিব আসি' পুনরায়।
নিজ কার্য্য সাধিবেক প্রভুর ইচ্ছায় ॥
এত শুনি' জীব তবে কড়যোড় করি'।
প্রভুরে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা পদ-যুগ ধরি ॥
ওহে প্রভু তুমি শেষ-তত্ত্বের নিদান।
ধামরূপ নামতত্ত্ব তোমারি বিধান ॥
যদিও প্রভুর ইচ্ছামতে কর্ম্ম কর।
তবু জীব-গুরু তুমি সর্ব্বশক্তিধর ॥

গৌরাঙ্গে তোমাতে ভেদ যেই জন করে।
পাষণ্ডী মধ্যেতে তা'রে বিজ্ঞজনে ধরে ॥
সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তুমি লীলা-অবতার।
সংশয় জাগিল এক হৃদয়ে আমার ॥
যে সময় গঙ্গা লুকাইবে মায়াপুর।
কোথা যাবে শিব-শক্তি বলহ ঠাকুর ॥
নিত্যানন্দ বলে জীব শুনহ বচন।
গঙ্গার পশ্চিম ভূমি করহ দর্শন ॥
ঐ উচ্চ চড়া দেখ পারডাঙ্গা নাম ॥
তথা আছে বিপ্রমণ্ডলীর এক গ্রাম ॥
তাহার উত্তরে আছে জাহ্নবী-পুলিন।
ছিন্নডেঙ্গা বলি' তারে জানেন প্রবীণ ॥
এই ত' পুলিনে এক নগর বসিবে।
তথা শিবশক্তি কিছু দিবস রহিবে ॥
ও পুলিন-মাহাত্ম্য কে কহিবারে পারে।
রাসস্থলী আছে যথা জাহ্নবীর ধারে ॥

বালুময় ভূমি বটে চর্ম্মচক্ষে তায়।
রত্নময় নিত্যধাম দিব্য-লীলা তায়॥
মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল মহাবন।
পারডাঙ্গা সট্টীকার স্বরূপ গণন॥
তথা আছে বৃন্দাবন শ্রীরাসমণ্ডল।
কালে ঐ স্থানে হ'বে গানকোলাহল॥
মায়াপুর শ্রীপুলিন মধ্যে ভাগীরথী।
সব ল'য়ে গৌরধাম জান মহামতি॥
পঞ্চ ক্রোশ ধাম যেবা করিবে ভ্রমণ।
মায়াপুর শ্রীপুলিন করিবে দর্শন॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিনে যে করে ভ্রমণ।
পঞ্চ ক্রোশ ভক্তসহ পায় নিত্যধন॥
ওহে জীব, গূঢ় কথা শুনহ আমার।
শ্রীগৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি শোভে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার॥
ঐ কালে মিশ্রবংশোদ্ভব বিপ্রগণ।
সট্টীকার ধামে লবে শ্রীমূর্ত্তি-রতন॥

চারিশত বর্ষ গৌরজন্মদিন ধরি'।
হইলে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা হ'বে সর্ব্বোপরি ॥
এই সব কথা এবে রাখ অপ্রকাশ।
পরিক্রমা কর হ'য়ে অন্তরে উল্লাস ॥
বৃদ্ধশিব-ঘাট হৈতে ত্রিধনু উত্তর।
গৌরাঙ্গের নিজ ঘাট দেখ বিজ্ঞবর ॥
এই স্থানে বাল্যলীলা-ছলে গৌরহরি।
ভাগীরথী ক্রীড়া করিলেন চিত্ত ভরি' ॥
যমুনার ভাগ্য দেখি হিমাদ্রি-নন্দিনী।
বহু তপ কৈল হৈতে লীলার সঙ্গিনী ॥
কৃষ্ণ কৃপা করি' বলে দিয়া দরশন।
গৌররূপে তব জলে করিব ক্রীড়ন ॥
সেই লীলা কৈল হেথা ত্রিভুবন রায়।
ভাগ্যবান্ জীব দেখি' বড় সুখ পায় ॥
পঞ্চদশ ধনু যেই ঘাট তদুত্তরে।
মাধাইয়ের ঘাট বলি ব্যক্ত চরাচরে ॥

তা'র পাঁচধনু উত্তরে ঘাট-শোভা।
নাগরীয়া জনের সর্ব্বদা মনোলোভা ॥
'বারকোণা' ঘাট এই অতীব সুন্দর।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিলেন প্রভু আজ্ঞাধর ॥
এই ঘাটে দেখ, জীব পঞ্চ শিবালয়।
পঞ্চতীর্থ লিঙ্গ পঞ্চ সদা জ্যোতির্ম্ময় ॥
এই চারি ঘাট মায়াপুর শোভা করে।
যথায় করিলে স্নান সর্ব্বদুঃখ হরে ॥
মায়াপুর-পূর্ব্বদিকে আছে যেই স্থান।
অন্তর্দ্বীপ বলি' তা'র নাম বিদ্যমান ॥
এবে প্রভু-ইচ্ছামতে লোকবাসহীন।
এইরূপ স্থিতি রহে আরো কত দিন ॥
কতকাল পুনঃ হেথা লোক-বাস হ'বে।
প্রকাশ হইবে স্থান নদীয়া-গৌরবে ॥
ওহে জীব, অদ্য তুমি রহ মায়াপুরে।
কল্য ল'য়ে যা'ব আমি সীমন্তনগরে ॥

এত শুনি' জীব তবে বলেন বচন।
সংশয় উঠিল এক করহ শ্রবণ ॥
যবে গঙ্গাদেবী মায়াপুর আচ্ছাদন।
উঠাইয়া লইবেন, না রবে গোপন ॥
সেই কালে ভক্তগণ কোন্ চিহ্ন ধরি'।
প্রকাশিবে গুপ্তস্থান, বল ব্যক্ত করি' ॥
জীবের বচন শুনি' নিত্যানন্দরায়।
বলিয়া উত্তর তবে অমৃতের প্রায় ॥
শুন জীব গঙ্গা যবে আচ্ছাদিবে স্থান।
মায়াপুর এক কোণ রবে বিদ্যমান ॥
তথায় যবন-বাস হইবে প্রচুর।
তথাপি রহিবে নাম তার মায়াপুর ॥
অবশিষ্ট স্থানের পশ্চিম-দক্ষিণেতে।
পঞ্চশত ধনু পারে পাইবে দেখিতে ॥
কিছু উচ্চ স্থান সদা তৃণ-আবরণ।
সেই স্থান জগন্নাথমিশ্রের ভবন ॥

তথা হৈতে পঞ্চধনু বৃদ্ধশিবালয়।
এই পরিমাণ ধরি' করিবে নির্ণয়॥
শিবডোবা বলি' খাত দেখিতে পাইবে।
সেই খাত গঙ্গার তীরে বলিয়া জানিবে॥
ভক্তগণ এইরূপে প্রভুর ইচ্ছায়।
প্রকাশিবে লুপ্ত স্থান জানহ নিশ্চয়॥
প্রভুর শতাব্দি চতুষ্টয় অন্ত যবে।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের যত্ন হ'বে তবে॥
শ্রীজীব বলেন,—প্রভু বলহ এখন।
অন্তর্দ্বীপ নামের যে যথার্থ কারণ॥
প্রভু বলে,—এই স্থানে দ্বাপরের শেষে।
তপস্যা করিল ব্রহ্মা গৌর-কৃপা-আশে॥
গোবৎস গোপাল সব করিয়া হরণ।
ছলিল করিয়া মায়া গোবিন্দের মন॥
নিজ মায়া পরাজয় দেখি' চতুর্ম্মুখ।
নিজ-কার্য্যদোষে বড় পাইল অসুখ॥

বহু স্তব করি' কৃষ্ণে করিল মিনতি।
ক্ষমিল তাহার দোষ বৃন্দাবনপতি ॥
তবু ব্রহ্মা মনে মনে করিল বিচার।
ব্রহ্মবুদ্ধি মোর হয় অতিশয় ছার ॥
এই বুদ্ধি দোষে কৃষ্ণপ্রেমেতে রহিত।
ব্রজলীলা রসভোগে হইনু বঞ্চিত ॥
গোপাল হইয়া জন্ম পাইতাম আমি।
সেবিতাম অনায়াসে গোপিকার স্বামী ॥
সে লীলারসেতে মোর না হইল গতি।
এবে শ্রীগৌরাঙ্গে মোর না হয় কুমতি ॥
এই বলি' বহুকাল অন্তর্দ্বীপ স্থানে।
তপস্যা করিল ব্রহ্মা, রহিল ধেয়ানে ॥
কতদিনে গৌরচন্দ্র করুণা করিয়া।
চতুর্ম্মুখ-সন্নিধানে কহেন আসিয়া ॥
ওহে ব্রহ্মা, তব তপে তুষ্ট হ'য়ে আমি।
আসিলাম দিতে যাহা আশা কর তুমি ॥

নয়ন মেলিয়া ব্রহ্মা দেখি' গৌররায়।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল তথায় ॥
ব্রহ্মার মস্তকে প্রভু ধরিলা চরণ।
দিব্যজ্ঞান পেয়ে ব্রহ্মা করয় স্তবন ॥
আমি দীনহীন অতি অভিমান-বশে।
পাসরিয়া তব পদ ফিরি জড়রসে ॥
আমি, পঞ্চানন, ইন্দ্র-আদি দেবগণ।
অধিকৃত দাস তব শাস্ত্রের লিখন ॥
শুদ্ধ দাস হৈতে আমাদের ভাগ্য নয়।
অতএব মায়া মোহ-জাল বিস্তারয় ॥
প্রথম পরার্দ্ধ মোর কাটিল জীবন।
এবে ত' চরম চিন্তা করয়ে পোষণ ॥
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ মোর কাটিবে কেমনে।
বহির্ম্মুখ হইলে যাতনা বড় মনে ॥
এইমাত্র তব পদে প্রার্থনা আমার।
প্রকট-লীলায় যেন হই পরিবার ॥

ব্রহ্মাবুদ্ধি দূরে যায়, হেন জন্ম পাই।
তোমার সঙ্গেতে থাকি' তব গুণ গাই ॥
ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনি' গৌর ভগবান্।
'তথাস্তু' বলিয়া বর করিলেন দান ॥
যে সময়ে মম লীলা প্রকট হইবে।
যবনের গৃহে তুমি জনম লভিবে ॥
আপনাকে হীন বলি' হইবে গেয়ান।
হরিদাস হ'বে তুমি শূন্য-অভিমান ॥
তিন লক্ষ হরিনাম জিহ্বাগ্রে নাচিবে।
নির্য্যাণ-সময়ে তুমি আমাকে দেখিবে ॥
এই ত' সাধনবলে দ্বিপরার্দ্ধ শেষে।
পাবে নবদ্বীপধাম মজি' নিত্যরসে ॥
ওহে ব্রহ্মা, শুন মোর অন্তরের কথা।
ব্যক্ত কভু না করিবে শাস্ত্রে যথা তথা ॥
ভক্তভাব ল'য়ে ভক্তিরস আস্বাদিব।
পরম দুর্ল্লভ সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশিব ॥

অন্য অন্য অবতারকালে ভক্ত যত।
ব্রজরসে সবে মাতাইব করি' রত ॥
শ্রীরাধিকা-প্রেম-বদ্ধ আমার হৃদয়।
তাঁ'র ভাবকান্তি ল'য়ে হইবে উদয় ॥
কিবা সুখ রাধা পায় আমারে সেবিয়া।
সেই সুখ আস্বাদিব রাধা-ভাব লৈয়া ॥
আজি হৈতে তুমি মোর শিষ্যতা লভিবে।
হরিদাস-রূপে মোরে সতত সেবিবে ॥
এত বলি' মহাপ্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান।
আছাড়িয়া পড়ে ব্রহ্মা হইয়া অজ্ঞান ॥
হা গৌরাঙ্গ, দীনবন্ধু, ভকতবৎসল।
কবে বা পাইব তব চরণকমল ॥
এই মত কত দিন কাঁদিতে কাঁদিতে।
ব্রহ্ম-লোকে গেল ব্রহ্মা কার্য্য সম্পাদিতে ॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদে আশা মাত্র যা'র।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় দীন হীন ছার ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীপৃথুকুণ্ড, শ্রীসীমন্তদ্বীপ, শ্রীবিশ্রামস্থানাদি-দর্শন

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দপ্রভু জাহ্নবা-জীবন ॥
জয় জয় সীতানাথ জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-পরিকর ॥
পরদিন প্রাতে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
শ্রীবাস, শ্রীজীব ল'য়ে গৃহ বাহিরায় ॥
সঙ্গে চলে রামদাস-আদি ভক্তগণ।
যাইতে যাইতে করে গৌরসঙ্কীর্ত্তন ॥
অন্তর্দ্বীপ-প্রান্তে প্রভু আইলা যখন।
শ্রীগঙ্গানগর জীবে দেখায় তখন ॥
প্রভু বলে, শুন জীব এ গঙ্গানগর।
স্থাপিলেন ভগীরথ রঘু-বংশধর ॥
যবে গঙ্গা ভাগীরথী আইল চলিয়া।
ভগীরথ যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া ॥

নবদ্বীপধামে আসি' গঙ্গা হয় স্থির।
ভগীরথ দেখে গঙ্গা না হয় বাহির॥
ভয়েতে বিহ্বল হ'য়ে রাজা ভগীরথ।
গঙ্গার নিকটে আইল ফিরি' কত পথ॥
গঙ্গানগরেতে বসি' তপ আরম্ভিল।
তপে তুষ্ট হ'য়ে গঙ্গা সাক্ষাৎ হইল॥
ভগীরথ বলে মাতা তুমি নাহি গেলে।
পিতৃলোক উদ্ধার না হ'বে কোনকালে॥
গঙ্গা বলে শুন বাছা ভগীরথ বীর।
কিছু দিন তুমি হেথা হ'য়ে থাক স্থির॥
মাঘমাসে আসিয়াছি নবদ্বীপধামে।
ফাল্গুনের শেষে যা'ব তব পিতৃকামে॥
যাহার চরণজল আমি ভগীরথ।
তাঁ'র নিজধামে মোর পুরে মনোরথ॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা-তিথি প্রভু-জন্মদিন।
সেই দিন মম ব্রত আছে সমীচীন॥

সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া নিশ্চয়।
চলিব তোমার সঙ্গে না করিহ ভয়॥
এ গঙ্গানগরে রাজা রঘুকুলপতি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমা-দিনে করিল বসতি॥
যেই জন শ্রীফাল্গুন-পূর্ণিমা-দিবসে।
গঙ্গা-স্নান করি' গঙ্গানগরেতে বসে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা করে উপবাস করি'।
পূর্ব্বপুরুষের সহ সেই যায় তরি'॥
সহস্র পুরুষ পূর্ব্বগণ সঙ্গে করি'।
শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হয় যথা তথা মরি'॥
ওহে জীব, এ স্থানের মাহাত্ম্য অপার।
শ্রীচৈতন্য নৃত্য যথা কৈল কতবার॥
গঙ্গাদাসগৃহ আর সঞ্জয়-আলয়।
ঐ দেখ দৃষ্ট হয় সদা সুখময়॥
ইহার পূর্ব্বেতে যেই দীর্ঘিকা সুন্দর।
তাহার মাহাত্ম্য শুন ওহে বিজ্ঞবর॥

'বল্লালদীর্ঘিকা' নাম হয়েছে এখন।
সত্যযুগে ছিল এর কত বিবরণ ॥
পৃথু-নামে মহারাজা উচ্চ-নীচ স্থান।
কাটিয়া পৃথিবী যবে করিল সমান ॥
সেইকালে এই স্থান সমান করিতে।
মহাজ্যোতির্ম্ময় প্রভা উঠে চতুর্ভিতে ॥
কর্ম্মচারিগণ মহারাজারে জানায়।
রাজা আসি' জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখিবারে পায় ॥
শক্ত্যাবেশ-অবতার পৃথু মহাশয়।
ধ্যানেতে জানিল স্থান নবদ্বীপ হয় ॥
স্থানের মাহাত্ম্য গুপ্ত রাখিবার তরে।
আজ্ঞা দিল কর কুণ্ড স্থান মনোহরে ॥
যে কুণ্ড করিল তাহা পৃথুকুণ্ড-নামে।
বিখ্যাত হইল সর্ব্ব নবদ্বীপধামে ॥
স্বচ্ছ জল পান করি' গ্রামবাসিগণে।
কত সুখ পাইল তাহা কহিব কেমনে ॥

পরে সেই স্থানে শ্রীলক্ষ্মণসেন ধীর।
দীর্ঘিকা খনন কৈল বড়ই গভীর ॥
নিজ-পিতৃলোকের উদ্ধার করি' আশ।
বল্লালদীর্ঘিকা নাম করিল প্রকাশ ॥
ঐ দেখ উচ্চটিলা দেখিতে সুন্দর।
লক্ষ্মণসেনের গৃহ ভগ্ন অতঃপর ॥
এ সকল অলঙ্কার মহাতীর্থ স্থানে।
রাজগণ করে সদা পুণ্য-উপার্জ্জনে ॥
পরেতে যবনরাজ দুষিল এ স্থান।
অতএব ভক্তগণ না করে সম্মান ॥
ভূমিমাত্র সুপবিত্র এই স্থানে হয়।
যবন-সংসর্গভয়ে বাস না করয় ॥
এ স্থানে হইল শ্রীমূর্ত্তির অপমান।
অতএব ভক্তবৃন্দ ছাড়ে এই স্থান ॥
এত বলি' নিত্যানন্দ গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে।
আইলেন সিমুলিয়া গ্রাম সন্নিহিতে ॥

সিমুলিয়া দেখি' প্রভু জীব প্রতি কয়।
এই ত' সীমন্তদ্বীপ জানিহ নিশ্চয় ॥
গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে নবদ্বীপ-প্রান্তে।
সীমন্ত-নামেতে দ্বীপ বলে সব শাস্তে॥
কালে এই দ্বীপ গঙ্গা গ্রাসিবে সকল।
রহিবে কেবল এক স্থান সুনির্ম্মল ॥
যথায় সিমুলী নামে পার্ব্বতী-পূজন।
করিবে বিষয়ী লোক করহ শ্রবণ ॥
কোন-কালে সত্যযুগে দেব মহেশ্বর।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি' নৃত্য করিল বিস্তর ॥
পার্ব্বতী জিজ্ঞাসে তবে দেব মহেশ্বরে।
কেবা সে গৌরাঙ্গ দেব বলহ আমারে ॥
তোমার অদ্ভুত নৃত্য করি' দরশন।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ-নাম গলে মোর মন ॥
এত যে শুনেছি মন্ত্র-তন্ত্র এতকাল।
সে সব জানিনু মাত্র জীবের জঞ্জাল ॥

অতএব বল প্রভু গৌরাঙ্গ-সন্ধান ।
ভজিয়া তাঁহারে আমি পাইব পরাণ ॥
পার্ব্বতীর কথা শুনি' দেব পশুপতি ।
শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি' কহে পার্ব্বতীর প্রতি ॥
আদ্যাশক্তি তুমি হও শ্রীরাধার অংশ ।
তোমারে বলিব তত্ত্বগণ-অবতংস ॥
রাধাভাব ল'য়ে কৃষ্ণ কলিতে এবার ।
মায়াপুরে শচীগর্ভে হ'বে অবতার ॥
কীর্ত্তন-রঙ্গেতে মাতি' প্রভু গোরামণি ।
বিতরিবে প্রেমরত্ন পাত্র নাহি গণি ॥
এই প্রেমবন্যা-জলে যে জীব না ভাসে ।
ধিক্ তা'র ভাগ্যে দেবি জীবন-বিলাসে ॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা স্মরি' প্রেমে যাই ভাসি' ।
ধৈরয না ধরে মন ছাড়িলাম কাশী ॥
মায়াপুর-অন্তর্ভাগে জাহ্নবীর তীরে ।
গৌরাঙ্গ ভজিব আমি রহিয়া কুটীরে ॥

ধূর্জ্জটির বাক্য শুনি' পার্ব্বতী সুন্দরী।
আইলেন সীমন্তদ্বীপেতে ত্বরা করি' ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ সদা করেন চিন্তন।
গৌর বলি' প্রেমে ভাসে, স্থির নহে মন ॥
কতদিনে গৌরচন্দ্র কৃপা বিতরিয়া।
পার্ব্বতীরে দেখা দিলা সগণ আসিয়া ॥
সুতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘ কলেবর।
মাথায় চাঁচর কেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ॥
ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র তা'র পরিধান।
গলে দোলে ফুলমালা অপূর্ব্ব বিধান ॥
প্রেমে গদ-গদ-বাক্য কহে গৌররায়।
বলগো পার্ব্বতি! কেন আইলে হেথায় ॥
জগতের প্রভু-পদে পড়িয়া পার্ব্বতী।
জানায় আপন দুঃখ স্থির নহে মতি ॥
ওহে প্রভু জগন্নাথ জগত-জীবন।
সকলের দয়াময় মোর বিড়ম্বন ॥

তব বহির্ম্মুখ জীবে বন্ধন কারণ।
নিযুক্ত করিলা মোরে পতিতপাবন।
আমি থাকি সেই কাজে সংসার পাতিয়া।
তোমার অনন্ত প্রেমে বঞ্চিত হইয়া॥
লোকে বলে যথা কৃষ্ণ মায়া নাহি তথা।
আমি তবে বহির্ম্মুখ হইনু সর্ব্বথা॥
কেমনে দেখিব প্রভো তোমার বিলাস।
তুমি না করিলে পথ হইনু নিরাশ॥
এত বলি' শ্রীপার্ব্বতী গৌর-পদধূলি।
সীমন্তে লইল সতী করিয়া আকুলি॥
সেই হৈতে শ্রীসীমন্তদ্বীপ নাম হৈল।
সিমুলিয়া বলি' অজ্ঞজনেতে কহিল॥
শ্রীগৌরচন্দ্র তবে প্রসন্ন হইয়া।
বলিল পার্ব্বতী শুন কথা মন দিয়া॥
তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি সর্ব্বেশ্বরী।
এক শক্তি দুই রূপ মম সহচরী॥

স্বরূপশক্তিতে তুমি রাধিকা আমার।
বহিরঙ্গা-রূপে রাধা তোমাতে বিস্তার ॥
তুমি নৈলে মোর লীলা সিদ্ধ নাহি হয়।
তুমি যোগমায়ারূপে লীলাতে নিশ্চয় ॥
ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসীরূপে নিত্যকাল।
নবদ্বীপে পৌঢ়া মায়া সহ ক্ষেত্রপাল ॥
এত বলি' শ্রীগৌরাঙ্গ হৈল অদর্শন।
প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে রহে পার্ব্বতীর মন।
সিমন্তিনীদেবীরূপে রহে এক ভিতে।
প্রৌঢ়া মায়া মায়াপুরে রহে গৌর-প্রীতে ॥
এত বলি' নিত্যানন্দ কাজির নগরে।
প্রবেশিল জীবে ল'য়ে তখন সত্বরে ॥
প্রভু বলে,—ওহে জীব! শুনহ বচন।
কাজির নগর এই মথুরা ভুবন ॥
হেথা শ্রীগৌরাঙ্গ রায় কীর্ত্তন করিয়া।
কাজি নিস্তারিল প্রভু প্রেমরত্ন দিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় যেই কংস মথুরায়।
গৌরাঙ্গ-লীলায় চাঁদকাজি নাম পায় ॥
এইজন্য প্রভু তা'রে মাতুল বলিল।
ভয়ে কাজি গৌরপদে শরণ লইল ॥
কীর্ত্তন আরম্ভে কাজি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল।
হোসেন সাহার বলে উৎপাত করিল ॥
হোসেন সা সে জরাসন্ধ গৌর-রাজ্যেশ্বর।
তাঁহার আত্মীয় কাজি প্রতাপ-বিস্তর ॥
প্রভু তারে নৃসিংহরূপেতে দেয় ভয়।
ভয়ে কংসসম কাজি জড়সড় হয় ॥
তা'রে প্রেম দিয়া কৈল বৈষ্ণবপ্রধান।
কাজির নিস্তার কথা শুনে ভাগ্যবান্ ॥
ব্রজতত্ত্ব নবদ্বীপতত্ত্বে দেখ ভেদ।
কৃষ্ণ-অপরাধী লভে নির্ব্বাণ অভেদ ॥
হেথা অপরাধী পায় প্রেমরত্ন-ধন।
অতএব গৌরলীলা সর্ব্বোপরি হ'ন ॥

গৌরধাম, গৌরনাম, গৌর-রূপ-গুণ।
অপরাধ নাহি মানে তারিতে নিপুণ ॥
যদি অপরাধ থাকে সাধকের মনে।
কৃষ্ণনামে, কৃষ্ণধামে তারে বহুদিনে ॥
গৌরনামে, গৌরধামে সদ্য প্রেম হয়।
অপরাধ নাহি ত'ার বাধা উপজয় ॥
ঐ দেখ ওহে জীব, কাজির সমাধি।
দেখিলে জীবের নাশ হয় আধি-ব্যাধি ॥
এত বলি' নিত্যানন্দ প্রেমে গরগর।
চলিলেন দ্রুত শঙ্খবণিক্-নগর ॥
তথা গিয়া শ্রীজীবেরে বলেন বচন।
ওই দেখ শরডাঙ্গা অপূর্ব্ব দর্শন ॥
শ্রীশরডাঙ্গা-নাম অতি মনোহর।
জগন্নাথ বৈসে যথা লইয়া শবর
পূর্ব্বে যবে রক্তবাহু দৌরাত্ম্য করিল।
দয়িতা-সহিত প্রভু হেথায় আইল ॥

শ্রীপুরুষোত্তম সম ঐ ধাম হয়।
নিত্য জগন্নাথস্থিতি তথায় নিশ্চয় ॥
তবে তন্তুবায়গ্রাম হইলেন পার।
দেখিলেন খোলাবেচা শ্রীধর-আগার ॥
প্রভু বলে,—এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
কীর্ত্তন বিশ্রাম কৈল ভক্তে কৃপা করি' ॥
এই হেতু শ্রীবিশ্রামস্থান এ'র নাম।
হেথা শ্রীধরের ঘরে করহ বিশ্রাম ॥
শ্রীধর শুনিল যবে প্রভু-আগমন।
সাষ্টাঙ্গে আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥
বলে—প্রভু, বড় দয়া এ দাসের প্রতি।
বিশ্রাম করহ হেথা আমার মিনতি ॥
প্রভু বলে,—তুমি হও অতি ভাগ্যবান্ ॥
তোমারে করিল কৃপা গৌর ভগবান্।
অদ্য মোরা এই স্থানে করিব বিশ্রাম।
শুনিয়া শ্রীধর তবে হয় আপ্তকাম ॥

বহু যত্নে সেবাযোগ্য সামগ্রী লইয়া।
রন্ধন করায় ভক্ত ব্রাহ্মণেরে দিয়া ॥
নিতাই-শ্রীবাস-সেবা হৈলে সমাপন।
আনন্দে প্রসাদ পায় শ্রীজীব তখন ॥
নিত্যানন্দে খট্টোপরি করায় শয়ন।
সবংশে শ্রীধর করে পাদসম্বাহন ॥
অপরাহ্নে শ্রীজীবেরে লইয়া শ্রীবাস।
ষষ্টিতীর্থ দেখাইল হইয়া উল্লাস ॥
শ্রীবাস কহিল,—শুন জীব সদাশয়।
পূর্ব্বে দেবগণ যবে শুনিল নিশ্চয় ॥
নবদ্বীপে হ'বে মহাপ্রভু-অবতার।
বিশ্বকর্ম্মা আইলেন নদীয়া নগর ॥
প্রভু যেই পথে করিবেন সঙ্কীর্ত্তন।
সেই পথে জলকষ্ট করিতে বারণ ॥
এক রাত্রে ষাট কুণ্ড কাটিল বিশাই।
শেষ কুণ্ড কাজীগ্রামে করিল কাটাই ॥

শ্রীধরের কলাবাগ দেখিতে সুন্দর।
ইহার নিকটে এক দেখ সরোবর ॥
এই সরোবরে কভু করি' জল-খেলা ॥
মহাপ্রভু লইলেন শ্রীধরের খোলা ॥
অদ্যাবধি মোচা-খোড় লইয়া শ্রীধর।
শ্রীশচীমাতাকে দেয় উল্লাস-অন্তর ॥
ইহার নিকটে ময়ামারি নাম স্থান।
দেখহ শ্রীজীব আজো আছে বিদ্যমান ॥
পৌরাণিক কথা এক করহ শ্রবণ।
তীর্থযাত্রা বলদেব করিল যখন ॥
নবদ্বীপে আসি' যবে করিল বিশ্রাম।
বিপ্রগণ জানাইল ময়াসুর নাম ॥
ময়াসুর-উপদ্রব শুনি' হলধর।
মহাবেগে ধরে তারে মাঠের ভিতর ॥
মহাযুদ্ধ কৈল দৈত্য বলদেব-সাথ।
অবশেষে রাম তারে করিল নিপাত ॥

সে অবধি ময়ামারি নাম খ্যাত হৈল।
বহুকাল কথা আজ তোমারে কহিল ॥
তালবন-নাম এই তীর্থ ব্রজপুরে।
সদা ভাগ্যবান্ জন নয়নেতে স্ফুরে ॥
সেই রাত্রে সেই স্থানে থাকলেন সবে।
পরদিন যাত্রা করে 'হরি' 'হরি' রবে ॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া যার আশ।
নদীয়া-মাহাত্ম্য করে এ দাস প্রকাশ ॥

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীসুবর্ণবিহার, শ্রীদেবপল্লী

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, জয় প্রভু নিত্যানন্দ,
জয়াদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় শ্রীবাসাদিভক্ত, গৌরপদে অনুরক্ত,
জয় নবদ্বীপধামবর ॥
ছাড়িয়া বিশ্রাম স্থান, শ্রীজীবে লইয়া যান,
যথা গ্রাম সুবর্ণবিহার।
ওহে জীব প্রভু কয়, অপূর্ব্ব এস্থান হয়,
নবদ্বীপ প্রকৃতির পার ॥
সত্যযুগে এই স্থানে, ছিল রাজা সবে জানে,
শ্রীসুবর্ণসেন তার নাম।
বহুকাল রাজ্য কৈল, পরেতে বার্দ্ধক্য হৈল,
তবু নাহি কার্য্যেতে বিশ্রাম ॥
বিষয়ে আবিষ্টচিত্ত, কিসে বৃদ্ধি হয় বিত্ত,
এই চিন্তা করে নরবর।

কি জানি কি ভাগ্যবশে, শ্রীনারদ তথা আইসে,
রাজা তাঁরে পূজিল বিস্তর ॥
নারদের দয়া হৈল, তত্ত্ব-উপদেশ কৈল,
রাজারে ত' লইয়া নির্জ্জনে।
নারদ কহেন রায়, বৃথা তব দিন যায়,
অর্থচিন্তা করি' মনে মনে ॥
অর্থকে অনর্থ জান, পরমার্থ দিব্য-জ্ঞান,
হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারা-পুত্র-বন্ধুজন, কেহ নহে নিজ জন,
মরণেতে কেহ নহে কার ॥
তোমার মরণ হ'লে, দেহটী ভাসা'য়ে জলে,
সবে যা'বে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয় জল-পিপাসা,
যদি কেহ নাহি হৈল কা'র ॥
যদি বল লভি' সুখ, জীবনে না পাই দুঃখ,
অতএব অর্থচেষ্টা করি।

সেই মিথ্যা কথা রায়, জীবন অনিত্য হায়,
নাহি রহে শতবর্ষোপরি ॥
অতএব জ্ঞান সার, যেতে হবে মায়াপার,
যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়।
কিসে বা সাধিব বল, সেই ত' অপূর্ব্ব ফল,
যাহে নাহি শোক-দুঃখ-ভয় ॥
কেবল বৈরাগ্য করি', তাহা না পাইতে পারি,
কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে,
জীবের কৈবল্য হয় ভাই ॥
কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই,
কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।
এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
কৈবল্যের করহ বিচার ॥
অতএব জ্ঞানী জন, ভুক্তি-মুক্তি নাহি ল'ন,
কৃষ্ণভক্তি করেন সাধন।

বিষয়েতে অনাসক্তি, কৃষ্ণপদে অনুরক্তি,
সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন ॥
জীব সে কৃষ্ণের দাস, ভক্তি বিনা সর্ব্বনাশ,
ভক্তিবৃক্ষে ফলে প্রেমফল ।
সেই ফল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যধন,
ভুক্তিমুক্তি তুচ্ছ সে সকল ॥
কৃষ্ণ চিদানন্দ-রবি, মায়া তাঁ'র ছায়া-ছবি,
জীব তাঁ'র কিরণাণুগণ ।
তটস্থ ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া-স্পর্শে,
মায়া তা'রে করয়ে বন্ধন ॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ যেই, মায়াস্পর্শী জীব সেই,
মায়া-স্পর্শে কর্ম্মসঙ্গ পায় ।
মায়াজালে ভ্রমি' মরে, কর্ম্মজ্ঞানে নাহি তরে,
কষ্টনাশ মন্ত্রণা করায় ॥
কভু কর্ম্ম আচরয়, অষ্টাঙ্গাদি যোগময়,
কভু ব্রহ্মজ্ঞান আলোচন ।

কভু কভু তর্ক করে, অবশেষে নাহি তরে,
নাহি মানে আত্মতত্ত্বধন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে, ভক্তজন সঙ্গ হ'বে,
তবে শ্রদ্ধা লভিবে নির্ম্মল ।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজি' হৃদয় অনর্থ ত্যজি,
নিষ্ঠা লাভ করে সুবিমল ॥
ভজিতে ভজিতে তবে, সেই নিষ্ঠা রুচি হবে,
ক্রমে রুচি হইবে আসক্তি।
আসক্তি হইবে ভাব, তাহে হ'বে প্রেমলাভ,
এই ক্রমে হয় শুদ্ধভক্তি ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন মতি, সেবা কৃষ্ণার্চ্চন নতি,
দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন
নবধা সাধন এই, ভক্তসঙ্গে করে যেই,
সেই লভে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
তুমি রাজা ভাগ্যবান্, নবদ্বীপে তব স্থান,
ধামবাসে তব ভাগ্যোদয়।

সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা পেয়ে, কৃষ্ণনাম-গুণ গেয়ে,
প্রেমসূর্য্য করাও উদয় ॥
ধন্য কলি আগমনে, হেথা কৃষ্ণ ল'য়ে গণে,
শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রকাশিবে।
যেই গৌরনাম ল'বে, তা'তে কৃষ্ণকৃপা হ'বে,
ব্রজে বাস সেই ত' করিবে ॥
গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া,
সেই কৃষ্ণ বহু কালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সত্ত্ব কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি রহে তায় ॥
বলিতে বলিতে মুনি, অধৈর্য্য হয় অমনি,
নাচিতে লাগিল 'গৌর' বলি'।
গৌরহরি বোল ধরি' বীণা বলে গৌরহরি,
কবে সে আসিবে ধন্য কলি ॥
এই সব বলি' তা'য় নারদ চলিয়া যায়,
প্রেমোদয় হইল রাজার।

গৌরাঙ্গ বলিয়া নাচে, সাধু হৈতে প্রেম যাচে,
বিষয়-বাসনা ঘুচে তাঁর ॥
নিদ্রাকালে নরবর, দেখে গৌর-গদাধর,
সপার্ষদে তাঁহার অঙ্গনে ।
নাচে 'হরে কৃষ্ণ' বলি' করে সবে কোলাকুলি,
সুবর্ণপ্রতিমা গৌর-সনে ॥
নিদ্রা-ভঙ্গে নরপতি, কাতর হইল অতি,
গৌর লাগি' করয় ক্রন্দন ।
দৈববাণী হৈল তায়, প্রকট সময়ে রায়,
হ'বে তুমি পার্ষদে গণন ॥
বুদ্ধিমন্ত খাঁন নাম, পাইবে হে গুণধাম,
সেবিবে গৌরাঙ্গ-শ্রীচরণ ।
দৈববাণী কাণে শুনি', স্থির হৈল নরমণি,
করে তবে গৌরাঙ্গ-ভজন ॥
নিত্যানন্দ কথা শেষে, নারদের শক্ত্যাবেশে,
শ্রীবাস হৈল অচেতন ।

মহাপ্রেমাবেশে তবে, গৌরনামামৃতাসবে,
ভূমে লোটে শ্রীজীব তখন ॥
আহা কি গৌরাঙ্গরায়, দেখিব আমি হেথায়,
সুবর্ণ পুতলি গোরামণি।
বলিতে বলিতে তবে, শ্রীগৌরকীর্ত্তন সবে,
নয়নেতে দেখয়ে অমনি ॥
আহা সে অমিয় জিনি' গৌরাঙ্গের রূপখানি,
নাচিতে লাগিল সেই খানে।
তবে নিত্যানন্দ রায়, গৌরাঙ্গের গুণ গায়,
অদ্বৈত সহিত সর্ব্বজনে ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, সঙ্কীর্ত্তন সুবিরাজে,
পূর্ব্বলীলা হইল বিস্তর।
কত যে আনন্দ হয়, বর্ণিতে শকতি নয়,
বেলা হইল দ্বিতীয় প্রহর ॥
তবে ত' চলিল সবে, গৌরগীত-কলরবে,
দেবপল্লী গ্রামের ভিতর।

দেবপল্লী

তথায় বিশ্রাম কৈল, দেবের অতিথি হইল,
মধ্যাহ্ন-ভোজন অতঃপর ॥
দিবসের শেষ যামে, সকলে ভ্রময় গ্রামে,
প্রভু-নিত্যানন্দ তবে কয়।
দেবপল্লী এই হয়, শ্রীনৃসিংহ-দেবালয়,
সত্যযুগ হৈতে পরিচয় ॥
প্রহ্লাদেরে দয়া করি' হিরণ্য বধিয়া হরি,
এই স্থানে করিল বিশ্রাম।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ, নিজ নিজ নিকেতন,
করি' এক বসাইল গ্রাম ॥
মন্দাকিনীতট ধরি' টিলায় বসতি করি'
নৃসিংহ-সেবায় হৈল রত।
শ্রীনৃসিংহক্ষেত্র-নাম, নবদ্বীপে এই ধাম,
পরমপাবন শাস্ত্রমত ॥
সূর্য্যটিলা ব্রহ্মটিলা, নৃসিংহ পূরবে ছিলা,
এবে স্থানে হৈল বিপর্য্যয়।

গণেশের টিলা হের, ইন্দ্রটিলা তার পর,
এইরূপ বহুটিলাময় ॥
বিশ্বকর্ম্মা মহাশয়, নির্ম্মিলা প্রস্তরময়,
কত শত দেবের বসতি।
কালে সব লোপ হৈল, মন্দাকিনী শুকাইল,
টিলামাত্র আছয়ে সম্প্রতি ॥
শিলাখণ্ড অগণন, কর এবে দরশন,
সেই সব মন্দিরের শেষ।
পুনঃ কিছুদিন পরে, এক ভক্ত নরবরে,
পাবে নৃসিংহের কৃপা-লেশ ॥
বৃহৎ মন্দির করি', বসাইবে নরহরি,
পুনঃ সেবা করিবে প্রকাশ।
নবদ্বীপ-পরিক্রমা, তা'র এই এক সীমা,
ষোলক্রোশ- মধ্যে এই বাস ॥
নিতাই-জাহ্নবাপদ, যে জনার সম্পদ,
সেই ভক্তিবিনোদ কাঙ্গাল।
নবদ্বীপ-সুমহিমা, নাহি তার কভু সীমা,
তাহা গায় ছাড়ি' মায়াজাল ॥

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী, শ্রীগোদ্রুম

জয় জ জয় শচীসুত।
জয় জয় জয় শ্রীঅবধূত ॥
সীতাপতি জয় ভকতরাজ।
গদাধর জয় ভক্তসমাজ ॥
জয় নবদ্বীপ সুন্দরধাম।
জয় জয় জয় গৌর কি নাম ॥
নিতাই সহিত ভকতগণ।
'হরি' 'হরি' বলি' চলে তখন ॥
ভাবে ঢল ঢল নিতাই চলে।
প্রেমে আধ-আধ বচন বলে ॥
ঝর-ঝর ঝরে আঁখির জল।
'গোরা' 'গোরা' বলি' হয় বিকল ॥
ঝক্‌মক্ করে ভূষণ-মাল।
রূপে দশদিক্ হইল আল ॥

শ্রীবাস নাচিছে জীবের সনে।
কভু কাঁদে, কভু নাচে সঘনে॥
আর যত সব ভকতগণ।
নাচিতে নাচিতে চলে তখন॥
অলকানন্দার নিকট আসি'।
বলেন নিতাই আনন্দে ভাসি'॥
বিল্বপক্ষগ্রাম পশ্চিমে ধরি'।
মন্দাকিনী আসে নদীয়া ঘেরি'॥
সুবর্ণবিহার দেখিলে যথা।
মন্দাকিনী ছাড়ে অলকা তথা॥
অলকানন্দার পূরব-পারে।
হরিহরক্ষেত্র গণ্ডক-ধারে॥
শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ হইবে কালে।
সুন্দর কানন শোভিবে ভালে॥
অলকা-পশ্চিমে দেখহ কাশী।
শৈব-শাক্ত সেবে মুকতি দাসী॥

বারাণসী হ'তে এধাম পর।
হেথায় ধূর্জ্জটি পিনাকধর ॥
'গৌর' 'গৌর' বলি' সদাই নাচে।
নিজ জনে গৌর-ভকতি যাচে ॥
সহস্র বরষ কাশীতে বসি'।
লভে যে মুকতি জ্ঞানেতে ন্যাসী ॥
তাহা ত' হেথায় চরণে ঠেলি'।
নাচেন ভকত 'গৌরাঙ্গ' বলি' ॥
নির্য্যাণ-সময়ে এখানে জীব।
কাণে 'গৌর' বলি' তারেন্ শিব ॥
মহাবারাণসী এ ধাম হয়।
জীবের মরণে নাহিক ভয় ॥
এত বলি' তথা নিতাই নাচে।
গৌরহরিপ্রেম জীবেরে যাচে ॥
অলক্ষে তখন কৈলাসপতি।
নিতাই-চরণে করিল নতি ॥

গৌরীসহ শিব গৌরাঙ্গ নাম।
গাইয়া গাইয়া পূরয় কাম ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর নিতাই তবে।
ভকত-সঙ্গেতে চলিল যবে ॥
গাদিগাছা গ্রামে পৌঁছিল আসি'।
তথায় আসিয়া কহিল হাসি' ॥
গোদ্রুম-নামেতে এ' দ্বীপ হয়।
সুরভি সতত এখানে রয় ॥
কৃষ্ণমায়াবশে দেবেন্দ্র যবে।
ভাষায় গোকুল নিজ গৌরবে ॥
গোবর্দ্ধন-গিরি ধরিয়া হরি।
রক্ষিল গোকুল যতন করি'।
ইন্দ্রদর্পচূর্ণ হইলে পর।
শচীপতি চিনে সারঙ্গধর ॥
নিজ অপরাধ মার্জ্জন তরে।
পড়িল কৃষ্ণের চরণ ধ'রে ॥

দয়ার সমুদ্র নন্দতনয়।
ক্ষমিল ইন্দ্রেরে দিল অভয়॥
তথাপি ইন্দ্রের রহিল ভয়।
সুরভি নিকটে তখন কয়॥
কৃষ্ণ-লীলা মুই বুঝিতে নারি।
অপরাধ মম হইল ভারি॥
শুনেছি কলিতে ব্রজেন্দ্রসুত।
করিবে নদীয়া-লীলা অদ্ভুত॥
পাছে সে সময় মোহিত হ'ব।
অপরাধী পুন হ'য়ে রহিব॥
তুমি ত' সুরভি সকল জান।
করহ এখন তাহার বিধান॥
সুরভি বলিল, চলহ যাই।
নবদ্বীপ-ধামে ভজি নিমাই॥
দেবেন্দ্র-সুরভি হেথায় আসি'।
গৌরাঙ্গ ভজন করিল বসি'॥

গৌরাঙ্গ-ভজন সহজ অতি।
সহজ তাহার ফল-বিততি ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া ক্রন্দন করে।
গৌরাঙ্গ-দর্শন হয় সত্বরে ॥
কিবা অপরূপ রূপলাবণি।
দেখিল গৌরাঙ্গ প্রতিমাখানি ॥
আধ আধ হাসি বরদ রূপ।
প্রেমে গদগদ রসের কূপ ॥
হাসিয়া বলেন ঠাকুর মোর।
জানিনু বাসনা আমি ত' তোর ॥
অল্পদিন আছে প্রকটকাল।
নদীয়ানগরে দেখিবে ভাল ॥
সে লীলা সময়ে সেবিবে মোরে ॥
মায়াজাল আর না ধরে তোরে ॥
এত বলি' প্রভু অদৃশ্য হয়।
সুরভি সুন্দরী তথায় রয় ॥

অশ্বত্থ নিকটে রহিল দেবী।
নিরন্তর গৌর-চরণ সেবি' ॥
গোদ্রুমদ্বীপ ত' হইল নাম।
হেথায় পূরয় ভকত কাম ॥
হেথায় কুটীর বাঁধিয়া ভজে।
অনায়াসে গৌর-চরণে মজে ॥
এই দ্বীপে কভু মৃকণ্ডসুত।
প্রলয়ে আছিল কথা অদ্ভুত ॥
সাতকল্প আয়ু পাইল মুনি।
প্রলয়ে বড়ই বিপদ্ গণি ॥
জলময় হৈল সমস্ত স্থান।
কোথা বা রহিবে, করে সন্ধান ॥
ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়।
কেন হেন বর লইনু হায় ॥
ষোলক্রোশ মাত্র নদীয়াধাম।
জাগিয়া ভকতে দেয় বিশ্রাম ॥

জলের তরঙ্গে ভাসিয়া মুনি।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে অমনি ॥
মহা কৃপা করি' সুরভি তায়।
যতনে মুনিরে হেথা উঠায় ॥
সম্বিৎ লভিয়া মৃকণ্ডসুত।
দেখিল গোদ্রুমদ্বীপ অদ্ভুত ॥
শতকোটী ক্রোশ বিস্তার স্থান।
নদ-নদী-শোভা প্রকাশমান ॥
তরুলতা কত শোভয় তথা।
পক্ষিগণ গায় শ্রীগৌর-গাথা ॥
যোজনবিস্তার অশ্বত্থ হের।
সুরভিকে তথা দর্শন কর ॥
ক্ষুধায় আকুল মুনি তখন।
সুরভির প্রতি বলে বচন ॥
তুমি ভগবতি! রাখহ পরাণ।
দুগ্ধ দিয়া মোরে করহ ত্রাণ ॥

সুরভি তখন সদয় হ'য়ে।
পিয়াইল দুগ্ধ মুনিরে ল'য়ে ॥
সবল হইয়া মৃকণ্ডুসূনু।
সুরভির প্রতি কহয় পুন ॥
তুমি ভগবতি! জননী মোর।
তোমার মায়ায় জগৎ ভোর ॥
না বুঝিয়া আমি ল'য়েছি বর।
সপ্তকল্প জীব হ'য়ে অমর ॥
প্রলয়-সময়ে বড়ই দুখ।
নানাবিধ ক্লেশ, নাহিক সুখ ॥
কি করি জননি! বলগো মোরে।
কিসে বা যাইব এ দুখ ত'রে ॥
সুরভি তখন বলিল বাণী।
ভজহ গৌরপদ দু'খানি ॥
এই নবদ্বীপ প্রকৃতি-পার।
কভু নাশ নাহি হয় ইহার ॥

চর্ম্মচক্ষে ইহা ষোড়শ ক্রোশ।
পরম বৈকুণ্ঠ সদা নির্দ্দোষ ॥
অপ্রাকৃত দেশকাল এখানে।
জড়-মায়া কেবা কেহ নাহি জানে ॥
নবদ্বীপে দেখ অপূর্ব্ব অতি।
চারিদিকে বেড়ে বিরজা সতী ॥
শতকোটী ক্রোশ প্রত্যেক খণ্ড।
মধ্যে মায়াপুর নগর গণ্ড ॥
অষ্টদল অষ্টদ্বীপে মান।
অন্তর্দ্বীপ তা'র কেশর স্থান ॥
সর্ব্বতীর্থ সর্ব্ব দেবতা ঋষি।
গৌরাঙ্গ ভজিছে হেথায় বসি' ॥
তুমি মার্কণ্ডেয় গৌরাঙ্গপদ।
আশ্রয় করহ জানি' সম্পদ ॥
অকৈতব ধর্ম্ম আশ্রয় কর।
ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা সুদূরে ধর ॥

গৌরাঙ্গ-ভজন-আশ্রয়-বলে।
মধুর প্রেম ত' লভিবে ফলে ॥
সেই প্রেম যবে হৃদয়ে বসে।
ভাসায় বিলাস-কলার রসে ॥
ব্রজে রাধাপদ আশ্রয় হয়।
যুগল-সেবায় মানস রয়।
সেবার সুখ অতুল জান।
অভেদ নির্ব্বাণে অপার্থ জ্ঞান ॥
সুরভিবচন শুনিয়া মুনি।
করযোড় করি' বলে অমনি ॥
শ্রীগৌরচরণ ভজিব যবে।
আমার অদৃষ্ট কোথায় রবে ॥
সুরভি কহিল সিদ্ধান্তসার।
শ্রীগৌরভজনে নাহি বিচার ॥
শ্রীগৌর বলিয়া ডাকিবে যবে।
সমস্ত করম বিনাশ হ'বে ॥

কিছু নাহি রবে বিপাক আর।
ঘুচিবে তোমার ভবসংসার ॥
কর্ম্ম কেনে একা জ্ঞানের ফল।
ঘুচিবে সমূলে হ'য়ে বিকল ॥
তুমি ত' মজিবে গৌরাঙ্গরসে।
ভজিবে তাঁহারে এ দ্বীপে ব'সে ॥
মার্কণ্ডেয় শুনি' আনন্দে ভাসে।
'গৌর বলি' কাঁদে, কখন হাসে ॥
এই দেখ জীব অপূর্ব্ব স্থান।
মার্কণ্ডেয় যথা পাইল প্রাণ ॥
গৌরাঙ্গ-মহিমা নিতাই-মুখে।
শুনি' জীব ভাসে পরম সুখে ॥
সে স্থানে সে দিন যাপন করি'।
মধ্যদ্বীপে চলে বলিয়া 'হরি' ॥
নিতাই-জাহ্নবা-চরণ সার।
জানিয়া ভক্তিবিনোদ ছার ॥
নিতাই-আদেশ মস্তকে ধ'রে।
নদীয়া-মহিমা বর্ণন করে ॥

নবম অধ্যায়

শ্রীমধ্যদ্বীপ ও নৈমিষ-বর্ণনা

জয় গৌরচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ,
জয় জয় গদাধর।
শ্রীবাসাদি জয়, জয় ভক্তালয়,
নবদ্বীপ ধামবর ॥
নিশি অবসানে, মত্ত গৌরগানে,
চলিলেন নিত্যানন্দ।
সঙ্গে ভক্তগণ, প্রেমেতে মগন,
বিস্তারিয়া পরানন্দ ॥
মধ্যদ্বীপে আসি' বলে হাসি' হাসি'
এই ত' মাজিদা গ্রাম।
হেথা সপ্ত ঋষি, ভজি গৌরশশী,
করিলেন সুবিশ্রাম ॥
পিতৃ-সন্নিধানে, গৌর-গুণগানে,
সত্যযুগে ঋষিগণ।
হইয়া মগন, যাচিল তখন,
গৌরপ্রেম নিত্যধন ॥

ব্রহ্মা চতুর্মুখ, পেয়ে বড় সুখ,
সপ্তপুত্রে বলে তবে।
নবদ্বীপে যাও, গৌরগুণ গাও,
অনায়াসে প্রেম হ'বে ॥
ধাম-কৃপা-সার, লাভ হয় যার,
তা'র হয় সাধুসঙ্গ।
সাধুসঙ্গে ভজে, কৃষ্ণপ্রেমে মজে,
এই ত' পরম রঙ্গ ॥
নবদ্বীপে রতি, লভে যা'র মতি,
সেই পায় ব্রজবাস।
অপ্রাকৃত ধাম, গৌরহরি-নাম,
কেবল সাধুর আশ ॥
পিতৃ-উপদেশ, বুঝিয়া বিশেষ,
সপ্ত ঋষি আসি' তবে।
'হরি' বলি' নাচে, গৌর-প্রেম যাচে,
গায় গুণ উচ্চরবে ॥

বলে গৌরহরি অনুগ্রহ করি'
দেখা দাও একবার।
নানা ধর্ম্ম সাধি' হৈনু অপরাধী,
ভক্তি এবে কৈনু সার॥
ভক্তিনিষ্ঠা করি' ভজি' গৌরহরি,
ঋষিগণ করে তপ।
কিছু নাহি খায়, নিদ্রা নাহি যায়,
গৌরনাম করে জপ॥
মধ্যাহ্ন সময়, গৌর দয়াময়,
দেখা দিল ঋষিগণে।
শতসূর্য্য-প্রভা, যোগী-মনোলোভা,
শুদ্ধ পঞ্চতত্ত্ব সনে॥
কিবা সেই রূপ, অতি অপরূপ,
সুবর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি।
গলে বনমালা, দিক্ করে আলা,
তাহে আভরণ স্ফূর্ত্তি॥

চাহনি সুন্দর, চিকুর চাঁচর,
চন্দনের বিন্দু ভালে।
ত্রিকচ্ছ বসন, সূত্র সুশোভন,
শোভিত মল্লিকা-মালে ॥
সেরূপ দেখিয়া, মোহিত হইয়া,
সবে করে নিবেদন।
তোমার চরণ, লইনু শরণ,
দেহ পদে ভক্তিধন ॥
শুনি' গৌরহরি, বলে দয়া করি'
শুন ওহে ঋষিগণ।
ছাড়ি' অভিলাষ, জ্ঞানকর্ম্ম-পাশ,
কর কৃষ্ণ-আলোচন ॥
স্বল্পদিনান্তরে, নদীয়া-নগরে,
হইবে প্রকট-লীলা।
তুমি সবে তবে, দর্শন করিবে,
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-খেলা ॥

এ কথা এখন, রাখহ গোপন,
আমার বচন ধর।
শ্রীকুমারহট্টে, নিজকৃত ঘট্টে,
কৃষ্ণের ভজন কর॥
গৌর-অদর্শনে, সপ্তর্ষি তখনে,
কুমারহট্টেতে যায়।
এ স্থানে এখন, কর দরশন,
সপ্তটীলা শোভা পায়॥
সপ্তর্ষি আকাশে, যেমত প্রকাশে,
সপ্তটীলা তা'র সম।
হেথা বাস করি', পায় গৌরহরি,
না সাধি' নিয়ন-যম॥
ইহার দক্ষিণে, দেখহ নয়নে,
আছে এক জলধার।
এই ত' গোমতী, সুপবিত্র অতি,
নৈমিষ কানন আর॥

পুরা কল্পে কলি, হৈলে মহাবলী,
শৌনকাদি ঋষিগণ।
সুতের শ্রীমুখে, শুনে সবে সুখে,
গৌর-ভাগবত-ধন ॥
হেথা যেই জন, পুরাণ-পঠন,
করয় কার্ত্তিক মাসে।
সর্ব্বক্লেশ ত্যজে, গৌর-রঙ্গে মজে,
ব্রজ লভে অনায়াসে ॥
কভু পঞ্চানন, ছাড়ি' বৃষাসন,
শ্রীহংসবাহন হ'য়ে।
শুনিল পুরাণ, গৌর-গুণগান,
আপন ভকত ল'য়ে ॥
গাইয়া গাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
শৈব যত কাশীবাসী।
পঞ্চাননে ঘেরি', বলি' 'গৌরহরি',
পুষ্প ফেলে রাশি রাশি ॥

নিতাই-বচন, শুনিয়া তখন,
জীবের উথলে ভাব।
গড়াগড়ি যায়, ধৈরয না পায়,
আস্বাদে ধাম-প্রভাব ॥
সেদিন যাপন, করে ভক্তগণ,
নিতাইচাঁদের সনে।
পরদিন সবে, চলিলেন তবে,
শ্রীপুষ্কর-দরশনে ॥
জাহ্নবা-নিতাই, ভজন সদাই,
যাহার অন্তরে জাগে।
নদীয়া-মহিমা, ভক্ত-মধুরিমা,
গাইছে সে জন রাগে ॥

দশম অধ্যায়

শ্রীব্রাহ্মণপুষ্কর-শ্রীউচ্চহট্টাদি বর্ণন ও পরিক্রমা-প্রকার কথন

জয় গৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-সহিত।
জয় গদাধর জয় শ্রীবাস পণ্ডিত ॥
জয় নবদ্বীপ শুদ্ধ প্রেমভক্তিধাম।
জয় জয় জয় গৌর নিত্যানন্দ নাম ॥
শুনহে কলির জীব ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম।
নিতাই-চৈতন্য ভজ ত্যজি' ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
দয়ার সমুদ্র সেই গৌর-নিত্যানন্দ।
অকাতরে দিবে ভাই সার ব্রজানন্দ ॥
যামিনী প্রভাত হৈলে নিত্যানন্দ রায়।
জীবেরে লইয়া ধামভ্রমণেতে যায় ॥
বলে, দেখ জীব এই গ্রাম মনোহর।
এখন ব্রাহ্মণপুরা ডাকে সর্ব্ব নর ॥
ব্রাহ্মণপুষ্কর নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
হেথা যে রহস্য তাহা অতি গুহ্য হয় ॥

সত্যযুগে দিবদাস নামেতে ব্রাহ্মণ।
গৃহ ত্যজি' করে সর্ব্বতীর্থ দরশন ॥
পুষ্করতীর্থেতে তা'র হৈল বড় প্রীত।
তথাপি ভ্রমিতে নবদ্বীপে উপস্থিত ॥
এই স্থানে রাত্রযোগে দেখিল স্বপন।
হেথা বাস কর বিপ্র, পাবে নিত্যধন ॥
এই স্থানে কুটীর বাঁধিয়া দিবদাস।
বৃদ্ধকালাবধি তেঁহ করিলেন বাস ॥
বৃদ্ধকালে চলিতে অশক্ত দ্বিজবর।
ইচ্ছা হৈল, এবে আমি দেখিব পুষ্কর ॥
চলিতে না পারে দ্বিজ করয় ক্রন্দন।
আর না পাইব আমি পুষ্কর-দর্শন ॥
তখন পুষ্কররাজ সদয় হইল।
দ্বিজরূপে দিবদাসে দরশন দিল ॥
দিবদাসে বলে বিপ্র,—"না কর ক্রন্দন।
তোমার সম্মুখে এই কুণ্ড সুশোভন ॥

এই কুণ্ডে স্নান তুমি কর একবার।
প্রত্যক্ষ হইবে তীর্থ পুষ্কর তোমার" ॥
তাহা শুনি' কুণ্ডে স্নান করে দ্বিজবর।
দিব্যচক্ষু লভি' দেখে সম্মুখে পুষ্কর ॥
ক্রন্দন করিয়া দ্বিজ পুষ্করে বলিল।
"আমা লাগি' বড় ক্লেশ তোমার হইল" ॥
পুষ্কর বলেন, "শুন দ্বিজ ভাগ্যবান্।
দূর হৈতে না আসিনু হেথা বিদ্যমান ॥
এই নবদ্বীপধাম সর্ব্বতীর্থময়।
নবদ্বীপে সেবি' হেথা থাকে তীর্থচয় ॥
আমার স্বরূপ এক পাশ্চাত্যে প্রকাশ।
নিজে আমি এইস্থানে নিত্য করি বাস ॥
শতবার কেহ সেই তীর্থে করি' স্নান।
যেই ফল পায় হেথা সে ফল বিধান ॥
অতএব নবদ্বীপ ছাড়ি' যেই জন।
অন্য তীর্থ আশা করে, সে মূঢ় দুর্জ্জন ॥

সর্ব্বতীর্থ ভ্রমি' যদি হয় ফলোদয় ।
নবদ্বীপ তবে তা'র বাসস্থান হয় ॥
ঐ দেখ উচ্চস্থান হট্টের সমান।
কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত তথা বিদ্যমান ॥
সরস্বতী দৃষদ্বতী দুই পার্শ্বে তার।
অতি শোভা পায় পুণ্য করয়ে বিস্তার ॥
ওহে বিপ্র, গূঢ় কথা বলিব তোমায় ।
অতি অল্পকালে হ'বে আনন্দ হেথায় ॥
মায়াপুরে শচীগৃহে গৌরাঙ্গসুন্দর ।
প্রকট হইয়া প্রেম বিলাবে বিস্তর ॥
এই সব স্থানে প্রভু ভক্তবৃন্দ ল'য়ে।
সঙ্কীর্ত্তনরসে নাচিবেন মত্ত হ'য়ে ॥
সর্ব্ব অবতারে ছিলা যে যে ভক্তগণ।
সকলে লইয়া প্রভু করিবে কীর্ত্তন ॥
প্রেম-বন্যা-জলে সর্ব্ব জগৎ ভাসাবে ।
কুতার্কিক বিনা সবে মহাপ্রেম পাবে ॥

এই ধামনিষ্ঠা করি' যেবা করে বাস।
তা'রে মিলে গৌরপদ ওহে দিবদাস ॥
কোটী কোটী বর্ষ করি' শ্রীকৃষ্ণ-ভজন।
তথাপি নামেতে রতি না পায় দুর্জ্জন ॥
গৌরাঙ্গ ভজিলে দুষ্টভাব দূরে যায়।
অল্প দিনে ব্রজধামে রাধা-কৃষ্ণ পায় ॥
নিজ সিদ্ধদেহ পায় সখীর আশ্রয়।
নিজ কুঞ্জ শ্রীযুগলসেবা তার হয় ॥
ওহে বিপ্র. হেথা থাকি' করহ ভজন।
সপার্ষদে শ্রীগৌরাঙ্গ পাবে দরশন ॥
এই কথা বলি' তীর্থরাজ গেল চলি'।
শুনিল আকাশবাণী "আইসে ধন্য কলি ॥
তুমি বিপ্র সেই কালে জন্মিবে আবার।
শ্রীগৌরকীর্ত্তন-প্রেমে দিবে ত' সাঁতার ॥"
এত শুনি' দেবদাস নিশ্চিত হইল।
এই কুণ্ডতীরে বসি' ভজন করিল ॥

এসব পুরাণ কথা শ্রীজীবে কহিয়া।
উচ্চহট্ট কুরুক্ষেত্রে প্রবেশিলা গিয়া ॥
নিত্যানন্দ বলে, "হেথা সর্ব্বদেবগণ।
কুরুক্ষেত্রে-তীর্থ-সহ কৈল আগমন ॥
ব্রহ্মাবর্ত্তে কুরুক্ষেত্রে যত তীর্থ ছিল।
সর্ব্বতীর্থ আসি' হেথা বিরাজ করিল ॥
পৃথুদক আদি করি' সব হেথা বৈসে।
সবে নবদ্বীপ সেবা করে অনায়াসে ॥
শতবর্ষ কুরুক্ষেত্রে বাসে যেই ফল।
হেথা একরাত্র-বাসে লভে সে সকল" ॥
প্রভু বলে, "হেথা বাস করি' দেবগণ।
হট্ট করি' গৌরকথা করে আলোচন ॥
হট্টডাঙ্গা বলি' নাম হইল ইহার।
ইহার দর্শনে পায় প্রেম-পারাবার ॥
এই এক সীমা জীব দেখ নদীয়ার।
এবে চল যাই মোরা ভাগীরথী-পার" ॥

ভাগীরথী পার হ'য়ে মধ্যাহ্ন-সময়।
কোলদ্বীপে নিত্যানন্দ হইল উদয় ॥
কুলিয়াপাহাড়পুরে যাইতে যাইতে।
শ্রীজীবে নিতাইচাঁদ লাগিল কহিতে ॥
"যে ক্রমে আইনু মোরা হ'য়ে গঙ্গাপার।
সেই ক্রম সিদ্ধ-ক্রম পরিক্রমা-সার ॥
যবে প্রভু শ্রীচৈতন্য ল'য়ে নিজগণ।
করিলেন শ্রীচৌদ্দমাদল-সংকীর্ত্তন ॥
কাজীরে শোধিতে প্রভু সন্ধ্যা-আগমনে।
মায়াপুর ছাড়ি' চলে ল'য়ে ভক্তজনে ॥
সেই রাত্র ব্রহ্মরাত্র শীঘ্র নহে শেষ।
এই ক্রমে মহাপ্রভু ভ্রমে নিজ দেশ ॥
তার পর প্রতি একাদশী তিথি ধরি'।
ভ্রমিলা আমার প্রভু সঙ্কীর্ত্তন করি' ॥
কভু পঞ্চক্রোশ ভ্রমে অন্তর্দ্বীপময়।
কভু অষ্টক্রোশ ভ্রমে যেন মনে লয় ॥

নিজ গৃহ হৈতে বারকোণা ঘাট ছাড়ি'।
দীঘিকা-বেষ্টনে যায় শ্রীধরের বাড়ী ॥
তথা হৈতে অন্তর্দ্বীপ-সীমা ভ্রমি' আসে ॥
পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা হয় অনায়াসে ॥
সিমুলিয়া হ'য়ে কাজিগৃহ বেড়ি' চলে।
শ্রীধরে সম্ভাষি, আইসে গাদিগাছা-স্থলে ॥
মাজিদা হইতে হয় ভাগীরথী পার।
পারডাঙ্গা ছিনাডাঙ্গা পুলিন বিস্তার ॥
ছাড়িয়া জাহ্নবী পার হইয়া তখন।
অষ্টক্রোশ ভ্রমি' চলে আপন ভবন ॥
সিদ্ধ-পরিক্রমা হয় পূর্ণ ষোলক্রোশ।
সেই পরিক্রমা কৈলে প্রভুর সন্তোষ ॥
সেই পরিক্রমা আমি তোমারে করাই।
ইহার সমান পরিক্রমা আর নাই ॥
বৃন্দাবন ষোলক্রোশ দ্বাদশ কানন।
এই পরিক্রমা-মধ্যে পাবে দরশন ॥

'নবরাত্রে' এই পরিক্রমা শেষ হয়।
নবরাত্র বলি' এ'র নাম শাস্ত্রে কয়॥
পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা এক দিনে করে।
রাত্রত্রয় অষ্টক্রোশ পরিক্রমা ধরে॥
একরাত্র মায়াপুরে, দ্বিতীয় গোদ্রুমে।
পুলিনে তৃতীয় রাত্র এই ক্রমে ভ্রমে"॥
শুনি' পরিক্রমা-তত্ত্ব জীব মহাশয়।
প্রেমেতে অধৈর্য্য হ'য়ে কতক্ষণ রয়॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া আশ যা'র।
নদীয়া-মহিমা বর্ণে অকিঞ্চন ছার॥

একাদশ অধ্যায়

শ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীসমুদ্রগড়, শ্রীচম্পাহট্ট ও শ্রীশ্রীজয়দেব-কথা বর্ণন

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত-শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় গৌড়ভূমি—সর্ব্বভূমিসার।
যথা নামসহ শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
নিত্যানন্দ-প্রভু বলে, "শুন সর্ব্বজন।
পঞ্চবেণীরূপে গঙ্গা হেথায় মিলন ॥
মন্দাকিনী-অলকা-সহিত ভাগীরথী।
গুপ্তভাবে হেথায় আছেন সরস্বতী ॥
পশ্চিমে যমুনা সহ আইসে ভোগবতী।
তাহাতে মানসগঙ্গা মহাবেগবতী ॥
মহা মহা প্রয়াগ বলিয়া ঋষিগণে।
কোটী কোটী যজ্ঞ হেথা কৈল ব্রহ্মা-সনে ॥

ব্রহ্মসত্র-স্থান এই মহিমা অপার।
হেথা স্নান করিলে জনম নহে আর ॥
ইহার মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে।
শুষ্কধারাসম কোন তীর্থ হইতে নারে ॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ত্যজিয়া জীবন।
সর্ব্বজীব পায় শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন ॥
কুলিয়াপাহাড় বলি' খ্যাত এই স্থান।
গঙ্গাতীরে উচ্চভূমি পর্ব্বত-সমান ॥
কোলদ্বীপ নাম শাস্ত্রে আছয় বর্ণন।
সত্যযুগ-কথা এক শুন সর্ব্বজন ॥
বাসুদেব-নামে এক ব্রাহ্মণকুমার।
বরাহদেবের সেবা করে বার বার ॥
শ্রীবরাহমূর্ত্তি পূজি' করে উপাসনা।
সর্ব্বদা বরাহদেবের করয় প্রার্থনা ॥
"প্রভু মোরে কৃপা করি' দেহ দরশন।
সফল হউক মোর নয়ন জীবন ॥

এই বলি' কাঁদে বিপ্র গড়াগড়ি যায়।
প্রভু নাহি দেখা দিলে জীবন বৃথায়॥
কতদিনে শ্রীবরাহ অনুকম্পা করি'।
দেখা দিলা বাসুদেবে কোলরূপ ধরি'॥
নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত কলেবর।
পদ-গ্রীবা-নাসা-মুখ-চক্ষু মনোহর॥
পর্ব্বতসমান উচ্চ শরীর তাঁহার।
দেখি' বিপ্র নিজে ধন্য মানে বার বার॥
ভূমে পড়ি' বিপ্র প্রণমিয়া প্রভু পায়।
কাঁদিয়া আকুল হৈল গড়াগড়ি যায়॥
বিপ্রের ভকতি দেখি' বরাহ তখন।
কহিলেন বাসুদেবে মধুর বচন॥
"ওহে বাসুদেব তুমি ভকত আমার।
বড় তুষ্ট হৈনু পূজা পাইয়া তোমার॥
এই নবদ্বীপে মোর প্রকট বিহার।
কলি আগমনে হ'বে শুন বাক্যসার॥

নবদ্বীপসম ধাম নাহি ত্রিভুবনে।
অতি প্রিয়ধাম মোর আছে সংগোপনে ॥
ব্রহ্মাবর্ত্ত-সহ আছে পুণ্যতীর্থ যত।
সে-সব আছয়ে হেথা শাস্ত্রের সম্মত ॥
যে স্থানে ব্রহ্মার যজ্ঞে প্রকাশ হইয়া।
নাশিলাম হিরণ্যাক্ষ দন্তে বিদারিয়া ॥
সেই স্থান পুণ্যভূমি এই স্থানে হয়।
যথায় আমার এবে হইল উদয় ॥
নবদ্বীপ সেবি' সর্ব্বতীর্থ বিরাজয়।
নবদ্বীপবাসে সর্ব্বতীর্থ-বাস হয় ॥
ধন্য তুমি নবদ্বীপে সেবিলে আমায়।
শ্রীগৌরপ্রকটকালে জন্মিবে হেথায় ॥
অনায়াসে দেখিবে সে মহাসঙ্কীর্ত্তন।
অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গরূপ পাবে দরশন" ॥
এত বলি' শ্রীবরাহ হৈল অন্তর্দ্ধান।
দৈব-বাণী হইল বিপ্রে বুঝিতে সন্ধান ॥

পরম পণ্ডিত বাসুদেব মহাশয়।
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া জানিল নিশ্চয়॥
বৈবস্বত-মন্বন্তরে কলির সন্ধায়।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু-লীলা হ'বে নদীয়ায়॥
ঋষিগণ সেই তত্ত্ব রাখিল গোপনে।
ইঙ্গিতে কহিল সব, বুঝে বিজ্ঞজনে॥
প্রকট হইলে লীলা হইবে প্রকাশ।
এবে গোপ্য এই তত্ত্ব পাইল আভাস॥
পরম আনন্দে বিপ্র করে সঙ্কীর্ত্তন।
গৌরনাম গায় মনে মনে সর্ব্বক্ষণ॥
পর্ব্বতপ্রমাণ কোলদেবের শরীর।
দেখি' বাসুদেব মনে বিচারিল ধীর॥
কোলদ্বীপ পর্ব্বতাখ্য এই স্থান হয়।
সেই হৈতে পর্ব্বতাখ্য হৈল পরিচয়॥
ওহে জীব! নিত্যলীলাময় বৃন্দাবনে।
গিরি গোবর্দ্ধন এই জানে ভক্তজনে॥

শ্রীবহুলাবন দেখ ইহার উত্তরে।
রূপের ছটায় সর্ব্বদিক্ শোভা করে ॥
বৃন্দাবনে যে যে ক্রমে দ্বাদশ কানন।
সে ক্রম নাহিক হেথা বল্লভ-নন্দন ॥
প্রভু-ইচ্ছামতে হেথা ক্রম-বিপর্য্যয়।
ইহার তৎপর্য্য জানে প্রভু ইচ্ছাময় ॥
যেইরূপ আছে হেথা দেখ সেইরূপ।
বিপর্য্যয়ে প্রেমবৃদ্ধি এই অপরূপ ॥
কিছুদূর গিয়া প্রভু বলেন বচন।
এই যে সমুদ্রগড়ি কর দরশন ॥
সাক্ষাৎ দ্বারকাপুরী শ্রীগঙ্গাসাগর।
দুই তীর্থ আছে হেথা দেখ বিজ্ঞবর ॥
শ্রীসমুদ্রসেন রাজা ছিল এই স্থানে।
বড় কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ বিনা নাহি জানে ॥
যবে ভীমসেন আইল নিজ সৈন্য ল'য়ে।
ঘেরিল সমুদ্রগড়ি বঙ্গদিগ্বিজয়ে ॥

রাজা জানে কৃষ্ণ এক পাণ্ডবের গতি।
পাণ্ডব বিপদে পৈলে আইসে যদুপতি ॥
যদি আমি পারি ভীমে দেখাইতে ভয়।
ভীম-আর্ত্তনাদে হরি হ'বে দয়াময় ॥
দয়া করি' আসিবেন এ দাসের দেশে।
দেখিব সে শ্যামমূর্ত্তি চক্ষে অনায়াসে ॥
এত ভাবি' নিজ সৈন্য সাজাইল রায়।
গজ-বাজি-পদাতিক ল'য়ে যুদ্ধে যায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া রাজা বাণ নিক্ষেপয়।
বাণে জর জর ভীম পাইল বড় ভয় ॥
মনে মনে ডাকে কৃষ্ণ বিপদ দেখিয়া।
"রক্ষা কর ভীমে নাথ শ্রীচরণ দিয়া ॥
সমুদ্রসেনের সহ যুঝিতে না পারি।
ভঙ্গ দিলে বড় লজ্জা, তাহা সৈতে নারি ॥
পাণ্ডবের নাথ কৃষ্ণ পাই পরাজয়।
বড়ই লজ্জার কথা ওহে দয়াময়" ॥

ভীমের করুণ-নাদ শুনি' দয়াময়।
সেই যুদ্ধস্থলে কৃষ্ণ হইল উদয় ॥
না দেখে সে রূপ কেহ অপূর্ব্ব ঘটনা।
শ্রীসমুদ্রসেন মাত্র দেখে একজন ॥
নবজলধর-রূপ কৈশোর মূরতি।
গলে দোলে বনমালা মুকুতার ভাতি ॥
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার অতি সুশোভন।
পীতবস্ত্র-পরিধান অপূর্ব্ব গঠন ॥
সে রূপ দেখিয়া রাজা প্রেমে মূর্চ্ছা যায়।
মূর্চ্ছা সম্বরিয়া কৃষ্ণে প্রার্থনা জানায় ॥
"তুমি কৃষ্ণ জগন্নাথ পতিতপাবন।
পতিত দেখিয়া মোরে তব আগমন ॥
তব লীলা জগজ্জন করয় কীর্ত্তন।
শুনি' দেখিবার ইচ্ছা হইল তখন ॥
কিন্তু মোর ব্রত ছিল, ওহে দয়াময়।
এই নবদ্বীপে তব হইবে উদয় ॥

হেথায় দেখিব তব রূপ মনোহর।
নবদ্বীপ ছাড়িবারে না হয় অন্তর ॥
সেই ব্রত রক্ষা মোর করি' দয়াময়।
নবদ্বীপে কৃষ্ণরূপে হইলে উদয় ॥
তথাপি আমার ইচ্ছা অতি গূঢ়তর।
গৌরাঙ্গ হউন মোর অক্ষির গোচর" ॥
দেখিতে দেখিতে রাজা সম্মুখে দেখিল।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারূপ মাধুর্য্য অতুল ॥
শ্রীকুমুদবনে কৃষ্ণ সখীগণ-সনে।
অপরাহ্ণে করে লীলা গিয়া গোচারণে ॥
ক্ষণেকে হইল সেই লীলা অদর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ হেরে ভরিয়া নয়ন ॥
মহাসঙ্কীর্ত্তনবেশ, সঙ্গে ভক্তগণ।
নাচিয়া নাচিয়া প্রভু করেন কীর্ত্তন ॥
পুরটসুন্দরকান্তি অতি মনোহর।
নয়ন মাতায় অতি কাঁপায় অন্তর ॥

সেই রূপ হেরি' রাজা নিজে ধন্য মানে।
বহু স্তব করে তবে গৌরাঙ্গ-চরণে ॥
কতক্ষণে সে' সকল হৈল অদর্শন।
কাঁদিতে লাগিল রাজা হ য়ে অন্য মন ॥
ভীমসেন এই পর্ব্ব না দেখে নয়নে।
ভাবে রাজা যুদ্ধে ভীত হৈল এতক্ষণে ॥
অত্যন্ত বিক্রম করে পাণ্ডুর নন্দন।
রাজা তুষ্ট হ'য়ে কর যাচে ততক্ষণ ॥
কর পেয়ে ভীমসেন অন্য স্থানে যায়।
ভীম-দিগ্বিজয় সর্ব্ব জগতেতে গায় ॥
এই সে সমুদ্রগড়ি নবদ্বীপ-সীমা।
ব্রহ্মা নাহি জানে এই স্থানের মহিমা ॥
সমুদ্র আসিয়া হেথা জাহ্নবী-আশ্রয়ে।
প্রভুপদ সেবা করে ভক্তভাব ল'য়ে ॥
জাহ্নবী বলেন "সিন্ধু অতি অল্পদিনে।
তব তীরে প্রভু মোর রহিবে বিপিনে" ॥

সিন্ধু বলে "শুন দেবি! আমার বচন।
নবদ্বীপ নাহি ছাড়ে শচীর নন্দন ॥
যদ্যপিও কিছুদিন রহে মম তীরে।
অপ্রত্যক্ষে রহে তবু নদীয়া-ভিতরে ॥
নিত্যধাম নবদ্বীপ প্রভুর হেথায়।
প্রকট ও অপ্রকট-লীলা বেদে গায় ॥
হেথা তবাশ্রয়ে আমি রহিব সুন্দরি।
সেবিব শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি" ॥
এই বলি' পয়োনিধি নবদ্বীপে রয়।
গৌরাঙ্গের নিত্যলীলা সতত চিন্তয় ॥
তবে নিত্যানন্দ আইলা চম্পহট্ট গ্রাম।
বাণীনাথ-গৃহে তথা করিল বিশ্রাম ॥
অপরাহ্নে চম্পহট্ট করয় ভ্রমণ।
নিত্যানন্দ বলে "শুন বল্লভ-নন্দন ॥
এই স্থানে ছিল পূর্ব্বে চম্পক-কানন।
খদির বনের অংশ সুন্দর দর্শন ॥

চম্পলতা সখী নিত্য চম্পক লইয়া।
মালা গাঁথি' রাধাকৃষ্ণে সেবিতেন গিয়া ॥
কলি বৃদ্ধি হৈলে সেই চম্পক-কাননে।
মালিগণ ফুল লয় অতি হৃষ্টমনে ॥
হট্ট করি' চম্পক-কুসুম ল'য়ে বসি'।
বিক্রয় করয়, লয় যত গ্রামবাসী ॥
সেই হৈতে শ্রীচম্পকহট্ট হৈল নাম।
চাঁপাহাটি সবে বলে মনোহর ধাম ॥
যে কালে লক্ষ্মণসেন নদীয়ার রাজা।
জয়দেব নবদ্বীপে হ'ন তাঁর প্রজা ॥
বল্লালদীর্ঘিকাকূলে বাঁধিয়া কুটীর।
পদ্মাসহ বৈসে তথা জয়দেব ধীর ॥
দশ অবতার স্তব রচিল তথায়।
সেই স্তব লক্ষণের হস্তে কভু যায় ॥
পরম আনন্দে স্তব করিল পঠন।
জিজ্ঞাসিলা রাজা, 'স্তব কৈল কোন্ জন'॥

গোবর্দ্ধন আচার্য্য রাজারে তবে কয়।
'মহাকবি জয়দেব রচয়িতা হয়' ॥
'কোথা জয়দেব কবি' জিজ্ঞাসে ভূপতি।
গোবর্দ্ধন বলে, 'এই নবদ্বীপে স্থিতি' ॥
শুনিয়া গোপনে রাজা করিয়া সন্ধান।
রাত্রযোগে আইল তবে জয়দেব-স্থান ॥
বৈষ্ণববেশেতে রাজা কুটীরে প্রবেশে।
জয়দেব নতি করি' বৈসে একদেশে ॥
জয়দেব জানিলেন, ভূপতি এ জন।
বৈষ্ণব-বেশেতে আইল হ'য়ে অকিঞ্চন ॥
তৎক্ষণে রাজা তবে দেয় পরিচয়।
জয়দেবে যাচে যাইতে আপন আলয় ॥
অত্যন্ত বিরক্ত জয়দেব মহামতি।
বিষয়ি-গৃহেতে যেতে না করে সম্মতি ॥
কৃষ্ণভক্ত জয়দেব বলিল তখন।
তব দেশ ছাড়ি' আমি করিব গমন ॥

বিষয়ি-সংসর্গ কভু না দেয় মঙ্গল।
গঙ্গা পার হ'য়ে যা'ব যথা নীলাচল ॥
রাজা বলে, "শুন প্রভু আমার বচন।
নবদ্বীপ ত্যাগ নাহি কর কদাচন ॥
তব বাক্য সত্য হ'বে মোর ইচ্ছা র'বে।
হেন কার্য্য কর দেব মোরে কৃপা যবে ॥
গঙ্গা-পারে চম্পহট্ট*স্থান মনোহর।
সেই স্থানে থাক তুমি দু' এক বৎসর ॥
মম ইচ্ছামতে আমি তথা না যাইব।
তব ইচ্ছা হ'লে তব চরণ হেরিব" ॥
রাজার বচন শুনি' মহা কবিবর।
সম্মত হইয়া বলে বচন সত্বর ॥
'যদ্যপি বিষয়ি তুমি, এ রাজ্য তোমার।
কৃষ্ণভক্ত তুমি ,তব নাহিক সংসার ॥

"তথা চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ"
— মহাভারত।

পরীক্ষা করিতে আমি বিষয়ী বলিয়া ।
সম্ভাষিণু, তবু তুমি সহিলে শুনিয়া ॥
অতএব জানিলাম, তুমি কৃষ্ণভক্ত ।
বিষয় লইয়া ফির হ'য়ে অনাসক্ত ॥
চম্পকহট্টেতে আমি কিছু দিন র'ব ॥
গোপনে আসিবে তুমি ছাড়িয়া বৈভব" ॥
হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে রাজা অমাত্যদ্বারায় ।
চম্পকহট্টেতে গৃহ নির্ম্মাণ করায় ॥
তথা জয়দেব কবি রহে দিন কত ।
শ্রীকৃষ্ণভজন করে রাগমার্গ-মত ॥
পদ্মাবতী দেবী আনে চম্পকের ভার ।
জয়দেব পূজে কৃষ্ণ নন্দের কুমার ॥
মহাপ্রেমে জয়দেব করয়ে পূজন ।
দেখিল, শ্রীকৃষ্ণ হৈল চম্পকবরণ ॥
পুরটসুন্দরকান্তি অতি মনোহর ।
কোটীচন্দ্র নিন্দি' মুখ পরম সুন্দর ।

চাঁচর-চিকুর শোভে গলে ফুলমালা।
দীর্ঘবাহু-রূপে আলো করে পর্ণশালা ॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ মহাকবিবর।
প্রেমে মূর্চ্ছা যায়, চক্ষে অশ্রু ঝর ঝর ॥
পদ্মাবতী দেবী সেই রূপ নিরখিয়া।
হইল চৈতন্যহীন ভূমেতে পড়িয়া ॥
পদ্মহস্ত দিয়া প্রভু তোলে দুই জনে।
কৃপা করি' বলে তবে অমিয়-বচনে ॥
"তুমি দোঁহে মম ভক্ত পরম উদার।
দরশন দিতে ইচ্ছা হইল আমার ॥
অতি অল্প দিনে এই নদীয়া-নগরে।
জনম লইব আমি শচীর উদরে ॥
সর্ব্ব অবতারে সকল-ভক্ত-সনে।
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বিতরিব প্রেমধনে ॥
চব্বিশ বৎসরে আমি করিয়া সন্ন্যাস।
করিব অবশ্য নীলাচলেতে নিবাস ॥

তথা ভক্তগণ-সঙ্গে মহাপ্রেমাবেশে।
শ্রীগীতগোবিন্দ আস্বাদিব অবশেষে ॥
তব বিরচিত গীতগোবিন্দ আমার।
অতিশয় প্রিয়বস্তু কহিলাম সার ॥
এই নবদ্বীপ ধাম পরম চিন্ময়।
দেহান্তে আসিবে হেথা কহিনু নিশ্চয় ॥
এবে তুমি দোঁহে যাও যথা নীলাচল।
জগন্নাথে সেব গিয়া, পাবে প্রেমবল" ॥
এত বলি' গৌরচন্দ্র হৈল অদর্শন।
প্রভুর বিচ্ছেদে মূর্চ্ছা গেল দুই জন ॥
মূর্চ্ছাশেষে অনর্গল কাঁদিতে লাগিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে সব নিবেদন কৈল ॥
"হায় কিবা রূপ মোরা দেখিনু নয়নে।
কেমনে বাঁচিব এবে তাঁর অদর্শনে ॥
নদীয়া ছাড়িতে প্রভু কেন আজ্ঞা কৈল।
বুঝি এই ধামে কিছু অপরাধ হৈল ॥

এই নবদ্বীপ-ধাম পরম চিন্ময়।
ছাড়িতে মানস এবে বিকলিত হয় ॥
ভাল হৈত নবদ্বীপে পশু পক্ষী হ'য়ে।
থাকিতাম চিরদিন ধামচিন্তা ল'য়ে ॥
পরাণ ছাড়িতে পারি, তবু এই ধাম।
ছাড়িতে না পারি, এই গূঢ় মনস্কাম ॥
ওহে প্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা বিতরিয়া।
রাখ আমা দোঁহে হেথা শ্রীচরণ দিয়া" ॥
বলিতে বলিতে দোঁহে কাঁদে উচ্চরায়।
দৈববাণী সেইক্ষণে শুনিবারে পায় ॥
"দুঃখ নাহি কর, দোঁহে যাও নীলাচল।
দুই কথা হ'বে, চিত্ত না কর চঞ্চল ॥
কিছুদিন পূর্ব্বে দোঁহে করিলে মানস।
'নীলাচলে বাস করি কতক দিবস' ॥
সেই বাঞ্ছা জগবন্ধু পূরাইল তব।
জগন্নাথ চাহে তব দর্শন-সম্ভব ॥

জগন্নাথে তুষি' পুন ছাড়িয়া শরীর।
নবদ্বীপে দুইজনে নিত্য হ'বে স্থির" ॥
দৈববাণী শুনি' দোঁহে চলে ততক্ষণ।
পাছে ফিরি' নবদ্বীপ করেন দর্শন ॥
ছল ছল করে নেত্র জলধারা বহে।
নবদ্বীপবাসিগণে দৈন্যবাক্য কহে ॥
"তোমরা করিয়া কৃপা এই দুই জনে।
অপরাধ করিয়াছি করহ মার্জ্জনে" ॥
অষ্টদল পদ্মসহ নবদ্বীপ ভায়।
দেখিতে দেখিতে দোঁহে কতদূরে যায় ॥
দূরে গিয়া নবদ্বীপ নাহি দেখে আর।
কাঁদিতে কাঁদিতে গৌড়ভূমি হয় পার ॥
কতদিনে নীলাচলে পৌঁছিয়া দুই জনে।
জগন্নাথ দরশন কৈল হৃষ্ট মনে ॥
ওহে জীব! এই জয়দেব-স্থান হয়।
উচ্চভূমি মাত্র আছে বৃদ্ধলোকে কয় ॥

জয়দেব-স্থান দেখি' শ্রীজীব তখন।
প্রেমে গড়াগড়ি যায়, করয়ে রোদন ॥
ধন্য জয়দেব কবি, ধন্য পদ্মাবতী।
শ্রীগীতগোবিন্দ ধন্য, ধন্য কৃষ্ণরতি ॥
জয়দেব ভোগ কৈল যেই প্রেমসিন্ধু।
কৃপা করি' দেহ মোরে তা'র একবিন্দু ॥
এই কথা বলি' জীব ধরণী লোটায়।
নিত্যানন্দ-শ্রীচরণে গড়াগড়ি যায় ॥
সেই রাত্র সবে রয় বাণীনাথ-ঘরে।
বংশ-সহ বাণী নিত্যানন্দ সেবা করে ॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া আশ যা'র।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় অকিঞ্চন ছার ॥

—— * ——

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীঋতুদ্বীপ, শ্রীরাধাকুণ্ড-বর্ণন

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, জয় প্রভু নিত্যানন্দ,
জয়াদ্বৈত জয় গদাধর।
শ্রীবাসাদি ভক্ত জয়, জয় জগন্নাথালয়,
জয় নবদ্বীপ ধামবর ॥
প্রভাত হইল রাত্র, ভক্তগণ তুলে গাত্র,
শ্রীগৌর-নিতাইচাঁদে ডাকে।
ভক্তসহ নিত্যানন্দ, চলে ভজি' পরানন্দ,
চম্পহট্ট পশ্চাতেতে রাখে ॥
তা থৈহতে বাণীনাথ, চলে নিত্যানন্দ-সাথ,
বলে "হেন দিন কবে পাব।
নিতাইচাঁদের সঙ্গে, পরিক্রমা করি' রঙ্গে,
মায়াপুরে প্রভু-গৃহে যাব" ॥
দেখিতে দেখিতে তবে, রাতুপুর চলে সবে,
দেখি'সেই নগরের শোভা।
প্রভু নিত্যানন্দ বলে, ঋতুদ্বীপে আইলে চ'লে,
এই স্থান অতি মনোলোভা ॥

বৃক্ষ সব নতশির, পবন বহয়ে ধীর,
কুসুম ফুটেছে চারিভিত।
ভৃঙ্গের ঝঙ্কার রব, কুসুমের গন্ধাসব,
মাতায় পথিকগণচিত ॥
বলিতে বলিতে রায়, হৈল পাগলের প্রায়,
বলে "শিঙ্গা আন শীঘ্রগতি।
বৎসগণ যায় দূরে, কানাই নিদ্রিতপুরে,
এখন না আইসে শিশুমতি ॥
কোথায় সুবল, দাম, আমি একা বলরাম,
গোচারণে যাইতে না পারি"।
'কানাই' 'কানাই' বলি' ডাক ছাড়ে মহাবলী,
লাফ মারে হাত দুই চারি ॥
সে ভাব দর্শন করি', ভক্তগণ ত্বরা করি'
নিবেদয় নিতায়ের পায়।
"ওহে প্রভু নিত্যানন্দ, ভাই তব গৌরচন্দ্র
নাহি এবে আছেন হেথায় ॥
সন্ন্যাস করিয়া হরি', গেল নীলাচলোপরি,
আমাদের কাঙ্গাল করিয়া"।

তাহা শুনি' নিত্যানন্দ, হইলেন নিরানন্দ,
কাঁদি' লোটে ভুমেতে পড়িয়া ॥
"কি দুখে কানাই ভাই, আমা সবে ছাড়ি' যাই',
সন্ন্যাসী হইল নীলাচলে।
এ জীবন না রাখিব, যমুনায় ঝাঁপ দিব',
বলি' অচেতন সেই স্থলে ॥
নিত্যানন্দে মহাভাব, করি' সবে অনুভব,
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে।
চারিদণ্ড দিন হৈল, নিত্যানন্দ না উঠিল,
ভক্ত সবে গৌর-গীত ধরে ॥
গৌরাঙ্গের নাম শুনি', নিতাই উঠে অমনি,
বলে' এই রাধাকুণ্ড স্থান।
হেথা ভক্ত সঙ্গে করি', অপরাহ্নে গৌরহরি,
করিতেন কীর্ত্তন-বিধান ॥
দেখ শ্যামকুণ্ডশোভা জগজ্জন-মনোলোভা,
সখীগণকুঞ্জ নানাস্থানে।
হেথা অপরাহ্নে গোরা, সঙ্কীর্ত্তন হ'য়ে ভোরা,
তুষিলেন সবে প্রেমদানে ॥

এস্থান সমান ভাই, ত্রিজগতে নাহি পাই,
ভক্তের ভজন-স্থান জান।
হেথায় বসতি যা'র, প্রেমধন লাভ তা'র,
সুশীতল হয় তাঁর প্রাণ॥
সে দিন সে স্থানে থাকি' শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম ডাকি'
প্রেমে মগ্ন সর্ব্ব ভক্তগণ।
ঋতুদ্বীপে সবে বসি ভজে শ্রীচৈতন্য শশী,
রাত্রদিন করিল যাপন॥
নাচিতে নাচিতে তবে, নিত্যানন্দ চলে যবে,
শ্রীবিদ্যানগরে উপনীত।
বিদ্যানগরের শোভা, মুনিজন-মনোলোভা,
ভক্তগণ দেখি' প্রফুল্লিত॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদ যে জনার সুসম্পদ,
সে ভক্তিবিনোদ অকিঞ্চন।
নদীয়ামাহাত্ম্য গায়, ধরি ভক্তজন পায়,
যাচে মাত্র কৃষ্ণভক্তিধন॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীবিদ্যানগর ও শ্রীশ্রীজহ্নুদ্বীপ-বর্ণন

জয় গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর।
শ্রীবাস শ্রীনবদ্বীপ কীর্ত্তনসাগর ॥
শ্রীবিদ্যানগরে আসি' নিত্যানন্দরায়।
বিদ্যানগরের তত্ত্ব শ্রীজীবে শিখায় ॥
নিত্যধাম নবদ্বীপ প্রলয়-সময়ে।
অষ্টদল পদ্মরূপে থাকে শুদ্ধ হ'য়ে ॥
সর্ব্ব অবতার আর ধন্যজীব যত।
কমলের একদেশে থাকে কত শত ॥
ঋতুদ্বীপ-অন্তর্গত এ' বিদ্যানগরে।
মৎসরূপী ভগবান্ সর্ব্ববেদ ধরে ॥
সর্ব্ব বিদ্যা থাকে বেদ আশ্রয় করিয়া।
শ্রীবিদ্যানগর-নাম এই স্থানে দিয়া ॥
পুনঃ যবে সৃষ্টিমুখে ব্রহ্মা মহাশয়।
অতি ভীত হন দেখি' সকল প্রলয় ॥

সেইকালে প্রভুকৃপা হয় তাঁর প্রতি।
এই স্থান পেয়ে ভগবানে করে স্তুতি ॥
মুখ খুলিবার কালে দেবী সরস্বতী।
ব্রহ্মাজিহ্বা হৈতে জন্মে অতিরূপবতী ॥
সরস্বতীশক্তি পেয়ে দেবচতুর্ম্মুখ।
শ্রীকৃষ্ণ করেন স্তব পেয়ে বড় সুখ ॥
সৃষ্টি যবে হয় মায়া সর্ব্বদিক ঘেরি'
বিরজার পারে থাকে গুণত্রয় ধরি' ॥
মায়া প্রকাশিত বিশ্বে বিদ্যার প্রকাশ।
করে ঋষিগণ তবে করিয়া প্রয়াস ॥
এই ত' সারদা-পীঠ করিয়া আশ্রয়।
ঋষিগণ করে অবিদ্যার পরাজয় ॥
চৌষট্টি বিদ্যার পাঠ ল'য়ে ঋষিগণ।
ধরাতলে স্থানে স্থানে করে বিজ্ঞাপন ॥
যে যে ঋষি যে যে বিদ্যা করে অধ্যয়ন।
এই পীঠে সে সবার স্থান অনুক্ষণ ॥

শ্রীবাল্মীকি কাব্যরস এই স্থানে পায়।
নারদ-কৃপায় তেঁহ আইল হেথায়॥
ধন্বন্তরি আসি' হেথা আয়ুর্ব্বেদ পায়।
বিশ্বামিত্র-আদি ধনুর্ব্বিদ্যা শিখি' যায়॥
শৌনকাদি ঋষিগণ পড়ে বেদমন্ত্র।
দেব-দেব মহাদেব আলোচয় তন্ত্র॥
ব্রহ্মা চারিমুখ হৈতে বেদচতুষ্টয়।
ঋষিগণ-প্রার্থনায় করিল উদয়॥
কপিল রচিল সাঙ্খ্য এই স্থানে বসি'।
ন্যায় তর্ক প্রকাশিল শ্রী গৌতম ঋষি॥
বৈশেষিক প্রকাশিল কণভুক্ মুনি।
পতঞ্জলি যোগশাস্ত্র প্রকাশে আপনি॥
জৈমিনী মীমাংসা শাস্ত্র করিল প্রকাশ।
পুরাণাদি প্রকাশিল ঋষি বেদব্যাস॥
পঞ্চরাত্র নারদাদি ঋষি পঞ্চজন।
প্রকাশিয়া জীবগণে শিখায় সাধন॥

এই উপবনে সর্ব্ব উপনিষদ্‌গণ।
বহুকাল শ্রীগৌরাঙ্গ করে আরাধন॥
অলক্ষে শ্রীগৌরহরি সে সবে কহিল।
"নিরাকার বুদ্ধি তব হৃদয় দূষিল॥
তুমি সবে শ্রুতিরূপে মোরে না পাইবে।
আমার পার্ষদরূপে যবে জন্ম ল'বে॥
প্রকটলীলায় তবে দেখিবে আমায়।
মম গুণ কীর্ত্তন করিবে উভরায়॥
তাহা শুনি' শ্রুতিগণ নিস্তব্ধ হইয়া।
গোপনে আছিল হেথা কাল অপেক্ষিয়া॥
এই ধন্য কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।
যাহাতে হইল শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার॥
বিদ্যালীলা করিবেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
গণসহ বৃহস্পতি জন্মে অতঃপর॥
বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেই বৃহস্পতি।
গৌরাঙ্গ তুষিতে যত্ন করিলেন অতি॥

প্রভু মোর নবদ্বীপে শ্রীবিদ্যাবিলাস।
করিবেন জানি মনে হইয়া উদাস ॥
ইন্দ্রসভা পরিহরি' নিজগণ ল'য়ে।
জন্মিলেন স্থানে স্থানে আনন্দিত হ'য়ে ॥
এই বিদ্যানগরেতে করি' বিদ্যালয়।
বিদ্যা প্রচারিল সার্ব্বভৌম মহাশয় ॥
পাছে বিদ্যাজালে ডু'বে হারাই গৌরাঙ্গ।
এই মনে করি' এক করিলেন রঙ্গ ॥
নিজ শিষ্যগণে রাখি' নদীয়া-নগরে।
গৌরজন্ম-পূর্ব্বে তেঁহ গেলা দেশান্তরে ॥
মনে ভাবে, যদি আমি হই গৌরদাস।
কৃপা করি' মোরে প্রভু লইবেন পাশ ॥
এই বলি' সার্ব্বভৌম যায় নীলাচল।
মায়াবাদ-শাস্ত্র তথা করিল প্রবল ॥
হেথা প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীবিদ্যা-বিলাসে।
সার্ব্বভৌমশিষ্যগণে জিনে পরিহাসে ॥

ন্যায় ফাঁকি করি' প্রভু সকলে হারায়।
কভু বিদ্যানগরেতে আইসে গৌররায় ॥
অধ্যাপকগণ আর পড়ুয়ার গণ।
পরাজিত হ'য়ে সবে করে পলায়ন ॥
গৌরাঙ্গের বিদ্যালীলা অপূর্ব্ব কথন।
অবিদ্যা ছাড়য়ে তা'র যে করে শ্রবণ ॥
শুনি' জীব প্রেমানন্দে সে বেদনগরে।
ব্যাসপীঠে গড়াগড়ি যায় প্রেমভরে ॥
নিত্যানন্দ-শ্রীচরণে করে নিবেদন।
আমার সংশয় ছেদ করহ এখন ॥
সাঙ্খ্যবিদ্যা তর্কবিদ্যা অমঙ্গলময়।
কেমনে এ নিত্যধামে সে সকল রয় ॥
শুনি' প্রভু নিত্যানন্দ জীবে দেয় কোল।
আদর করিয়া বলে, 'হরি' 'হরি' বোল ॥
প্রভুর পবিত্র ধামে নাহি অমঙ্গল।
তর্ক সাঙ্খ্য স্বতঃ নহে হেথায় প্রবল ॥

ভক্তির অধীন সব, ভক্তিদাস্য করে।
কর্ম্মদোষে দুষ্ট জনে বিপর্য্যয় ধরে ॥
ভক্তি মহাদেবী হেথা, আর সব দাস।
সকলে করয়ে ভক্তি-দেবীর প্রকাশ ॥
নবদ্বীপে নববিধা-ভক্তি-অধিষ্ঠান।
ভক্তিরে সেবয় সদা কর্ম্ম আর জ্ঞান ॥
বহির্ম্মুখ জনে শাস্ত্র দেয় দুষ্টমতি।
শিষ্টজনে সেই শাস্ত্র দেয় কৃষ্ণরতি ॥
প্রৌঢ়া মায়া গৌরদাসী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
সর্ব্বযুগে এই স্থানে থাকে গৌরসেবী ॥
অতি কর্ম্মদোষ যার বৈষ্ণবেতে দ্বেষ।
তা'রে মায়া অন্ধ করি' দেয় নানা ক্লেশ ॥
সর্ব্বপাপ সর্ব্বকর্ম্ম হেথা হয় ক্ষয়।
প্রৌঢ়া মায়া বিদ্যারূপে করে কর্ম্ম লয় ॥
কিন্তু যদি শ্রীবৈষ্ণবে অপরাধ থাকে।
তবে দূর করে তারে কর্ম্মের বিপাকে ॥

বিদ্যা পড়ি' নদীয়ায় সে সব দুর্জ্জন।
কভু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥
বিদ্যার অবিদ্যা লাভ করে সেই সব।
নাহি দেখে শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়াবৈভব ॥
অতএব বিদ্যা নহে অমঙ্গলময়।
বিদ্যার অবিদ্যা-ছায়া অমঙ্গল হয় ॥
এ সব স্ফুরিবে জীব গৌরাঙ্গ-কৃপায়।
লিখিবে আপন শাস্ত্রে প্রভুর ইচ্ছায় ॥
তোমার দ্বারা করিবেন শাস্ত্র-পরকাশ।
এবে চল যাই মোরা জহ্নুর আবাস ॥
বলিতে বলিতে সবে জান্নগর যায়।
জহ্নুতপোবনশোভা দেখিবারে পায় ॥
নিত্যানন্দ বলে এই জহ্নুদ্বীপ-নাম।
ভদ্রবন-নামে খ্যাত মনোহর ধাম ॥
এই স্থানে জহ্নুমুনি তপ আচরিল।
সুবর্ণ প্রতিমা গৌর দর্শন করিল ॥

হেথা জহ্নু মুনি বৈসে সন্ধ্যা করিবারে ।
ভাগীরথী-বেগে কোশাকুশী পড়ে ধারে ॥
ধারে পড়ি' কোশাকুশী ভাসিয়া চলিল ।
গণ্ডূষে গঙ্গার জল সব পান কৈল ॥
ভগীরথ মনে ভাবে কোথা গঙ্গা গেল ।
বিহ্বল হইয়া তবে ভাবিতে লাগিল ॥
জহ্নু মুনি পান কৈল সব গঙ্গাজল ।
জানি' ভগীরথ মনে হইল বিকল ॥
কতদিন মুনিরে পূজিল মহাধীর ।
অঙ্গ বিদারিয়া গঙ্গা করিল বাহির ॥
সেই হৈতে জাহ্নবী হইল নাম তাঁর ।
জাহ্নবী বলিয়া ডাকে সকল সংসার ॥
কতদিন পরে হেথা গঙ্গার নন্দন ।
ভীষ্মদেব কৈল মাতামহ-দরশন ॥
ভীষ্মেরে আদর করে জহ্নু মহাশয় ।
বহুদিন রাখে তারে আপন আলয় ॥

জহ্নু-স্থানে ভীষ্ম ধর্ম্ম শিখিল অপার।
যুধিষ্ঠিরে শিক্ষা দিল সেই ধর্ম্মসার ॥
নবদ্বীপ থাকি' ভীষ্ম পাইল ভক্তিধন।
বৈষ্ণবমধ্যেতে ভীষ্ম হইল গণন ॥
অতএব জহ্নুদ্বীপ পরম পাবন।
হেথা বাস করে সদা ভাগ্যবান্ জন ॥
সেই দিন জহ্নুদ্বীপে নিত্যানন্দ রায়।
ভক্তগণ-সহ রহে ভক্তের আলয় ॥
পরদিন প্রাতে প্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
মোদদ্রুমদ্বীপে তবে করিল গমন ॥
জাহ্নবা-নিতাই-পদ যাহার গরিমা।
এ ভক্তিবিনোদ গায় নদীয়া-মহিমা ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ, শ্রীরামলীলা-বর্ণন

জয় জয় পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরহরি।
জয় জয় নবদ্বীপ-ধাম সর্ব্বোপরি ॥
মামগাছি গ্রামে গিয়া নিত্যানন্দরায়।
বলে—এই মোদদ্রুম, অযোধ্যা হেথায় ॥
পূর্ব্বকল্পে যবে রাম হৈল বনবাসী।
লক্ষ্মণ জানকী ল'য়ে এই স্থানে আসি' ॥
মহাবটবৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া।
কতদিন বাস কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥
নবদ্বীপ-প্রভা রাম করি' দরশন।
অল্প অল্প হাস্য করে শ্রীরঘুনন্দন ॥
কিবা দুর্ব্বাদলশ্যামরূপ মনোহর।
রাজীবলোচন, হস্তে ধনুক সুন্দর ॥
ব্রহ্মচারিবেশ, শিরে জটা শোভা পায়।
দর্শনে সকলপ্রাণিগণ-মনোহরে ॥

হাসি হাসি মুখ দেখি' জানকী তখন।
জিজ্ঞাসে শ্রীরামে দেবী হাস্যের কারণ ॥
রাম বলে "শুন সীতা জনকনন্দিনি।
অতি গোপনীয় এক আছে ত' কাহিনী ॥
ধন্য কলি যবে হয় এই নদীয়ায়।
পীতবর্ণ রূপ মোর দেখিবারে পায় ॥
জগন্নাথ মিশ্র গৃহে শ্রীশচী-উদরে।
গৌরাঙ্গ-রূপেতে জন্ম লভিব সত্বরে ॥
বাল্যলীলা দেখিবে যে-সব ভাগ্যবান্।
করিব সে-সবে আমি পর-প্রেম দান ॥
করিব সে-কালে প্রিয়ে বিদ্যার বিলাস।
শ্রীনাম-মাহাত্ম্য আমি করিব প্রকাশ ॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি যা'ব নীলাচলে।
কাঁদিবে জননী স্বীয় বধূ ল'য়ে কোলে" ॥
এই কথা শুনি' সীতা বলেন বচন।
"জননী কাঁদাবে কেন রাজীবলোচন ॥

সন্ন্যাস করিবে কেন ছাড়িয়া গৃহিণী।
পত্নী দুঃখ দিয়া সুখ কিবা নাহি জানি" ॥
শ্রীরাম বলেন, "প্রিয়ে তুমি সব জান।
জীবেরে শিখাতে এবে হইলে অজ্ঞান ॥
আমাতে যে প্রেমভক্তি তার আস্বাদন।
তুই মতে হয় সীতা শুনহ বচন ॥
আমার সংযোগে সুখ সম্ভোগ বোলয়।
আমার বিয়োগে সুখ বিপ্রলম্ভ হয় ॥
ভক্ত মোর নিত্য সঙ্গী সম্ভোগ বাঞ্ছয়।
মম কৃপাবশে তার বিপ্রলম্ভ হয় ॥
বিপ্রলম্ভে দুঃখ যেই আমার কারণ।
পরম আনন্দ তাহা, জানে ভক্তজন ॥
বিপ্রলম্ভ-শেষে যবে সম্ভোগ উদয়।
পূর্ব্বাপেক্ষা কোটিগুণ সুখ তাহে হয় ॥
সেই ত' সুখের হেতু আমার বিচ্ছেদ।
স্বীকার করহ তুমি, বলে চারি বেদ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে কৌশল্যা-জননী।
শচীদেবী অদিতি বেদেতে যার ধ্বনি ॥
তুমি বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে সেবিবে আমারে।
বিচ্ছেদে শ্রীগৌরমূর্ত্তি করিবে প্রচারে ॥
তোমার বিচ্ছেদে কভু স্বর্ণসীতা করি'।
ভজিব তোমারে আমি অযোধ্যা-নগরী ॥
তা'র বিনিময়ে তুমি নদীয়া-নগরে।
গৌরাঙ্গ-প্রতিমা করি' পূজিবে আমারে ॥
এই গূঢ় কথা সীতা গোপনীয় অতি।
লোকেতে প্রকাশ নাহি হইবে সম্প্রতি ॥
এই নবদ্বীপ মোর বড় প্রিয়স্থান।
অযোধ্যাদি নাহি হয় ইহার সমান ॥
এই রামবট-বৃক্ষ কলি-আগমনে।
অদর্শন হ'য়ে সীতা র'বে সঙ্গোপনে" ॥
এইরূপে রাম সীতা লক্ষ্মণ সহিত।
এইস্থানে কতদিন হ'য়ে অবস্থিত ॥

দণ্ডক অরণ্যে গেলা কার্য্য সাধিবারে।
রামের কুটীর-স্থান পাও দেখিবারে॥
রামমিত্র গুহক প্রভুর ইচ্ছা-বশে।
এই স্থানে জন্মিলেন বিপ্রের ঔরসে॥
সদানন্দ বিপ্র ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর।
রাম বিনা ত্রিজগতে নাহি জানে আর॥
যেই দিন প্রভু মোর জন্মে মায়াপুরে।
সেই দিন সদানন্দ ছিল মিশ্র-ঘরে॥
প্রভুর জনমকালে যত দেবগণ।
মিশ্রের ভবনে শিশু করে দরশন॥
পরম সাধক বিপ্র চিনে দেবগণে।
জানিল আমার প্রভু জন্মিল এখানে॥
পরম কৌতুকে বিপ্র আইল নিজ ঘরে।
ইষ্টধ্যানে দেখে বিপ্র গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
সিংহাসনে বসিয়াছে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ চামর ঢুলায়॥

পুনঃ দেখে রামচন্দ্র দুর্ব্বাদলশ্যাম।
নিকটে লক্ষ্মণবীর শ্রীঅনন্তধাম ॥
বামে সীতা, সম্মুখে ভকত হনুমান্।
দেখিয়া বিপ্রের হৈল প্রভুতত্ত্বজ্ঞান ॥
পরম আনন্দে বিপ্র মায়াপুরে গিয়া।
অলক্ষে গৌরাঙ্গ দেখে নয়ন ভরিয়া ॥
'ধন্য আমি' 'ধন্য আমি' বলে বারবার।
গৌররূপে রামচন্দ্র সম্মুখে আমার ॥
কতদিনে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।
সদানন্দ 'গৌর' বলি' তাহাতে নাচিল ॥
ওহে জীব, এই স্থানে শ্রীভাণ্ডীর বন।
নির্ম্মল ভকতগণ করে দরশন ॥
সেই সব কথা শুনি', নিত্যধামে হেরি'।
নাচেন ভকতগণ নিত্যানন্দে ঘেরি' ॥
শ্রীজীবের অঙ্গে হয় সাত্ত্বিক বিকার।
'হা গৌরাঙ্গ' বলি' জীব করেন চীৎকার ॥

সেই গ্রামে সেই দিন নারায়ণী-ঘরে।
রহিলেন নিত্যানন্দ প্রফুল্ল অন্তরে॥
পরম পবিত্র সতী ব্যাসের জননী।
শ্রীবৈষ্ণবগণে সেবা করিল আপনি॥
পরদিন প্রাতে সবে চলি' কত দূর।
প্রবেশিল অনায়াসে শ্রীবৈকুণ্ঠপুর॥
নিতাই-জাহ্নবা আজ্ঞা করয়ে পালন।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় দীন অকিঞ্চন॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্রীবৈকুণ্ঠপুর, শ্রীরুদ্রপুর ও পুলিন-বর্ণন

পঞ্চতত্ত্ব-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় ।
জয় জয় নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ-আলয় ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে আসি' প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীজীবে কহেন তবে হাসি' মন্দ মন্দ ॥
নবদ্বীপ-অষ্টদল-একপার্শ্বে হয় ।
এই ত' বৈকুণ্ঠপুরী শুনহ নিশ্চয় ॥
পরব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠ নারায়ণ-স্থান ।
বিরজার পারে স্থিতি এই ত' সন্ধান ॥
মায়ার নাহিক তথা গতি কদাচন ।
শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তি-সেব্য তথা নারায়ণ ॥
চিন্ময়-ভূমির ব্রহ্ম হয় ত' কিরণ ।
চর্ম্মচক্ষে জড়দৃষ্টি করে সর্ব্বজন ॥
এই নারায়ণ-ধামে নিত্য নিরঞ্জনে ।
নারদ দেখিল কভু চিন্ময় লোচনে ॥

নারায়ণে দেখে পুনঃ গৌরাঙ্গসুন্দর ।
দেখি' হেথা কতদিনে রহে মুনিবর ॥
আর এক কথা গূঢ় আছে পুরাতন।
জগন্নাথ-ক্ষেত্রে আইল আচার্য্য লক্ষ্মণ ॥
বহু স্তবে তুষ্ট কৈল দেব জগন্নাথে ।
কৃপা করি' জগন্নাথ আইল সাক্ষাতে ॥
সাক্ষাতে আসিয়া প্রভু বলিল বচন ।
"নবদ্বীপধাম তুমি করহ দর্শন ॥
অতি অল্পদিনে আমি নদীয়া-নগরে ।
প্রকট হইব জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥
নবদ্বীপ হয় মোর অতি প্রিয়স্থান ।
পরব্যোম তা'র একদেশে অধিষ্ঠান ॥
তুমি মোর নিত্যদাস ভকতপ্রধান।
অবশ্য দেখিবে তুমি নবদ্বীপ-স্থান ॥
তব শিষ্যগণ দাস্যরসেতে মগন।
হেথায় থাকুক, তুমি করহ গমন ॥

নবদ্বীপ না দেখে যে পাইয়া শরীর।
মিথ্যা তা'র জন্ম, ওহে রামানুজ ধীর ॥
রঙ্গস্থান শ্রীবেঙ্কট যাদব অচল।
নবদ্বীপ-কলা মাত্র হয় সে সকল ॥
অতএব নবদ্বীপ করিয়া গমন।
দেখ গৌরাঙ্গের রূপ কেশবনন্দন ॥
ভক্তি প্রচারিতে তুমি আইলে ধরাতলে।
সার্থক হউক্ জন্ম গৌর-কৃপাবলে ॥
নবদ্বীপ দেখি' তুমি যাও কূর্ম্মস্থান।
শিষ্যগণ-সনে তথা হইবে মিলন" ॥
এত শুনি' লক্ষ্মণার্য্য যুড়ি' দুই কর।
জগন্নাথে নিবেদন করে অতঃপর ॥
"তোমার কৃপায় প্রভু গৌর-কথা শুনি'।
কোন্ তত্ত্ব গৌরচন্দ্র তাহা নাহি জানি ॥
রামানুজে কৃপা করি' জগবন্ধু বলে।
"গোলোকের নাথ কৃষ্ণ জানেন সকলে ॥

যাঁহার বিলাসমূর্ত্তি প্রভু নারায়ণ।
সেই কৃষ্ণ পরতত্ত্ব, ধাম বৃন্দাবন ॥
সেই কৃষ্ণ পূর্ণরূপে নিত্য গৌরহরি।
সেই বৃন্দাবনধাম নবদ্বীপ-পুরী ॥
নবদ্বীপে আমি নিত্য গৌরাঙ্গসুন্দর।
নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠধাম জগত-ভিতর ॥
আমার কৃপায় ধাম আছে ভূমণ্ডলে।
মায়াগন্ধ নাহি তথা, সর্ব্বশাস্ত্র বলে ॥
ভূমণ্ডলে আছে বলি' যদি ভাব হীন।
তবে তব ভক্তিক্ষয় হ'বে দিন দিন ॥
আমার অচিন্ত্যশক্তি সে চিন্ময়-ধামে।
আমার ইচ্ছায় রাখিয়াছে মায়াশ্রমে ॥
যুক্তির অতীত তত্ত্ব শাস্ত্র নাহি পায়।
কেবল জানেন ভক্ত আমার কৃপায়" ॥
জগন্নাথ-বাক্য শুনি' রামানুজ ধীর।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমে তবে হইল অস্থির ॥

বলে "প্রভু বড়ই আশ্চর্য্য লীলা তব।
বেদশাস্ত্র নাহি জানে তোমার বৈভব ॥
শাস্ত্রেতে বিশেষরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা।
কেন প্রভু জগন্নাথ ব্যক্ত না করিলা ॥
গাঢ়রূপে শ্রুতি-পুরাণাদি দেখি যবে।
কভু গৌরতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি চিত্তে পাই তবে ॥
তব আজ্ঞা প্রাপ্ত হ'য়ে ছাড়িল সংশয়।
গৌর-লীলা-রস হৃদে হইল উদয় ॥
আজ্ঞা হয় নবদ্বীপ করিয়া গমন।
প্রচারিব গৌর-লীলা এ তিন ভুবন ॥
গূঢ়শাস্ত্র ব্যক্ত করি' জানাব সবারে।
গৌরভক্ত করি বল এ তিন সংসারে" ॥
রামানুজ আগ্রহ দেখিয়া জগন্নাথ।
বলে "রামানুজ নাহি বল ঐছে বাত ॥
গৌরলীলা অতি গূঢ় রাখিবে গোপনে।
সে লীলার অপ্রকটে পাবে সর্ব্বজনে ॥

তুমি দাস্য-রস মোর করহ প্রচার।
নিজে নিজে চিত্তে গৌর ভজ অনিবার" ॥
সঙ্কেত পাইয়া রামানুজ মহাশয়।
গোপনে শ্রীনবদ্বীপে হইল উদয় ॥
পাছে ব্যক্ত হয় গৌরলীলা অসময়ে।
সে' কারণ রামানুজে বিশ্বক্সেন ল'য়ে ॥
পরব্যোম শ্রীবৈকুণ্ঠপুরীতে রাখয়।
এই স্থান দেখি' রামানুজ মুগ্ধ হয় ॥
শ্রী-ভু-লীলা-নিষেবিত পরব্যোমপতি।
দেখা দিল রামানুজে কৃপা করি' অতি ॥
রামানুজ নিজ ইষ্টদেবের দর্শনে।
আপনারে ধন্য মানি'গণে মনে মনে ॥
ক্ষণেকে লক্ষ্মণ দেখে পুরট সুন্দর।
জগন্নাথমিশ্রসুত রূপ মনোহর ॥
রূপের ছটায় রামানুজ মূর্চ্ছা যায়।
শ্রীগৌর ধরিল পদ তাঁহার মাথায় ॥

দিব্যজ্ঞানে রামানুজ করিল স্তবন।
নদীয়া-প্রকট-লীলা পা'ব দরশন ॥
এই বলি' প্রেমে কাঁদে রামানুজস্বামী।
বলে "নবদ্বীপ ছাড়ি' নাহি যাব আমি" ॥
কৃপা করি' গৌরহরি বলিল বচন।
"পূর্ণ হ'বে ইচ্ছা তব কেশবনন্দন ॥
যে-কালে নদীয়া-লীলা প্রকট হইবে।
তখন দ্বিতীয় জন্ম নবদ্বীপে পাবে" ॥
এই বলি' গৌরহরি হৈল অন্তর্দ্ধান।
সুস্থ হ'য়ে রামানুজ করিল প্রয়াণ ॥
কতদিনে কূর্ম্মস্থানে হৈল উপস্থিত।
তথা দেখা হৈল শিষ্যগণের সহিত ॥
দাক্ষিণাত্যে গিয়া দাস্যরস ব্যক্ত করে।
নবদ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবিয়া অন্তরে ॥
গৌরাঙ্গের কৃপাবশে এই নিত্যধামে।
জনমিল রামানুজ শ্রীঅনন্ত-নামে ॥

বল্লভ-আচার্য্য-গৃহে করিয়া গমন।
লক্ষ্মী-গৌরাঙ্গের বিভা করে দরশন ॥
অনন্তের গৃহ-স্থান দেখ ভক্তগণ।
হেথা নারায়ণ-ভক্ত ছিল বহুজন ॥
তাৎকালিক রাজগণ এই পীঠস্থানে।
নারায়ণ সেবা প্রকাশিলে সবে জানে ॥
নিশ্রেয়স-বন এই বিরজার পার।
ভক্তগণ দেখি' পায় আনন্দ অপার ॥
এইরূপ পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে।
সবে উপনীত মহৎপুর-সন্নিহিতে ॥
প্রভু বলে, এইস্থানে আছে কাম্যবন।
পরম-ভকতি-সহ কর দরশন ॥
পঞ্চবট এই স্থানে ছিল পূর্ব্বকালে।
প্রভুর ইচ্ছায় এবে গেল অন্তরালে ॥
এবে এই স্থানে মাতাপুর নাম কয়।
পূর্ব্ব-নাম শাস্ত্রসিদ্ধ মহৎপুর হয় ॥

দ্রৌপদীর সহ পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজন।
অজ্ঞাতবাসেতে গৌড়ে কৈল আগমন॥
একচক্রা-গ্রামে স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির।
নদীয়া-মাহাত্ম্য জানি' হইল অস্থির॥
পরদিন নবদ্বীপ-দর্শনের আশে।
এই স্থানে আইল সবে পরম উল্লাসে॥
নবদ্বীপ-শোভা হেরি' পাণ্ডুপুত্রগণ।
গৌড়বাসিগণ-ভাগ্য করে প্রশংসন॥
কতদিন করিলেন এই স্থানে বাস।
অসুর রাক্ষসগণে করিল বিনাশ॥
যুধিষ্ঠির-টিলা এই দেখ সর্ব্বজন।
দ্রৌপদীর কুণ্ড হেথা কর দরশন॥
স্থানের মাহাত্ম্য জানি' রাজা যুধিষ্ঠির।
এই স্থানে কত দিন হইলেন স্থির॥
একদিন স্বপ্নে দেখে গৌরাঙ্গের রূপ।
সর্ব্বদিক্ আলো করে অতি অপরূপ॥

হাসিতে হাসিতে গৌর বলিল বচন।
"অতি গোপ্য রূপ এই কর দরশন ॥
আমি কৃষ্ণ নন্দসুত তোমার আলয়ে।
মিত্রভাবে থাকি সদা নিজ জন হ'য়ে ॥
এই নবদ্বীপধাম সর্ব্বধামসার।
কলিতে প্রকট হ'য়ে নাশে অন্ধকার ॥
তুমি সবে আছ চিরকাল দাস মম।
আমার প্রকটকালে পাইবে জনম ॥
উৎকল-দেশেতে সিন্ধুতীরে তোমা সহ।
একত্রে পুরুষোত্তমে রব অহরহ ॥
এই স্থান হৈতে এবে যাহ ওড্র দেশ।
সে দেশ পবিত্র করি' নাশ জীব-ক্লেশ ॥
স্বপ্ন দেখি' যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে বলে।
যুক্তি করি' ছয় জনে ওড্র দেশে চলে ॥
নবদ্বীপ ছাড়িতে হৈল বড় ক্লেশ।
তথাপি পালন করে প্রভুর আদেশ ॥

এই স্থানে মধ্বমুনি শিষ্যগণ ল'য়ে।
রহিলেন কতদিন ধামবাসী হ'য়ে ॥
মধ্বেরে করিয়া কৃপা গৌরাঙ্গসুন্দর।
স্বপ্নে দেখাইল রূপ অতি মনোহর ॥
হাসি' হাসি' গৌরচন্দ্র মধ্বাচার্য্যে বলে।
"তুমি নিত্যদাস মম জানে ত' সকলে ॥
নবদ্বীপে যবে আমি প্রকট হইব।
তব সম্প্রদায় আমি স্বীকার করিব ॥
এবে সর্ব্বদেশে তুমি করিয়া যতন।
মায়াবাদ অসচ্ছাস্ত্র কর উৎপাটন ॥
শ্রীমূর্ত্তি-মাহাত্ম্য তুমি কর পরকাশ।
তব শুদ্ধ মত আমি করিব বিকাশ" ॥
এত বলি' গৌরচন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান।
নিদ্রা ভাঙ্গি' মধ্বমুনি হইল অজ্ঞান ॥
আর কি দেখিব রূপ পুরট-সুন্দর।
বলিয়া ক্রন্দন করে মধ্ব অতঃপর ॥

দৈববাণী হৈল তবে নির্ম্মল আকাশে।
আমারে গোপনে ভজি' আইস মম পাশে ॥
সুস্থির হইয়া মধ্বাচার্য্য মহাশয়।
মায়াবাদি-দিগ্বিজয়ে করিল বিজয় ॥
এই সব পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে।
রুদ্রদ্বীপে উপনীত দেখিতে দেখিতে ॥
প্রভু নিত্যানন্দ বলে, "এই রুদ্রখণ্ড।
ভাগীরথী-প্রভাবে হইল দুই খণ্ড ॥
লোকবাস নাহি হেথা প্রভুর ইচ্ছায়।
পশ্চিমের দ্বীপ দেখ পূর্ব্বপারে যায় ॥
হেথা হৈতে দেখ ঐ শ্রীশঙ্করপুর।
শোভা পায় গঙ্গাতীরে দেখ কতদূর ॥
শঙ্কর আচার্য্য যবে করে দিগ্বিজয়।
নবদ্বীপ জয়ে তথা উপস্থিত হয় ॥
মনেতে বৈষ্ণবরাজ আচার্য্য শঙ্কর।
বাহিরে অদ্বৈতবাদী মায়ার কিঙ্কর ॥

নিজে রুদ্র-অংশ সদা প্রতাপে প্রচুর।
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের মত প্রচারেতে শূর ॥
প্রভুর আজ্ঞায় রুদ্র এই কার্য্য করে।
আইলেন যবে তেঁহ নদীয়া-নগরে ॥
স্বপ্নে প্রভু গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
কৃপা করি' বলে তারে মধুর বচন ॥
"তুমি ত' আমার দাস, মম আজ্ঞা ধরি'।
প্রচারিছ মায়াবাদ বহু যত্ন করি' ॥
এই নবদ্বীপধাম মম প্রিয় অতি।
হেথা মায়াবাদ কভু না পাইবে গতি ॥
বৃদ্ধশিব হেথা প্রৌঢ়া মায়ারে লইয়া।
কল্পিত আগমগণে দেন প্রচারিয়া ॥
মম ভক্তগণে দ্বেষ করে যেই জন।
তাহারে কেবল তেঁহ করেন বঞ্চন ॥
এই স্থানে সাধারণে মম ভক্ত হয়।
দুষ্টমত প্রচারের স্থান ইহা নয় ॥

অতএব তুমি কর অন্যত্র গমন।
নবদ্বীপবাসিগণে না কর পীড়ন" ॥
স্বপ্নে নবদ্বীপ-তত্ত্ব জানিয়া তখন।
ভক্ত্যাবেশে অন্য দেশে করিল গমন ॥
এই রুদ্রদ্বীপে হয় রুদ্রগণস্থান।
হেথা রুদ্রগণ গৌর-গুণ করে গান ॥
শ্রীনীল-লোহিত-রুদ্রগণ অধিপতি।
মহানন্দে নৃত্য হেথা করে নিতি নিতি ॥
রুদ্রনৃত্য দেখি' আকাশেতে দেবগণ।
আনন্দেতে করে সবে পুষ্পবরিষণ ॥
কদাচিৎ বিষ্ণুস্বামী আসি' দিগ্বিজয়ে।
রুদ্রদ্বীপে রহে রাত্রে শিষ্যগণ লয়ে ॥
'হরি' 'হরি' বলি' নৃত্য করে শিষ্যগণ।
বিষ্ণুস্বামী শ্রুতি-স্তুতি করেন পঠন ॥
ভক্তি-আলোচনা দেখি' হ'য়ে হরষিত।
কৃপা করি' দেখা দিল শ্রীনীল-লোহিত ॥

বৈষ্ণব-সভায় রুদ্র হৈল উপনীত।
দেখি' বিষ্ণুস্বামী অতি হৈল চমকিত ॥
কর যুড়ি' স্তব করে বিষ্ণু ততক্ষণ।
দয়ার্দ্র হইয়া রুদ্র বলেন বচন ॥
"তোমরা বৈষ্ণব জন মম প্রিয় অতি।
ভক্তি-আলোচনা দেখি' তুষ্ট মম মতি ॥
বর মাগ, দিব আমি হইয়া সদয়।
বৈষ্ণবে অদেয় মোর কিছু নাহি হয়" ॥
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া বিষ্ণু মহাশয়।
কর যুড়ি' বর মাগে প্রেমানন্দময় ॥
"এই বর দেহ প্রভু আমা সবাকারে।
ভক্তি-সম্প্রদায়-সিদ্ধি লভি অতঃপরে" ॥
পরম আনন্দে রুদ্র বর করি' দান।
নিজ সম্প্রদায় বলি' করিল আখ্যান ॥
সেই হৈতে বিষ্ণুস্বামী স্বীয় সম্প্রদায়।
শ্রীরুদ্র-নামেতে খ্যাতি দিয়া নাচে গায় ॥

রুদ্রকৃপাবলে বিষ্ণু এ স্থানে রহিয়া।
ভজিল শ্রীগৌরচন্দ্র প্রেমের লাগিয়া॥
স্বপ্নে আসি' শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুরে বলিল।
"মম ভক্ত রুদ্র-কৃপা তোমারে হইল॥
ধন্য তুমি নবদ্বীপে পাইলে ভক্তিধন।
শুদ্ধাদ্বৈত-মত প্রচারহ এইক্ষণ॥
কতদিনে হ'বে মোর প্রকট সময়।
শ্রীবল্লভভট্ট-রূপে হইবে উদয়॥
শ্রীক্ষেত্রে আমারে তুমি করি' দরশনে।
সম্প্রদায়ে সিদ্ধি পাবে গিয়া মহাবনে"॥
ওহে জীব! শ্রীবল্লভ গোকুলে এখন।
তুমি তথা গেলে পা'বে তা'র দরশন॥
এত বলি' নিত্যানন্দ দক্ষিণাভিমুখে।
পারডাঙ্গা শ্রীপুলিনে চলিলেন সুখে॥
পুলিনে যাইয়া প্রভু নিত্যানন্দরায়।
শ্রীরাসমণ্ডল ধীরসমীর দেখায়॥

বলে "জীব! এই দেখ নিত্য বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন-লীলা হেথা পায় দরশন"॥
বৃন্দাবন শুনি' জীব প্রেমেতে বিহ্বল।
নয়নেতে বহে দরদর প্রেমজল॥
প্রভু বলে, "শ্রীগৌরাঙ্গ ল'য়ে ভক্তজন।
এই স্থানে রাস-পদ্য করিল কীর্ত্তন॥
মহারাস-লীলাস্থান যথা বৃন্দাবনে।
তথা এই স্থান জীব! জাহ্নবী-পুলিনে॥
নিত্যরাস হয় হেথা গোপীগণ সনে।
দরশন করে কভু ভাগ্যবান্ জনে॥
ইহার পশ্চিমে দেখ শ্রীধীরসমীর।
ভজনের স্থান এই শুন ওহে ধীর॥
ব্রজে ধীরসমীর যে যমুনার তীরে।
সেই স্থান হেথা গঙ্গাপুলিন-ভিতরে॥
দেখিতে গঙ্গার তীর, বস্তুতঃ তা' নয়।
গঙ্গার পশ্চিমধারে শ্রীযমুনা বয়॥

যমুনার তীরে এই পুলিন সুন্দর।
অতএব বৃন্দাবন বলে বিশ্বম্ভর ॥
বৃন্দাবনে যত স্থান লীলার আছয়।
সে সব জানহ জীব এই স্থানে হয় ॥
বৃন্দাবনে নবদ্বীপে কিছু নাহি ভেদ।
গৌরকৃষ্ণে কভু নাহি করিবে প্রভেদ" ॥
মহাভাবে গরগর নিত্যানন্দ রায়।
বৃন্দাবন দেখাইয়া জীবে ল'য়ে যায় ॥
কতদূরে উত্তরেতে করিয়া গমন।
রুদ্রদ্বীপে সেই রাত্রি করিল যাপন ॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদ যাহার সম্পদ।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় সে ভক্তিবিনোদ ॥

— — —

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীবিল্বপক্ষ ও শ্রীভরদ্বাজটিলা-বর্ণন

জয় জয় নদীয়াবিহারী গৌরচন্দ্র।
জয় একচক্রাপতি প্রভু নিত্যানন্দ ॥
জয় শান্তিপুরনাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
রামচন্দ্রপুরবাসী জয় গদাধর।
জয় জয় গৌড়ভূমি চিন্তামণিসার।
কলিযুগে কৃষ্ণ যথা করিলা বিহার ॥
শ্রীজাহ্নবী পার হ'য়ে পদ্মার নন্দন।
কিছু দূরে গিয়া বলে দেখ ভক্তগণ ॥
বিল্বপক্ষ-নাম এই স্থান মনোহর।
বেলপুখরিয়া বলি' বলে সর্ব্ব নর ॥
ব্রজধামে যা'রে শাস্ত্রে বলে বিল্ববন।
নবদ্বীপে সেইস্থান কর দরশন ॥
পঞ্চবক্ত্র বিল্বকেশ আছিল হেথায়।
একপক্ষ বিল্বদলে আরাধিয়া তায় ॥

ব্রাহ্মণ সজ্জনগণে তুষিল তাঁহারে।
কৃষ্ণভক্তি বর দিল তাহা সবাকারে ॥
সেই বিপ্রগণ-মধ্যে নিম্বাদিত্য ছিল।
বিশেষ করিয়া পঞ্চবক্ত্র আরাধিল ॥
কৃপা করি' পঞ্চবক্ত্র কহিল তখন।
"এই গ্রামপ্রান্তে আছে দিব্য বিল্ববন ॥
সেই বন-মধ্যে চতুঃসন আছে ধ্যানে।
তাঁদের কৃপায় তব হ'বে দিব্যজ্ঞানে ॥
চতুঃসন গুরু তব, তাঁ'দের সেবায়।
সর্ব্ব অর্থ লাভ হইবে হেথায় ॥"
এত বলি' মহেশ্বর হৈল অন্তর্দ্ধান।
নিম্বাদিত্য অন্বেষণ করি' পায় স্থান ॥
বিল্ববন-মধ্যে দেখে বেদী মনোহর।
চতুঃসন বসিয়াছে তাহার উপর ॥
সনক, সনন্দ আর ঋষি সনাতন।
শ্রীসনৎকুমার—এই ঋষি চারি জন ॥

বৃদ্ধকেশ-সন্নিধানে অন্য অলক্ষিত।
বস্ত্রহীন সুকুমার উদার-চরিত ॥
দেখি' নিম্বাদিত্যাচার্য্য পরম কৌতুকে।
'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' ডাকি' বলে সুখে ॥
হরিনাম শুনি' কাণে ধ্যান ভঙ্গ হৈল।
সম্মুখে বৈষ্ণবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া সবে হ'য়ে হৃষ্টমন।
নিম্বাদিত্য ক্রমে ক্রমে দেয় আলিঙ্গন ॥
"কে তুমি কেন বা হেথা, বল পরিচয়।
তোমার প্রার্থনা মোরা পূরাব নিশ্চয় ॥"
শুনি' নিম্বাদিত্য দণ্ডবৎ প্রণমিয়া।
নিজ পরিচয় দেয় বিনীত হইয়া ॥
নিম্বার্কের পরিচয় করিয়া শ্রবণ।
শ্রীসনৎকুমার কয় সহাস্য-বদন ॥
"কলি ঘোর হইবে জানিয়া কৃপাময়।
ভক্তি প্রচারিতে চিত্তে করিল নিশ্চয় ॥

চারিজন ভক্তে শক্তি করিয়া অর্পণ।
ভক্তি প্রচারিতে বিশ্বে করিল প্রেরণ॥
রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণু—এই তিন জন।
তুমি ত' চতুর্থ হও ভক্ত মহাজন॥
শ্রীদেবী করিল রামানুজে অঙ্গীকার।
ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যে, রুদ্র বিষ্ণুকে স্বীকার॥
আমরা তোমাকে আজ জানিনু আপন।
শিষ্য করি' ধন্য হই, এই প্রয়োজন॥
পূর্ব্বে মোরা অভেদ-চিন্তায় ছিনু রত।
কৃপাযোগে সেই পাপ হৈল দূরগত॥
এবে শুদ্ধভক্তি অতি উপাদেয় জানি'॥
সংহিতা রচনা করিয়াছি একখানি॥
সনৎকুমার-সংহিতা ইহার নাম হয়।
এইমতে দীক্ষা তব হইবে নিশ্চয়॥"
গুরু-অনুগ্রহ দেখি' নিম্বার্ক ধীমান্।
অবিলম্বে আইলা করি' ভাগীরথী-স্নান॥

সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া বলে সদৈন্য বচন।
"এ অধমে তার' নাথ পতিতপাবন"॥
চতুঃসন কৈল শ্রীযুগল-মন্ত্র-দান।
ভাবমার্গে উপাসনা করিল বিধান॥
মন্ত্র লভি' নিম্বাদিত্য সিদ্ধপীঠস্থানে।
উপাসনা করিলেন সংহিতা-বিধানে॥
কৃপা করি' রাধাকৃষ্ণ তা'রে দেখা দিল।
রূপের ছটায় চতুর্দ্দিক আলো হৈল॥
মৃদু মৃদু হাসি' মুখে বলেন বচন।
"ধন্য তুমি নিম্বাদিত্য! করিলে সাধন॥
অতি প্রিয় নবদ্বীপ আমা দোঁহাকার।
হেথা দোঁহে একরূপ শচীর কুমার॥"
বলিতে বলিতে গৌর-রূপ প্রকাশিল।
রূপ দেখি' নিম্বাদিত্য বিহ্বল হইল॥
বলে "কভু নাহি দেখি, নাহি শুনি কাণে।
এ হেন অপূর্ব্ব রূপ আছে কোন খানে॥"

কৃপা করি' মহাপ্রভু বলিল তখন।
"এ' রূপ গোপন এবে কর মহাজন॥
প্রচারহ কৃষ্ণভক্তি যুগল-বিলাস।
যুগল-বিলাসে মোর অত্যন্ত উল্লাস॥
যে সময়ে গৌর-রূপ প্রকট হইবে।
শ্রীবিদ্যাবিলাসে তবে বড় রঙ্গ হ'বে॥
সে সময়ে কাশ্মীর-প্রদেশে জন্ম ল'য়ে।
ভ্রমিবে ভারতবর্ষ দিগ্বিজয়ী হ'য়ে॥
কেশব কাশ্মীরী নামে সকলে তোমায়।
মহাবিদ্যাবান্ বলি' সর্ব্বত্রেতে গায়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এই নবদ্বীপ-ধামে।
আসিয়া থাকিবে তুমি মায়াপুর-গ্রামে॥
নবদ্বীপে বড় বড় অধ্যাপকগণ।
তব নাম শুনি' করিবেক পলায়ন॥
আমি ত' তখন বিদ্যাবিলাসে মাতিব।
পরাজিয়া তোমা সবে আনন্দ লভিব॥

সরস্বতী-কৃপাবলে জানি' মম তত্ত্ব।
আশ্রয় করিবে মোরে ছাড়িয়া মহত্ত্ব॥
ভক্তি দান করি' আমি তোমারে তখন।
ভক্তি প্রচারিতে পুনঃ করিব প্রেরণ॥
অতএব দ্বৈতাদ্বৈত-মত প্রচারিয়া।
তুষ্ট কর এবে মোরে গোপন করিয়া॥
যবে আমি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিব।
তোমাদের মত-সার নিজে প্রচারিব॥
মধ্ব হইতে সারদ্বয় করিব গ্রহণ।
এক হয় কেবল-অদ্বৈত নিরসন॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি নিত্য জানি' তাঁহার সেবন।
সেই ত' দ্বিতীয় সার জান মহাজন॥
রামানুজ হৈতে আমি লই দুই সার।
অনন্য-ভকতি, ভক্তজন-সেবা আর॥
বিষ্ণু হৈতে দুই সার করিব স্বীকার।
তদীয়-সর্ব্বস্ব-ভাব, রাগমার্গ আর॥

তোমা হৈতে ল'ব আমি দুই মহাসার।
একান্ত রাধিকাশ্রয়, গোপীভাব আর ॥"
এত বলি' গৌরচন্দ্র হৈল অদর্শন।
প্রেমে নিম্বাদিত্য কত করিল রোদন ॥
গুরুপাদপদ্ম নমি' চলে দেশান্তর।
কৃষ্ণভক্তি প্রচারিতে হইয়া তৎপর ॥
দূর হৈতে রামতীর্থ জীবেরে দেখায়।
কোলাসুরে হলধর বধিল যথায় ॥
করিলেন গঙ্গাস্নান ল'য়ে যদুগণ।
রুক্মপুর বলি' নাম প্রকাশ এখন ॥
নবদ্বীপ-পরিক্রমা ঐ একশেষ।
কার্ত্তিক মাসেতে তথা মাহাত্ম্যবিশেষ ॥
বিল্বপক্ষ ছাড়ি' প্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
ভরদ্বাজটীলা গ্রামে করে আরোহণ ॥
নিত্যানন্দ বলে, "এই স্থানে মুনিবর।
আইলেন দেখি' তীর্থ শ্রীগঙ্গাসাগর ॥

হেথা শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র করি' আরাধন।
রহিলেন কতদিন মুনি মহাজন ॥
তাঁ'র আরাধনে তুষ্ট হ'য়ে বিশ্বম্ভর।
নিজরূপে দেখা দিলা সদয় অন্তর ॥
মুনিরে বলিল, "তব ইষ্ট সিদ্ধ হ'বে।
আমার প্রকটকালে আমারে দেখিবে" ॥
এই কথা বলি' প্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান।
ভরদ্বাজ মহাপ্রেমে হইল অজ্ঞান ॥
কতদিন থাকি' এই টিলার উপর।
অন্যতীর্থ দরশনে গেলা মুনিবর ॥
লোকেতে ভারুইডাঙ্গা বলে এই স্থানে।
মহাতীর্থ হয় এই, শাস্ত্রের বিধানে ॥
বলিতে বলিতে সবে যায় মায়াপুর।
আগুবাড়ি' লয় সবে ঈশান ঠাকুর ॥
মহাপ্রেমে নিত্যানন্দ করেন নর্ত্তন।
সকল বৈষ্ণব মেলি' করেন কীর্ত্তন।

জগন্নাথ-মিশ্রালয় সর্ব্বপীঠসার।
নাম-সহ যথা শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার ॥
সেই দিন প্রভু-গৃহে প্রভুর জননী।
বৈষ্ণবগণেরে অন্ন খাওয়ান আপনি ॥
কি আনন্দ হৈল তথা না হয় বর্ণন।
মহাসমারোহে হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদ-ছায়া যা'র আশ।
এ ভক্তিবিনোদ গায় নদীয়া-বিলাস ॥

———

সপ্তদশ-অধ্যায়

শ্রীজীব গোস্বামীর প্রশ্নোত্তর

জয় জয় গোরাচাঁদ জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত গদাধর প্রেমরসানন্দ ॥
জয় শ্রীবাসাদি ভক্ত নবদ্বীপ জয়।
জয় নামসংকীর্ত্তন প্রেমের নিলয় ॥
বসিয়াছে নিত্যানন্দ শ্রীবাস-অঙ্গনে।
গৌরপ্রেমে বারিধারা বহে দু' নয়নে ॥
চারিদিকে বৈষ্ণব-সজ্জন অগণন।
গৌরপ্রেম-পারাবারে মগ্ন সর্ব্বজন ॥
কতক্ষণে শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়।
শ্রীযুগল-প্রেমে মত্ত হইল উদয় ॥
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া নিত্যানন্দ পায়।
শ্রীবাস-অঙ্গনে তবে গড়াগড়ি যায় ॥
যতনে শ্রীনিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে বচন।
কতদিন পরে যা'বে তুমি বৃন্দাবন ॥

জীব বলে, "প্রভু-আজ্ঞা সর্ব্বোপরি হয়।
আজ্ঞা পাইলে করি আমি বৃন্দাবনাশ্রয় ॥
দুই এক কথা মোর আছে জিজ্ঞাসিতে।
উত্তর দাও হে প্রভু, এ দাসের হিতে ॥
এই নবদ্বীপধাম হয় বৃন্দাবন।
তবে কেন বৃন্দাবন-গমনে যতন ॥"
জীব-প্রশ্ন শুনি' প্রভু করেন উত্তর।
বড় গুহ্যকথা এই শুন অতঃপর ॥
প্রভুর প্রকট-লীলা যতদিন রয়।
দেখ যেন বহির্ম্মুখ জনে না জানয় ॥
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন হয় এক তত্ত্ব।
পরস্পর কিছু নাহি হীনত্ব মহত্ত্ব ॥
সেই বৃন্দাবনধাম রসের আধার।
সে রস না পায় যার নাহি অধিকার ॥
কৃপা করি' সেই ধাম নবদ্বীপ হয়।
হেথা রস অধিকার জীবে উপজয় ॥

রাধাকৃষ্ণ লীলা হয় সর্ব্বরসসার।
সহসা তাহাতে নাহি হয় অধিকার ॥
কত জন্ম তপস্যা করিয়া হয় জ্ঞান।
জ্ঞান পরিপক্কে পায় রসের সন্ধান ॥
তাহাতে ব্যাঘাত বহু আছে সর্ব্বক্ষণ।
অতএব সুদুর্ল্লভ রস মহাধন ॥
যেই সেই ব্রজে গিয়া নাহি পায় রস।
অপরাধ-বশে রস হয় ত' বিরস ॥
ঘোর কলিকালে অপরাধ সর্ব্বকাল।
জীবের জীবন স্বল্প বড়ই জঞ্জাল ॥
ইচ্ছা করিলেও ব্রজরস লভ্য নয়।
অতএব কৃষ্ণ-কৃপা রস-হেতু হয় ॥
রাধাকৃষ্ণ কৃপা করি' জীবের উপর।
বৃন্দাবন-সহ সমুদিত অতঃপর ॥
একমূর্ত্তি রাধাকৃষ্ণ প্রভু গৌরহরি।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে এবে অবতরি' ॥

রস অধিকার জীবে করেন প্রদান।
অপরাধ বাধা কভু নাহি পায় স্থান ॥
হেথা বাস করি' নাম করিলে আশ্রয়।
রসে অধিকার জন্মে, অপরাধ ক্ষয় ॥
স্বল্পদিনে কৃষ্ণপ্রেম হয় ত' উজ্জ্বল।
যুগল-রসের বার্ত্তা হয় ত' প্রবল ॥
তবে জীব গৌর-কৃপা করিয়া অর্জ্জন।
যুগল-রসের পীঠ পায় বৃন্দাবন ॥
গূঢ়তত্ত্ব এই, নাহি কহ যা'রে তা'রে।
নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে ভেদ হৈতে নারে ॥
তোমার আশ্রয় এবে রসপীঠ হয়।
অতএব বৃন্দাবন করহ আশ্রয় ॥
এই ধামে বৃন্দাবন হয় ত' উদয়।
তবু ব্রজধাম তব হউক্ আশ্রয় ॥
ব্রজরস-অধিকারে নবদ্বীপাশ্রয়।
জীবের কর্ত্তব্য সদা বল্লভ-তনয় ॥

ব্রজরস প্রাপ্তিস্থলে বৃন্দাবন-বাস।
জীবের যথায় হয় রসের উল্লাস ॥
নবদ্বীপ-কৃপা যবে লভে সাধুজন।
তবে অনায়াসে লভে ধাম বৃন্দাবন ॥
প্রভুর সিদ্ধান্ত শুনি' জীব মহাশয়।
পরম আনন্দে প্রভু-চরণ ধরয় ॥
চরণ ধরিয়া বলে, "কথা এক আর।
আছে মোর, শুন প্রভু সর্ব্বসারাৎসার ॥
এই নবদ্বীপে বাস করে বহুজন।
সবে কেন কৃষ্ণভক্তি না করে অর্জ্জন ॥
ধামে বৈসে তবু কেন অপরাধ রয়।
আমার হইল এবে বিষম সংশয় ॥
কিসে তবে নিশ্চিন্ত হইবে বিষ্ণুজন।
বল প্রভু বিশ্বধাম নিত্য নিরঞ্জন" ॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদ-ছায়া আশ যার।
সে ভক্তিবিনোদ কহে অকিঞ্চন ছার ॥

অষ্টাদশ-অধ্যায়

শ্রীজীব গোস্বামীর সংশয়-ছেদন ও তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ শচীর নন্দন।
জয় পদ্মাবতীসুত জাহ্নবা-জীবন ॥
জয় সীতাপতি জয় জয় গদাধর।
জয় শ্রীবাসাদি যত গৌর-পরিকর ॥
শুনিয়া জীবের প্রশ্ন নিত্যানন্দরায়।
বলেন নিগূঢ় তত্ত্ব বৈষ্ণব-সভায় ॥
"শুন! জীব বৃন্দাবন নবদ্বীপধাম।
অজস্র আনন্দময় জীবের বিশ্রাম ॥
শুদ্ধজীবগণ জড়া প্রকৃতির পার।
সদা বাস করে হেথা কৃষ্ণ-পরিবার ॥
এই ধাম নিত্যধাম বিশুদ্ধ চিন্ময়।
জড় দেশকাল হেথা পায় পরাজয় ॥

এ ধামের দেশ কাল চিদানন্দময়।
জড়ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় সদা লক্ষ্য হয় ॥

গৃহ-দ্বার, নদ-নদী, কানন চত্বর।
চিন্ময় সকল জান অতি মনোহর ॥

সেই ত' আনন্দধাম প্রকৃতির পার।
অচিন্ত্য কৃষ্ণের শক্তি পরম উদার ॥

সেই শক্তিক্রমে ধাম হেথা অবতার।
জীবের নিস্তার জন্য কৃষ্ণ-ইচ্ছাসার ॥

ধাম-মধ্যে কভু নহে জড় অবস্থিতি।
জড়বদ্ধ জীব নাহি পায় হেথা গতি ॥

ধামের উপরে জড়মায়া পাতি' জাল।
আচ্ছাদিয়া রাখে এই ধাম চিরকাল ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে যার নাহিক সম্বন্ধ।
জালের উপরে বাস করে সেই অন্ধ ॥

মনে ভাবে আমি আছি নবদ্বীপপুরে।
প্রোঢ়া মায়া মুগ্ধ করি' রাখে তারে দূরে ॥
যদি কোন ভাগ্যোদয়ে সাধু-সঙ্গ পায়।
তবে কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধ আসে তায় ॥

সম্বন্ধ নিগূঢ়-তত্ত্ব বল্লভ-নন্দন।
সহজে না বুঝে বদ্ধজীব সেই ধন ॥
মুখে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু মোর।
হৃদয় সম্বন্ধহীন সদা মায়া-ভোর ॥
সেই সব লোক বৈসে মায়াজালোপরি।
কভু শুদ্ধভক্তি নাহি পায় হরি হরি ॥
ধর্ম্মধ্বজী সুকপটী সদা দৈন্যহীন।
দম্ভগুণে আপনাকে ভাবে সমীচিন ॥
সেই দম্ভ ছাড়ে সাধু-চরণ-প্রসাদে।
তৃণ হৈতে আপনাকে দীন করি' সাধে ॥
বৃক্ষাপেক্ষা হয় তার সহিষ্ণুতা-গুণ।
অমানী আপনি, অন্যে সম্মানে নিপুন ॥
এই চারি গুণে গুণী কৃষ্ণগুণ গায়।
চৈতন্য-সম্বন্ধ তা'র বসেন হিয়ায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ—শান্ত, দাস্য, সখ্য আর।
বাৎসল্য, মধুর ইতি পঞ্চ পরকার ॥
শান্ত-দাস্য-ভাবে করি' গৌরাঙ্গ-ভজন।
লভে বাৎসল্যাদি রস কৃষ্ণে সাধুজন ॥

যা'র যেই সম্বন্ধ-জনিত সিদ্ধ ভাব।
তাহার ভজনে সেই ভাবের প্রভাব ॥

গৌরকৃষ্ণে ভেদ যা'র সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ কভু না হয় তাহার ॥

সাধুসঙ্গে দৈন্য-আদি গুণ যা'র হয়।
সেই জীব দাস্যরসে গৌরাঙ্গ ভজয় ॥

দাস্যরস-পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ-ভজনে।
মহপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বলে সাধুজনে ॥

মধুর-প্রেমেতে যা'র হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণ রূপে গৌর ভজন তাহার ॥

রাধাকৃষ্ণ ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
যুগল-বিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায় ॥

দাস্য-পরিপক্ক যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুর-রস উদে মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে ॥

সে সময়ে ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণ-রূপ হ'য়ে ব্রজে অবতরি' ॥
নিত্যলীলারসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা ব্রজধাম পায় ॥

নবদ্বীপে ব্রজে যেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হ'য়ে দুই হয়, নাহি দেখে অন্ধ ॥

সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জানে সার।
মধুর-রসেতে গৌর যুগল-আকার ॥

এই সব তত্ত্ব তো'রে রূপ-সনাতন।
জানাইবে অল্পদিনে বল্লভনন্দন ॥

তো'রে বৃন্দাবনে প্রভু দিল অধিকার।
বিলম্ব না কর জীব! ব্রজে যেতে আর" ॥

এত বলি' প্রভু তা'র মস্তকে চরণ।
অর্পণ করিয়া শক্তি করে সঞ্চারণ ॥

মহাপ্রেমে শ্রীজীব গোস্বামী কতক্ষণ।
নিত্যানন্দ-পদতলে রহে অচেতন ॥

শ্রীবাস-অঙ্গনে জীব গড়াগড়ি যায়।
সাত্ত্বিকবিকার সব দেহে শোভা পায় ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, "দুর্ভাগ্য আমার।
না দেখিনু এ নয়নে নদীয়া-বিহার ॥
জীব নিস্তারিতে লীলা কৈল গৌর রায়।
সে লীলা না দেখি' মোর দিন বৃথা যায় ॥

শ্রীজীব যাইবে ব্রজে করিয়া শ্রবণ।
শ্রীবাস-অঙ্গনে আইল যত সাধুজন॥

বৃদ্ধসব শ্রীজীবে করেন আশীর্ব্বাদ।
কনিষ্ঠ বৈষ্ণব মাগে শ্রীজীব-প্রসাদ॥

কর যুড়ি' বলে জীব সকল বৈষ্ণবে।
"মম অপরাধ কিছুমাত্র নাহি ল'বে॥
তোমরা চৈতন্যদাস জগতের গুরু।
এ ক্ষুদ্র জীবেরে দয়া কর কল্পতরু॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে মোর থাক্ রতি মতি।
নিত্যানন্দ প্রভু হ'ক্ জন্মে জন্মে গতি॥

নাহি বুঝি বাল্যকালে ছাড়িলাম ঘর।
তুমি-সব জীবনের বন্ধু অতঃপর॥

বৈষ্ণবানুকম্পা বিনা কৃষ্ণ নাহি পাই।
বৈষ্ণব-চরণধূলি দেহ সবে ভাই॥

এত বলি' সকলে করিয়া স্তুতি-নতি।
নিত্যানন্দপ্রভুর লইয়া অনুমতি॥

জগন্নাথগৃহে গিয়া শচীর চরণে।
ব্রজে যাইতে আজ্ঞা লয় বিকলিত-মনে॥

শ্রীচরণরেণু দিয়া শচীদেবী তায়।
আশীর্ব্বাদ করি' জীবে করিল বিদায়॥

কাঁদিতে কাঁদিতে জীব ভাগীরথী-পার।
'হা গৌরাঙ্গ' বলি' যায়, আজ্ঞা জানি' সার॥
কতক্ষণ চলি' চলি' নবদ্বীপ-সীমা।
পার হ'য়ে যায় জীব অনন্ত-মহিমা॥

নবদ্বীপধাম ছাড়ি' শ্রীজীব তখন।
সাষ্টাঙ্গ প্রণমি' চলে যথা বৃন্দাবন।
ব্রজধাম, শ্রীযমুনা, রূপ-সনাতন।
জাগিতে লাগিল হৃদে জীবের তখন॥

পথিমধ্যে রাত্রে স্বপ্ন দেখে গৌর রায়।
জীবেরে বলেন,—"তুমি যাও মথুরায়।
অতি প্রিয় তুমি আর রূপ-সনাতন।
একত্রে করহ ভক্তিশাস্ত্র-প্রকটন॥
আমার যুগল-সেবা তোমার জীবন।
শ্রীব্রজবিলাস সদা করহ দর্শন॥

স্বপ্ন দেখি' জীবের আনন্দ হৈল অতি।
ব্রজধাম-প্রতি ধায় সুসত্বর গতি॥

ব্রজে গিয়া শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়।
যে যে কার্য্য সাধিল তা' বর্ণন না হয়॥

ভাগ্যবান্ জন পরে করিবে বর্ণন।
শুনিবে আনন্দচিত্তে যত সাধুজন॥

ছারবুদ্ধি এ ভক্তিবিনোদ অভাজন।
শ্রীধাম-ভ্রমণ-বার্ত্তা করিল বর্ণন॥

বৈষ্ণব-চরণে মোর এই সে প্রার্থনা।
শ্রীগৌর-সম্বন্ধ মোর হউক্ যোজনা॥

শ্রীগৌর-সম্বন্ধ সহ নবদ্বীপ-বাস।
হউক্ অচিরে মোর, এই অভিলাষ॥

বিষয়গর্ত্তের কীট অতি দুরাচার।
ভক্তিহীন কামরত ক্রোধে মত্ত আর॥
এ হেন দুর্জ্জন আমি মায়ার কিঙ্কর।
শ্রীগৌরসম্বন্ধ কিসে পাই অতঃপর॥

নবদ্বীপধাম মোরে অনুগ্রহ করি'।
উদয় হউন্ হৃদে, তবে আমি তরি॥

প্রৌঢ়া মায়া কুলদেবী কৃপা অকপট।
ভরসা তরিতে মাত্র অবিদ্যা সঙ্কট॥

বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল হউন্ সদয়।
চিদ্ধাম আমার চক্ষে হউন্ উদয়॥
নবদ্বীপবাসী যত গৌরভক্তগণ।
এ পামর শিরে সবে দাও শ্রীচরণ॥
এই ত' প্রার্থনা মোর শুন সর্ব্বজন।
অচিরেতে যেন পাই চৈতন্যচরণ॥
নিত্যানন্দ-শ্রীজাহ্নবা-আদেশ পাইয়া।
বর্ণিলাম নবদ্বীপ অতি দীন হৈয়া॥
নবদ্বীপ গৌর-নিত্যানন্দ নামময়।
এই গ্রন্থ বিরচিত হইল নিশ্চয়॥
অতএব এই গ্রন্থ পরম পাবন।
রচনা-দোষেতে দোষী নহে কদাচন॥
এই গ্রন্থ পাঠ করি' গৌরভক্তজন।
পরিক্রমা-ফল সদা করুন্ অর্জ্জন॥
পরিক্রমাকালে গ্রন্থ কৈলে আলোচন।
শতগুণ ফল পায় শাস্ত্রের বচন॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া আশ যার।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় দীনহীন ছার॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।

দি নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া।

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

প্রণেতা

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

সম্পাদক

শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিত

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ভিক্ষা—।০ আনা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি হইতে

শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসর, শ্রীগৌরাব্দ ৪৬৪

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫৭ সাল।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

২। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘড়িপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

৩। শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত চতুষ্পাঠী
৩৩/২, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর—শ্রীতারাপদ গরাই,
শান্তি প্রেস, চুঁচুড়া (হুগলী)।

নম্র নিবেদন

গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ

"শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ" গ্রন্থখানি ভজনানন্দী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের জীবন-স্বরূপ। ইহার অভাব ভজনানন্দী বৈষ্ণববর্গ বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের প্রেরণাক্রমে এই গ্রন্থ পুনরায় মুদ্রিত হইল। অনুমান পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী" নামক একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকায় ক্রমশঃ ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মদীয় গুরুদেব জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইহা পুনরায় সম্পাদন করিলাম।

বর্ত্তমান সংস্করণ 'প্রথম সংস্করণ'রূপে উল্লিখিত হইবার কারণ

যদিও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদানুগ পরিচয় দিয়া কোন অপসম্প্রদায় "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা"-নামক গ্রন্থে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তাহাকে কোন সংস্করণ বলিয়া গণ্য করা হইল না। কারণ তাঁহারা

গুরু-পাদপদ্মের প্রকাশের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, এতদ্ব্যতীত তাহাতে কোনরূপ সংস্করণ-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। উহাকে কেবলমাত্র পুনর্মুদ্রনই বলা যাইতে পারে।

যদিও ইহা তৃতীয় সংস্করণ, তথাপি **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি** হইতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বপ্রথম অভিনব আকারে ও সংস্করণে প্রকাশিত হওয়ায় ইহার সর্ব্বসত্ত্ব-সংরক্ষিত হইয়া **প্রথম সংস্করণ**রূপে প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

বর্ত্তমান সংস্করণে শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ শিরোনামা দ্বারা বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহা সর্ব্বতোভাবে মদীয় গুরু-পাদপদ্মের দ্বিতীয় সংস্করণের বিষয়-সূচী অবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছে। অধিকন্তু আরও কয়েকটী নূতন শিরোনামা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যথা—"জহ্নুদ্বীপে ভীষ্ম-টীলা," "ভীষ্ম-উপদেশ," "গ্রন্থকারের স্বপ্ন-সমাধি ও সিদ্ধ-পরিচয়" ও "গ্রন্থ-পাঠের ফল"। এই সংস্করণে সপ্তত্রিংশৎ সংখ্যক বিষয়-সূচী প্রদত্ত হওয়া বাদে প্রত্যেক শিরোনামার অধীন তথ্যগুলিরও **পয়ার সংখ্যা-সহ** একটী বর্ণানুক্রমিক

সূচী মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা পাঠকবর্গের **স্থান-পাত্রাদি বিষয়গুলি** অনুসন্ধানের বিশেষ সাহায্য করিবে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে গ্রন্থকারের রচিত "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য"-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় হইতে **"পরিক্রমা-বিধির"** আবশ্যকীয় অংশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ বিশেষতঃ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শুদ্ধ ভক্ত-মণ্ডলী শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-কালে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন।

গ্রন্থের মূল্য

এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের সংস্করণ অপেক্ষা চতুর্গুণ। কাগজের মূল্য, মুদ্রন-ব্যয় অস্বাভাবিক-রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট-রূপে "পরিক্রমা-বিধি" সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এবং বিবিধ সূচী-পত্রাদির জন্য ইহার কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও পূর্ব্ব সংস্করণে যেরূপ মূল্য ছিল, বর্ত্তমানেও ভক্তগণের সহজ-লভ্যের নিমিত্ত তদনুযায়ী চারি আনা মূল্যই সংরক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম সম্বন্ধে অন্যান্য গ্রন্থের পরিচয়

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা সম্বন্ধে "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থে বিস্তারিত সকল

কথা বর্ণন করিয়াছেন। তাহাও বাংলা-ভাষায় পয়ার-ছন্দে রচিত। এতদ্ব্যতীত তিনি "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্—প্রমাণখণ্ডঃ" নামক সংস্কৃত-ভাষায় মহাজন-গণের প্রমাণাদি উদ্ধার করিয়া পৃথক্ আর একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ ঠাকুরের এই গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-কৃত "শ্রীনবদ্বীপ-স্তোত্রম্," শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-কৃত "শ্রীনবদ্বীপ-শতকম্," শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তি-কৃত 'শ্রীভক্তি-রত্নাকর" ও অন্যান্য বহু গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপ-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

দেশকালাতীত নিত্যধামের পরিচয়

উক্ত গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, শ্রীনবদ্বীপ-ধামের ন্যায় মথুরা, বৃন্দাবনাদিও নিত্য বৈকুণ্ঠ-ধাম। সাধারণতঃ নবদ্বীপ-ধামকে গুপ্ত-বৃন্দাবন-ধাম বলিয়া থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে নবদ্বীপ গুপ্ত-বৃন্দাবন কিংবা বৃন্দাবনই গুপ্ত-নবদ্বীপ—ইহা বলা কঠিন। শ্রীল রূপ, শ্রীল সনাতন, শ্রীপ্রবোধানন্দ, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি পরম মুক্ত মহাজনগণ বৃন্দাবনে থাকিয়া গৌরলীলা আস্বাদন করিয়াছেন। আবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর দাস, শ্রীল জগন্নাথ দাস, শ্রীল সরস্বতী

ঠাকুর, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী প্রভৃতি শ্রীনবদ্বীপ-ধামে থাকিয়া কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত নবদ্বীপ-ধামের প্রতি-বালু-কণাই বৈকুণ্ঠ, অর্থাৎ সঙ্কোচ-বিকোচরূপ সীমাবদ্ধ প্রাদেশিকতার ময়লা তাহাতে নাই। সুতরাং তাহাতে রাম, কৃষ্ণ ও গৌর-লীলা যুগপৎ একই বিগ্রহে একই স্থানে অবস্থিত।

গ্রন্থখানি যুগপৎ গৌর ও কৃষ্ণলীলা-প্রকাশক

"শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ" গ্রন্থখানি একাধারে যুগপৎ গৌর ও কৃষ্ণলীলা-প্রকাশক। ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার পরম উন্নততম ভজন-বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থকার নবদ্বীপ-ধাম বাসের প্রকৃত ফল, 'গ্রন্থপাঠের ফল'-শিরোনামা অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ যত্ন-সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ভজনের সর্ব্বোত্তমতা লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

ধামাপরাধ পরিত্যাজ্য

ধামাপরাধ না করিয়া ধামে অবস্থান করাই ধাম-বাসীর কর্ত্তব্য। ধামের প্রতি অপরাধ হইলে আমাদের সর্ব্বতোভাবে ভজনে বিঘ্ন ঘটিবে। তজ্জন্য দশবিধ ধামাপরাধ পাঠকবর্গের সাবধানের জন্য পর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইল।

দশবিধ ধামাপরাধ

(১) ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্যবোধ, (৩) ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, (৬) জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেব-তীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, (৭) ধাম-বাসচ্ছলে পাপাচরণ, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্র-নিন্দা এবং (১০) ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাস-মূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

মুদ্রাকর-প্রমাদ

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি নির্ভুল মুদ্রনে অসমর্থ হইয়াছি। মুদ্রাকরের অসাবধানতা ইহার মূল-কারণ। ভুলগুলি অত্যন্ত সাধারণ। পাঠক আপনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তজ্জন্য ভ্রম-সংশোধনের তালিকা দেওয়া হইল না। ইতি—

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসর
মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী
৫ই গোবিন্দ, ৪৬৪ শ্রীগৌরাব্দ
ইং ২৬।২।৫১

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

বিষয়-সূচী

	বিষয়			পত্রাঙ্ক
১।	শ্রীধাম-পরিচয়	...	...	১
২।	**অন্তর্দ্বীপ** শ্রীমায়াপুর	...	...	৩
৩।	গঙ্গানগর	...	...	৬
৪।	ভরদ্বাজ-টীলা	...	...	৬
৫।	পৃথুকুণ্ড	...	...	৭
৬।	শরডেঙ্গা	...	...	৭
৭।	**সীমন্তদ্বীপ**	...	...	৭
৮।	বিল্বপক্ষ	...	...	৮
৯।	ঈশোদ্যান	...	...	৮
১০।	বিশ্রাম-স্থল	...	...	৯
১১।	শ্রীধরের ঘর	...	...	৯
১২।	সুবর্ণ-বিহার	...	...	১০
১৩।	নৃসিংহপুরী	...	...	১০
১৪।	**গোদ্রুমদ্বীপ**	...	...	১২
১৫।	**মধ্যদ্বীপ**	...	...	১৫
১৬।	ব্রাহ্মণ-পুষ্কর	...	...	১৬
১৭।	উচ্চহট্ট	...	...	১৬
১৮।	পঞ্চবেণী	...	...	১৮

	বিষয়			পত্রাঙ্ক
১৯।	**কোলদ্বীপ**	...	...	১৮
২০।	সমুদ্রগড়	...	...	২০
২১।	চম্পহট্ট	...	...	২১
২২।	**ঋতুদ্বীপ**	...	...	২২
২৩।	বিদ্যানগর	...	...	২৪
২৪।	**জহ্নুদ্বীপ**	...	...	২৬
২৫।	জহ্নুদ্বীপে ভীষ্মটীলা	...	...	২৭
২৬।	ভীষ্ম-উপদেশ	...	...	২৭
২৭।	**মোদদ্রুমদ্বীপ**	...	...	৩১
২৮।	ভাণ্ডীরবনে শ্রীরামকুটীর	...	...	৩১
২৯।	শ্রীবৈকুণ্ঠপুর	...	...	৩৩
৩০।	ব্রহ্মাণী-নগর	...	...	৩৩
৩১।	অর্কটীলা	...	...	৩৪
৩২।	মহৎপুর—কাম্যবন	...	...	৩৫
৩৩।	**রুদ্রদ্বীপ**	...	...	৩৭
৩৪।	নিদয়া	...	...	৩৯
৩৫।	গ্রন্থকারের স্বপ্ন-সমাধি ও সিদ্ধ-পরিচয়		...	৪১
৩৬।	গ্রন্থ-পাঠের ফল	...	...	৪৬
৩৭।	**পরিক্রমা-বিধি**	...	...	৪৭

গ্রন্থগত স্থান-পাত্রাদি
বিশেষ-সূচী

অ—অদ্বৈত-বুদ্ধি ২৬৭, অদ্বৈতের স্থান ২৫,৬৪; অনঙ্গমঞ্জরী ২৯৪-২৯৫, ৩০৩, ৩১১, ৩১৯; অন্তর্দ্বীপ-মধ্যে যেই মায়াপুর ৩৫, অর্কটীলা ২৩৯, অর্কদেব ২৪১, অলকানন্দ ৮১, অলঙ্কার প্রসাদ ৩২৪, অবিদ্যা ১৭৬, অবিদ্যা-জাল ১৮৬, অব্যাহত-গতি ২১১, অষ্টদল-পদ্মনিভ ১৩, অষ্টাবক্র ২৬৭।

আ—আতিথ্য ২৫৮, আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে ১৩৯, আমিত রহিনু একা হইয়া ফাঁপর ২৭৫, আমি যেই স্থানে এবে ছাড়িব জীবন ২৮০।

ই—ইন্দ্র ৮২।

ঈ—ঈশাক্ষেত্র ৩৩১, ঈশোদ্যান ৩০, ৫২, ৮৪, ১৪০, ৩২৬।

উ—উচ্চহট্ট ১১১, ১২৩।

ঋ—ঋতুদ্বীপ ১৫৭, ঋষিগণ ১২৬, ২৭৭।

ঐ—ঐশ্বর্য্য না ছাড়ে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ২৩৬, ঐশ্বর্য্য না দেখে তবু কৃষ্ণভক্তজন ২৩৬।

ক—কমল-মঞ্জরী ২৯৪, ৩০৬; কর্পূর-পাত্র ৩০৯, কাজীর শোধন ৬০, কাম্যবন ২৪৮, ২৫১; কার্ত্তিক মাসে

১০৬, কাশীক্ষেত্র ৮১, কুরুক্ষেত্র ১১১, কুরুক্ষেত্র-রণ ১৯৬, কুলিয়া পাহাড় ১৩১, কৃষ্ণ-নাম ২১৪, কেন যে কীর্ত্তন ছাড়ি' পড়ুয়া তাড়ায় ১৮০, কেবল আমার প্রতি নির্দ্দয় হইল ২৭৯, কৈশোর বেশ ১৩৯, কোলদ্বীপ ১২৯, ১৪৭, ১৫১; কোলদ্বীপ কৃপা করি' এই অকিঞ্চনে ১৪৯; কোল-রূপ ১২৯।

খ—খদিরবন ১৫৬।

গ—গঙ্গাদাস-গৃহ ৪০, গঙ্গানগর ৩৯, গঙ্গারে করিল পান ১৮৮, গঙ্গাসাগর-তীর্থ ১৪৮, গঙ্গাস্নান ছলে ১৩৪, গণ্ডকের ধার ৮১, গদাধরের স্থান ২৫, ৬৪; গর্গমুনি ২৫২, গোদ্রুম-ক্ষেত্র ৮২, গোদ্রুম-লীলা ৯৯, গোপগণ ৮৯, গোপসঙ্গে গোপভাব ১০০, গোপসনে গোচারণ ৮৮, গোপের ঘর ৮৮, গোমতী-তীরে ১০৩, গৌরতত্ত্ব আবরণ ১৮৫, গৌর-পুরাণ ২৫০, গৌর-বিনা রাধাকৃষ্ণ-সেবা নাহি পাই ১২২, গৌরাঙ্গ-গৃহলীলা ৩৪।

চ—চতুঃষষ্টি বিদ্যা ১৭১, চতুঃসন ৪৯, চম্পহট্ট ১৫১, ১৫২, ১৫৫, চারি ভগ্নী গেলা চলি' বৈকুণ্ঠনগর ২৭৫, চারিবেদ ১৭১, চিন্ময়-ভবন দর্শন ২২, চৌদ্দ ভুবন ১২৬, চ্যবন ২৫২।

জ—জগন্নাথ-মিশ্র-গৃহ ২০, জয়দেব ১৫২, জহ্নু ১৯০,

জহ্নু-তনয়ার তট ৩৯, জহ্নু-তপোবন ১৮৭, জহ্নুদ্বীপ ১৮৭, জহ্নুদ্বীপ ভদ্রবন কৃষ্ণলীলা-স্থল ১৯১, জানকী ২২৪, জাহ্নবী ১২৪, জ্ঞান-কর্ম্ম-মুক্তিচেষ্টা-যোগ-আদি ছার ২৮৭, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয় ১০।

ত—তড়িদ্বর্ণা তারাবলী ৩০৯, তথা গিয়া কৃষ্ণলীলা কর দরশন ২৯০, তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড-তীরে ১৪২, তোমার কুঞ্জের পার্শ্বে করি' স্থান দান ৩১৬, ত্রিকচ্ছ-বসন ১৪০, ত্রিধারা ১২৪, ত্রিনদী-ভাঙ্গন ৩২, ত্রিপিষ্টপ ১১১।

দ—দত্তাত্রেয় ২৬৭, দুর্ব্বাসা-মুনি ২৬৬, দূর হইতে নিজ কার্য্য করি' সম্পাদন ৩২১, দেব-পঞ্চানন ২৮৩, দেবল ২৫২, দেবানন্দ ১৭৮, দেশকাল-করণ-শরীর ২০৮, দেহ নবদ্বীপ-বাস ভক্তজন-সনে ১৪৯, দ্রৌপদী ২৪৯, দৌপদী-প্রদত্ত মহাপ্রসাদ ২৬৩, দ্বাদশ-তিলক ১৯৪, দ্বারকায় রাজবেশ ১৩৮।

ধ—ধবলি ১৬০, ধীর সমীর ৩০৪।

ন—নরহরি-ক্ষেত্র ৭০, নবদ্বীপ ৩৩৩, নবদ্বীপে যুগল-ভজন ৭৩, নবদ্বীপে শ্রীগোকুল ১৯, নারদ-চিত্ত ২৩৭, নিজ কুঞ্জে বসি' হৃদি-মাঝে আলোচিব ৩০২, নিত্য-মুক্ত বদ্ধ-মুক্ত ২০৫, নিত্যলীলা করে প্রভু এই সব বনে ২০৬, নিত্যানন্দের স্থান ২৫, ৬৪ ; নিদয়া ২৮০, 'নিদয়া' বলিয়া

স্থান জানু' সর্ব্বজন ২৮০, নির্ম্মায়িক ২০৮, নির্য্যাণ-সময় ১৯৭, নির্ব্বাণ-সাযুজ্য মোরে নাম কৈল দান ২৭৪, নৃসিংহ-পুরী ৬৯, নৈমিষ-কানন ১০৩, নৈঋতে যমুনা গঙ্গা ২৭।

প—পঞ্চবিধ-জ্ঞান-কন্যা মোরা পঞ্চজন ২৭৩, পঞ্চবিধ-মুক্তি-নাম করেছ শ্রবণ ২৭৩, পঞ্চবেণী ১২৩, পঞ্চানন ২৬৭, পরব্যোম-নাথ ২৩৪, পরাজিয়া অধ্যাপকে কিবা সুখ পায় ১৮০, পাণ্ডব-গৃহিণী ২৫৭, পার্ব্বতী-দেবী ৪৮, পাষণ্ড-উদ্ধার লীলা ২৫৪, পুলিন ২৮৯, ২৯২; পুলিন-নিকটে ২৯৭, পুষ্কর-তীর্থ ১০৯, পূতনা রাক্ষসী ২৮১, পৃথুকুণ্ড ৪৩, পৃথুকুণ্ড-তীরে ১৪২, পৃথু সরোবর ৩৭, প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস-মন্দিরে ১৪২, প্রৌঢ়া-মায়া ২৮।

ভ—ভক্তপক্ষ ১৭৮, ভক্ত-সেবা ২১৪, ভক্তিবিনোদ ৩২৯, ভদ্রবন ১৯১, ভরদ্বাজ-টীলা ৪১, ভাগবতী তনু ২১১, ভাগীরথী পার হ'ব ৩২৫, ভাণ্ডীর ২১৯, ভাণ্ডীরবন ২২১, ২৩১; ভীম ১৪৪, ভীষ্ম ১৮৯, ভীষ্মটীলা ১৯২, ভীষ্মদেব-উপদেশ ২১৭।

ম—মথুরা-নগর ৪৩, মধুবন ৪৩, মধ্যাহ্ন-সময়ে ১১৩, মধ্যাহ্নে মধ্যদ্বীপ ১১৬, মধ্যদ্বীপ ১০১, মহৎপুর কাম্যবন ২৪৮, মহারাসেশ্বরী ২৯৮, মানস-গঙ্গা ১৬৩, মায়া-জাল

২১২, মায়া-জালাবৃত ২১, মার্কণ্ডেয় ৮৩, মেঢ্রস্থল-সন্নিকটে ২৬৯, মোদদ্রুম ২১৮, ২১৯।

য—যথায় কৈশোর বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে ১৩৯, যমুনা-তীর ৩০৪, যা'র যেই ভাব, সেই ভাবে তা'র সনে ২০৬, যুগল-ভজন ২১৪, যুগল-বিলাস ২৯৬, যুধিষ্ঠির-আদি পঞ্চ ভাই ২৪৯, যুধিষ্ঠির-সভা ২৫১, যূথেশ্বরী ২৯৫, যোগপীঠ মায়াপুর ১৬, যোগ-ভ্রম ২৬৬, যোগিগণ ২৬৭।

র—রাখিবেন নিজকুঞ্জে নিজদাসী করি' ৩১৯, রাগমার্গে গতি ৩০৬, রাধাকুণ্ড ৫৪, ১৫৮; রাধা-প্রসাদ ৩১৭, ৩১৮; রাধিকা-ভগিনী ৩০৩, রামানুজ ২২৭, রামকৃষ্ণ ২৩২, রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান ২২২, রাস-লাস্যের শোভা ২৯৯, রুদ্র একাদশ ২৬৫, রুদ্রদ্বীপ ২৬৩, ২৬৪, ২৭৭; রূপ-রঘুনাথ-পদে আকুতি ৩৩০।

ল—লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া ২৪, ললিতার বাক্য শুনি' অনঙ্গমঞ্জরী ৩১৯, ললিতা সুন্দরী ৩১৫।

ব—বংশীবট ৩০৪, বনদেবী ২৭১, বনফল ২৫৬, বনবাসে ফলফুলে আতিথ্য কেবল ২২৮, বরাহ-ক্ষেত্র ১৩০, বলিবে এ' নব দাসী সখী ললিতার ৩০৫, ববম্ ববম্ বলি' ২৮৩, বসন-ভূষণে ৩০৯, বহুলাবন ১৪৭, বাক্য-দণ্ড ১৭৮, বাণীনাথ-গৃহ ১৫৩, বাসুদেব-সার্ব্বভৌম ১৭৪, বিদ্যানগর

১৭০, ১৭১ ; বিদ্যালয় ১৩৩, বিদ্যাবাচস্পতি ১৩৩, বিরজা ২৩৯, বিল্বপক্ষ-বন ৪৯, বিশারদ-পুত্র ১৩৩, বিশ্রাম-স্থল ৫৯, বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব কর সর্ব্বক্ষণ ২১৪, বৃদ্ধশিব ২৮, বৃন্দাবন-ধাম নবদ্বীপের ভিতর ২৮৯, বৃহস্পতি ১৭৩, বেদব্যাস ১২৬, বৈকুণ্ঠপুর ২৩৩, ব্যাসদেবে আনি' ২৫০, ব্যাসমুখে শুনি' ২৫৪, ব্রহ্মকুণ্ড ১১৮, ব্রহ্মচারী বেশে লক্ষ্মণ ২২৪, ব্রহ্মনগর ১১৮, ব্রহ্মপুর ১৭, ব্রহ্মাণী-নগর ২৩৯, ব্রহ্মাবর্ত্ত ১১১, ব্রহ্মা-শিব-ঋষিগণ ১৭২, ব্রাহ্মণ-পুষ্কর ১০৯।

শ—শতকোটী গোপী ২৯৮, শক্তিত্রয়-সাথ ২৩৪, শরভেঙ্গা ৪৫, শুক ২৫২, শৈষী শক্তি ৩১৫, শৌনকাদি ১০৭, শ্যামলি ১৬০, শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয় ১০, শ্রীকর্পূর-সেবা ২৯৬, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু সর্ব্বজনে নিস্তারিল ২৭৯, শ্রীদাম ১৬০, শ্রীধরের ঘর ৬২, ৬৪ ; শ্রীনবদ্বীপ জড়মায়া পারে ১২, শ্রীরাম-কুটীর ২২৩, শ্রীরাসমণ্ডল ২৯৭, শ্রীরূপ-মঞ্জরী ৩০৭, ৩১১ ; শ্রীরূপ-মঞ্জরী-প্রশ্নে ঈশ্বরী-আমার ৩০৫, শ্রীবাস-অপরাধ ১৭৮, শ্রীবাস-মন্দির ১৪২, শ্রীবাসের স্থান ২৫, ৬৪।

ষ—ষোলক্রোশ নবদ্বীপ ৩।

স—সখীর নির্দ্দেশ-মতে সতত সেবিব ৩০২, সঙ্কর্ষণ-ক্ষেত্র ১৫০, সঙ্গিনী করিয়া ৩২০, সন্ন্যাস-মুরতি ১৩৭,

সপ্তঋষি ১০২, সমুদ্রগড় ১৪৩, সমুদ্রসেন ১৪৪, সরস্বতী ৩০, ৮৪, ১২৪ ; সরস্বতী-পীঠ ১৭১, সর্ব্বঋতু ১৫৮, সাগর ১৪৫, সামীপ্য ২৭৪, সাযুজ্য ২৬৮, সাযুজ্যের নাম শুনি' ২৮১, সালোক্য ২৭৪, সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য, নির্ব্বাণ ২৭৪, সার্ষ্টি ২৭৪, সীতারাম ২২০, সীমন্ত-দ্বীপ ৪৭, সুরভি ৮২, সুবর্ণ-বিহার ৬৫, সুবল ১৬০, সূর্য্যদেব ২৪৭, 'স্বনিয়মে' থাকি' ৩২৭, স্বপ্ন-স্বরূপ ২৯৩, স্বরূপ-দামোদর ৩৩৬, স্ব-স্বমাধি ৩০০।

হ—হংস-বাহন ১০৪, হরিবাসর ১০৬, হেরিব যুগল রূপ প্রিয়-দরশন ৩২১।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্ব-রচিত স্বহস্ত-লিখিত

গোলোকেশ্বর-প্রেম

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ॥

গ্রন্থকার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ

শ্রী শ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ

শ্রীধাম-পরিচয়

সর্ব্বধাম-শিরোমণি সন্ধিনী-বিলাস।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ চিদানন্দ-বাস ॥ ১ ॥
সর্ব্বতীর্থ-দেব-ঋষি-শ্রুতির বিশ্রাম।
স্ফুরুক্ নয়নে মম নবদ্বীপ ধাম ॥ ২ ॥
মাথুর মণ্ডলে ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন।
গৌড়ে নবদ্বীপ তথা দেখুক্ নয়ন ॥ ৩ ॥
একের প্রকাশ দুই অনাদি চিন্ময়।
প্রভুর বিলাস-ভেদে শুদ্ধ ধামদ্বয় ॥ ৪ ॥
প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তি অনাদি চিন্ময়ে।
জীব নিস্তারিতে আনে প্রপঞ্চ-নিলয়ে ॥ ৫ ॥

সেই কৃষ্ণ-কৃপাবলে জড়-বদ্ধ জন।
বৃন্দাবন নবদ্বীপ করুক দর্শন ॥ ৬ ॥
যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ।
চিন্ময়-বিশেষ-সুধা করে আস্বাদন ॥ ৭ ॥
অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা আস্বাদিতে নারে।
ক্ষুদ্র জড় বলি' তারে নিন্দে বারে বারে ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত-কৃপা যোগ্যতা কারণ।
জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন ॥ ৯ ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়।
শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয় ॥ ১০ ॥
জড়-জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেই ক্ষণ।
জীব-চক্ষু করে ধাম-শোভা দরশন ॥ ১১ ॥
আহা কবে সে অবস্থা হইবে আমারে।
দেখিব **শ্রীনবদ্বীপ জড়মায়া পারে** ॥ ১২ ॥
অষ্টদল-পদ্মনিভ ধাম নিরমল।
কোটি চন্দ্র জ্যোৎস্না জিনি অতীব শীতল ॥ ১৩ ॥

কোটি সূর্য্যপ্রভা জিনি অতি তেজোময়।
আমার নয়ন পথে হইবে উদয়॥ ১৪॥

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর

অষ্টদ্বীপ অষ্টদল মধ্যে দ্বীপবর।
অন্তর্দ্বীপ নাম তার অতীব সুন্দর॥ ১৫॥
তার মধ্য-ভাগে **যোগপীঠ মায়াপুর**।
দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব প্রচুর॥ ১৬॥
ব্রহ্মপুর বলি শ্রুতিগণ যাকে গায়।
মায়ামুক্ত চক্ষে আহা মায়াপুর ভায়॥ ১৭॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল নাম মহাবন।
যথা নিত্যলীলা করে শ্রীশচীনন্দন॥ ১৮॥
ব্রজে সেই ধাম গোপ-গোপীগণালয়।
নবদ্বীপে শ্রীগোকুল দ্বিজবাস রয়॥ ১৯॥
জগন্নাথ-মিশ্র-গৃহ পরম পাবন।
মায়াপুর মধ্যে শোভে নিত্য নিকেতন॥ ২০॥

মায়াজালাবৃত চক্ষু দেখে ক্ষুদ্রাগার।
জড়ময় ভূমি জল দ্রব্য যত আর ॥ ২১ ॥
মায়া কৃপা করি জাল উঠায় যখন।
আঁখি দেখে সুবিশাল চিন্ময় ভবন ॥ ২২ ॥
যথা নিত্য-মাতাপিতা দাস-দাসীগণ।
শ্রীগৌরাঙ্গে সেবে প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ ॥ ২৩ ॥
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া সেবে প্রভুর চরণ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মক প্রভু অপূর্ব্ব দর্শন ॥ ২৪ ॥
নিত্যানন্দ **শ্রীঅদ্বৈত** সেই মায়াপুরে।
গদাধর **শ্রীবাসাদি** স্থানে স্থানে স্ফুরে ॥ ২৫ ॥
অসংখ্য বৈষ্ণবালয় চতুর্দ্দিকে ভায়।
হেন মায়াপুর কৃপা করুন আমায় ॥ ২৬ ॥
নৈঋতে যমুনা গঙ্গা স্বসৌভাগ্য গণি।
নাগরূপে সেবা করে গোরা দ্বিজমণি ॥ ২৭ ॥
ভাগীরথী-তটে বহু ঘাট দেবালয়।
প্রৌঢ়া-মায়া বৃদ্ধ-শিব উপবনচয় ॥ ২৮ ॥

অসংখ্য ব্রাহ্মণ-গৃহ মায়াপুরে হয়।
রাজপথ চত্বর বিপিন **শিবালয়** ॥ ২৯ ॥
পূর্ব্ব-দক্ষিণেতে এক **সরস্বতী ধার**।
নিরবধি বহে **ঈশোদ্যান** তটে যার ॥ ৩০ ॥
এসব বৈভব নিত্য চিন্ময় অপার।
কেন পাবে কলিজীব মায়াবদ্ধ ছার ॥ ৩১ ॥
ত্রিনদী-ভাঙ্গন-ছলে লুকাইল মায়া।
জড় চক্ষু দেখে মাত্র মায়াপুর-ছায়া ॥ ৩২ ॥
সশক্তিক নিত্যানন্দ-কৃপাবল-ক্রমে।
স্ফুরুক্ নয়নে মায়াপুরী সসম্ভ্রমে ॥ ৩৩ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-গৃহলীলা করি দরশন।
অতি ধন্য হউ এই মূঢ় অকিঞ্চন ॥ ৩৪ ॥
অন্তর্দ্বীপ-মধ্যে যেই মায়াপুর গ্রাম।
অষ্টদল কমলের কর্ণিকা সে ধাম ॥ ৩৫ ॥
গৌরকান্তি পীত জ্যোতির্ম্ময় সুনির্ম্মল।
করুন্ নয়নে মোর সদা ঝলমল ॥ ৩৬ ॥

কোন স্থানে উপবন **'পৃথু'-সরোবর**।
গোচারণ-ভূমি কত দেখিতে সুন্দর ॥ ৩৭ ॥
প্রবাহ-প্রণালী কত শস্যভূমি খণ্ড।
রাজপথ বকুল কদম্ব বৃক্ষ ষণ্ড ॥ ৩৮ ॥

গঙ্গানগর

তাহার পশ্চিমে **জহ্নু-তনয়ার তট**।
শ্রীগঙ্গানগর নামে প্রসিদ্ধ খর্ব্বট ॥ ৩৯ ॥
যথা গঙ্গাদাস-গৃহে বিদ্যানুশীলন।
করিলেন প্রভু মোর লয়ে দ্বিজ-জন ॥ ৪০ ॥

ভরদ্বাজ-টীলা

ভরদ্বাজ-টীলা তথা দেখিতে সুন্দর।
গৌর ভজি যথা ভরদ্বাজ মুনিবর ॥ ৪১ ॥
লভিয়া চৈতন্যপ্রেম সূত্র প্রকাশিল।
কতশত বহির্ম্মুখ জনে ভক্তি দিল ॥ ৪২ ॥

পৃথুকুণ্ড

পৃথুকুণ্ড উত্তরেতে **মথুরা-নগর**।
ষষ্ঠীতীর্থ **মধুবন** পরম সুন্দর ॥ ৪৩ ॥
বহুজনাকীর্ণ জনপদ সুবিস্তার।
দর্শনে পবিত্র হউ নয়ন আমার ॥ ৪৪ ॥

শরডেঙ্গা

তদুত্তরে **শরডেঙ্গা** স্থান মনোহর।
রক্তবাহু-ভয়ে যথা শবর প্রবর ॥ ৪৫ ॥
নীলাদ্রি-পতিকে লয়ে রহে সংগোপনে।
সেই স্থান দেখি যেন সর্ব্বদা নয়নে ॥ ৪৬ ॥

সীমন্ত-দ্বীপ

মথুরায় বায়ুকোণে হেরিব নয়নে।
সীমন্ত-দ্বীপের শোভা জাহ্নবী-সদনে ॥ ৪৭ ॥
যথায় পার্ব্বতীদেবী গৌরপদ-ধূলি।
সীমন্তে ধারণ কৈল করিয়া আকুলি ॥ ৪৮ ॥

বিল্বপক্ষ

দূর হইতে বিলোকিব **বিল্বপক্ষ-বন**।
যথা গৌর-ধ্যানে আছে ঋষি চতুঃসন ॥ ৪৯ ॥
নিতাই-বিলাস-ভূমি দেখিব সুদূরে।
যথা সঙ্কর্ষণ-ক্ষেত্র বিজ্ঞজনে স্ফুরে ॥ ৫০ ॥

ঈশোদ্যান

মায়াপুর-দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী-সঙ্গমের অতীব নিকটে ॥ ৫১ ॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজনস্থান হউক আমার ॥ ৫২ ॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন ॥ ৫৩ ॥
বনশোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক্ সদা আমার নয়নে ॥ ৫৪ ॥
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌর-গুণগান ॥ ৫৫ ॥

সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়।
হিরণ্য-হীরক-নীল-পীত-মণি ভায়॥ ৫৬॥
বহির্ম্মুখ জন মায়া-মুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে॥ ৫৭॥
দেখে মাত্র কণ্টক-আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনী-বন্যার বেগে সদা লণ্ড-ভণ্ড॥ ৫৮॥

বিশ্রাম-স্থল

মধুবন মধ্যভাগে **শ্রীবিশ্রাম-স্থল**।
শ্রীধর-কুটীর আর কুণ্ড নিরমল॥ ৫৯॥
কাজীরে শোধিয়ে প্রভু লয়ে পরিকর।
যথায় বিশ্রাম কৈল ত্রিদশ-ঈশ্বর॥ ৬০॥
হা গৌরাঙ্গ বলি কবে সে বিশ্রামস্থলে।
গড়াগড়ি দিয়া আমি কাঁদিব বিরলে॥ ৬১॥

শ্রীধরের ঘর

প্রেমাবেশে দেখিব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে।
লৌহপাত্রে জল পিয়ে শ্রীধরের ঘরে॥ ৬২॥

কবে বা সৌভাগ্যবলে নয়ন আমার।
হেরিবে কীর্ত্তন-মাঝে শচীর কুমার ॥ ৬৩ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর শ্রীনিবাসে।
লয়ে নাচে প্রেম যাচে শ্রীধর-আবাসে ॥ ৬৪ ॥

সুবর্ণ-বিহার

তার পূর্ব্বে বিলোকিব **সুবর্ণ-বিহার**।
সুবর্ণসেনের দুর্গ তুল্য নাহি যার ॥ ৬৫ ॥
যথায় শ্রীগৌরচন্দ্র সহ পরিকর।
নাচেন সুবর্ণমূর্ত্তি অতি মনোহর ॥ ৬৬ ॥
একাকী বা ভক্তসঙ্গে কবে কাকুস্বরে।
কাঁদিয়া বেড়াব আমি সুবর্ণ-নগরে ॥ ৬৭ ॥
গৌরপদে শ্রীযুগল-সেবা মাগি' লব।
শ্রীরাধাচরণাশ্রয়ে প্রাণ সমর্পিব ॥ ৬৮ ॥

নৃসিংহপুরী

তার পূর্ব্ব-দক্ষিণেতে **শ্রীনৃসিংহ-পুরী**।
কবে বা হেরিব দেবপল্লীর মাধুরী ॥ ৬৯ ॥

নরহরি-ক্ষেত্রে প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া।
নিষ্কপট কৃষ্ণ-প্রেম লইব মাগিয়া॥ ৭০॥
এ দুষ্ট হৃদয়ে কাম আদি রিপু ছয়।
কুটিনাটি প্রতিষ্ঠাশা শাঠ্য সদা রয়॥ ৭১॥
হৃদয়-শোধন আর কৃষ্ণের বাসনা।
নৃসিংহ-চরণে মোর এইত কামনা॥ ৭২॥
কাঁদিয়া নৃসিংহ-পদে মাগিব কখন।
নিরাপদে নবদ্বীপে যুগল-ভজন॥ ৭৩॥
ভয়, ভয় পায় যাঁর দর্শনে, সে হরি।
প্রসন্ন হইবে কবে মোরে দয়া করি॥ ৭৪।
যদ্যপি ভীষণ মূর্ত্তি দুষ্ট জীব প্রতি।
প্রহ্লাদাদি কৃষ্ণভক্ত-জনে ভদ্র অতি॥ ৭৫।
কবে বা প্রসন্ন হ'য়ে সকৃপ-বচনে।
নির্ভয় করিবে এই মূঢ় অকিঞ্চনে॥ ৭৬॥
স্বচ্ছন্দে বৈস হে বৎস! শ্রীগৌরাঙ্গ-ধামে।
যুগল-ভজন হউ, রতি হউ নামে॥ ৭৭॥

মম ভক্ত-কৃপাবলে বিঘ্ন যাবে দূর।
শুদ্ধ চিত্তে ভজ রাধা-কৃষ্ণ-রসপূর ॥ ৭৮ ॥
এই বলি' কবে মোর মস্তক-উপর।
স্বীয় শ্রীচরণ হর্ষে ধরিবে ঈশ্বর ॥ ৭৯ ॥
অমনি যুগল-প্রেমে সাত্ত্বিক বিকারে।
ধরায় লুটিব আমি শ্রীনৃসিংহ-দ্বারে ॥ ৮০ ॥

গোদ্রুমদ্বীপ

সে ক্ষেত্রের পশ্চিমেতে **গণ্ডকের ধার**।
শ্রীঅলকানন্দ কাশীক্ষেত্র হয়ে পার ॥ ৮১ ॥
দেখিব **গোদ্রুমক্ষেত্র** অতি নিরমল।
ইন্দ্র-সুরভির যথা ভজনের স্থল ॥ ৮২ ॥
গোদ্রুম-সমান ক্ষেত্র নাহি ত্রিভুবনে।
মার্কণ্ডেয় গৌরকৃপা পায় যেই বনে ॥ ৮৩ ॥
যেমন সংলগ্ন সরস্বতী-নদী-তটে।
ঈশোদ্যান রাধাকুণ্ড জাহ্নবী-নিকটে ॥ ৮৪ ॥

ভজরে ভজরে মন গোদ্রুম-কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌর-লীলাধন ॥ ৮৫ ॥
সে লীলা-দর্শনে তুমি যুগল-বিলাস।
অনায়াসে লভিবে পূরিবে তব আশ ॥ ৮৬ ॥
গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর-ধাম গোপাবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস ॥ ৮৭ ॥
পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্যদ্রব্য খাই'।
গোপ-সনে গোচারণ করেন নিমাই ॥ ৮৮ ॥
গোপগণ বলে ভাই তুমিত গোপাল।
দ্বিজরূপ কভু তব নাহি সাজে ভাল ॥ ৮৯ ॥
এস কাঁধে করি' তোরে গোচারণ করি।
মায়ের নিকটে লই যথা মায়াপুরী ॥ ৯০ ॥
কোন গোপ স্নেহ করি' দেয় ছানাক্ষীর।
কোন গোপ রূপ দেখি হয়ত অস্থির ॥ ৯১ ॥
কোন গোপ নানা ফল-ফুল দিয়া করে।
বলে ভাই নিতি নিতি আইস মোর ঘরে ॥ ৯২ ॥

বিপ্রের ঠাকুর তুমি গোপের কারণ।
তোমা ছাড়ি যেতে নারি তুমি ধ্যান জ্ঞান ॥ ৯৩॥
ঐ দেখ গাভী সব তোমারে দেখিয়া।
হাম্বা-রবে ডাকে ঘাস বৎস তেয়াগিয়া ॥ ৯৪ ॥
আজ বেলা হইল চল জগন্নাথালয়।
কাল যেন এই স্থানে পুনঃ দেখা হয় ॥ ৯৫ ॥
রাখিব তোমার লাগি দধি-ছানা-ক্ষীর।
বেলা হইলে জে'ন আমি হইব অস্থির ॥ ৯৬ ॥
এইরূপে নিতি নিতি শ্রীগোদ্রুম-বনে।
শ্রীগৌর-নিতাই খেলা করে গোপ-সনে ॥ ৯৭ ॥
বেলা না হইতে পুনঃ করি' গঙ্গাস্নান।
শ্রীশচীসদনে যান গৌর ভগবান্ ॥ ৯৮ ॥
হেন দিন আমার কি হইবে উদয়।
হেরিব গোদ্রুম-লীলা শুদ্ধ-প্রেমময় ॥ ৯৯ ॥
গোপসঙ্গে গোপভাবে প্রভু-সেবা-আশে।
একমনে বসিব সে গোদ্রুম-আবাসে ॥ ১০০ ॥

মধ্যদ্বীপ

গোদ্রুম-দক্ষিণে **মধ্যদ্বীপ** মনোহর।
বনরাজি শোভে যথা দেখিতে সুন্দর ॥ ১০১ ॥
যথায় মধ্যাহ্নে প্রভু ল'য়ে ভক্তগণ।
সপ্তঋষি কাছে আসি দিল দরশন ॥ ১০২ ॥
যথায় **গোমতী-তীরে নৈমিষ-কাননে**।
গৌরভাগবত-কথা শুনে ঋষিগণে ॥ ১০৩ ॥
শুনিতে সে গৌরকথা দেব-পঞ্চানন।
সহসা আইলা হয়ে **শ্রীহংস-বাহন** ॥ ১০৪ ॥
কবে আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই বন।
হেরিব পুরাণ-সভা অপূর্ব্ব দর্শন ॥ ১০৫ ॥
শুনিব চৈতন্য-কথা শ্রীহরিবাসরে।
সুপুণ্য কার্ত্তিকমাসে গোমতীর ধারে ॥ ১০৬ ॥
শৌনকাদি শ্রোতা ঋষিগণ কৃপা করি'।
পদধূলি দিয়া মাথে হস্তদ্বয় ধরি' ॥ ১০৭ ॥

বলিবে হে নবদ্বীপ-বাসি ! একমনে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-কথামৃত পিয় এই বনে ॥ ১০৮ ॥

ব্রাহ্মণ-পুষ্কর

তাহার দক্ষিণে শোভে **ব্রাহ্মণ-পুষ্কর**।
শ্রীপুষ্কর-তীর্থে যথা দেখে দ্বিজবর ॥ ১০৯ ॥
ভজিয়ে গৌরাঙ্গপদ বিপ্র দিবদাস।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ হেরি' পাইল আশ্বাস ॥ ১১০ ॥

উচ্চহট্ট

তাহার দক্ষিণে ক্ষেত্র **উচ্চহট্ট** নাম।
ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র ত্রিপিষ্টপ-ধাম ॥ ১১১ ॥
যথা দেবগণ করে গৌর-সংকীর্ত্তন।
কভু ধামবাসী তাহা করেন শ্রবণ ॥ ১১২ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ গণ-সহ মধ্যাহ্ন-সময়ে।
ভ্রমেন এসব বনে প্রেমমত্ত হয়ে ॥ ১১৩ ॥
ভক্তগণে কৃষ্ণলীলা সঙ্কেত বলিয়া।
নাচেন কীর্ত্তনে রাধা-ভাব আস্বাদিয়া ॥ ১১৪ ॥

আমি কবে একাকী বা ভক্তজন-সঙ্গে।
ভাসিব চৈতন্য-প্রেম-সমুদ্র-তরঙ্গে॥ ১১৫ ॥
মধ্যাহ্নে ভ্রমিব মধ্যদ্বীপ বনচয়ে।
প্রভুভাব বিভাবিয়া অকিঞ্চন হ'য়ে॥ ১১৬ ॥
মধ্যদ্বীপবাসি-ভক্তগণ কৃপা করি'।
দেখাইবে ঐ দেখ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥ ১১৭ ॥
ব্রহ্মকুণ্ড-তীরে **ব্রহ্মনগর**-ভিতরে।
কীর্ত্তন ঘটায় নাচে ল'য়ে পরিকরে॥ ১১৮ ॥
কবে বা দেখিবে সেই পুরট-সুন্দর।
অপূর্ব্ব মূরতি গোরা বনমালা-ধর॥ ১১৯ ॥
দীর্ঘবাহু হ'য়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি' বলে।
হরিনাম বল ভাই একত্রে সকলে॥ ১২০ ॥
অমনি শ্রীবাস-আদি যত ভক্তজন।
হরি হরি বলিয়া করিবে সংকীর্ত্তন॥ ১২১ ॥
কেহ বা বলিবে গৌর হরি বল ভাই।
গৌর-বিনা রাধাকৃষ্ণ-সেবা নাহি পাই॥ ১২২ ॥

পঞ্চবেণী

উচ্চহট্ট সন্নিকটে **পঞ্চবেণী** নাম।
দেবতীর্থ যথা দেবগণের বিশ্রাম ॥ ১২৩ ॥
জাহ্নবী ত্রিধারা সরস্বতী শ্রীযমুনা।
মিলিয়াছে গৌরসেবা করিয়া কামনা ॥ ১২৪ ॥
গণ-সহ গৌরহরি যথা করি' স্নান।
কলিপাপ হইতে তীর্থে কৈল পরিত্রাণ ॥ ১২৫ ॥
পঞ্চবেণী হেন তীর্থ এ-চৌদ্দ ভুবনে।
নাহি দেখে বেদব্যাস আর ঋষিগণে ॥ ১২৬ ॥
কবে পঞ্চবেণী-জলে করিয়া স্নপন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-পাদপদ্ম করিব স্মরণ ॥ ১২৭ ॥
গৌরপদ-পূত বারি-অঞ্জলি ভরিয়া।
পিয়া ধন্য হ'ব গৌর-প্রসঙ্গে মাতিয়া ॥ ১২৮ ॥

কোলদ্বীপ

পঞ্চবেণী-পারে কোল-দ্বীপ মনোহর।
কোল-রূপে প্রভু যথা ভক্তের গোচর ॥ ১২৯ ॥

শ্রীবরাহ-ক্ষেত্র বলি' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
দেবের দুর্লভ স্থান চিদানন্দময় ॥ ১৩০ ॥
কুলিয়া-পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ জগতে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাস্থান শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে ॥ ১৩১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যথা সন্ন্যাসের পর।
ব্রজযাত্রা-ছলে দেখে নদীয়া নগর ॥ ১৩২ ॥
বিদ্যাবাচস্পতি-বিদ্যালয় যেই স্থানে।
বিশারদ-পুত্র তেঁহ কেবা নাহি জানে ॥ ১৩৩ ॥
প্রভুর একান্ত ভৃত্য শুদ্ধভক্তি-বলে।
আকর্ষিল নিজপ্রভু গঙ্গাস্নান-ছলে ॥ ১৩৪ ॥
কবে আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া র'ব।
বিদ্যাবাচস্পতি-দ্বারে দেখিয়া বৈভব ॥ ১৩৫ ॥
কতক্ষণে কৃপা করি' প্রভু যতীশ্বর।
হইবে প্রাসাদোপরি নয়ন-গোচর ॥ ১৩৬ ॥
দেখিয়া কনক-কান্তি সন্ন্যাস-মূরতি।
ভূমে পড়ি' বিলোকিব করিয়া আকুতি ॥ ১৩৭ ॥

দ্বারকায় রাজ-বেশে শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
কাঁদিল যেমন গোপী যমুনা স্মরিয়া॥ ১৩৮॥
আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোর বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে॥ ১৩৯॥
যথায় চাঁচর কেশ ত্রিকচ্ছ-বসনে।
ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তজন সনে॥ ১৪০॥
সেই বটে এই যতি আমি সেই দাস।
প্রভুর দর্শন সেই অনন্ত বিলাস॥ ১৪১॥
তথাপি আমার চিত্ত পৃথুকুণ্ড-তীরে।
প্রভুরে লইতে চায় শ্রীবাস-মন্দিরে॥ ১৪২॥

সমুদ্রগড়

তথা হৈতে কিছু আগে করি' দরশন।
শ্রীসমুদ্রগড়-তীর্থ জগত-পাবন॥ ১৪৩॥
যথা পূর্ব্বে ভীম যুদ্ধে **শ্রীসমুদ্রসেনে**।
দেখা দিল দীনবন্ধু শুদ্ধভক্ত জে'নে॥ ১৪৪॥

যথায় সাগর আসি' গঙ্গার আশ্রয়ে।
নবদ্বীপ-লীলা দেখে প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে ॥ ১৪৫ ॥
শ্রীগঙ্গা-সাগর-তীর্থ নবদ্বীপ-পুরে।
নিত্য শোভা পায় যথা দেখে সুরাসুরে ॥ ১৪৬ ॥
ধন্য জীব কোলদ্বীপ করে দরশন।
পরম আনন্দ-ধাম **শ্রীবহুলাবন** ॥ ১৪৭ ॥
কীর্ত্তন-আবেশে যথা শ্রীশচীকুমার।
ভক্তগণ সঙ্গে ল'য়ে নাচে কতবার ॥ ১৪৮ ॥
কোলদ্বীপ কৃপা করি' এই অকিঞ্চনে।
দেহ নবদ্বীপ-বাস ভক্তজন-সনে ॥ ১৪৯ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাধনে দেহ অধিকার।
জীবনে মরণে প্রভু গৌরাঙ্গ আমার ॥ ১৫০ ॥

চম্পহট্ট

কোলদ্বীপ-উত্তরাংশে **চম্পহট্ট** গ্রাম।
সদা শোভা করে যাঁহা নবদ্বীপ ধাম ॥ ১৫১ ॥

মহাতীর্থ চম্পহট্ট গ্রাম মনোহর।
জয়দেব যথা ভজে গৌর-শশধর ॥ ১৫২ ॥
যথা **বাণীনাথ-গৃহে** শচীর নন্দন।
সপার্ষদে করিলেন নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ১৫৩ ॥
বাণীনাথ-গৃহে হৈল মহামহোৎসব।
গৌরাঙ্গ দেখায় নিজ প্রেমের বৈভব ॥ ১৫৪ ॥
চম্পহট্ট গ্রামে আছে চম্পকের বন।
চম্প-লতা করে যথা কুসুম চয়ন ॥ ১৫৫ ॥
নবদ্বীপে শ্রীখদিরবন সেই গ্রাম।
ব্রজে যথা রামকৃষ্ণ করেন বিশ্রাম ॥ ১৫৬ ॥

ঋতুদ্বীপ

ঋতুদ্বীপ বনময় অতি মনোহর।
বসন্তাদি ঋতু যথা গৌর-সেবাপর ॥ ১৫৭ ॥
সর্ব্বর্ত্তু-সেবিত-ভূমি আনন্দ-নিলয়।
রাধাকুণ্ড-প্রদেশের একদেশ হয় ॥ ১৫৮ ॥

কভু প্রভু সংকীর্ত্তন-রঙ্গে এই স্থানে।
স্মরি' গোচারণ-লীলা কৃষ্ণগুণগানে ॥ ১৫৯ ॥
শ্যামলি ধবলি বলি' ডাকে ঘন ঘন।
শ্রীদাম সুবল বলি' করেন ক্রন্দন ॥ ১৬০ ॥
আমি কবে ঋতুদ্বীপে করিয়া ভ্রমণ।
বন-শোভা হেরি লীলা করিব স্মরণ ॥ ১৬১ ॥
রাধাকুণ্ড-লীলাস্ফূর্ত্তি হইবে তখন।
স্তম্ভিত হইয়া তাহা করিব দর্শন ॥ ১৬২ ॥
মানস-গঙ্গার তীরে গোচারণ-স্থল।
রামকৃষ্ণ-সহ দাম বল-মহাবল ॥ ১৬৩ ॥
অসংখ্য গোবৎস ল'য়ে নিভৃতে চরায়।
নানা-লীলাচ্ছলে সবে কৃষ্ণগুণ গায় ॥ ১৬৪ ॥
গোপ-শিশুগণ রহে নানা আলাপনে।
চরিতে চরিতে সবে যায় দূর বনে ॥ ১৬৫ ॥
না দেখিয়া বৎসগণে চিন্তে সর্ব্বজন।
কৃষ্ণ-বংশীরবে বৎস আইসে ততক্ষণ ॥ ১৬৬ ॥

দেখিতে দেখিতে লীলা হৈল অদর্শন।
ভূমিতে পড়িব আমি হ'য়ে অচেতন ॥ ১৬৭ ॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা লভি' আপনি উঠিব।
ধীরে ধীরে বনমাঝে ভ্রমণ করিব ॥ ১৬৮ ॥
হা গৌরাঙ্গ! কৃষ্ণচন্দ্র! দয়ার সাগর।
কাঙ্গালের ধন তুমি আমিত পামর ॥ ১৬৯ ॥
এই বলি কাঁদি' কাঁদি' হ'য়ে অগ্রসর।
দেখিব সহসা আমি শ্রীবিদ্যানগর ॥ ১৭০ ॥

বিদ্যানগর

চারিবেদ চতুঃষষ্টি বিদ্যার আলয়।
সরস্বতী-পীঠ **বিদ্যানগর** নিশ্চয় ॥ ১৭১ ॥
ব্রহ্মা-শিব-ঋষিগণ এ' পীঠ-আশ্রয়ে।
সর্ব্ব বিদ্যা প্রকাশিল প্রপঞ্চ নিলয়ে ॥ ১৭২ ॥
প্রভু মোর করিবেন বিদ্যার বিলাস।
ইহা জানি' বৃহস্পতি ছাড়ি' নিজবাস ॥ ১৭৩ ॥

'বাসুদেব-সার্ব্বভৌম'-রূপে এই স্থানে।
প্রচারিল সর্ব্ববিদ্যা বিবিধ বিধানে॥ ১৭৪ ॥
যে বিদ্যানগরে বসি' গৌরগুণ গায়।
সেই অধ্যাপক ধন্য শোক নাহি পায়॥ ১৭৫ ॥
অবিদ্যা ছাড়য়ে তারে যে বিদ্যানগরে।
দর্শন করিয়া ভজে গৌর-সুধাকরে॥ ১৭৬ ॥
আমি কি দেখিব কভু শ্রীগৌরসুন্দরে।
বিদ্যানুরাগে গিয়া শ্রীবিদ্যানগরে॥ ১৭৭ ॥
শ্রীবাসাপরাধে দেবানন্দ-মহাশয়ে।
দণ্ডিবেন বাক্য-দণ্ডে ভক্তপক্ষ হ'য়ে॥ ১৭৮ ॥
আমার প্রভুর লীলা অনন্ত না জানে।
কখন কি কার্য্যে মাতে থাকে কিবা ধ্যানে॥ ১৭৯ ॥
কেন যে কীর্ত্তন ছাড়ি' পড়ুয়া তাড়ায়।
পরাজিয়া অধ্যাপকে কিবা সুখ পায়॥ ১৮০ ॥
যাই করে প্রভু তাই আনন্দ-জনক।
স্বেচ্ছাময় প্রভু তেঁহ আমিত সেবক॥ ১৮১ ॥

ক্ষুদ্র পরিমিত বুদ্ধি সহজে আমার।
বিচারিতে শক্তি নাই বিধান তাঁহার ॥ ১৮২ ॥
নবদ্বীপ-বাসী অধ্যাপকগণ তাঁ'র।
নিত্যলীলা-পুষ্টিকারী প্রণম্য আমার ॥ ১৮৩ ॥
সকলে করুণা কর দীন অকিঞ্চনে।
মোরে অধিকার দেহ নাম-সংকীর্ত্তনে ॥ ১৮৪ ॥
শ্রীবিদ্যানগর-প্রতি এই নিবেদন।
যে অবিদ্যা গৌরতত্ত্ব করে আবরণ ॥ ১৮৫ ॥
সে অবিদ্যা-জালে যেন মানস আমার।
আবৃত না হয় কভু থাকে মায়াপার ॥ ১৮৬ ॥

জহ্নুদ্বীপ

শোভে জহ্নুদ্বীপ বিদ্যানগর-উত্তরে।
যথা জহ্নু-তপোবন ব্যক্ত চরাচরে ॥ ১৮৭ ॥
গঙ্গারে করিল পান যথা মুনিবর।
জাহ্নবী-স্বরূপে গঙ্গা হইল গোচর ॥ ১৮৮ ॥

যথা কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম মুনির আশ্রয়ে।
ভাগবত-ধর্ম্ম-শিক্ষা কৈল বিধিক্রমে ॥ ১৮৯ ॥
যথা জহ্নু নিষ্কপটে করিয়া ভজন।
অনায়াসে পায় কৃষ্ণচৈতন্য-চরণ ॥ ১৯০ ॥
জহ্নুদ্বীপ ভদ্রবন কৃষ্ণলীলাস্থল।
নয়নগোচর কবে হ'বে নিরমল ॥ ১৯১ ॥

জহ্নুদ্বীপে ভীষ্মটীলা

সেই বনে **ভীষ্মটীলা** পরম-পাবন।
তদুপরি রহি' আমি করিব ভজন ॥ ১৯২ ॥
রাত্র্যাগমে **ভীষ্মদেব প্রশান্ত-অন্তরে।**
দরশন দিবে মোরে শুদ্ধ কলেবরে ॥ ১৯৩ ॥
কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধ তুলসীর মালা করে।
দ্বাদশ-তিলকান্বিত নামানন্দভরে ॥ ১৯৪ ॥

ভীষ্ম-উপদেশ

বলিবে—"নবীন নবদ্বীপবাসি! শুন।
আমার মুখেতে আজ গৌরাঙ্গের গুণ ॥ ১৯৫ ॥

কুরুক্ষেত্র-রণে পড়ি' মরণ-সময়ে।
দেখিলাম কৃষ্ণচন্দ্র একচিত্ত হ'য়ে ॥ ১৯৬ ॥
নির্য্যাণ-সময়ে প্রভু বলিল বচন।
নবদ্বীপ তুমি পূর্ব্বে করিলা দর্শন ॥ ১৯৭ ॥
সেই পুণ্যে গৌরকৃপা তোমার ঘটিল।
নবদ্বীপে নিত্যবাস এখন হইল ॥ ১৯৮ ॥
অতএব সর্ব্ব আশা পরিত্যাগ করি'।
নবদ্বীপে বসি' তুমি ভজ গৌরহরি ॥ ১৯৯ ॥
আর না করহ ভয় বিষয়-বন্ধনে।
অবশ্য লভিবে সেবা গৌরাঙ্গ-চরণে ॥ ২০০ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় এই ধামে সর্ব্বক্ষণ।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা দেখে মুক্তজন ॥ ২০১ ॥
শোক, ভয়, মৃত্যু আর উদ্বেগ-কারণ।
বহির্ম্মুখ ইচ্ছা নাহি জীবের পীড়ন ॥ ২০২ ॥
শুদ্ধভক্ত-জন কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য-আসবে।
নিজ নিজ ভজনেতে মগ্ন সুখার্ণবে ॥ ২০৩ ॥

না জানে অভাব পীড়া সংসার-যাতনা।
সিদ্ধকাম শুদ্ধদেহ বৈসে সর্ব্ব জনা॥ ২০৪॥
নিত্য-মুক্ত বদ্ধ-মুক্ত ভক্তি পরিকর।
অনন্ত সংখ্যক দাস গণের ঈশ্বর॥ ২০৫॥
যার যেই ভাব, সেই ভাবে তা'র সনে।
নিতলীলা করে প্রভু এই সব বনে॥ ২০৬॥
এ ধাম অনন্ত, জড়া মায়া হেথা নাই।
চিচ্ছক্তি হেথায় অধিষ্ঠাত্রী শুন ভাই॥ ২০৭॥
তদনুগ দেশকাল-করণ-শরীর।
সব নির্ম্মায়িক সত্ত্ব এই তত্ত্ব স্থির॥ ২০৮॥
যতদিন না ছাড়িবে প্রভুর ইচ্ছায়।
মায়িক শরীর ততদিন তো তোমায়॥ ২০৯॥
না স্ফুরিবে পূর্ণরূপে এ-ধামের ভাব।
তব বুদ্ধি না ছাড়িবে জাতীয় স্বভাব॥ ২১০॥
ভাগবতী তনু পাবে প্রভুর ইচ্ছায়।
অব্যাহত-গতি তব হইবে হেথায়॥ ২১১॥

জড়-মায়া-জালে আবরণ যাবে দূরে।
অসীম আনন্দ পাবে এই নিত্য পুরে ॥ ২১২ ॥
যে পর্য্যন্ত আছে ভাই মায়িক শরীর।
সাবধানে ভক্তিতত্ত্বে থাক সদা স্থির ॥ ২১৩ ॥
ভক্ত-সেবা কৃষ্ণ-নাম যুগল-ভজন।
বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব কর সর্ব্বক্ষণ ॥ ২১৪ ॥
ধামকৃপা নামকৃপা ভক্তকৃপাবলে।
অসাধু-সম্বন্ধ দূরে রাখহ কৌশলে ॥ ২১৫ ॥
অচিরে পাইবে তুমি নিত্যধামে বাস।
শুদ্ধ শ্রীযুগল-সেবা হইবে প্রকাশ ॥" ২১৬ ॥
ভীষ্মদেব-উপদেশ ধরিয়া শ্রবণে।
সাষ্টাঙ্গে পড়িব আমি তাঁহার চরণে ॥ ২১৭ ॥
আশীর্ব্বাদ করি' তেঁহ হ'বে অদর্শন।
কাঁদিতে কাঁদিতে যা'ব মোদদ্রুম বন ॥ ২১৮ ॥

মোদদ্রুম

মোদদ্রুম শ্রীভাণ্ডীর হয় এক তত্ত্ব।
যথা পশু-পক্ষীগণে সব শুদ্ধ সত্ত্ব ॥ ২১৯ ॥
মনোহর বৃক্ষ-ডালে বসি' পিকগণ।
গৌরহরি সীতারাম গায় অনুক্ষণ ॥ ২২০ ॥
কত কত বটবৃক্ষ ছায়া বিস্তারিয়া।
শোভিছে **ভাণ্ডীরবন** সূর্য্য আচ্ছাদিয়া ॥ ২২১ ॥
রামকৃষ্ণ-লীলাস্থান প্রত্যক্ষ ভুবনে।
কবে বা স্ফুরিবে মোর এ' দুই নয়নে ॥ ২২২ ॥

ভাণ্ডীরবনে শ্রীরামকুটীর

দেখিয়া বনের শোভা ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
শ্রীরাম-কুটীর চক্ষে পড়ে আচম্বিতে ॥ ২২৩ ॥
দুর্ব্বাদল-বর্ণ রাম, ব্রহ্মচারী বেশে।
লক্ষ্মণ, জানকীসহ তার এক দেশে ॥ ২২৪ ॥
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র-রূপ মনোহর।
অচেতন পড়িব সে কানন ভিতর ॥ ২২৫ ॥

প্রেমে গর গর দেহ না স্ফুরিবে বাণী।
দুই আঁখি ভরি পিব সেই রূপ খানি ॥ ২২৬ ॥
কৃপা করি' রামানুজ আসি' ধীরে ধীরে।
বন ফল রাখি' পদ দিবে মম শিরে ॥ ২২৭ ॥
বলিবেন,—বৎস! তুমি খাও এই ফল।
বনবাসে ফলফুলে আতিথ্য কেবল ॥ ২২৮ ॥
বলিতে বলিতে লীলা হ'বে অদর্শন।
কাঁদিতে কাঁদিতে ফল করিব ভক্ষণ ॥ ২২৯ ॥
আর কি দেখিব আমি দুর্ব্বাদলরূপ।
হৃদয়ে ভাবিব সেই অচিন্ত্য স্বরূপ ॥ ২৩০ ॥
আহা! সে ভাণ্ডীরবন চিন্তামণি-ধাম।
ছাড়িতে হৃদয় কাঁদে না হয় বিরাম ॥ ২৩১ ॥
রামকৃষ্ণ করে লীলা গোচারণ ছলে।
যথায় কীর্ত্তনে মাতে গোরা নিজ দলে ॥ ২৩২ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠপুর

ধীরে ধীরে যা'ব যথা **শ্রীবৈকুণ্ঠপুর**।
নিঃশ্রেয়স বন যথা ঐশ্বর্য্য প্রচুর ॥ ২৩৩ ॥
সর্ব্বদেব-প্রপূজিত পরব্যোম-নাথ।
নিত্য বিরাজেন যথা শক্তিত্রয়-সাথ ॥ ২৩৪ ॥
যদিও মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তবুও ঈশ্বর তেঁহ সর্ব্বৈশ্বর্য্যধর ॥ ২৩৫ ॥
ঐশ্বর্য্য না ছাড়ে কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ঐশ্বর্য্য না দেখে তবু কৃষ্ণভক্তজন ॥ ২৩৬ ॥
কৃপা করি' সর্ব্বেশ্বর ঐশ্য লুকাইয়া।
তুষিতে নারদ-চিত্ত গৌরাঙ্গ হইয়া ॥ ২৩৭ ॥
দেখিয়া সে রূপ আমি আনন্দ-সাগরে।
ডুবু ডুবু নাচিব কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে ॥ ২৩৮ ॥

ব্রহ্মাণী-নগর

হইয়া বিরজা পার **ব্রহ্মাণী-নগর**।

অর্ক-টীলা

ছাড়িয়া উঠিব **অর্ক-টীলার** উপর ॥ ২৩৯ ॥
তথা বসি' একান্তে ভজিব গৌরহরি।
নাম-সুধারসে মাতি নাম গান করি ॥ ২৪০ ॥
অর্কদেব কৃপা করি' দিবে দরশন।
রক্তবর্ণ দীর্ঘবাহু অরুণ বসন ॥ ২৪১ ॥
সর্ব্বাঙ্গ তুলসীমালা চর্চ্চিত চন্দনে।
মুখে সদা গৌরহরি অশ্রু দু'নয়নে ॥ ২৪২ ॥
বলিবেন,—'বৎস! তুমি গৌর-ভক্তদাস।
তোমার নিকট আমি হইনু প্রকাশ ॥ ২৪৩ ॥
অধিকৃত-দাস মোরা গৌরাঙ্গ-চরণে।
গৌরদাস-অনুদাসে ভালবাসি মনে ॥ ২৪৪ ॥
মম আশীর্ব্বাদে তব হ'বে কৃষ্ণ-ভক্তি।
ধামবাসে নামগানে হ'বে তব শক্তি ॥ ২৪৫ ॥
সুধামাখা কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে।
সর্ব্বদা আসিও হেথা আমারে তুষিতে ॥" ২৪৬ ॥

সূর্য্যদেব-পদে করি দণ্ড-পরণাম।
অগ্রসর হ'য়ে পা'ব মহৎপুর ধাম ॥ ২৪৭ ॥

মহৎপুর—কাম্যবন

মহৎপুর কাম্যবন কৃষ্ণলীলাস্থল।
যথা গৌরগণ করে কৃষ্ণকোলাহল ॥ ২৪৮ ॥
যুধিষ্ঠির-আদি পঞ্চ ভাই যেই বনে।
কত দিন বাস কৈল দ্রৌপদীর সনে ॥ ২৪৯ ॥
ব্যাসদেবে আনি' 'গৌর-পুরাণ' শুনিল।
একান্তে শ্রীগৌরহরি ভজন করিল ॥ ২৫০ ॥
অদ্যাপিও কাম্যবনে দেখে ভক্তজন।
যুধিষ্ঠির-সভা যথা বৈসে ঋষিগণ ॥ ২৫১ ॥
ভৌম শুক, দেবল, চ্যবন, গর্গমুনি।
বৃক্ষতলে বসি' কাঁদে গৌর-কথা শুনি' ॥ ২৫২ ॥
আমি কবে সে সভায় করিব গমন।
দূরে দণ্ডবৎ করি' আসিব তখন ॥ ২৫৩ ॥

পাষণ্ড-উদ্ধার-লীলা গৌর-ইতিহাস।
ব্যাস-মুখে শুনি' প্রেমে ছাড়িব নিঃশ্বাস ॥ ২৫৪ ॥
কতক্ষণ পরে পুনঃ সভা না দেখিয়া।
কাঁদিব গৌরাঙ্গ বলি' ভূমে লুটাইয়া ॥ ২৫৫ ॥
দ্বিপ্রহর দিনে ক্ষুধা হইলে উদয়।
ভোজনার্থে বনফল করিব সঞ্চয় ॥ ২৫৬ ॥
এমত সময়ে কৃষ্ণা পাণ্ডব-গৃহিণী।
শাক অন্ন ল'য়ে কবে আসিবে অমনি ॥ ২৫৭ ॥
বলিবেন,—"বৎস! লহ আতিথ্য আমার।
গৌরাঙ্গ-প্রসাদ অন্নমুষ্টি দুই চার ॥" ২৫৮ ॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি' তাঁরে আমি অকিঞ্চন।
কর পাতি' শাক অন্ন করিব গ্রহণ ॥ ২৫৯ ॥
গৌরাঙ্গ-প্রসাদ অন্ন শাক চমৎকার।
সেবা করি' ধন্য হ'বে রসনা আমার ॥ ২৬০ ॥
মহাপ্রসাদের কৃপা যেই জীবে হয়।
শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি তা'র মিলিবে নিশ্চয় ॥ ২৬১ ॥

সেই কৃপা নিত্য যেন হয়ত আমার।
অনায়াসে ছাড়ি' যা'ব অনন্ত মায়ার ॥ ২৬২ ॥
দ্রৌপদী-প্রদত্ত মহা-প্রসাদ পাইয়া।
উপনীত হ'ব কবে রুদ্রদ্বীপে গিয়া ॥ ২৬৩ ॥

রুদ্রদ্বীপ

কৈলাস যাহার প্রভা মাত্র ত্রিভুবনে।
সেই **রুদ্রদ্বীপ** শোভে নবদ্বীপ-বনে ॥ ২৬৪ ॥
যথা নীল-লোহিতাদি রুদ্র একাদশ।
নৃত্য করে গৌরপ্রেমে হইয়া বিবশ ॥ ২৬৫ ॥
যথায় **দুর্ব্বাসামুনি** করিয়া আশ্রম।
গৌরাঙ্গ-চরণ ভজে ছাড়ি' যোগ-ভ্রম ॥ ২৬৬ ॥
অষ্টাবক্র-দত্তাত্রেয়-আদি যোগিগণ।
ছাড়িয়া অদ্বৈত বুদ্ধি সহ পঞ্চানন ॥ ২৬৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদ-ধ্যানে হয় রত।
সাযুজ্য মুক্তিকে ছাড়ে হইয়া বিরত ॥ ২৬৮ ॥

কভু আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে রুদ্রবন ॥
মেঢ্র স্থল-সন্নিকটে করিব গমন ॥ ২৬৯ ॥
বসিব তথায় গৌরপদ ধ্যান করি'।
অদূরে দেখিব দেবী পরমা সুন্দরী ॥ ২৭০ ॥
বনদেবী মনে করি' করিব প্রণাম।
জিজ্ঞাসিব, বল মাতা কিবা তব নাম ॥ ২৭১ ॥
অশ্রুমুখী দেবী তবে বলিবে বচন—
"শুন বাছা মোর দুঃখ অকথ্য কথন ॥ ২৭২ ॥
পঞ্চবিধ-জ্ঞান-কন্যা মোরা পঞ্চজন।
পঞ্চবিধ-মুক্তি নাম করেছ শ্রবণ ॥ ২৭৩ ॥
সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি সাযুজ্য, নির্ব্বাণ।
নির্ব্বাণ-সাযুজ্য মোরে নাম কৈল দান ॥ ২৭৪ ॥
চারি ভগ্নী গেলা চলি' বৈকুণ্ঠনগর।
আমিত রহিনু একা হইয়া কাঁপর ॥ ২৭৫ ॥
শিবের কৃপায় দত্তাত্রেয়-আদি-জন।
কিছু দিন আমা-প্রতি করিল যতন ॥ ২৭৬ ॥

এবে সেই ঋষিগণ ছাড়িয়া আমায়।
রুদ্রদ্বীপে বৈসে এই সর্ব্বলোকে গায়॥ ২৭৭॥
বৃথা আমি অন্বেষণ করি সেই সবে।
দেখা নাহি পাই আর পা'ব কোথা কবে॥ ২৭৮॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভু সর্ব্বজনে নিস্তারিল।
কেবল আমার প্রতি নির্দ্দয় হইল॥" ২৭৯॥

নিদয়া

আমি যেই স্থানে এবে ছাড়িব জীবন।
'নিদয়া' বলিয়া স্থান জানু' সর্ব্বজন॥ ২৮০॥
সাযুজ্যের নাম শুনি' কাঁপিবে হৃদয়।
পূতনা রাক্ষসী বলি' হ'বে বড় ভয়॥ ২৮১॥
আঁখি মুদি' সেই স্থানে পড়িয়া রহিব।
কোন মহাজন-স্পর্শে তখন উঠিব॥ ২৮২॥
উঠিয়া দেখিব আমি দেব-পঞ্চানন।
ববম্ ববম্ বলি' করিয়া নর্ত্তন॥ ২৮৩॥

গাইবেন—"শ্রীশচীনন্দন দয়াময়।
দয়া কর সর্ব্বজীবে দূর কর ভয়॥" ২৮৪॥
দেবদেব মহাদেব-চরণে পড়িব।
স্বভাব-শোধন লাগি' পদে নিবেদিব॥ ২৮৫॥
দয়া করি' বিশ্বেশ্বর মস্তক আমার।
ধরিয়া চরণ দিবে উপদেশ-সার॥ ২৮৬॥
বলিবেন,—"ওহে শুন কৃষ্ণভক্তি-সার।
জ্ঞান-কর্ম্ম-মুক্তিচেষ্টা-যোগ-আদি ছার॥ ২৮৭॥
আমার কৃপায় তুমি পরাজিয়া মায়া।
অতি শীঘ্র প্রাপ্ত হ'বে গৌরপদ-ছায়া॥ ২৮৮॥
দক্ষিণে পুলিন দেখ অতি মনোহর।
বৃন্দাবন-ধাম নবদ্বীপের ভিতর॥ ২৮৯॥
তথা গিয়া কৃষ্ণলীলা কর দরশন।
অচিরে পাইবে রাধিকার শ্রীচরণ॥" ২৯০॥
শম্ভু অদর্শন হ'বে উপদেশ দিয়া।
প্রণমি' চলিব আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥ ২৯১॥

কতক্ষণে শ্রীপুলিন করিয়া দর্শন।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া হ'ব অচেতন ॥ ২৯২ ॥

গ্রন্থকারের স্বপ্ন-সমাধি ও সিদ্ধ-পরিচয়

অচেতন-কালে স্বপ্ন-স্বরূপ সমাধি।
উদিবে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নিজকার্য্য সাধি' ॥ ২৯৩ ॥
তখন জানিব আমি **কমলমঞ্জরী**।
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর নিত্য বিধিকারী ॥ ২৯৪ ॥
অনঙ্গমঞ্জরী মোর হৃদয়-ঈশ্বরী।
দেখাইবে কৃপা করি' নিজ যূথেশ্বরী ॥ ২৯৫ ॥
শ্রীকর্পূর-সেবা মোরে করিবে অর্পণ।
যুগল-বিলাস করাইবে প্রদর্শন ॥ ২৯৬ ॥
পুলিন-নিকটে স্থান **শ্রীরাসমণ্ডল**।
গোপেন্দ্র-নন্দন-লীলা তথা নিরমল ॥ ২৯৭ ॥

শতকোটী গোপী-মাঝে মহারাসেশ্বরী।
সহ নৃত্য করে কৃষ্ণ সর্ব্বচিত্ত হরি' ॥ ২৯৮ ॥
সে রাস-লাস্যের শোভা নাহি ত্রিভুবনে।
বহু ভাগ্যে যেবা দেখে মজে সেই ক্ষণে ॥ ২৯৯ ॥
স্ব-সমাধি ভাগ্যবলে কেহ কভু পায়।
সে শোভা-দর্শন-সুখ ছাড়িতে না চায় ॥ ৩০০ ॥
দেখিব যে শোভা তাহা বর্ণিতে নারিব।
হৃদয়ে রাখিয়া সদা দর্শন করিব ॥ ৩০১ ॥
নিজ কুঞ্জে বসি' হৃদি মাঝে আলোচিব।
সখীর নির্দ্দেশ-মতে সতত সেবিব ॥ ৩০২ ॥
অনঙ্গমঞ্জরী সখী রাধিকা-ভগিনী।
মোরে কৃপা করি' ধাম দেখা'বে আপনি ॥ ৩০৩ ॥
রাসস্থলী-পশ্চিমেতে শ্রীধীর সমীর।
কিছু দূরে বংশীবট শ্রীযমুনা-তীর ॥ ৩০৪ ॥
শ্রীরূপ-মঞ্জরী-প্রশ্নে ঈশ্বরী-আমার।
বলিবে এ' নব দাসী সখী ললিতার ॥ ৩০৫ ॥

কমল-মঞ্জরী নাম গৌরাঙ্গৈকগতি।
কৃপা করি' দেহ এরে রাগমার্গে গতি ॥ ৩০৬ ॥
ঈশ্বরীর কথা শুনি' শ্রীরূপ-মঞ্জরী।
বুলাইবে কৃপা-হস্ত মম দেহোপরি ॥ ৩০৭ ॥
সহসা হইবে মোর রাগের উদয়।
রূপানুগ ভজনেতে স্পৃহা অতিশয় ॥ ৩০৮ ॥
তড়িদ্বর্ণা তারাবলি **বসন-ভূষণে।**
শ্রীকর্পূর-পাত্র করে সখীর চরণে ॥ ৩০৯ ॥
দণ্ডবৎ হ'য়ে আমি পড়িব তখন।
মাগিব অনন্য-ভাবে রাধার চরণ ॥ ৩১০ ॥
শ্রীরূপ-মঞ্জরী ও শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরী।
ল'বে যথা স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জেশ্বরী ॥ ৩১১ ॥
রাধা-শ্রীচরণ-সেবা সদা চিন্তা করে।
শ্রীললিতা সুললিতা স্বকুঞ্জ-ভিতরে ॥ ৩১২ ॥
সাষ্টাঙ্গে বন্দিব আমি তাঁহার চরণ।
সখী করিবেন মম কথা বিজ্ঞাপন ॥ ৩১৩ ॥

বলিবেন,—"নবদ্বীপবাসী এই জন।
তব দাসী হ'য়ে মাগে যুগল-সেবন ॥" ৩১৪ ॥
প্রসন্ন হইয়া তবে ললিতা সুন্দরী।
শৈষী শক্তি প্রতি ক'বে—"শুন প্রিয়ঙ্করি! ৩১৫ ॥
তোমার কুঞ্জের পার্শ্বে করি' স্থান দান।
রাখিয়া যতন কর ঈপ্সিত বিধান ॥ ৩১৬ ॥
তোমার সেবার কালে সঙ্গে ল'য়ে যা'বে।
ক্রমে তব দাসী রাধা-প্রসাদ পাইবে ॥ ৩১৭ ॥
শ্রীরাধা-প্রসাদ বিনা শ্রীযুগল-সেবা।
বল দেখি কোন্ কালে পাইয়াছে কেবা?" ৩১৮ ॥
ললিতার বাক্য শুনি' অনঙ্গমঞ্জরী।
রাখিবেন নিজকুঞ্জে নিজদাসী করি' ॥ ৩১৯ ॥
যুগল-সেবার কালে সঙ্গিনী করিয়া।
লইবে আমারে তেঁহ স্নেহ প্রকাশিয়া ॥ ৩২০ ॥
দূর হৈতে নিজ কার্য্য করি' সম্পাদন।
হেরিব যুগলরূপ প্রিয়-দরশন ॥ ৩২১ ॥

কভু বা শ্রীমতী মোরে আজ্ঞা প্রকাশিয়া।
দেখাইবে নিজ কৃপা পদছায়া দিয়া ॥ ৩২২ ॥
সেই ত সেবায় আমি র'ব চিরদিন।
ক্রমে সেবা-কার্য্যে আমি হইব প্রবীণ ॥ ৩২৩ ॥
সেবার কৌশলে রাধাগোবিন্দ তুষিব।
কভু কভু অলঙ্কার প্রসাদ লভিব ॥ ৩২৪ ॥
স্বপ্ন-ভঙ্গে ধীরে ধীরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ভাগীরথী পার হ'ব পুলিন দেখিয়া ॥ ৩২৫ ॥
ঈশোদ্যান-সন্নিকটে নিজ কুঞ্জে বসি'।
ভজিব যুগল-ধন শ্রীগৌরাঙ্গ-শশী ॥ ৩২৬ ॥
'স্বনিয়মে' থাকি' রাধা-গোবিন্দ ভজিব।
রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন সতত হেরিব ॥ ৩২৭ ॥
অনঙ্গ-মঞ্জরী-সখী-চরণ স্মরিয়া।
নিজ সেবানন্দে র'ব প্রেমেতে ডুবিয়া ॥ ৩২৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
এ **ভক্তিবিনোদ** মাগে নবদ্বীপ-বাস ॥ ৩২৯ ॥

রূপ-রঘুনাথ-পদে আকুতি করিয়া।
নিজাভীষ্ট-সিদ্ধি মাগে ব্যাকুল হইয়া ॥ ৩৩০ ॥
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন-ক্ষেত্র-বাসিগণ।
ঈশাক্ষেত্রে কর মোরে অচিরে স্থাপন ॥ ৩৩১ ॥
তোমাদের ক্ষেত্র এই আমি মাত্র দাস।
তোমা-সবা-সেবাচ্ছলে পাই ক্ষেত্রবাস ॥ ৩৩২ ॥
নবদ্বীপ! কর মোরে কৃপা বিতরণ।
তব কৃপা বিনা ক্ষেত্র লভে কোন্ জন ॥ ৩৩৩ ॥
আমার যোগ্যতা ল'য়ে না কর বিচার।
জাহ্নবা-নিতাই-আজ্ঞা করিয়াছি সার ॥ ৩৩৪ ॥

গ্রন্থ-পাঠের ফল

শ্রদ্ধায় পড়িবে যেই এ' ভাব-তরঙ্গ।
উদিবে তাহার মনে গৌর-রস-রঙ্গ ॥ ৩৩৫ ॥
শ্রীস্বরূপ-দামোদর তা'রে করি' দয়া।
লইবে নিজের গণে দিয়া পদছায়া ॥ ৩৩৬ ॥

সমাপ্ত

পরিক্রমা-বিধি

মায়াপুর উত্তরে সীমন্ত-দ্বীপ হয়।
পরিক্রমা-বিধি সাধু-শাস্ত্রে সদা কয় ॥ ১ ॥
অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর করিয়া দর্শন।
শ্রীসীমন্ত-দ্বীপে চল বিজ্ঞ ভক্তজন ॥ ২ ॥
গোদ্রুমাখ্য দ্বীপ হয় মায়ার দক্ষিণে।
তাহা ভ্রমি' চল **মধ্যদ্বীপে** হৃষ্ট মনে ॥ ৩ ॥
এই চারি দ্বীপ **জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরে**।
দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে ॥ ৪ ॥
কোলদ্বীপ অনায়াসে করিয়া ভ্রমণ।
ঋতুদ্বীপে শোভা তবে কর দরশন ॥ ৫ ॥
তারপর **জহ্নু দ্বীপ** পরম সুন্দর।
দেখি' **মোদদ্রুম-দ্বীপে** চল বিজ্ঞবর ॥ ৬ ॥
রুদ্রদ্বীপ দেখ পুনঃ গঙ্গা হ'য়ে পার।
ভ্রমি' **মায়াপুর** ভক্ত চল আর বার ॥ ৭ ॥

তথায় শ্রীজগন্নাথ-শচীর মন্দিরে।
প্রভুর দর্শনে প্রবেশহ ধীরে ধীরে ॥ ৮ ॥
সর্ব্বকালে এইরূপে পরিক্রমা হয়।
জীবের অনন্ত সুখ-প্রাপ্তির আলয় ॥ ৯ ॥
বিশেষতঃ **মাকরী সপ্তমী তিথি গতে।**
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে ॥ ১০ ॥
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুরে করেন দর্শন ॥ ১১ ॥
নিতাই গৌরাঙ্গ তা'রে কৃপা বিতরিয়া।
ভক্তি-অধিকারী করে পদছায়া দিয়া ॥ ১২ ॥
যেই জন ভ্রমে একবিংশতি যোজন।
অচিরে লভয় সেই গৌর-প্রেম-ধন ॥ ১৩ ॥
জাহ্নবী-নিতাই-পদছায়া যা'র আশ।
এ' **ভক্তিবিনোদ** করে এ' তত্ত্ব প্রকাশ ॥ ১৪ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ-তালিকা ঃ—

১। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী
মূল্য ১॥০ টাকা।

২। শরণাগতি—মূল্য ।০ আনা।

৩। প্রেম-প্রদীপ (পারমার্থিক উপন্যাস)
মূল্য ১॥০ টাকা।

৪। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা (মাসিক)—
বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা।

৫। **Shri Chaitanya Mahaprabhu**
(His life and precepts)
Price Re. 1/- only.

ইত্যাদি।

কল্যাণ কল্পতরু

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ"—

কল্যাণ কল্পতরু

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সম্পাদিত

শ্রীপ্রমোদগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী—

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রপন্নাশ্রম, পোঃ—সাউরী (মেদিনীপুর)

সন ১৩৫৮ সাল।

মুদ্রাঙ্কন ব্যয়—।৵০

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

নিবেদন

করুণাময় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপার করুণায় "কল্যাণ-কল্পতরু" নামক অপূর্ব্বতত্ত্বপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থ পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই অবৈষ্ণব সম্প্রদায় সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর প্রবল আক্রমণ চালাইতেছিল। অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন প্রভুপাদই তাহাদের সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের আক্রমণের বেগ প্রতিহত করেন। সেই সময়ে তিনি পরমত খণ্ডনে এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জৈবধর্ম্ম, তত্ত্বসূত্র, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত,

শ্রীশরণাগতি ও কল্যাণ কল্পতরু প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থে যে প্রকার শুদ্ধাভক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং তত্ত্ব বিচার-শৈলী প্রকটন করিয়াছেন তাহার তুলনা মিলে না। বলা বাহুল্য যে, তিনি যদি অন্য কোন গ্রন্থ রচনা না করিয়া ইহার মধ্যে যে কোন একটী গ্রন্থ রচনা করিয়াই অবসর গ্রহণ করিতেন তাহা হইলেও তিনি বৈষ্ণবজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন।

উক্ত গ্রন্থের মধ্যে "কল্যাণ কল্পতরু" নামক গ্রন্থখানি বহুবার মুদ্রিত হইয়াছেন তথাপি সহৃদয় পাঠকগণের আশানুরূপ চাহিদা মিটে নাই। তাই তাঁহারা পুনরায় উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বিশেতষঃ কেশিয়াড়ী নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি মহোদয় তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ গোরাপদ বাবাজীবনের অন্নপ্রাশন উৎসব উপলক্ষে উক্ত গ্রন্থ মুদ্রণের সমুদয় ব্যয়ভার গ্রহনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। আমিও

তাঁহাদের অনুরোধ সাদরে গ্রহণ করিয়া এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্তি হই নিজের অযোগ্যতা নিবন্ধন গ্রন্থের মধ্যে ছাপার ভুল থাকা অসম্ভব নহে, তাই কৃপাময় পাঠকগণের নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা সেই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করিবেন।

পরিশেষে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয় ভক্তবৃন্দের নিকট প্রার্থনা, শ্রীমান্ গোরাপদ যেন তাঁহার পিতার ন্যায় বদান্য ও সাধুবৈষ্ণবে ঐকান্তিক ভক্তিসম্পন্ন হইয়া সুদীর্ঘকাল তাঁহাদের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

সাউরী প্রপন্নাশ্রম
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
আবির্ভাব তিথি। ১৩৫৮

প্রকাশক—বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপ্রমোদ গোপাল
ভক্তিশাস্ত্রী

কল্যাণকল্পতরু

—ঃ*ঃ—

মঙ্গলাচরণ

জয় জয় শ্রীচৈতন্য পতিতপাবন।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু অনাথতারণ॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় রূপ-সনাতন জয় গদাধর॥
শ্রীজীব গোপালভট্ট রঘুনাথদ্বয়।
জয় ব্রজধামবাসী বৈষ্ণব নিচয়॥
জয় জয় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ।
সবে মিলি কৃপা মোরে কর বিতরণ॥

নিখিল বৈষ্ণবজন দয়া প্রকাশিয়া।
শ্রীজাহ্নবা-পদে মোরে রাখহ টানিয়া॥
আমিত দুর্ভাগা অতি, বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
শ্রীগুরু-চরণে মোরে ভক্তি কর দান।
যে চরণ বলে পাই তত্ত্বের সন্ধান॥
ব্রাহ্মণ সকলে করি কৃপা মোর প্রতি।
বৈষ্ণব-চরণে মোরে দেহ দৃঢ়মতি॥
উচ্চ নীচ সর্ব্ব জীব চরণে শরণ।
লইলাম আমি দীন হীন অকিঞ্চন॥
সকলে করিয়া কৃপা দেহ মোরে বর।
বৈষ্ণবে করুন এই গ্রন্থের আদর॥
গ্রন্থদ্বারা বৈষ্ণবজনের কৃপা পাই।
বৈষ্ণব কৃপায় কৃষ্ণ লাভ হয় ভাই॥

বৈষ্ণব বিমুখ যারে তাহার জীবন।
নিরর্থক জান ভাই প্রসিদ্ধ বচন॥
শ্রীবৈকুণ্ঠধামে আছে নিঃশ্রেয়স্ বন।
তাহে শোভা পায় কল্পতরু অগণন॥
তাহা মাঝে এ কল্যাণকল্পতরুরাজ।
নিত্যকাল নিত্যধামে করেন বিরাজ॥
স্কন্ধত্রয় আছে তার অপূর্ব্ব দর্শন।
উপদেশ, উপলব্ধি, উচ্ছ্বাস গণন॥
সুভক্তি প্রসূন তাহে অতি শোভা পায়।
কল্যাণ নামক ফল অগণন তায়॥
যে সুজন এ বিটপী করেন আশ্রয়।
কৃষ্ণসেবা সুকল্যাণ ফল তাঁর হয়॥
শ্রীগুরুচরণ কৃপা সামর্থ্য লভিয়া।
এ হেন অপূর্ব্ব বৃক্ষ দিলাম আনিয়া॥

টানিয়া আনিতে বৃক্ষ এ কর্কশ মন।
নাশিল ইহার শোভা শুন সাধুজন ॥
তোমরা সকলে হও এ বৃক্ষের মালী।
শ্রদ্ধাবারি দিয়া পুনঃ কর রূপশালী ॥
ফলিবে কল্যাণ-ফল যুগলসেবন।
করিব সকলে মিলি তাহা আস্বাদন ॥
নৃত্য করি হরি বল, খাও সেবাফল।
ভক্তিবলে কর দূর কুতর্ক-অনল ॥

উপদেশ

দীক্ষাগুরু কৃপা করি মন্ত্র উপদেশ।
করিয়া দেখান কৃষ্ণতত্ত্বের নির্দ্দেশ ॥

শিক্ষাগুরুবৃন্দ কৃপা করিয়া অপার।
সাধকে শিখান সাধনের অঙ্গ সার॥
শিক্ষাগুরুগণ-পদে করিয়া প্রণতি।
উপদেশমালা বলি নিজ মনঃপ্রতি॥

১

মনরে কেন মিছে ভজিছ অসার।
ভূতময় এ সংসার, জীবের পক্ষেতে ছার,
অমঙ্গল সমুদ্র অপার॥
ভূতাতীত শুদ্ধজীব, নিরঞ্জন সদাশিব,
মায়াতীত প্রেমের আধার।
তব শুদ্ধ সত্ত্বা তাই, এ জড় জগতে ভাই,
কেন মুগ্ধ হও বার বার॥
ফিরে দেখ একবার, আত্মা অমৃতের ধার,
তাতে বুদ্ধি উচিত তোমার।

তুমি আত্মারূপী হ'য়ে, শ্রীচৈতন্য সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবনে থাক অনিবার ॥
নিত্যকাল সখী সঙ্গে, পরানন্দ সেবা রঙ্গে,
যুগল ভজন কর সার।
এ হেন যুগল ধন, ছাড়ে যেই মূর্খ জন,
তার গতি নাহি দেখি আর ॥

২

মন তুমি ভালবাস কামের তরঙ্গ।
জড় কাম পরিহরি, শুদ্ধ কাম সেবা করি,
বিস্তারহ অপ্রাকৃত রঙ্গ ॥
অনিত্য জড়ীয় কাম, শান্তিহীন অবিশ্রাম
নাহি তাহে পিপাসার ভঙ্গ।
কামের সামগ্রী চাও, তবু তাহা নাহি পাও,
পাইলেও ছাড়ে তব সঙ্গ ॥

তুমি সেবা কর যারে, সে তোমা ভজিতে নারে,
দুঃখে জ্বলে বিনোদের অঙ্গ ॥
ছাড় তবে মিছা কাম, হও তুমি সত্য কাম,
ভজ বৃন্দাবনের অনঙ্গ।
যাঁহার কুসুম-শরে, তব নিত্য কলেবরে,
ব্যাপ্ত হবে প্রেম অন্তরঙ্গ ॥

৩

মনরে তুমি বড় সন্দিগ্ধ অন্তর।
আসিয়াছ এ সংসারে, বদ্ধ হ'য়ে জড়াধারে,
জড়াসক্ত হ'লে নিরন্তর ॥
ভুলিয়া স্বকীয় ধাম, সেবি জড়গত কাম,
জড় বিনা না দেখ অপর।
তোমার তুমিত্ব যিনি, আচ্ছাদিত হ'য়ে তিনি,
লুপ্তপ্রায় দেহের ভিতর ॥

তুমি ত জড়ীয় জ্ঞান, সদা করিতেছ ধ্যান,
তাহে সৃষ্টি কর চরাচর।
এ দুঃখ কহিব কারে, নিত্যপতি পরিহারে,
তুচ্ছতত্ত্বে করিলে নির্ভর॥
নাহি দেখ আত্মতত্ত্ব, ছাড়ি দিলে শুদ্ধসত্ত্ব,
আত্মা হ'তে নিলে অবসর।
আত্মা আছে কিনা আছে, সন্দেহ তোমার কাছে,
ক্রমে ক্রমে পাইল আদর॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া জড়ের ভ্রমে,
আপনা আপনি হ'লে পর।
এবে কথা রাখ মোর, নাহি হও আত্মচোর,
সাধুসঙ্গ কর অতঃপর॥
বৈষ্ণবের কৃপাবলে, সন্দেহ যাইবে চ'লে
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।

পাবে বৃন্দাবনধাম, সেবিবে শ্রীরাধাশ্যাম,
পুলকাশ্রুময় কলেবর ॥
ভক্তিবিনোদের ধন, রাধাকৃষ্ণ-শ্রীচরণ,
তাহে রতি রহুঁ নিরন্তর ॥

৪

মন তুমি বড়ই পামর।
তোমার ঈশ্বর হরি, তাঁকে কেন পরিহরি,
কামমার্গে ভজ দেবান্তর ॥
পরব্রহ্ম এক তত্ত্ব, তাঁহাতে সঁপিয়া সত্ত্ব,
নিষ্ঠাগুণে করহ আদর।
আর যত দেবগণ, মিশ্রসত্ত্ব অগণন,
নিজ নিজ কার্য্যের ঈশ্বর ॥
সে সবে সম্মান করি, ভজ একমাত্র হরি,
যিনি সর্ব্ব-ঈশ্বর-ঈশ্বর।

মায়া যাঁর ছায়াশক্তি, তাঁতে ঐকান্তিকী ভক্তি,
সাধি কাল কাট নিরন্তর ॥
মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁর, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁর,
ভক্তে সবে করেন আদর।
বিনোদ কহিছে মন, রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ,
ভজ ভজ ভজ নিরন্তর ॥

৫

মন তব কেন এ সংশয়।
জড় প্রতি ঘৃণা করি, ভজিতে প্রেমের হরি,
স্বরূপ লক্ষিতে কর ভয় ॥
স্বরূপ করিতে ধ্যান, পাছে জড় পায় স্থান,
এই ভয়ে ভাব ব্রহ্মময়।

নিরাকার নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী সনাতন,
অস্বরূপ করিছ নিশ্চয় ॥
অভাব ধর্ম্মের বশে, স্বভাব না চিত্তে পশে,
ভাবের অভাব তাহে হয়।
ত্যজ এই তর্কপাশ, পরানন্দ পরকাশ,
কৃষ্ণচন্দ্রে করহ আশ্রয় ॥
সচ্চিৎ আনন্দময়, কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,
সর্ব্বানন্দ মাধুর্য্য-নিলয়।
সর্ব্বত্র সম্পূর্ণরূপ, এই এক অপরূপ,
সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মে তাহা নয়।
অতএব ব্রহ্ম তাঁর, অঙ্গকান্তি সুবিস্তার,
বৃহৎ বলিয়া তারে কয়।
ব্রহ্ম পরব্রহ্ম যেই, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ সেই,
বিনোদের যাহাতে প্রণয় ॥

৬

মন তুমি পড়িলে কি ছার।
নবদ্বীপে পাঠ করি, ন্যায়রত্ন নাম ধরি,
ভেকের কচ্‌কচি কৈলে সার।
দ্রব্যাদি পদার্থজ্ঞান, ছলাদি নিগ্রহ স্থান,
সমবায় করিলে বিচার।
তর্কের চরম ফল, ভয়ঙ্কর হলাহল,
নাহি বিচারিলে তুনিবার॥
হৃদয় কঠিন হ'ল, ভক্তি-বীজ না বাড়িল,
কিসে হবে ভবসিন্ধু পার।
অনুমিলে যে ঈশ্বর, সে কুলালচক্রধর,
সাধন কেমনে হবে তাঁর॥
সহজ সমাধি ত্যজি, অনুমিতি মান ভজি,
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার

সে হৃদয়ে কৃষ্ণধন, নাহি পান সুখাসন,
অহো ধিক্ সেই তর্ক ছার।
অন্যায় ন্যায়ের মত, দূর কর অবিরত,
ভজ কৃষ্ণচন্দ্র সারাৎসার ॥

৭

মন, যোগী হ'তে তোমার বাসনা।
যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন, নিয়ম যম সাধন,
প্রাণায়াম আসন রচনা ॥
প্রত্যাহার ধ্যানধৃতি, সমাধিতে হ'লে ব্রতী,
ফল কিবা হইবে বলনা।
দেহ মন শুষ্ক করি, রহিবে কুম্ভক ধরি,
ব্রহ্মাত্মতা করিবে ভাবনা ॥
অষ্টাদশ সিদ্ধি পাবে, পরমার্থ ভুলে যাবে,
ঐশ্বর্য্যাদি করিবে কামনা।

স্থূল জড় পরিহরি, সূক্ষ্মেতে প্রবেশ করি,
পুনরায় ভুগিবে যাতনা ॥
আত্মা নিত্যশুদ্ধ ধন, হরিদাস অকিঞ্চন,
যোগে তার কি ফল ঘটনা।
কর ভক্তি যোগাশ্রয়, না থাকিবে কোন ভয়,
সহজ অমৃত সম্ভাবনা।
বিনোদের এ মিনতি, ছাড়ি অন্য যোগগতি,
কর রাধাকৃষ্ণ আরাধনা ॥

৮

ওহে ভাই, মন কেন ব্রহ্ম হ'তে চায়!
কি আশ্চর্য্য ক'ব কাকে, সদোপাস্য বল যাঁকে,
তাঁতে কেন আপনে মিশায় ॥
বিন্দু নাহি হয় সিন্ধু, বামন না স্পর্শে ইন্দু,
রেণু কি ভূধর রূপ পায়।

লাভমাত্র অপরাধ, পরমার্থ হয় বাধ,
সাযুজ্যবাদীর হায় হায়।
এহেন দুরন্ত বুদ্ধি, ত্যজি কর সত্ত্বশুদ্ধি,
অন্বেষহ প্রীতির উপায়।
সাযুজ্য নির্ব্বাণ আদি, শাস্ত্রে শব্দ দেখ যদি,
সে সব ভক্তির অঙ্গে যায়।
কৃষ্ণপ্রীতি ফলময়, 'তত্ত্বমসি' আদি হয়,
সাধক চরমে কৃষ্ণ পায়।
অখণ্ড আনন্দময়, বৃন্দাবন কৃষ্ণালয়,
পরব্রহ্ম স্বরূপ জানায়॥
তা হ'তে কিরণ-জাল, ব্রহ্মরূপে শোভে ভাল,
মায়িক জগৎ চমৎকায়।
মায়াবদ্ধ জীব তাহে, নির্বৃত হইতে চাহে,
সূর্য্যাভাবে খদ্যোতের প্রায়॥

যদি কভু ভাগ্যোদয়ে, সাধু গুরু সমাশ্রয়ে,
বৃন্দাবন সম্মুখেতে ভায়।
কৃষ্ণাকৃষ্ট হ'য়ে তবে, ক্ষুদ্ররস অনুভবে,
ব্রহ্ম ছাড়ি পরব্রহ্মে ধায়॥
শুকাদির সুজীবন, কর ভাই আলোচন,
এ দাস ধরিছে তব পায়॥

৯

মন রে কেন আর বর্ণ অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে যাবে ল'য়ে
না করিবে জাতির সম্মান॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তাতে বিপ্র চণ্ডাল সমান
নরকেও দুই জনে, দণ্ড পাবে একসনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান॥

তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণ মান,
মরণ অবধি যার মান।
উচ্চ বর্ণপদ ধরি বর্ণান্তরে ঘৃণা করি,
নরকের না কর সন্ধান॥
সামাজিক মান ল'য়ে, থাক ভাই বিপ্র হয়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান।
আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান॥
তবে যদি কৃষ্ণভক্তি, সাধ তুমি যথাশক্তি,
সোণায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সর্ব্ব লাভ ইহামুত্র,
বিনোদ করিবে স্তুতিগান॥

১০

মন রে কেন কর বিদ্যার গৌরব।

স্মৃতি শাস্ত্র ব্যাকরণ, নানা ভাষা আলোচন,
বৃদ্ধি করে যশের সৌরভ ॥

কিন্তু দেখ চিন্তা করি, যদি না ভজিলে হরি
বিদ্যা তব কেবল রৌরব।

কৃষ্ণপ্রতি আনুরক্তি, সেই বীজে জন্মে ভক্তি,
বিদ্যা হইতে তাহা অসম্ভব।

বিদ্যায় মার্জ্জন তার, কভু কভু অপকার,
জগতেতে করি অনুভব।

যে বিদ্যার আলোচনে, কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে,
তাহারি আদর জান সব ॥

ভক্তি বাধা যাহা হ'তে, সে বিদ্যার মস্তকেতে,
পদাঘাত কর অকৈতব।

সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া,
বিনোদের সেই সে বৈভব ॥

১১

রূপের গরব কেন ভাই।
অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হবে, আঁখি স্পন্দহীন রবে,
চিতার আগুনে হবে ছাই ॥
যে মুখসৌন্দর্য্য হের, দর্পণেতে নিরন্তর,
শশিবার হইবে ভোজন।
যে বস্ত্রে আদর কর, যেবা আভরণ পর,
কোথা সব রহিবে তখন ॥
দারা সুত বন্ধু সবে, শ্মশানে তোমারে লবে,
দগ্ধ করি গৃহেতে আসিবে।

তুমি কার কে তোমার, এবে বুঝি দেখ সার,
দেহ নাশ অবশ্য ঘটিবে ॥
সুনিত্য সম্বল চাও, হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন, কর কৃষ্ণ আরাধন,
বিনোদের আশ্রয় তাহাই ॥

১২

মনরে ধনমদ নিতান্ত অসার।
ধন জন বিত্ত যত, এ দেহের অনুগত,
দেহ গেলে সে সকল ছার ॥
বিদ্যার যতেক চেষ্টা, চিকিৎসক উপদেষ্টা,
কেহ দেহ রাখিবারে নারে।
অজপা হইলে শেষ, দেহ মাত্র অবশেষ,
জীব নাহি থাকেন আধারে ॥

ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত,
ধরামর হইত রাবণ।
ধনে নাহি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ,
অতএব কি করিবে ধন ॥
যদি থাকে বহু ধন, নিজে হবে অকিঞ্চন,
বৈষ্ণবের কর উপকার।
জীবে দয়া অনুক্ষণ, রাধাকৃষ্ণ আরাধন,
কর সদা হ'য়ে সদাচার ॥

১৩

মন তুমি সন্ন্যাসী সাজিতে কেন চাও।
বাহিরের সাজ যত, অন্তরেতে ফাঁকি তত,
দম্ভ পূজি শরীর নাচাও ॥
আমার বচন ধর, অন্তর বিশুদ্ধ কর,
কৃষ্ণামৃত সদা কর পান।

জীবন সহজে যায়, ভক্তি বাধা নাহি পায়,
তদুপায় করহ সন্ধান ॥
অনায়াসে যাহা পাও, তাহে তুষ্ট হয়ে যাও,
আড়ম্বরে না কর প্রয়াস ।
পূর্ণ বস্ত্র যদি নাই, কৌপীন পরহে ভাই,
শীতবস্ত্র কেন্থা বহির্ব্বাস ॥
অগুরু চন্দন নাই, মৃত্তিকা তিলক ভাই,
হারের বদলে ধর মালা ।
এইরূপে আশা-পাশ, সুখাদির কুবিলাস,
খর্ব্বি ছাড় সংসারের জ্বালা ॥
সন্ন্যাস বৈরাগ্য বিধি, সেহ আশ্রমের নিধি,
তাহে কভু না কর আদর ।
সে সব আদরে ভাই, সংসারে নিস্তার নাই,
দাম্ভিকের লিঙ্গ নিরন্তর ॥

তুমি ত চৈতন্যদাস, হরিভক্তি তব আশ,
আশ্রমের লিঙ্গে কিবা ফল।
প্রতিষ্ঠা করহ দূর, বাস তব শান্তিপুর,
সাধু-কৃপা তোমার সম্বল॥
বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়,
আড়ম্বরে কভু নাহি যাও।
বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ গুণগণ,
ফুকারি ফুকারি সদা গাও॥

১৪

মন তুমি তীর্থে সদা রত।
অযোধ্যা মথুরা মায়া, কাশী কাঞ্চী অবন্তিয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে।

সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে ॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধু সঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ চিত্ত
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থানে বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥

বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব সেবন মোর ব্রত ॥

১৫

দেখ মন ব্রতে যেন না হও আচ্ছন্ন।
কৃষ্ণভক্তি আশা করি, আছ নানা ব্রত ধরি,
রাধাকৃষ্ণে করিতে প্রসন্ন ॥
ভক্তি সে সহজ তত্ত্ব, চিত্তে তার আছে সত্ত্ব,
তাহার সমৃদ্ধি তব আশ।
দেখিবে বিচার করি, সু-কঠিন ব্রত ধরি,
সহজের না কর বিনাশ ॥
কৃষ্ণ অর্থে কায়ক্লেশ, তার ফল আছে শেষ,
কিন্তু তাহা সামান্য না হয়।
ভক্তির বাধক হ'লে, ভক্তি আর নাহি ফলে,
তপফল হইবে নিশ্চয় ॥

কিন্তু ভেবে দেখ ভাই, তপস্যায় কাজ নাই,
যদি হরি আরাধিত হন।
ভক্তি যদি না ফলিল, তপস্যার তুচ্ছ ফল,
বৈষ্ণব না লয় কদাচন ॥
ইহাতে যে গূঢ় মর্ম্ম, বুঝ বৈষ্ণবের ধর্ম্ম,
পাত্র ভেদে অধিকার ভিন্ন।
বিনোদের নিবেদন, বিধি মুক্ত অনুক্ষণ,
সারগ্রাহী শ্রীকৃষ্ণ প্রপন্ন।

১৬

মন তুমি বড়ই চঞ্চল।
একান্ত সরল ভক্ত, জনে নহ অনুরক্ত,
ধুর্ত্তজনে আসক্তি প্রবল।
বুজরুগী জানে যেই, তব সাধু জন সেই,
তার সঙ্গ তোমারে নাচায়।

ক্রূর বেশ দেখ যার, শ্রদ্ধাস্পদ সে তোমার,
ভক্তি করি পড় তার পায় ॥
ভক্ত সঙ্গ হয় যাঁর, ভক্তিফল ফলে তাঁর,
অকৈতবে শান্ত ভাব ধর।
চঞ্চলতা ছাড়ি মন, ভজ কৃষ্ণ শ্রীচরণ,
ধূর্ত্ত সঙ্গ দূরে পরিহর ॥

১৭

মন তোরে বলি এ বারতা।
অপক্ক বয়সে হায়, বঞ্চিত বঞ্চক পায়,
বিকাইলে নিজ স্বতন্ত্রতা।
সম্প্রদায়ে দোষ বুদ্ধি, জানি তুমি আত্ম শুদ্ধি,
করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা,
নিজে কৈলে নবীন বিধান ॥

পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া,
নিজে অবতার বুদ্ধিধরি।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে,
মহাজনে ভ্রম দৃষ্টি করি॥
ফোটা দীক্ষা মালাধরি, ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী,
তাই তাহে তোমার বিরাগ।
মহাজন পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ,
পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥
এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি লৈলে ছাই,
ইহকাল পরকাল যায়।
কপট বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে,
দেহান্তে বা কি হবে উপায়॥

১৮

কি আর বলিব তোরে মন।

মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুত ত্যজিয়া হেম,
শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন ॥

অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্প ঝম্প অকস্মাৎ,
মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া।

এ লোকে বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,
কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া ॥

প্রেমের সাধন ভক্তি, তাতে নৈল আনুরক্তি,
শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে।

দশ অপরাধ ত্যজি, নিরন্তর নাম ভজি,
কৃপাহ'লে সুপ্রেম পাইবে ॥

না মানিলে সুভজন, সাধু সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন,
না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ।

না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি,
দুষ্ট ফল করিলে অর্জ্জন ॥
অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোক দুর্ল্লভ।
কৈতবে বঞ্চনা মাত্র, হও আগে যোগ্যপাত্র,
তবে প্রেম হইবে সুলভ ॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়।
তুমি ত বরিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেমনাম,
আরোপিলে কিসে শুভ হয় ॥

১৯

কেন মন কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায়।
চর্ম্ম মাংস ময় কাম, জড় সুখ অবিরাম,
জড় বিষয়েতে সদা ধায় ॥

জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম, চিৎ স্বরূপে প্রেম মর্ম্ম,
তাহার বিষয় মাত্র হরি।
কাম আবরণে হায়, প্রেম এবে সুপ্ত প্রায়,
প্রেমে জাগাও কাম দূর করি॥
শ্রদ্ধা হৈতে সাধু সঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া রঙ্গে,
নিষ্ঠারুচি আসক্তি উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥
ইহাতে যতন যার, সেই পায় প্রেমসার,
ক্রমত্যাগে প্রেম নাহি জাগে।
এ ক্রম সাধনে ভয়, কেন কর দুরাশয়,
কামে প্রেমে কভু নাহি লাগে॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়,
তাহে মাত্র ইন্দ্রিয় সন্তোষ।

ইন্দ্রিয় তোষণ ছার, সদাকর পরিহার,
ছাড় ভাই অপরাধ দোষ ॥

উপলব্ধি।

(অনুতাপলক্ষণ উপলব্ধি)

আমি অতি পামর দুর্জ্জন।
কি করিনু হায় হায়, প্রকৃতির দাসতায়
কাটাইনু অমূল্য জীবন ॥

কত দিন গর্ব্ভবাসে, কাটাইনু অনায়াসে,
বাল্য গেল বালধর্ম্মবশে।
গ্রাম্য ধর্ম্মে এ যৌবন, মিছে দিনু বিসর্জ্জন,
বৃদ্ধকাল এল অবশেষে॥
বিষয়ে নাহিক সুখ, ভোগশক্তি সুবৈমুখ,
অন্ত দন্ত শরীর অশক্ত।
জীবন যন্ত্রণাময়, মরণেতে সদা ভয়
বল কিসে হই অনুরক্ত।
ভোগ্য বস্তু ভোগশক্তি, তাতে ছিল আনুরক্তি
যে পর্য্যন্ত ছিল দেহে বল।
সমস্ত বিগত হ'ল, কি লইয়া থাকি বল,
এবে চিত্ত সদাই চঞ্চল॥
সামর্থ্য থাকিতে কায়, হরি না ভজিনু হায়,
আসন্ন কালেতে কিবা করি।

ধিক্ মোর এ জীবনে, না সাধিনু নিত্যধনে,
মিত্র ছাড়ি ভজিলাম অরি ॥

২

সাধুসঙ্গ না হইল হায়।
গেল দিন অকারণ, করি অর্থ উপার্জ্জন,
পরমার্থ রহিল কোথায় ॥
সুবর্ণ করিয়া ত্যাগ, তুচ্ছ লোষ্ট্রে অনুরাগ,
দুর্ভাগার এই ত লক্ষণ।
কৃষ্ণেতর সঙ্গ করি, সাধুজনে পরিহরি,
মদগর্ব্বে কাটানু জীবন ॥
ভক্তি-মুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে,
বাতুলতা বলিয়া তাহায়।
যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গণি, হারাইনু চিন্তামণি,
শেষে তাহা রহিল কোথায় ॥

জ্ঞানের গরিমা-বলে, ভক্তিরূপ সুসম্বলে,
উপেক্ষিনু স্বার্থ পাসরিয়।
দুষ্ট জড়াশ্রিত জ্ঞান, এবে হ'ল অন্তর্দ্ধান,
কর্ম্মভোগে আমাকে রাখিয়া॥
এবে যদি সাধুজনে, কৃপা করি এ দুর্জ্জনে,
দেন ভক্তি-সমুদ্রের বিন্দু।
তা হইলে অনায়াসে, মুক্ত হ'য়ে ভবপাশে,
পার হই এ সংসার সিন্ধু॥

৩

ওরেমন কর্ম্মের কুহকে গেল কাল।
স্বর্গাদি সুখের আশে, পড়িলাম কর্ম্মফাঁসে,
ঊর্ণনাভ সম কর্ম্মজাল॥
উপবাস ব্রত ধরি, নানা কায়ক্লেশ করি,
ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া অপার।

মরিলাম নিজ দোষে, জরা মরণের ফাঁসে,
হইবারে নারিনু উদ্ধার ॥
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যজি, নানা দেবদেবী ভজি,
মদগর্ব্বে কাটানু জীবন।
স্থির না হইল মন, না লভিনু শান্তিধন,
না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥
ধিক্ মোর এ জীবনে, ধিক্ মোর ধন জনে,
ধিক্ মোর বর্ণ অভিমান।
ধিক্ মোর কুলমানে, ধিক্ শাস্ত্র অধ্যয়নে,
হরিভক্তি না পাইল স্থান ॥

৪

ওরে মন কি বিপদ হইল আমার।
মায়ার দৌরাত্ম্য-জ্বরে, বিকার জীবেরে ধরে,
তাহা হৈতে পাইতে নিস্তার ॥

সাধিনু অদ্বৈত মত, যাহে মায়া হয় হত,
বিষ সেবি বিকার কাটিল।
কিন্তু এ দুর্ভাগ্য মোর, বিকার কাটিল ঘোর,
বিষের জ্বালায় প্রাণ গেল॥
আমি ব্রহ্ম একমাত্র, এ জ্বালায় দহে গাত্র,
ইহার উপায় কিবা ভাই।
বিকার যে ছিল ভাল, ঔষধ জঞ্জাল হ'ল,
ঔষধ-ঔষধ কোথা পাই॥
মায়াদত্ত কুবিকার, মায়াবাদ বিষভার,
এ দুই আপদ নিবারণ।
হরিনামামৃত পান, সাধু বৈদ্য সুবিধান,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীচরণ॥

৫

ওরে মন ক্লেশ তাপ দেখি যে অশেষ।
অবিদ্যা অস্মিতা আর, অভিনিবেশ দুর্ব্বার,
রাগ দ্বেষ এই পঞ্চ ক্লেশ ॥
অবিদ্যা আত্মবিস্মরণ, অস্মিতা অন্য বিভাবন,
অভিনিবেশান্যে গাঢ়মতি।
অন্যে প্রীতি রাগান্ধতা, বিদ্বেষাত্ম বিশুদ্ধতা,
পঞ্চ ক্লেশ সদাই দুর্গতি ॥
ভুলিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, মায়াভোগে সুপ্রমত্ত,
আমি আমি করিয়া বেড়াই।
এ আমার সে আমার, এ ভাবনা অনিবার,
ব্যস্ত করে মোর চিত্ত ভাই ॥
এ রোগশমনোপায়, অন্বেষিয়া হায় হায়,
মিলে বৈদ্য সদ্য যমোপম।

আমি ব্রহ্ম মায়া ভ্রম, এই ঔষধের ক্রম,
দেখি চিন্তা হইল বিষম ॥
একে ত রোগের কষ্ট, যমোপম বৈদ্য ভ্রষ্ট,
এ যন্ত্রণা কিসে যায় মোর।
শ্রীচৈতন্য দয়াময়, কর যদি সমাশ্রয়,
পার হবে এ বিপদ ঘোর ॥

(নির্ব্বেদলক্ষণ উপলব্ধি)

১

ওরে মন ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম মরণ জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল সার ॥
ধনজন পরিবার, কেহ নহে আপনার,
কালে মিত্র অকালে অপর।

যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর ॥
আয়ু অতি অল্প দিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ শোক অনিবার, চিত্ত করে ছারখার,
বান্ধব বিয়োগ দুর্ঘটন ॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হবে,
হারাইবে পরমার্থ ধন ॥
ইতিহাস আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দূরাশয়।
ইন্দ্রিয় তর্পণ সার, করি কত দূরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ॥

মরণ সময় তারা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর সবে ভবজয়,
এ দাসের সেই ত ভরসা ॥

২

ওরে মন বাড়িবার আশা কেন কর।
পার্থিব উন্নতি যত, শেষে অবনতি তত,
শান্ত হও মোর বাক্য ধর ॥
আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ্য-কণ্টকে রুদ্ধ আছে ॥

বাড় যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে ॥
এক রাজ্য আজপাও, অন্য রাজ্য কালচাও,
সর্ব্বরাজ্য কর যদি লাভ।
তবু আশা নহে শেষ, ইন্দ্রপদ অবশেষ,
ছাড়ি চাবে ব্রহ্মার প্রভাব ॥
ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই, শিবপদ কিসে পাই,
এই চিন্তা হবে অবিরত।
শিবত্ব লভিয়া নর, ব্রহ্ম সাম্য তদন্তর,
আশা করে শঙ্করানুগত ॥
অতএব আশা-পাশ, যাহা হয় সর্ব্বনাশ,
হৃদয় হইতে রাখ দূরে।
অকিঞ্চন ভাব ল'য়ে, চৈতন্য চরণাশ্রয়ে,
বাস কর সদা শান্তিপুরে ॥

৩

ওরে মন ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা কর দূর।
ভোগের নাহিক শেষ, তাহে নাহি সুখলেশ,
নিরানন্দ তাহাতে প্রচুর ॥
ইন্দ্রিয় তর্পণ বই, ভোগে আর সুখ কই,
সেও সুখ অভাব পূরণ।
যে সুখেতে আছে ভয়, তাকে সুখ বলা নয়,
তাকে দুঃখ বলে বিজ্ঞ জন ॥
শাস্ত্রে ফলশ্রুতি যত, সেই লোভে কতশত,
মূঢ় জন ভোগ প্রতি ধায় ॥
সে সব কৈতব মানি, ছাড়িয়া বৈষ্ণবজ্ঞানী,
মুখ্য ফল কৃষ্ণরতি পায় ॥
মুক্তি-বাঞ্ছা দুষ্ট অতি, নষ্ট করে শিষ্টমতি,
মুক্তি-স্পৃহা কৈতব প্রধান।

তাহা যে ছাড়িতেনারে, মায়ানাহি ছাড়েতারে,
তার যত্ন নহে ফলবান ॥
অতএব স্পৃহাদ্বয়, ছাড়ি শোধ এ হৃদয়,
নাহি রাখ কামের বাসনা।
ভোগ মোক্ষ নাহি চাই, শ্রীকৃষ্ণ-চরণপাই,
বিনোদের এই ত সাধনা ॥

৪

দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে ॥
সংসার সংসার ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল ॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায় ॥

এদেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার॥
গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কার লাগি এত করি না ঘূচিল ভ্রম॥
দিন যায় মিছা কার্যে, নিশা নিদ্রাবশে।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে ব'সে॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি এদেহ ছাড়িব কোন্ দিন॥
দেহ-গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত॥
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি হত॥
হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে॥

কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হয়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি তার অনুগত।
সংসার বৈভব আর বন্ধু জন যত॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

৫

শরীরের সুখে মন দেহ জলাঞ্জলি।
এদেহ তোমার নয়, বরঞ্চ এ শত্রু হয়,
সিদ্ধ দেহ সাধন সময়ে।
সর্ব্বদা ইহার বলে রহিয়াছ বলী।
কিন্তু নাহি জান মন, এ শরীর অচেতন,
প'ড়ে রয় জীবন বিলয়ে॥
দেহের সৌন্দর্য্য বল নহে চিরদিন।

অতএব তাহা ল'য়ে, না থাক গর্ব্বিত হ'য়ে,
তোমা প্রতি এই অনুনয়।
শুদ্ধ জীব সিদ্ধ দেহ সদাই নবীন।
জড়ীভূত দেহ যোগ, জীবনের কর্ম্মভোগ,
জীবের পতন যদাশ্রয়॥
যে পর্য্যন্ত এদেহেতে জীবের সঙ্গতি।
চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বগাদির জড় স্পৃহা,
জীবে ল'য়ে করে টানাটানি।
দেখ দেখ ভয়ঙ্কর জীবের দুর্গতি।
জীব চায় কৃষ্ণ ভজি, দেহ জড়ে যায়মজি,
শেষে জীব পাশরে আপনি।
আর কেন জীব জড়ে করিবে সমর।
জড়ে দেও বিসর্জ্জন, শুদ্ধ জীব প্রবোধন,
সহজ সমাধি যোগে সাধ।

ক্রমে ক্রমে জড় সত্তা হবে অবসর।
সিদ্ধ দেহ অনুগত, কর দেহ জড়াশ্রিত,
পরমার্থ না হইবে বাধ ॥

সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন।

সম্বন্ধ বিজ্ঞানলক্ষণ উপলব্ধি

১

ওরে মন বলি শুন তত্ত্ব বিবরণ।
যাহার বিস্মৃতি জন্য জীবের বন্ধন ॥
তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অতুল্য অপার।
সেই তত্ত্ব পরব্রহ্ম সর্ব্বসারাৎসার ॥

সেই তত্ত্ব শক্তিমান সম্পূর্ণ সুন্দর।
শক্তি শক্তিমান একবস্তু নিরন্তর॥
নিত্য শক্তি নিত্যসর্ব্ব বিলাস-পোষক।
বিলাসার্থ বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ, গোলোক॥
বিলাসার্থ নাম ধাম গুণ পরিকর।
দেশ কাল পাত্র সব শক্তি অনুচর॥
শক্তির প্রভাব আর প্রভুর বিলাস।
পরব্রহ্ম সহ নিত্য একাত্ম-প্রকাশ॥
অতএব ব্রহ্ম আগে, শক্তিকার্য্য পরে।
যে করে সিদ্ধান্ত, সেই মূর্খ এ সংসারে॥
পূর্ণচন্দ্র বলিলে কিরণ সহ জানি।
অকিরণ চন্দ্রসত্তা কভু নাহি মানি॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি সহ পরিকর।
সমকাল নিত্য বলি মানি অতঃপর॥

অখণ্ড বিলাসময় পরব্রহ্ম যেই।
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র সেই ॥
সেই সে অদ্বয় তত্ত্ব পরানন্দাকার।
কৃপায় প্রকট হৈল ভারতে আমার ॥
কৃষ্ণ সে পরম তত্ত্ব প্রকৃতির পর।
ব্রজেতে বিলাস কৃষ্ণ করে নিরন্তর ॥
চিদ্ধাম ভাস্কর কৃষ্ণ, তার জ্যোতির্গত।
অনন্ত চিৎকণ জীব তিষ্ঠে অবিরত ॥
সেই জীব প্রেমধর্ম্মী কৃষ্ণগত প্রাণ।
সদা কৃষ্ণাকৃষ্ট, ভক্তিসুধা করে পান ॥
নানাভাববিমিশ্রিত পিয়া দাস্য রস।
কৃষ্ণের অনন্তগুণে সদা থাকে বশ ॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ সখা পতি।
এই সব ভিন্নভাবে কৃষ্ণে করে রতি ॥

কৃষ্ণ সে পুরুষ এক নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীবৃন্দ রমে কৃষ্ণ সনে॥
সেই ত আনন্দ লীলা যার নাই অন্ত।
অতএব কৃষ্ণ লীলা অখণ্ড অনন্ত॥
যে সব জীবের ভোগবাঞ্ছা উপজিল।
পুরুষ ভাবেতে তারা জড়ে প্রবেশিল॥
মায়াকার্য্য জড়, মায়া নিত্য শক্তি ছায়া।
কৃষ্ণদাসী সেহ সত্য কারা কর্ত্রী মায়া॥
সেই মায়া আদর্শের সমস্ত বিশেষ।
লইয়া গঠিল বিশ্ব যাহে পূর্ণ ক্লেশ॥
জীব যদি হইলেন কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ।
মায়াদেবী তবে তারে যাচিলেন সুখ॥
মায়াসুখে মত্ত জীব শ্রীকৃষ্ণ ভুলিল।
সেই সে অবিদ্যাবশে অস্মিতা জন্মিল॥

অস্মিতা হইতে হৈল মায়াভিনিবেশ।
তাহা হইতে জড়গত রাগ আর দ্বেষ॥
এই রূপে জীব কর্ম্মচক্রে প্রবেশিয়া।
উচ্চাবচ গতিক্রমে ফেরেন ভ্রমিয়া॥
কোথা সে বৈকুণ্ঠানন্দ, শ্রীকৃষ্ণবিলাস!
কোথা মায়াগত সুখ, দুঃখ, সর্ব্বনাশ!!
চিত্তত্ত্ব হইয়া জীবের মায়াভিরমণ।
অতি তুচ্ছ জুগুপ্সিত অনন্ত পতন॥
মায়িক দেহের ভাবাভাবে দাস্য করি।
পরতত্ত্ব জীবের কি কষ্ট আহা মরি॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ হয়।
পুনরায় গুপ্ত নিত্যধর্ম্মের উদয়॥

(অভিধেয় বিজ্ঞানলক্ষণ উপলব্ধি)

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা হয় আলোচন।
পূর্ব্বভাব উদি কাটে মায়ার বন্ধন ॥
কৃষ্ণ প্রতি জীব যবে করেন ঈক্ষণ।
বিদ্যারূপা মায়া করে বন্ধন ছেদন ॥
মায়িক জগতে বিদ্যা নিত্য বৃন্দাবন।
জীবের সাধন জন্য করে বিভাবন ॥
সেই বৃন্দাবনে জীব ভাবাবিষ্ট হ'য়ে।
নিত্য সেবালাভ করে চৈতন্য আশ্রয়ে ॥
প্রকটিত লীলা আর গোলোক বিলাস।
এক তত্ত্ব ভিন্ন নয়, দ্বিবিধ প্রকাশ ॥
নিত্য লীলা নিত্য দাসগণের নিলয়।
এ প্রকট লীলা বদ্ধ জীবের আশ্রয় ॥

অতএব বৃন্দাবন জীবের আবাস।
অসার সংসারে নিত্যতত্ত্বের প্রকাশ॥
বৃন্দাবন লীলা জীব করহ আশ্রয়।
আত্মাগত রতিতত্ত্ব যাহে নিত্য হয়॥
জড়রতি খদ্যোতের আলোক অধম।
আত্মারতি সূর্য্যোদয়ে হয় উপশম॥
জড়রতিগত যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
জীবের সম্বন্ধে সব ঔপাধিক ধর্ম্ম॥
জড়রতি হৈতে লোক ভোগ অবিরত।
জড়রতি ঐশ্বর্য্যের সদা অনুগত॥
জড়রতি জড়দেহ প্রভু সম ভায়।
মায়িক বিষয়সুখে জীবকে নাচায়॥
কভু তারে ল'য়ে যায় ব্রহ্মলোক যথা।
কভু তারে ল'য়ে যায় যোগৈশ্বর্য্য-কথা॥

যোগৈশ্বর্য্য ভোগৈশ্বর্য্য সকলি সভয়।
বৃন্দাবনে আত্মরতি জীবের অভয়॥
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ জন ঐশ্বর্য্যের আশে।
মায়িক জড়ীয় সুখ বদ্ধ মায়াপাশে॥
আকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণ রতি সার।
জানি, ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে পরিহার॥
সংসারে জীবন যাত্রা অনায়াসে করি।
নিত্য দেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি॥
বর্ণমদ, বলমদ, রূপমদ যত।
বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তিপথে হন রত॥
আশ্রমাদি বিধানেতে রাগ দ্বেষহীন।
একমাত্র কৃষ্ণভক্তি জানি সমীচীন॥
সাধুগণ সঙ্গে সদা হরিলীলা-রসে।
যাপন করেন কাল নিত্য ধর্ম্মবশে॥

জীবনযাত্রার জন্য বৈদিক বিধান।
রাগ দ্বেষ বিসর্জ্জিয়া করেন সম্মান॥
সামান্য বৈদিক ধর্ম্ম অর্থ ফলপ্রদ।
অর্থ হৈতে কামলাভ মূঢ়ের সম্পদ॥
সেই ধর্ম্ম সেই অর্থ সেই কাম যত।
স্বীকার করেন দিন যাপনের মত॥
তাহাতে জীবন যাত্রা করেন নির্ব্বাহ।
জীবনের অর্থ কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ॥
অতএব লিঙ্গহীন সদা সাধুজন।
দ্বন্দ্বাতীত হ'য়ে করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
জ্ঞানের প্রয়াসে কাল না করি যাপন।
ভক্তিবলে নিত্য জ্ঞান করেন সাধন॥
যথা তথা বাস করি যে সে বস্ত্র পরি।
সুলব্ধ ভোজনদ্বারা দেহ রক্ষা করি॥

কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণসেবা আনন্দে মাতিয়া।
সদা কৃষ্ণ প্রেমরসে ফিরেন গাইয়া॥
নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য প্রভু অবতার।
ভকতিবিনোদ গায় কৃপায় তাঁহার॥

(প্রয়োজন বিজ্ঞানলক্ষণ উপলব্ধি)

[এই ২নং অংশ গান না হইলেও ইহার ভাবে
আপনাকে সমাধিস্থ করিতে হইবে]

২

অপূর্ব্ব বৈষ্ণবতত্ত্ব! আত্মার আনন্দ
প্রস্রবণ! নাহি যার তুলনা সংসারে।
স্বধর্ম্ম বলিয়া যার আছে পরিচয়
এ জগতে! এ তত্ত্বের শুন বিবরণ।

পরব্রহ্ম সনাতন আনন্দ স্বরূপ,
নিত্যকাল রসরূপ রসের আধার—
পরাৎপর, অদ্বিতীয়, অনন্ত, অপার !
তথাপি স্বরূপতত্ত্ব, শক্তি শক্তিমান,
লীলারস পরাকাষ্ঠা আশ্রয় স্বরূপ।
তর্ক কি সে তত্ত্ব কভু স্পর্শিবারে পারে ?
রসতত্ত্ব সুগম্ভীর ? সমাধি আশ্রয়ে
উপলব্ধ ! আহামরি সমাধি কি ধন !!
সমাধিস্থ হ'য়ে দেখ, সুস্থির অন্তরে,
হে সাধক ! রসতত্ত্ব অখণ্ড আনন্দ ;
কিন্তু তাহে আস্বাদক আস্বাদ্য বিধান,
নিত্যধর্ম্ম অনুস্যূত ! অদ্বিতীয় প্রভু,
আস্বাদক কৃষ্ণরূপ,—আস্বাদ্য রাধিকা,
দ্বৈতানন্দ ! পরানন্দ পীঠ বৃন্দাবন !

প্রাকৃত জগতে যার প্রকাশ বিশেষ
যোগমায়া প্রকাশিতা ! তাঁহার আশ্রয়ে
লভিছে সাধকবৃন্দ নিত্য প্রেমতত্ত্ব—
আদর্শ, যাহার নাম বিকুণ্ঠ কল্যাণ !!
যদি চাহ নিত্যানন্দ প্রবাহ সেবিতে
অবিরত, গুরুপাদাশ্রয় কর জীব।
নীরস ভজন সমুদায় পরিহরি
ব্রহ্ম চিন্তা আদি যত, সদা সাধ রতি,
কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে।
পুরুষত্ব অহংকার নিতান্ত দুর্ব্বল
তব ! তুমি শুদ্ধ জীব ! আস্বাদ্য স্বজন,
শ্রীরাধার নিত্যসখী ! পরানন্দরস
অনুভবি ! মায়াভোগ তোমার পতন !!!

৩

চিজ্জড়ের দ্বৈত যিনি করেন স্থাপন
জড়ীয় কুতর্ক বলে হায়।
ভ্রমজাল তার বুদ্ধি করে আচ্ছাদন
বিজ্ঞান আলোক নাহি তায়॥
চিত্তত্ত্বে আদর্শ বলি জানে যেই জনে
জড়ে অনুকৃতি বলি মানি।
তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ রহস্য সাধনে
সমর্থ বলিয়া আমি জানি॥
অতএব এ জগতে যাহা লক্ষ্য হয়
বৈকুণ্ঠের জড় অনুকৃতি।
নির্দ্দোষ বৈকুণ্ঠগত সত্তা সমুদয়
সদোষ জড়ীয় পরিমিতি॥

বিকুণ্ঠ-নিলয়ে যেই অপ্রাকৃত রতি
সুমধুর মহাভাবাবধি।
তার তুচ্ছ অনুকৃতি পুরুষ প্রকৃতি
সঙ্গ সুখ সংক্লেশ জলধি॥
অপ্রাকৃত সিদ্ধ দেহ করিয়া আশ্রয়
সহজ সমাধি যোগবলে।
সাধক প্রকৃতি ভাবে শ্রীনন্দ-তনয়
ভজেন সর্ব্বদা কৌতূহলে॥

৪

জীবন সমাপ্ত কালে করিব ভজন
এবে করি গৃহ সুখ।
কখন একথা নাহি বলে বিজ্ঞজন
এ দেহ পতনোন্মুখ॥

আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণ চরণ
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি যাব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শুধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যাবে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক বনে থাক ইথে তর্ক অকারণ॥

উচ্ছ্বাস।

(প্রার্থনা দৈন্যময়ী)

১

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদ-ছায়া॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ করি দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব চরণে।
কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

২

আমি ত দুর্জ্জন অতি সদা দুরাচার।
কোটী কোটী জন্মে মোর নাহিক উদ্ধার॥
এ হেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে।
এমত পামরে উদ্ধারিয়া ল'বে কাছে॥
শুনিয়াছি শ্রীচৈতন্য পতিত-পাবন।
অনন্ত পাতকী জনে করিল মোচন॥
এমত দয়ার সিন্ধু কৃপা বিতরিয়া।
কবে উদ্ধারিবে মোরে শ্রীচরণ দিয়া॥

এইবার বুঝা যাবে করুণা তোমার।
যদি এ পামর জনে করিবে উদ্ধার॥
কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই।
তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥
ভরসা আমার মাত্র করুণা তোমার।
অহৈতুক সে করুণা বেদের বিচার॥
তুমি ত পবিত্র পদ, আমি দুরাশয়।
কেমনে তোমার পদে পাইব আশ্রয়॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে এ পতিত ছার।
পতিত পাবন নাম প্রসিদ্ধ তোমার॥

৩

ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ।
কিসে কূল পাব তার না পাই সন্ধান॥

না আছে করম-বল নাহি জ্ঞান-বল।
যাগ যোগ তপ ধর্ম্ম না আছে সম্বল॥
নিতান্ত দুর্ব্বল আমি না জানি সাঁতার।
এ বিপদে কে আমারে করিবে উদ্ধার॥
বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন।
কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥
প্রাক্তন-বায়ুর বেগ সহিতে না পারি।
কাঁদিয়া অস্থির মন না দেখি কাণ্ডারী॥
ওগো শ্রীজাহ্নবা দেবি এদাসে করুণা।
কর আজ নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥
তোমার চরণ-তরি করিয়া আশ্রয়।
ভবার্ণব পার হব করেছি নিশ্চয়॥
তুমি নিত্যানন্দ শক্তি, কৃষ্ণভক্তিগুরু।
এদাসে করহ দান পদ-কল্পতরু॥

কত কত পামরেরে ক'রেছ উদ্ধার।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার॥

৪

বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার।
আমার হৃদয়ে ভোগ করে আনিবার॥
কত যে যতন আমি করিলাম হায়।
না গেল বিকার বুঝি শেষে প্রাণ যায়॥
এ ঘোর বিকার মোরে করিল অস্থির।
শান্তি না পাইল স্থান অন্তর অধীর॥
শ্রীরূপ গোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া।
উদ্ধারিবে কবে যুক্ত-বৈরাগ্য অর্পিয়া॥
কবে সনাতন মোরে ছাড়ায়ে বিষয়।
নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥

শ্রীজীব গোস্বামী করে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥
শ্রীচৈতন্য নাম শুনে উদিবে পুলক।
রাধাকৃষ্ণামৃত পানে হইব অশোক॥
কাঙ্গালের সুকাঙ্গাল দুর্জ্জন এজন।
বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় যাচে অকিঞ্চন॥

৫

আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি ভব-পারাবারে॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥
শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখে বাঁধি করাও সংসার॥

শ্রীকৃষ্ণ সাম্মুখ্য যার ভাগ্যক্রমে হয়।
তারে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয়॥
এদাসে জননী! করি অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান তুমি যোগমায়া॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণপায়।
কৃষ্ণরাস প্রকটীল তোমার কৃপায়॥
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগত-জননী।
তুমি দেখাইলে মোরে কৃষ্ণ চিন্তামণি॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাসবৃদ্ধি হো'ক প্রতিক্ষণে॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব পারাবার।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার॥

(প্রার্থনা লালসাময়ী)

১

কবে মোর শুভদিন হইবে উদয়।
বৃন্দাবন ধাম মম হইবে আশ্রয়॥
ঘুচিবে সংসারজ্বালা বিষয়-বাসনা।
বৈষ্ণব সংসর্গে মোর পূরিবে কামনা॥
ধূলায় ধূসর হ'য়ে হরিসংকীর্ত্তনে।
মত্ত হ'য়ে পড়ে রব বৈষ্ণব-চরণে॥
কবে শ্রীযমুনাতীরে কদম্ব-কাননে।
হেরিব যুগল রূপ হৃদয়-নয়নে॥
কবে সখী কৃপা করি যুগল সেবায়।
নিযুক্ত করিবে মোরে রাখি নিজ পায়॥

কবে বা যুগললীলা করি দরশন।
প্রেমানন্দ ভরে আমি হব অচেতন॥
কতক্ষণ অচেতন পড়িয়া রহিব।
আপন শরীর আমি কবে পাশরিব॥
উঠিয়া স্মরিব পুনঃ অচেতন কালে।
যা দেখিনু কৃষ্ণলীলা ভাসি আঁখিজলে॥
কাকুতি মিনতি করি বৈষ্ণব সদনে।
বলিব ভকতি বিন্দু দেহ এ দুর্জ্জনে॥
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর চরণ শরণ।
এ ভক্তিবিনোদ আশা করে অনুক্ষণ॥

২

শ্রীগুরু বৈষ্ণব-কৃপা কত দিনে হবে।
উপাধিরহিত রতি চিত্তে উপজিবে॥

কবে সিদ্ধ দেহ মোর হইবে প্রকাশ।
সখী দেখাইবে মোরে যুগল বিলাস॥
দেখিতে দেখিতে রূপ হইব বাতুল।
কদম্ব-কাননে যাব ত্যজি জাতিকুল॥
স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু বৈবর্ণ্য প্রলয়।
স্তম্ভ স্বরভেদ কবে হইবে উদয়॥
ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নে।
সখীর কিঙ্করী হ'য়ে সেবিব দুজনে॥
কবে নরোত্তম সহ সাক্ষাৎ হইবে।
কবে বা প্রার্থনা-রস চিত্তে প্রবেশিবে॥
চৈতন্যদাসের দাস ছাড়ি অন্য রতি।
কর যুড়ি মাগে আজ শ্রীচৈতন্যে মতি॥

৩

আমার এমন ভাগ্য কত দিনে হবে।
আমারে আপন বলি জানিবে বৈষ্ণবে॥
শ্রীগুরুচরণামৃত মাধ্বীক সেবনে।
মত্ত হয়ে কৃষ্ণগুণ গাব বৃন্দাবনে॥
কর্ম্মী জ্ঞানী কৃষ্ণদ্বেষী বহির্ম্মুখ জন।
ঘৃণা করি অকিঞ্চনে করিবে বর্জ্জন॥
কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ করিবে সিদ্ধান্ত।
আচার রহিত এই নিতান্ত অশান্ত॥
বাতুল বলিয়া মোরে পণ্ডিতাভিমানী।
ত্যজিবে আমার সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী॥
কুসঙ্গরহিত দেখি বৈষ্ণব সুজন।
কৃপা করি আমারে দিবেন আলিঙ্গন॥

স্পর্শিয়া বৈষ্ণবদেহ এ দুর্জ্জন ছার।
আনন্দে লভিবে কবে সাত্ত্বিক বিকার॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা-সমুদ্র অপার।
বুঝিতে শকতি নাহি এই কথা সার॥

৪

শাস্ত্রের অগম্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তাঁর লীলা অন্ত বুঝে শকতি কাহার।
তবে মুর্খজন কেন শাস্ত্র বিচারিয়া।
গৌরলীলা নাহি মানে অন্ত না পাইয়া॥
অনন্তের অন্ত আছে কোন শাস্ত্রে গায়।
শাস্ত্রাধীন কৃষ্ণ ইহা শুনি হাসি পায়॥
কৃষ্ণ হইবেন গোরা ইচ্ছা হ'ল তাঁর।
সবৈকুণ্ঠ নবদ্বীপে হৈলা অবতার॥

যখন আসেন কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে।
সঙ্গে সব সহচর আসে পৃথিবীতে॥
গোরা অবতারে তাঁর শ্রীজয় বিজয়।
নবদ্বীপে শত্রুভাবে হইল উদয়॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারে অসুর আছিল।
শাস্ত্রে বলে পণ্ডিত হইয়া জনমিল॥
স্মৃতি তর্কশাস্ত্রবলে বৈর প্রকাশিয়া।
গোরাচাঁদ সহ রণ করিল মাতিয়া॥
অতএব নবদ্বীপ বাসী যত জন।
শ্রীচৈতন্যলীলা পুষ্টি করে অনুক্ষণ॥
এখন যে ব্রহ্মকুলে চৈতন্যের অরি।
তাকে জানি চৈতন্যের লীলা-পুষ্টিকারী॥
শ্রীচৈতন্য অনুচর শত্রু মিত্র যত।
সকলের শ্রীচরণে হইলাম নত॥

তোমরা করহ কৃপা এদাসের প্রতি।
চৈতন্যে সুদৃঢ় কর বিনোদের মতি॥

৫

কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি অন্য ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণচরণে পাবে বিশ্রামের স্থান॥
কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্যজন॥
কবে আমি আচণ্ডালে করিব প্রণতি॥
কৃষ্ণভক্তি মাগি লব করিয়া মিনতি॥
সর্ব্বজীবে দয়া মোর কতদিনে হবে।
জীবের দুর্গতি দেখি লোতক পড়িবে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে আমি যাব বৃন্দাবন।
ব্রজধামে বৈষ্ণবের লইব শরণ॥

ব্রজবাসী সন্নিধানে যুড়ি দুই কর।
জিজ্ঞাসিব লীলাস্থান হইয়া কাতর ॥
ওহে ব্রজবাসী মোরে অনুগ্রহ করি।
দেখাও কোথায় লীলা করিলেন হরি ॥
তবে কোন ব্রজজন সকৃপ অন্তরে।
আমারে যাবেন ল'য়ে বিপিন ভিতরে ॥
বলিবেন দেখ এই কদম্ব-কানন।
যথা রাসলীলা কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
ঐ দেখ নন্দগ্রাম নন্দের আবাস।
ঐ দেখ বলদেব যথা কৈল রাস ॥
ঐ দেখ যথা হৈল দুকুল হরণ।
ঐ স্থানে বকাসুর হইল নিধন ॥
এইরূপ ব্রজজন সহ বৃন্দাবনে ॥
দেখিব লীলার স্থান সতৃষ্ণ নয়নে ॥

কভু বা যমুনাতীরে শুনি বংশীধ্বনি।
অবশ হইয়া লাভ করিব ধরণী॥
কৃপাময় ব্রজজন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
পান করাইবে জল পূরিয়া অঞ্জলি॥
হরিনাম শুনে পুনঃ পাইয়া চেতন।
ব্রজ জন সহ আমি করিব ভ্রমণ॥
কবে হেন শুভদিন হইবে আমার।
মাধুকরী করি বেড়াইব দ্বার দ্বার॥
যমুনা-সলিল পিব অঞ্জলি ভরিয়া।
দেবদ্বারে রাত্রিকালে রহিব শুইয়া॥
যখন আসিবে কাল এ ভৌতিক পুর।
জলজন্তু মহোৎসব হইবে প্রচুর॥
সিদ্ধ দেহে নিজ কুঞ্জে সখীর চরণে।
নিত্যকাল থাকিয়া সেবিব কৃষ্ণ ধনে॥

এই সে প্রার্থনা করে এ পামর ছার।
শ্রীজাহ্নবা মোরে দয়া কর এইবার॥

৬

হরি হরি কবে মোর হবে হেন দিন।
বিমল বৈষ্ণবে, রতি উপজিবে,
বাসনা হইবে ক্ষীণ॥
অন্তর বাহিরে, সম ব্যবহারে,
অমানী মানদ হব।
কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে, শ্রীকৃষ্ণস্মরণে,
সতত মজিয়া রব॥
এ দেহের ক্রিয়া অভ্যাসে করিব
জীবন যাপন লাগি।
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে অনুকূল যাহা
তাহে হব অনুরাগী॥

ভজনের যাহা প্রতিকুল তাহা
দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব।
ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে
এদেহ ছাড়িয়া দিব॥
ভকতিবিনোদ এই আশা করি
বসিয়া গোদ্রুম বনে!
প্রভু কৃপা লাগি ব্যাকুল অন্তরে
সদা কাঁদে সঙ্গোপনে॥

৭

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি।
বৈষ্ণব চরণ কল্যাণের খনি
মাতিব হৃদয়ে ধরি॥

বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা
নির্দ্দোষ আনন্দময়।
কৃষ্ণ নামে প্রীতি জড়ে উদাসীন
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
অভিমান হীন ভজনে প্রবীন
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তর বাহিরে নিষ্কপট সদা
নিত্যলীলা অনুরক্ত॥
কনিষ্ঠ মধ্যম উত্তম প্রভেদে
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর মধ্যমে প্রণতি
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি॥
যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।

বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে ॥
বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি ॥

৮

কৃপাকর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর ॥
আমিত বৈষ্ণব এবুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয়ে দূষিবে
হইবে নিরয়গামী ॥

তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব্
গুরু অভিমান ত্যজি।
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজলরেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্যতব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজাকার॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তন
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

৯

কবে হবে হেন দশা মোর।
ত্যজি জড় আশা, বিবিধ বন্ধন
ছাড়িব সংসার ঘোর॥
বৃন্দাবনাভেদে নবদ্বীপধামে
বাঁধিব কুটিরখানি।
শচীরনন্দন চরণ আশ্রয়
করিব সম্বন্ধ মানি॥
জাহ্নবী পুলিনে চিন্ময়কাননে
বসিয়া বিজনস্থলে।
কৃষ্ণনামামৃত নিরন্তর পিব
ডাকিব গৌরাঙ্গ ব'লে॥
হা গৌর নিতাই তোরা দুটী ভাই
পতিত জনের বন্ধু।

অধম পতিত আমিহে দুর্জ্জন
হও মোরে কৃপাসিন্ধু ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ষোল ক্রোশধাম
জাহ্নবী উভয়কুলে ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কভু ভাগ্যফলে
দেখি কিছু তরুমূলে ॥
হাহা মনোহর কি দেখিনু আমি
বলিয়া মূর্চ্ছিত হব ।
সম্বিত পাইয়া কাঁদিব গোপনে
স্মরি দুহু কৃপা লব ॥

১০

হাহা মোর গৌরকিশোর ।
কবে দয়া করি শ্রীগোদ্রুম বনে
দেখা দিবে মনোচোর ॥

আনন্দ সুখদ কুঞ্জের ভিতরে
গদাধরে বামে করি।
কাঞ্চনবরণ চাঁচর চিকুর
নটন সুবেশ ধরি॥
দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধামাধব
রূপেতে করিবে আলা।
সখীগণ সঙ্গে করিলে নটন
গলেতে মোহনমালা॥
অনঙ্গ মঞ্জরী সদয় হইয়া
এ দাসী করেতে ধরি।
দুঁহে নিবেদিবে দুঁহার মাধুরী
হেরিব নয়ন ভরি॥

১১

হা হা কবে গৌর নিতাই।

এ পতিত জনে উরু কৃপা করি।

দেখা দিবে দুটী ভাই॥

দুঁহু কৃপাবলে নবদ্বীপ ধামে

দেখিব ব্রজের শোভা।

আনন্দ সুখদ কুঞ্জ মনোহর

হেরিব নয়ন লোভা॥

তাহার নিকটে শ্রীললিতাকুণ্ড

রত্নবেদী কত শত।

যথা রাধাকৃষ্ণ লীলা বিস্তারিয়া

বিহরেন অবিরত॥

সখীগণ যথা লীলার সহায়

নানা সেবা সুখ পায়।

এ দাসী তথায় সখীর আজ্ঞাতে
কার্য্যে ইতি উতি ধায় ॥
মালতীর মালা গাঁথিয়া আনিব
দিব তবে সখী করে।
রাধাকৃষ্ণ গলে সখী পরাইবে
নাচিব আনন্দ ভরে ॥

১২

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া।
ভোজন শয়নে দেহের যতন
ছাড়িব বিরক্ত হঞা ॥
নবদ্বীপ ধামে নগরে নগরে
অভিমান পরিহরি।
ধামবাসী ঘরে মাধুকরি লব
খাইব উদর ভরি ॥

নদী তটে গিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি
পিব প্রভু পদ জল।
তরুতলে পড়ি আলস্য ত্যজিব
পাইব শরীরে বল॥
কাকুতি করিয়া গৌর গদাধর
শ্রীরাধামাধব নাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকি উচ্চরবে
ভ্রমিব সকল ধাম॥
বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িয়া চরণে
হৃদয়ের বন্ধু জানি।
বৈষ্ণব ঠাকুর প্রভুর কীর্ত্তন
দেখাইবে দাস মানি॥

বিজ্ঞপ্তি

১

গোপীনাথ মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন, সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ॥
গোপীনাথ আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি॥
গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি, কর্ম্মে জড়মতি
প'ড়েছি সংসার-ঘোরে।
গোপীনাথ সকলি তোমার মায়া।

নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া ॥
গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান ॥
গোপীনাথ তুমি ত সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে, তোমার শকতি,
কে আছে পাপীর আর ॥
গোপীনাথ তুমি কৃপা পারাবার।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কৈলে সুবিস্তার ॥
গোপীনাথ আমি কি দোষের দোষী।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি ॥

২

গোপীনাথ ঘুচাও সংসার-জ্বালা।
অবিদ্যা যাতনা, আর নাহি সহে,
জনম মরণ মালা॥
গোপীনাথ আমি ত কামের দাস।
বিষয় বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিয়া করম-ফাঁস।
গোপীনাথ কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি, দূরে তোয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি॥
গোপীনাথ আমি ত তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন ধন।
গোপীনাথ তুমি ত সকলি জান।

আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন,
শ্রীচরণে দেহ স্থান।
গোপীনাথ এই কি বিচার তব
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ জনে,
না কর করুণালব॥

গোপীনাথ আমি ত মুরখ অতি।
কিসে হয় ভাল, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি॥
গোপীনাথ তুমি ত পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব পর॥

৩

গোপীনাথ আমার উপায় নাই।

তুমি কৃপা করি, আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই ॥
গোপীনাথ প'ড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন দারা সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে ॥
গোপীনাথ মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ঘোর ॥
গোপীনাথ হার যে মেনিছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি ॥
গোপীনাথ কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়, বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি ॥

গোপীনাথ হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥
গোপীনাথ অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীক দমিয়া,
তার হে সংসৃতি ঘোরে॥
গোপীনাথ গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি, বন্ধন ছেদিয়া,
বিনোদে করহ দাস॥

৪

শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদকমলে মন।
কেমনে লভিবে চরম শরণ॥
চিরদিন করিয়া ও চরণে আশ॥
আছে হে বসিয়া এ অধম দাস॥

হে রাধে হে কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত-প্রাণ।
পামরে যুগল ভক্তি কর দান॥
ভক্তিহীন বলি না কর উপেক্ষা।
মূর্খজনে দেহ জ্ঞান-সুশিক্ষা॥
বিষয় পিপাসা প্রপীড়িত দাসে।
দেহি অধিকার যুগল বিলাসে॥

চঞ্চল জীবন, স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥

তুমি পতিত জনের বন্ধু।
জানিহে তোমারে নাথ,
তুমি ত করুণাজলসিন্ধু॥

আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতি-লেশ।
নিজ গুণে নাথ, কর আত্মসাৎ,
ঘুঁচাইয়া ভব-ক্লেশ ॥
সিদ্ধ দেহ দিয়া, বৃন্দাবন মাঝে,
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি মোরে,
শুন নিজ গুণগান ॥
যুগল সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
বিনোদ ধরিছে পায় ॥

উচ্ছ্বাসকীর্ত্তন

(নাম কীর্ত্তন)

কলি কুক্কুর কদন যদি চাও (হে)।
কলিযুগ পাবন, কলি ভয় নাশন,
শ্রীশচীনন্দন গাও (হে)।
গদাধর মাদন, নিতায়ের প্রানধন,
অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।
নিমাঞী বিশ্বম্ভর, শ্রীনিবাস ঈশ্বর,
ভক্তসমুহ চিত-চোরা ॥
নদীয়া শশধর, মায়াপুর ঈশ্বর,
নাম প্রবর্ত্তন সুর।
গৃহীজনশিক্ষক, ন্যাসীকুলনায়ক,
মাধব রাধাভাবপুর ॥

সার্ব্বভৌম শোধন, গজপতি তারণ,
রামানন্দপোষণ বীর।
রূপানন্দবর্দ্ধন, সনাতন পালন,
হরিদাসমোদন ধীর॥
ব্রজরসভাবন, দুষ্টমতশাতন,
কপটী বিঘাতন কাম।
শুদ্ধভক্তপালন, শুষ্ক জ্ঞান তাড়ন,
ছল ভক্তি দূষণ রাম॥

২

বিভাবরী শেষ, আলোক প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি উঠ জীব।
বল হরি হরি, মুকুন্দমুরারী,
রাম কৃষ্ণ হয় গ্রীব॥

নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
পূতনা-ঘাতন, কৈটভ-শাতন,
জয় দাশরথি রাম॥
যশোদাদুলাল, গোবিন্দ গোপাল,
বৃন্দাবন পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়জন, রাধিকারমণ,
ভুবন সুন্দর বর॥
রাবণান্তকর, মাখন তস্কর,
গোপীজন-বস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দপাল,
চিত্তহারী বংশীধারী॥১॥

৩

যোগীন্দ্রবন্দন, শ্রীনন্দনন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী।
নবীন নীরদ, রূপ মনোহর,
মোহন বংশীবিহারী॥
যশোদানন্দন, কংসনিসূদন,
নিকুঞ্জ-রাসবিলাসী।
কদম্ব কানন, রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী॥
আনন্দবর্দ্ধন, প্রেমনিকেতন,
ফুলশরযোজক কাম।
গোপাঙ্গনাগণ, চিত্তবিনোদন,
সমস্ত গুণগণধাম॥

যামুন জীবন, কেলিপরায়ণ,
মানস-চন্দ্রচকোর।
নাম সুধা রস, গাও কৃষ্ণ যশ,
রাখ বচন মন মোর॥

রূপকীর্ত্তন

(কামোদ)

জনম সফল তার, কৃষ্ণ দরশন যার,
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি কৃষ্ণ দরশন
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার॥

বৃন্দাবন-কেলিচতুর বনমালি।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময় নিধিগুণশালী ॥
বর্ণ নব জলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধান পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগত মাতায় ॥
ইন্দ্রনীল জিনি, কৃষ্ণরূপ খানি,
হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে ॥
(সখি হে) সুধাময়, সে রূপমাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি ॥

কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম।
চরণ কমলে, অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম॥
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি,
চরণ কমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন॥

গুণকীর্ত্তন।

(১—ধানশী)

বহির্ম্মুখ হয়ে, মায়ারে ভজিয়ে,
সংসারে হইনু রাগী।

কৃষ্ণ দয়াময়, প্রপঞ্চে উদয়,
হইলা আমার লাগি ॥
(সখি হে) কৃষ্ণচন্দ্র গুণের সাগর।
অপরাধী জনে, কৃপা বিতরণে,
শুধিতে নহে কাতর।
সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।
কৃষ্ণ দয়া করি, নিজে অবতরি,
বংশীরবে নিল হরি ॥
এমন রতনে, বিশেষ যতনে,
ভজ সখি অবিরত।
বিনোদ এখনে, শ্রীকৃষ্ণচরণে
গুণে বাঁধা সদা নত ॥

(২য়—ভাটিয়ারি)

শুন হে রসিক জন, কৃষ্ণগুণ অগণন
অনন্ত কহিতে নাহি পারে।
কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু
নাবিক সে ভব-পারাবারে ॥
হৃদয় পীড়িত যার, কৃষ্ণ চিকিৎসক তার
ভব রোগ নাশিতে চতুর।
কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জনে, প্রেমামৃত বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর ॥
কর্ম্মবন্ধ জ্ঞানবন্ধ, আবেশে মানব অন্ধ,
তারে কৃষ্ণ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম-মধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর ॥

বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগ বশবর্ত্তী হয়ে, পারকীয় ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ॥
প্রেমামৃতবারিধারা, সদা পানরত তাঁরা,
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধুপতি।
সেই সব ব্রজজন, সুকল্যাণ নিকেতন,
দীন হীন বিনোদের গতি ॥

লীলাকীর্ত্তন।

(১—ধানশী)

জীবে কৃপা করি, গোলকের হরি,
ব্রজভাব প্রকাশিল।

সে ভাবরসজ্ঞ, বৃন্দাবনযোগ্য,
জড়বুদ্ধি না হইল ॥
কৃষ্ণলীলা সমুদ্র-অপার।
বৈকুণ্ঠ-বিহার, সমান ইহার,
কভু নহে জ্ঞান সার ॥
কৃষ্ণ নরাকার, সর্ব্বরসাধার,
শৃঙ্গারের বিশেষত ॥
বৈকুণ্ঠ সাধক, সখ্যে অপারক,
মধুরে না হয় রত ॥
ব্রজে কৃষ্ণধন, নবীন মদন,
অপ্রাকৃত রসময়।
জীবের সহিত, নিত্য লীলোচিত,
কৃষ্ণ-গুণগণ হয় ॥

(২—ধানশী)

যমুনা-পুলিনে, কদম্ব কাননে,
কি হেরিনু সখি আজ।
শ্যাম বংশীধারী, মণিমঞ্চোপরি,
করে লীলা রসরাজ ॥
কৃষ্ণকেলি সুধা প্রস্রবণ।
অষ্টোদলোপরি, শ্রীরাধা শ্রীহরি,
অষ্টসখি পরিজন ॥
সুগীত নর্ত্তনে, সব সখীগণে,
তুষিছে যুগলধনে।
কৃষ্ণলীলা হেরি, প্রকৃতি সুন্দরী,
বিস্তারিছে শোভা বনে ॥
ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব,
ও লীলা রসের তরে।

ত্যজি কুললাজ, ভজ ব্রজরাজ,
বিনোদ মিনতি করে ॥

রসকীর্ত্তন

(অভিসার—কামোদ)

কৃষ্ণবংশীগীত শুনি, দেখি চিত্রপটখানি,
লোকমুখে গুণ শ্রবনিয়া।
পূর্ব্বরাগাক্রান্ত চিত, উন্মাদলক্ষণান্বিত,
সখীসঙ্গে চলিল ধাইয়া ॥
নিকুঞ্জকাননে করিল অভিসার।
না মানিল নিবারণ, গৃহকার্য্য অগণন,
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি বিচার ॥

যমুনাপুলিনে গিয়া, সখীগনে সম্বোধিয়া,
জিজ্ঞাসিল প্রিয়ের উদ্দেশ।
ছাড়িল প্রানের ভয়, বনেতে প্রবেশ হয়,
বংশীধ্বনি করিয়া নির্দ্দেশ॥
নদী যথা সিন্ধু প্রতি, ধায় অতি বেগবতী,
সেইরূপ রসবতী সতী।
অতি বেগে কুঞ্জবনে, গিয়া কৃষ্ণ সন্নিধানে,
আত্ম নিবেদনে কৈল মতি॥
কেন মোর দুর্ব্বলা লেখনী নাহি সরে।
অভিসার আরম্ভিয়া সকম্প অন্তরে॥
মিলন সম্ভোগ বিপ্রলম্ভাদি বর্ণন।
প্রকাশ করিতে নাহি সরে মম মন॥
দুর্ভাগা নাহি বুঝে রাসলীলা তত্ত্বসার।
শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তাহার॥

অধিকার-হীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া।
কীর্ত্তন করিনু শেষ, কাল বিচারিয়া।

কীর্ত্তন সমাপ্ত।

সাউরী প্রপন্নাশ্রমস্থিত শ্রীভক্তিতীর্থ গ্রন্থ ভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

১। শ্রীহরিনামামৃত সিন্ধু—মূল্য—২৲ টাকা ২। ঐ বিন্দু মূল্য—।০ ৩। শ্রীরসতত্ত্ব গীতাবলী (গীতাংশ) মূল্য—৸০ আনা ৪। * ঐ বিবৃতিযুক্ত ৫। শ্রীসেবাসঙ্কল্প মূল্য—৩৲ ৬। শ্রীসদ্যুক্তি সোপান ১ম+২য় (একসঙ্গে) মূল্য—।।০আনা ৭। প্রার্থনামৃত তরঙ্গিনী মূল্য—৸০আনা ৮। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত মূল্য—৮৲ টাকা (১মখণ্ড) ৯। শ্রীউপদেশামৃত মূল্য—৵০ ১০। * শ্রীভাগবতধর্ম্ম ১১। শ্রীবৈষ্ণবকণ্ঠমালা—।৵০ ১২। * শ্রীনামতত্ত্বরহস্য ১৩। * শ্রীগুরুতত্ত্ববিবেক ১৪। * শ্রীমাধুর্য্যকাদম্বিনী ১৫। * রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ১৬। * স্বারসিকী লীলাস্মরণ পদ্ধতি ১৭। * রাগানুগা ভজন রহস্য ১৮। * শ্রীরূপানুগ ভজন দর্পন ১৯। * শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ২০। * শ্রীরাই-ধনির গুণরত্নমালা ২১। * শ্রীরাধারস সুধানিধি ২২। * শ্রীকৃষ্ণলীলা মহিমা ২৩। * শ্রীসিদ্ধান্ত মুকুটমণি বা সিদ্ধ উপদেশাবলী ইত্যাদি। ২৪। কল্যাণ কল্পতরু মূল্য ।৵০

---

* চিহ্নিত গ্রন্থগুলি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

আনন্দ ভবন
আর্ট প্রেস

—কোতবাজার, মেদিনীপুর—

(সোয়ান সাহেবের হাতার ভিতর)

সুলভে, সুন্দর, মনোজ্ঞ ছাপার জন্য অর্ডার দিন।

এই প্রেসে যব ওয়ার্কস ও পুস্তকাদি ছাপা কার্য্য উচিৎ মূল্যে সত্বর যত্নের সহিত সম্পাদিত হয়। ব্যবসায়ীর ক্যাশমেমো, চালান ও বিবাহের পত্রাদি প্রভৃতি সুন্দর ও আধুনিক ভাবে ছাপা হয়। যদি কাহারও ছাপিবার আবশ্যক হয় প্রেসের ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অথবা পত্রদ্বারা বন্দোবস্ত করুন।

প্রিন্টার—শ্রীমৃণাল কান্তি দাস, আনন্দভবন আর্ট প্রেস, কোতবাজার, মেদিনীপুর।

শ্রীরূপানুগ-ভজন-সন্দর্ভ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কৃতা

সম্পাদক
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ

(কতিপয় মূলসহ পদ্যানুবাদ ও গীতি-সাহিত্য)

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-বিরচিতা

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ভিক্ষা ॥৵০ আনা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি হইতে
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কর্ত্তৃক প্রকাশিতা

প্রথম সংস্করণ

শ্রীশ্রীঝুলন-পূর্ণিমা দিবস, শ্রীগৌরাব্দ ৪৭২

প্রাপ্তিস্থান—

১। **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**
চৌমাথা, চুঁচুড়া (হুগলী)

২। **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

৩। **শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ**
সিধাবাড়ী, পোঃ রূপনারায়ণপুর (বর্দ্ধমান)

৪। **শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ**
কংসটীলা (মথুরা) ইউ. পি.

৫। **শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ**
পোঃ গোলকগঞ্জ (গোয়ালপাড়া) আসাম

মুদ্রাকর—শ্রীসজ্জনসেবক ব্রহ্মচারী
শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস, চুঁচুড়া (হুগলী)

আমার বক্তব্য

'শ্রীরূপানুগ ভজন-সম্পৎ' বলিলে শ্রীল রূপানুগগণের ভজনীয় সম্পত্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই বুঝায়। সুতরাং তাঁহার অর্চ্চাবতার সর্ব্বাগ্রেই প্রকটিত হওয়ার পরও তাঁহার শব্দাবতার বাণী-রূপা **'শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ'** নামিকা এই গ্রন্থখানি আবির্ভূতা হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ বাণী-বিগ্রহ—শ্রীশিক্ষাষ্টকই এই ভজন-সম্পদের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। তাই এই গ্রন্থের নাম—**"শ্রীরূপানুগ - ভজন - সম্পৎ।** প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ"-নামক একখানি পৃথক্ গ্রন্থ শ্রীল রূপপাদের বিরচিত 'শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু' ও 'শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি' গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পদ্যছন্দে সংক্ষেপে তাহার সারমর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত উন্নত সেবকগণ রূপানুগ ধারায় স্নাত হইতে ইচ্ছা করেন। কারণ, শ্রীল রূপপাদের ক্রিয়াকলাপ, আচার-বিচার সমস্তই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুরূপ হওয়ায় গৌড়ীয়গণ রূপানুগ হইতে গৌরব বোধ করেন। তজ্জন্য আমরা এই গ্রন্থের প্রথমেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'শ্রীশিক্ষাষ্টক' শ্রীল ঠাকুরের পদ্যানুবাদসহ মুদ্রিত করিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকই মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণববর্গের একমাত্র ভজন-

সম্পৎ। শ্রীল রূপপাদ ও অন্যান্য গোস্বামিগণ এই 'শিক্ষাষ্টক'কেই বিস্তৃত করিয়া বিভিন্ন গ্রন্থরাজিতে বিবৃত ও বিস্তার করিয়াছেন। এক কথায় সমস্ত গোস্বামি-গ্রন্থই এই শিক্ষাষ্টকের বিবৃতি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোস্বামিবর্গের রচিত স্তব-স্তুতিমূলক অষ্টকাদির সুললিত কাব্যছন্দে মর্ম্মানুবাদ করিয়া রূপানুগ সাধক ও সিদ্ধবর্গের পরমমঙ্গল ও আনন্দ বিধান করিয়াছেন। এই ভজন-সম্পদে তাহা সমস্তই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে মোটামুটী ১১টী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বিষয়-সূচী আলোচনা করিলে পাঠকবর্গ এই গ্রন্থের গৌরব উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 'শ্রীনাম-ভজন-প্রণালী' ও 'শ্রীনাম-মাহাত্ম্য' এই গ্রন্থের চরমে প্রদত্ত হইয়াছে। উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে রূপানুগ-ভজন-সম্পৎ। ইহার দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল ঠাকুরের স্থান গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের তুল্য পর্যায়ে স্বীকৃত হইয়াছে।

'রূপানুগ-ভজন' বলিতে উন্মার্গগামী 'ইঁচড়ে পাকা' সহজিয়াগুলি কেবলমাত্র পারকীয় মাধুর্য্য-রসের ভজনকেই ভজন বলিয়া স্বীকার করেন। অন্যান্য দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি রূপানুগ-ভজনের অন্তর্গত কোন রস নহে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই সহজিয়াগণের রস-তত্ত্বানভিজ্ঞতা

ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয়। আজকাল সারস্বত-ভক্তিবিনোদ-ধারায় অবস্থিত অনেক ব্যক্তি রূপানুগ-বিচারধারা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 'ইঁচড়েপাকা' সহজিয়াগণের পদাঙ্ক্য-লেহন করিয়া বলিয়া থাকেন,— "প্রচার করিয়া কি হইবে—কীর্ত্তন করিয়া কি হইবে—'ভজন কর', 'ভজন কর'।" এই শ্রেণীর পাষণ্ডগণ 'ভজন কর' বাক্যের দ্বারা শ্রীনাম-ভজনের পরিবর্ত্তে চুপ্ করিয়া বসিয়া বসিয়া শ্রীমালায় নাম করার অছিলায় 'কাছি-টানা'কেই ভজন বলিয়া মনে করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা বহুলোক-সমক্ষেই ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াও লজ্জা-বোধ করেন না। হরি-কীর্ত্তন-সেবাই রূপানুগ-ভজন—অন্যরীতি রূপানুগ-ভজন-রীতি নহে।

সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারই হরি-কীর্ত্তন। শ্রীনাম-কীর্ত্তন বলিলে নাম - রূপ-গুণ - লীলা - পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদি সমস্ত তত্ত্বেরই কীর্ত্তন বুঝাইবে। সুতরাং যাঁহারা প্রচারক, তাঁহারাই একমাত্র হরিনামাশ্রিত—কীর্ত্তনীয়া এবং রূপানুগ-ভজনকারী। যাহারা মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন না বা প্রচারের সহায়তা করেন না, তাহারা রূপানুগ-ভজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শ্রীল রূপপাদের জীবনী এবং তাঁহার ক্রিয়াকলাপ আলোচনা

করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শিক্ষা শ্রীল রূপপাদের জীবনীতে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত।

কতকগুলি 'পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ' বা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মতে 'রাক্ষস-ব্রাহ্মণ' শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার-বৈশিষ্ট্যের বিরোধী ও ধ্বংসকারী ধর্ম্মধ্বজিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন। কারণ মধ্ব-আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরোধিদলকে স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন—ইহাও তাঁহার ক্ষাত্র ধর্ম্ম! যথা—"অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীব প্রভেদিনা" ইত্যাদি বাক্যে 'অসি' ধারণে ব্রাহ্মণতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে—বীরত্ব আসিয়াছে। দুর্ব্বলতা, অলসতা, সেবা-নিষ্ক্রিয়তাকেই বৈষ্ণবতা মনে করিয়া তাহারা ভজনানন্দী-' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে চাহেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাকেই বলে স্ত্রৈণ ধর্ম্ম বা effeminate nature. এই শ্রেণীর সহধর্ম্মিগণের মধ্যে অনেককেই দেখা যায়, তাহারা আপনা-আপনি 'মঞ্জরী' সাজিয়া নিজের নাম, রূপ, বয়স, সম্বন্ধ, বেষ-ভূষা প্রভৃতি একাদশ ভাব অঙ্গীকার করিয়া যদিচ্ছাক্রমে স্ত্রী-চিন্তায় মগ্ন হন। তাহাদের মধ্যে দেখা গিয়াছে যে, তাহারা নিজেরাই পুরুষ হইয়া স্বকল্পিত মানস-মঞ্জরী-মহিলাকে

সর্ব্বদাই অবৈধভাবে ভোগ করিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার মনোমৈথুন। তাহাদের এইরূপ মানসিক কু-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বাহ্যজগতে প্রত্যক্ষক্ষেত্রেও প্রকাশিত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। ইহাকে মহাপাষণ্ডতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাই বলিতে হইবে। "শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ" এই শ্রেণীর লোককেও সৎপথে আনয়ন করিয়া তাহাদের পরমমঙ্গল বিধান করিবে।

এই গ্রন্থে বিষয়-সূচী, শ্লোক-সূচী ও পয়ার-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে মুদ্রাকর-প্রমাদ থাকিলেও তাহা পাঠক-বর্গের সহজেই বোধগম্য হইবে। এই গ্রন্থখানি ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠার আকারে ১৪৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মুদ্রণাদি ব্যয় অত্যধিক হইলেও ইহার মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র রাখা হইল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ এই গ্রন্থ-প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধন্যবাদের পাত্র। কিমধিকমিতি—

শ্রীশ্রীবলদেবআবির্ভাব ও
শ্রীশ্রীঝুলন-পূর্ণিমা-তিথি
২৯শে শ্রীধর, ৪৭২ শ্রীগৌরাব্দ
১২ই ভাদ্র, ১৩৬৫ সাল
ইং ২৯।৮।৫৮

শ্রীশ্রীগৌরজনকিঙ্কর
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

বিষয়-সূচী

বিষয়		পত্রাঙ্ক
১। শ্রীশিক্ষাষ্টক	...	১-১১
২। শ্রীনামাষ্টক	...	১২-২২
৩। শ্রীউপদেশামৃত	...	২৩-৩৫
৪। শ্রীমনঃশিক্ষা	...	৩৬-৪৮
৫। কার্পণ্য-পঞ্জিকা (বিজ্ঞপ্তি নিবেদন)		৪৯-৫৮
৬। শ্রীশ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ	...	৫৮-৮৬
৭। সিদ্ধি-লালসা	...	৮৬-৯৪
৮। শ্রীরাধাষ্টক	...	৯৪-১০৪
৯। অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ	...	১০৫-১১১
১০। শ্রীনাম-ভজন-প্রণালী	...	১১১-১২৫
১১। শ্রীনাম-মাহাত্ম্য	...	১২৬-১২৮

	পদ্য		পত্রাঙ্ক
৬১।	রসের আধার যিনি	...	৬৩
৬২।	রাগাবেশে ব্রজধাম	...	৩৯
৬৩।	রাধাকুণ্ডে সুমিলন	...	১০৭
৬৪।	রাধাকৃষ্ণ-গুণগান	...	৭৩
৬৫।	রাধা বৃন্দা-উপদেশে	...	১০৯
৬৬।	রাধা-ভজনে যদি	...	১০৩
৬৭।	রাধা স্নাত বিভূষিত	...	১০৬
৬৮।	রাধিকা-চরণ-পদ্ম	...	৯৪
৬৯।	রূপানুগ-তত্ত্বসার	...	৬২
৭০।	শতকোটী গোপী	...	১০২
৭১।	'শ্রদ্ধাদেবী' নাম যা'র	...	৬১
৭২।	শ্রীউজ্জ্বল রসসার	...	৮১
৭৩।	শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যদি	...	৩
৭৪।	শ্রীকৃষ্ণবিরহ আর	...	৮
৭৫।	শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে	...	৯৩
৭৬।	শ্রীকৃষ্ণ সেবিব বলি'	...	৭১
৭৭।	শ্রীগুরু-শ্রীগৌরচন্দ্র	...	৫৮
৭৮।	শ্রীনন্দনন্দন-ধন	...	৬৮
৭৯।	শ্রীমতী রাধিকা—কৃষ্ণকান্তা	...	৩৪
৮০।	শ্রীরাধিকা গৃহে গেলা	...	১০৮

	পদ্য		পত্রাঙ্ক
৮১।	শ্রীরাধিকা সায়ংকালে	...	১০৯
৮২।	শ্রীরূপবদনে শ্রীশচীকুমার	...	১২
৮৩।	শ্রীরূপমঞ্জরী কবে	...	৯১
৮৪।	সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত	...	৩৩
৮৫।	সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম	...	১২৭
৮৬।	সন্দর্শন, সংস্পর্শন	...	৮৩
৮৭।	সাধনের সহ অষ্টকাল	...	১১০
৮৮।	সাধারণী, সমঞ্জসা	...	৮০
৮৯।	সুরম্য, মধুর-স্মিত	...	৬৯
৯০।	সুরম্যাদি গুণগণ	...	৭০
৯১।	সৌন্দর্য্য-কিরণমালা	...	৪৭
৯২।	স্থায়িভাবাবিষ্ট-চিত্ত	...	৭৮
৯৩।	হরি হে! অর্থের সঞ্চয়ে	...	২৪
৯৪।	হরি হে! তোমারে ভুলিয়া	...	৩০
৯৫।	হরি হে! দান-প্রতিগ্রহ	...	২৬
৯৬।	হরি হে! নীরধর্ম্ম-গত	...	২৯
৯৭।	হরি হে! প্রপঞ্চে পড়িয়া	...	২৩
৯৮।	হরি হে! ভজনে উৎসাহ	...	২৫
৯৯।	হরি হে! শ্রীরূপ-গোসাঞি	...	৩১
১০০।	হরি হে! সঙ্গদোষশূন্য	...	২৮
১০১।	হেন কালে কবে	...	৮৮

বর্ণানুক্রমিক শ্লোকসূচী

	শ্লোক		পত্রাঙ্ক
১।	অঘদমন-যশোদানন্দনৌ	...	১৭
২।	অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ	...	২৪
৩।	অয়ি নন্দতনুজ	...	৫
৪।	অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ	...	৪২
৫।	অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদর	...	৪১
৬।	অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা	...	৪০
৭।	আশ্লিষ্য বা পাদরতাং	...	৯
৮।	উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ	...	২৫
৯।	কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ	...	৩৩
১০।	কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়রসতিঃ	...	৩৪
১১।	কৃষ্ণেতি যস্য গিরি	...	২৭
১২।	গুরৌ গোষ্ঠে	...	৩৬
১৩।	চেতোদর্পণ-মর্জ্জনং	...	১
১৪।	জয় নামধেয়	...	১৩

	শ্লোক		পত্রাঙ্ক
১৫।	**ভ**গ্নাম-রূপ-চরিত্রাদি	...	৩১
১৬।	তৃণাদপি সুনীচেন	...	৩
১৭।	তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ	...	১১০
১৮।	তুণ্ডে তাণ্ডবিনী-রতিং	...	১২৮
১৯।	**দ**দাতি প্রতিগৃহ্লাতি	...	২৬
২০।	দৃষ্টৈঃ স্বাভাবজনিতৈঃ	...	২৯
২১।	**ন** ধনং ন জনং	...	৪
২২।	ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং	...	৩৮
২৩।	নয়নং গলদশ্রুধারয়া	...	৬
২৪।	নাম্নামকারি বহুধা	...	২
২৫।	নারদবীণোজ্জীবন	...	২১
২৬।	নিখিল-শ্রুতিমৌলি	...	১২
২৭।	**পূ**র্ব্বাহ্ণে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনম্	...	১০৬
২৮।	প্রতিষ্ঠাশা ধ্বস্তা শ্বপচ	...	৪৩
২৯।	**বা**চো বেগং মনসঃ	...	২৩
৩০।	বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি	...	১৯
৩১।	বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা	...	৩২

	শ্লোক		পত্রাঙ্ক
৩২।	মদীশা নাথত্বে ব্রজ	...	৪৫
৩৩।	মধুর-মধুরমেতৎ	...	১২৮
৩৪।	মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিত	...	১০৭
৩৫।	যথা দুষ্টত্বং মে	...	৪৪
৩৬।	যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎ	...	১৬
৩৭।	যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্	...	১৪
৩৮।	যদীচ্ছয়াবাসং	...	৩৯
৩৯।	যুগায়িতং নিমেষেণ	...	৭
৪০।	রতিং গৌরীলীলে	...	৪৬
৪১।	রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিত	...	১০৫
৪২।	রাধাং সালীগণাস্তাম্	...	১০৯
৪৩।	রাধাং স্নাতবিভূষিতাং	...	১০৬
৪৪।	শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং	...	১০৭
৪৫।	সমং শ্রীরূপেণ স্মর-	...	৪৮
৪৬।	সায়ং রাধাং স্বসখ্যা	...	১০৮
৪৭।	সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে	...	২০
৪৮।	স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি	...	৩০

বর্ণানুক্রমিক পদ্য-সূচী

	পদ্য		পত্রাঙ্ক
১।	অনাদি করম-ফলে	...	৫
২।	অপরাধ-ফলে মম	...	৬
৩।	আমি অতি দীন	...	৪৯
৪।	ওহে হরিনাম তব	...	২০
৫।	কপটতা হৈলে দূর	...	৪৩
৬।	কবে গৌরবনে, সুরধুনী	...	৮৬
৭।	কাম-ক্রোধ-আদি	...	৪২
৮।	কাম-ক্রোধ-লোভ	...	৪১
৯।	কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তগত	...	৭৬
১০।	কৃষ্ণনাম ধরে কত বল	...	১২৬
১১।	কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা	...	৪০
১২।	কৃষ্ণের যতেক খেলা	...	৮৫
১৩।	গদাই-গৌরাঙ্গ জয়	...	১১১
১৪।	গাইতে গাইতে নাম	...	৭
১৫।	গাইতে গোবিন্দ নাম	...	৮
১৬।	গুরুদেবে, ব্রজবনে	...	৩৭
১৭।	চিন্তামণিময়, রাধাকুণ্ড	...	৮৯
১৮।	ছাড়ি' অন্য-অভিলাষ	...	৬১
১৯।	জয় জয় হরিনাম	...	১৩
২০।	জ্ঞানী জ্ঞান-যোগে	...	১৬

	পদ্য		পত্রাঙ্ক
২১।	তুহুঁ দয়া-সাগর	...	২
২২।	দর্শন-আশ্লেষান্বিত	...	৮২
২৩।	দেখিতে দেখিতে, ভুলিব	...	৮৭
২৪।	দেখিয়া অরুণোদয়	...	১০৫
২৫।	'ধর্ম্ম' বলি' বেদে	...	৩৮
২৬।	ধেনু-সহচর-সঙ্গে	...	১০৭
২৭।	নায়িকার শিরোমণি	..	৭২
২৮।	নারদ-মুনি, বাজায় বীণা	...	২১
২৯।	নির্জ্জন কুটীরে	...	৯০
৩০।	নির্ব্বেদ, বিষাদ, মদ	...	৭৯
৩১।	পরমচৈতন্য হরি	...	৭৫
৩২।	পাল্যদাসী করি'	...	৮৮
৩৩।	পীতবরণ কলিপাবন	...	১
৩৪।	প্রভু! তব পদযুগে	...	৪
৩৫।	বন্ধুগণ! শুনহ বচন	...	৯
৩৬।	বরজ-বিপিনে	...	১০১
৩৭।	বরণে তড়িৎ	...	৯২
৩৮।	বাচ্য, বাচক—এই দুই	...	১৯
৩৯।	বিভাবিত-রতি যবে	...	৭৭
৪০।	বিরজার পারে	...	৯৫

	পদ্য		পত্রাঙ্ক
৪১।	বিশ্বে উদিত নাম-তপন	...	১৫
৪২।	বৃন্দা পরিচর্য্যা পাঞা	...	১১০
৪৩।	বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা	...	৩৩
৪৪।	বৃষভানু-সুতা-চরণ	...	৯৩
৪৫।	ব্রজধাম নিত্যধন	...	৩৬
৪৬।	ব্রজবন-সুধাকর	...	৪৫
৪৭।	ব্রজভূমি চিন্তামণি	...	৪৪
৪৮।	ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে	...	৪৮
৪৯।	ভোজন-লালসে	...	১০৪
৫০।	মধুরের স্থায়ীভাব		৬৫
৫১।	মহাভাব চিন্তামণি	...	৯৯
৫২।	যশোদা-নন্দন, আনন্দ-বর্দ্ধন	...	১৭
৫৩।	যেই রতি জন্মে	...	৬৪
৫৪।	যোগপীঠোপরি স্থিত	...	১০
৫৫।	যোগ-যাগ সব	.	৫৯
৫৬।	রতি, প্রেম, স্নেহ	...	৬৬
৫৭।	রত্যাস্বাদ-হেতু যত	...	৬৭
৫৮।	রমণী-শিরোমণি	...	৯৬
৫৯।	রসতত্ত্ব নিত্য যৈছে	...	৮৪
৬০।	রসিক-নাগরীগণ	...	৯৭

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভজন-মন্দির :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ

শ্রীশিক্ষাষ্টক

[শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীমুখবিগলিত]

(১ ক)

চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥ক॥

পীতবরণ কলিপাবন গোরা ।
গাওয়ই ঐছন ভাব-বিভোরা ॥
চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী ॥

হেলা ভবদাব-নির্ব্বাপণ-বৃত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি ॥
শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধু-জ্যোৎস্না-প্রকাশ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস ॥
বিশুদ্ধবিদ্যাবধূ-জীবন রূপ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ ॥
আনন্দ-পায়োনিধি-বর্দ্ধন-কীর্ত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্লাবন-মূর্ত্তি ॥
পদে পদে পীযূষ-স্বাদ-প্রদাতা।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা ॥
ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপন বিধান।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেম-নিদান ॥

(খ)

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥খ॥

তুহুঁ দয়া-সাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি ॥

সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল-বিচারা॥
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিদানা॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ, নাথ! ভাগ হামারা॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর॥

(গ)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥গ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার॥
বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন॥
জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ-সুখ পাসরিবে॥

হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয় ॥
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা ॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন ॥
ভকতিবিনোদ কাঁদি বলে প্রভু পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায় ॥

(ঘ)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ঘ॥

প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা, ধন, জন।
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি ॥
নিজ কর্ম্ম-গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥
পশুপক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে।
তব ভক্তি রহু **ভক্তিবিনোদ**-হৃদয়ে॥

(ঙ)

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥ ঙ॥

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়॥
আশা-পাশ শতশত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধু-জলে।

এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে ॥
পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদপদ্মধূলি করি,
দেহ **ভক্তিবিনোদে** আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হয়ে আছি দয়াময় ॥

(চ)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥চ॥

অপরাধ-ফলে মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার।
হতাশ হইয়ে হরি, তব নাম উচ্চ করি,
বড় দুঃখে ডাকি বারবার ॥
দীন দয়াময় করুণা-নিদান।
ভাববিন্দু দেই রাখহ পরাণ ॥
কবে তব নাম উচ্চারণে মোর।
নয়নে ঝরব দরদর লোর ॥
গদগদ স্বর কণ্ঠে উপজব।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব ॥

পুলকে ভরব শরীর হামার।
স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হবে বারবার ॥
বিবর্ণ শরীরে হারাওব জ্ঞান।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ ॥
মিলব হামার কিএ ঐছে দিন।
রোয়ে **ভক্তিবিনোদ** মতিহীন ॥

(ছ)

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ছ॥

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
কৃষ্ণ নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল ॥
জানিলাম মায়াপাশে এ-জড় জগতে।
গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানা মতে ॥
আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি—এ চিন্তা বিশাল ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয় ॥
নিমেষ হইল মোর শত যুগ সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম ॥

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।
কি করি, কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয়॥

ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া,
লওহে তাহারে সাথে॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহ আর সহিতে না পারি।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি॥

গাইতে গোবিন্দ-নাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে।
বৃষভানুসুতা-সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে॥

দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন,
জ্ঞানহারা হইলুঁ তখন।
কতক্ষণ নাহি জানি, জ্ঞান লাভ হৈল মানি,
আর নাহি ভেল দরশন॥

সখি গো, কেমতে ধরিব পরাণ।
নিমেষ হইল যুগের সমান॥
শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরিষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল।
গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল॥
ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া,
পুনঃ নামাশ্রয় করি'।
ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন,
প্রাণ রাখ, নহে মরি॥

(জ)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥জ॥

(অধিকারি-ভেদে)

বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর।
ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন,
দেখা দেয় চিত-চোর॥

বিচক্ষণ করি', দেখিতে চাহিলে,
হয় আঁখি অগোচর।
পুনঃ নাহি দেখি', কাঁদয়ে পরাণ,
দুঃখের নাহি থাকে ওর॥
জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ।
যথা তথা রাখু মোরে, আমার সে প্রাণনাথ॥
দর্শন-আনন্দ-দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,
বলে মোরে প্রণয়-বচন।
পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন॥
যাহে তার সুখ হয়, সেই সুখ মম।
নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্ব্বদাই সম॥
ভকতিবিনোদ, সংযোগে, বিয়োগে,
তাহে জানে প্রাণেশ্বর।
তা'র সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ,
সে কভু না হয় পর॥
যোগপীঠোপরি স্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্ব-কাননে।
রাধাসহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে॥

সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন।
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ॥

কভু কৃপা করি', মম হস্ত ধরি',
মধুর বচন বলে।
তাম্বুল লইয়া, খায় দুইজনে,
মালা লয় কুতূহলে॥

অদর্শন হয় কখন কি ছলে।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে॥

যেখানে সেখানে, থাকুক দু'জনে,
আমি ত' চরণ-দাসী।
মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা,
সকল সমান বাসি॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে।
মোরে রাখি' মারি' সুখে থাকুক দু'জনে॥

ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে,
পড়ি' নিজসখী-পায়।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত,
যুগল-চরণ চায়॥

শ্রীনামাষ্টক

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিত]

(২ ক)

নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ক॥

শ্রীরূপ-বদনে, শ্রীশচীকুমার,
স্বনাম-মহিমা করল প্রচার।
যো নাম সো হরি, কিছু নাহি ভেদ,
সো নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ ॥
সবু উপনিষদ-, রত্নমালা-দ্যুতি,
ঝকমকি' চরণ-সমীপে।
মঙ্গল-আরতি, করই অনুক্ষণ,
দ্বিগুণিত-পঞ্চপ্রদীপে ॥
চৌদ্দ ভুবন মাহ, দেব-নর-দানব,
ভাগ যাকর বলবান্।
নামরস-পীযূষ, পিয়ই অনুক্ষণ,
ছোড়ত করম-গেয়ান ॥

নিত্যমুক্ত পুনঃ, নাম-উপাসনা
সতত করই সামগানে।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর,
নাম-বিরহ নাহি জানে॥
সবু রস-আকর, 'হরি' ইতি দ্ব্যক্ষর,
সবুভাবে করল আশ্রয়।
নাম-চরণে প'ড়ে, ভক্তিবিনোদ কহে,
তুঁয়া পদে মাগহু নিলয়॥

(খ)

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়,
জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং,
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি॥খ॥

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
নিজ-জনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার॥
জয় হরি কৃষ্ণনাম, জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।

মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন ॥
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে ।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে ॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার ।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার ॥
তব স্বল্পস্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গ-ভঙ্গ হয় অনায়াসে ।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়,
প'ড়ে থাকি তুয়া পদ-আশে ॥

(গ)

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীম্ ।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে
কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥গ॥

বিশ্বে উদিত, নাম-তপন,
অবিদ্যা-বিনাশ লাগি'।
ছোড়ত সব, মায়া-বিভব,
সাধু তাহে অনুরাগী ॥
হরিনাম-প্রভাকর, অবিদ্যা-তিমিরহর,
তোমার মহিমা কেবা জানে।
কে হেন পণ্ডিত জন, তোমার মাহাত্ম্যগণ,
উচ্চৈঃস্বরে সকল বাখানে ॥

তোমার আভাস পহিলহি ভায়।
এ ভব-তিমির কবলিতপ্রায় ॥
অচিরে তিমির নাশিয়া প্রজ্ঞান।
ভক্ত্যান্ধ-নয়নে করেন বিধান ॥
সেই ত প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি।
উপজায় হরি-বিষয়িণী মতি ॥
এ অদ্ভুতলীলা সতত তোমার।
ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার ॥গ॥

(ঘ)

যদ্‌ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম-স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ-কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ঘ॥

জ্ঞানী জ্ঞান-যোগে, করিয়া যতনে,
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে।
ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, অপ্রারব্ধ কর্ম্ম,
সম্পূর্ণজ্ঞানেতে হরে ॥

তবু ত প্রারব্ধ, নাহি হয় ক্ষয়,
ফলভোগ বিনা কভু।
ব্রহ্মভূত জীব, ফলভোগ লাগি',
জনম-মরণ লভু ॥

কিন্তু ওহে নাম, তব স্ফূর্ত্তি হ'লে,
একান্তী জনের আর।
প্রারব্ধাপ্রারব্ধ, কিছু নাহি থাকে,
বেদে গায় বার বার ॥

তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়,
সম্পূর্ণ শোধিত হয়।

কর্ম্মজ্ঞান-বন্ধ, সব দূরে যায়,
অনায়াসে ভব-ক্ষয় ॥
ভক্তিবিনোদ, বাহু তুলে কয়,
নামের নিশান ধর।
নামডঙ্কা-ধ্বনি, করিয়া যাইবে,
ভেটিবে মুরলীধর ॥

(৬)

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয় ॥৬॥

হরিনাম তুয়া অনেক স্বরূপ।
যশোদা-নন্দন, আনন্দ-বর্দ্ধন,
নন্দতনয় রসকূপ ॥
পূতনা-ঘাতন, তৃণাবর্ত্তহন,
শকট-ভঞ্জন গোপাল।
মুরলী-বদন, অঘ-বক-মর্দ্দন,
গোবর্দ্ধনধারী রাখাল ॥

কেশি-মর্দ্দন, ব্রহ্ম-বিমোহন,
সুরপতি দর্প-বিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন, গোপী-বিমোহন,
যামুনপুলিন-বিলাসী ॥

রাধিকা-রঞ্জন, রাস-রসায়ন,
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জ-বিহারী।
রাম কৃষ্ণ হরি, মাধব নরহরি,
মৎস্যাদি-গণে অবতরি ॥

গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী।
কালীয়-শাতন, গোকুল-রঞ্জন,
রাধাভজন-সুখশালী ॥

ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম,
বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ,
ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে ॥

(চ)

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম-স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধ-নিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥চ॥

বাচ্য, বাচক—এই দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার ॥

বাচক-স্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম ॥

এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি' দেয় জীবে তোমার বিলাস ॥

কিন্তু জানিয়াছি নাথ, বাচক-স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময়—এই অপরূপ ॥

নাম নামী ভেদ নাই—বেদের বচন।
তবু নাম—নামী হ'তে অধিক করুণ ॥

কৃষ্ণ-অপরাধে যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম—রাম, কৃষ্ণ, হরি ॥

অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে ।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে ॥
বিগ্রহস্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি' ।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি ॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে ।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে ॥

(ছ)

স্থদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে
রম্যচিদ্‌ঘন-সুখ-স্বরূপিণে ।
নাম গোকুল-মহোৎসবায় তে
কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥ছ॥

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার ।
তব পদে নতি আমি করি বারবার ॥
গোকুলের মহোৎসব আনন্দ-সাগর ।
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর ॥
তুমি কৃষ্ণ পূর্ণ বপু রসের নিদান ।
তব পদে পড়ি' তব গুণ করি গান ॥
যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয় ।
তা'র আর্ত্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয় ॥

সর্ব্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তা'র ।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার ॥
সর্ব্বদোষ ধৌত করি' তাহার হৃদয়- ।
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয় ॥
অতিরম্য চিদ্‌ঘন-আনন্দ-মূর্ত্তিমান্ ।
'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদ করে তুয়া গান ॥
ভক্তিবিনোদ রূপগোস্বামি-চরণে ।
মাগয়ে সর্ব্বদা নাম-স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণে ॥

(জ)

নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মিনির্যাস-মাধুরীপুর ।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥জ॥

নারদমুনি, বাজায় বীণা,
রাধিকারমণ-নামে ।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীত-সামে ॥
অমিয়-ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণ-যুগলে গিয়া ।
ভকত-জন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া ॥

মাধুরী-পূর, আসব পশি',
মাতায় জগত-জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে॥
পঞ্চবদন, নারদে ধরি',
প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
'বোল বোল হরিবোল'॥
সহস্রানন, পরমসুখে,
'হরি হরি' বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নাম-রস সবে পায়॥
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি',
পুরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ-দাস॥

শ্রীউপদেশামৃত

[শ্রীল-রূপ-গোস্বামি-বিরচিত]

(৩ ক)

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ক॥

হরি হে ! প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি' উপায় আর ।
অগতির গতি, চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার ॥১॥
করম গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন-ভজন নাই ।
তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই ॥২॥
বাক্য-মনোবেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর-উপস্থ-বেগ ।
মিলিয়া এ' সব, সংসারে ভাসায়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ ॥৩॥

অনেক যতনে, সে-সব দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ, ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি ॥৪॥
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(খ)

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥খ॥

হরি হে!
অর্থের সঞ্চয়ে, বিষয়-প্রয়াসে,
আন কথা প্রজল্পনে।
আন অধিকার, নিয়ম-আগ্রহে,
অসৎসঙ্গ-সংঘটনে ॥১॥
অস্থির সিদ্ধান্তে, রহিনু মজিয়া,
হরিভক্তি রৈল দূরে।
এ' হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা-মদ,
প্রতিষ্ঠা, শঠতা, স্ফুরে ॥২॥
এ' সব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু,
আপন দোষেতে মরি'।

জনম বিফল, হইল আমার,
এখন কি করি' হরি ॥৩॥
আমি ত' পতিত, পতিত-পাবন
তোমার পবিত্র নাম।
সে সম্বন্ধ ধরি', তোমার চরণে,
শরণ লইনু হাম ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(গ)

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥গ॥

হরি হে!
ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস,
প্রেমলাভে ধৈর্য্য-ধন।
ভক্তি-অনুকূল, কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে,
অসৎসঙ্গ বিসর্জ্জন ॥১॥
ভক্তি-সদাচার, এই ছয় গুণ,
নহিল আমার নাথ।
কেমনে ভজিব, তোমার চরণ,
ছাড়িয়া মায়ার সাথ ॥২॥

গর্হিত আচারে, রহিলাম মজি',
না করিনু সাধুসঙ্গ।
ল'য়ে সাধু-বেশ, আনে উপদেশি,
এ' বড় মায়ার রঙ্গ ॥৩॥
এ' হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা,
তোমার পাইব হরি।
শ্রীগুরু-আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়,
কবে বা মিনতি করি' ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ঘ)

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম্ ॥ঘ॥

হরি হে!
দান-প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্ত-কথা,
ভক্ষণ, ভোজন-দান।
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়,
ইহাতে ভক্তির প্রাণ ॥১॥
তত্ত্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
অসতে এ' সব করি'।

ভক্তি হারাইনু, সংসারী হইনু,
সুদূরে রহিলে হরি ॥২॥
কৃষ্ণভক্ত-জনে, এ' সঙ্গ-লক্ষণে,
আদর করিব যবে।
ভক্তি-মহাদেবী, আমার হৃদয়-
আসনে বসিবে তবে ॥৩॥
যোষিৎসঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর,
দুহুঁ সঙ্গ পরিহরি'।
তব ভক্তজন- সঙ্গ অনুক্ষণ,
কবে বা হইবে হরি ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ঙ)

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥ঙ॥

হরি হে !

সঙ্গদোষশূন্য, দীক্ষিতাদীক্ষিত,
যদি তব নাম গায় ।
মানসে আদর, করিব তাঁহারে,
জানি' নিজ-জন তা'য় ॥ ১ ॥

দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ,
তাঁহারে প্রণতি করি ।
অনন্য-ভজনে, বিজ্ঞ যেই জন,
তাঁহারে সেবিব, হরি ! ২ ॥

সর্ব্বভূতে সম, যে ভক্তের মতি,
তাঁহার দর্শনে মানি ।
আপনাকে ধন্য, সে সঙ্গ পাইয়া,
চরিতার্থ হইলু জানি ॥ ৩ ॥

নিষ্কপট-মতি, বৈষ্ণবের প্রতি,
এই ধর্ম্ম কবে পা'ব ।
কবে এ' সংসার- সিন্ধু পার হ'য়ে,
তব ব্রজপুরে যা'ব ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(চ)

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥চ॥

হরি হে !
নীরধর্ম্ম-গত, জাহ্নবী-সলিলে,
পঙ্ক-ফেন দৃষ্ট হয় ।
তথাপি কখন, ব্রহ্মদ্রব-ধর্ম্ম,
সে সলিল না ছাড়য় ॥ ১ ॥
বৈষ্ণব-শরীর, অপ্রাকৃত সদা,
স্বভাব-বপুর ধর্ম্মে ।
কভু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে,
পড়ে সে বিষমাধর্ম্মে ॥ ২ ॥
সেই অপরাধে, যমের যাতনা,
পায় জীব অবিরত ।
হে নন্দনন্দন ! সেই অপরাধে,
যেন নাহি হই হত ॥ ৩ ॥

তোমার বৈষ্ণব, বৈভব তোমার,
আমারে করুন দয়া ।
তবে মোর গতি, হ'বে তব প্রতি,
পা'ব তব পদছায়া ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ছ)

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥ছ॥

হরি হে !
তোমারে ভুলিয়া, অবিদ্যা-পীড়ায়,
পীড়িত রসনা মোর ।
কৃষ্ণনাম-সুধা, ভাল নাহি লাগে,
বিষয়-সুখেতে ভোর ॥ ১ ॥
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া,
সে নাম কীর্ত্তন করি ।
সিতপল যেন, নাশি' রোগ-মূল,
ক্রমে স্বাদু হয়, হরি ! ২ ॥

দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর,
না হইল, দয়াময় !
দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব,
কেমনে হইবে ক্ষয় ॥ ৩ ॥
অনুদিন যেন, তব নাম গাই,
ক্রমেতে কৃপায় তব ।
অপরাধ যা'বে, নামে রুচি হ'বে,
আস্বাদিব নামাসব ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(জ)

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য ।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥জ॥

হরি হে !
শ্রীরূপ-গোসাঞি, শ্রীগুরু-রূপেতে,
শিক্ষা দিল মোর কাণে ।
"জান, মোর কথা, নামের কাঙ্গাল !
রতি পা'বে নাম-গানে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণনাম-রূপ- গুণ-সুচরিত,
পরম যতনে করি' ।
রসনা-মানসে, করহ নিয়োগ,
ক্রম-বিধি অনুসরি' ॥ ২ ॥
ব্রজে করি' বাস, রাগানুগা হঞা,
স্মরণ, কীর্ত্তন কর ।
এ নিখিল কাল, করহ যাপন,
উপদেশ-সার ধর ॥" ৩ ॥
হা ! রূপগোসাঞি, দয়া করি' কবে,
দিবে দীনে ব্রজবাসা ।
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ,
হইতে দাসের আশা ॥ ৪ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ঝ)

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥ঝ॥

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা 'মথুরা' নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ 'বৃন্দাবন'-ধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব-কাম ॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ 'গোবর্দ্ধন-শৈল'।
গিরিধারি-গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল ॥
গোবর্দ্ধন হৈতে শ্রেষ্ঠ 'রাধাকুণ্ড-তট'।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট ॥
গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'।
অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ—পুষ্পবাড়ী ॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ড-তীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার ॥

(শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর)

(ঞ)

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তমা ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥ঞ॥

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরিপ্রিয়-জন বলি' গায় সাধু-ধর্ম্মী ॥

কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়-তর জন।
সুখভোগ-বুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন॥
জ্ঞানমিশ্র ভাব ছাড়ি' মুক্ত জ্ঞানী জন।
পর-ভক্তি-সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হ'ন॥
ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ॥
গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা।
সে রাধা-সরসী প্রিয় হয় তাঁ'র সমা॥
সে কুণ্ড-আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন ??

(শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর)

(ট)

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ট॥

শ্রীমতী রাধিকা—কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয়-মধ্যে তাঁ'র সম নাহি ধনী॥
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
গান্ধর্ব্বিকা-তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে॥

নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্ল্লভ।
অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ॥
কিন্তু, রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
মধুর রসেতে তাঁ'র স্নানে সিদ্ধি ধরে॥
অপ্রাকৃত-ভাবে সদা যুগল-সেবন।
রাধা-পাদপদ্ম লভে সেই হরিজন॥
শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িতদাসেরে।
কুণ্ড-তীরে স্থান দিবে নিজ-জন ক'রে॥
'উপদেশামৃত' ধরি' রূপানুগ-ভাবে।
জীবন যাপিলে কৃষ্ণ-কৃপা সেই পা'বে॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের যে-সকল ভক্ত।
কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ-বিরক্ত॥
ভাবী-কালে, বর্ত্তমানে ভক্তের সমাজ।
সকলের পদরজঃ যাচে দীন আজ॥
ভকতিবিনোদ-প্রভু-অনুগ যে জন।
দয়িত-দাসের তাঁ'র পদে নিবেদন॥
দয়া করি', দোষ হরি', বল, 'হরি! হরি!'
'উপদেশামৃত'-বারি শিরোপরি ধরি'॥

(শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর)

শ্রীমনঃশিক্ষা

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতা]

(৪ ক)

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ ॥

ব্রজধাম নিত্যধন, রাধাকৃষ্ণ দুইজন,
লীলাবেশে একতনু হঞা।
ধামসহ গৌড়দেশে, প্রকট হইলা এসে',
নিজ নিত্য-পারিষদ লঞা ॥

মন, তুমি সত্য বলি' জান।
নবদ্বীপে গৌরহরি, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করি',
প্রেমামৃত গৌড়ে কৈল দান ॥

সন্ন্যাসের ছল করি', নীলাচলে সেই হরি,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যতীশ্বর।
দামোদর, রামানন্দ, ল'য়ে করি' পরানন্দ,
দৃঢ়তত্ত্ব জানায় বিস্তার ॥

রঘুনাথে সেই তত্ত্ব, শিখাইয়া পরমার্থ,
পাঠাইলা শ্রীরূপের কাছে।
শ্রীদাসগোস্বামী ব্রজে, রূপসহ কৃষ্ণ ভ'জে,
'মনঃশিক্ষা'-শ্লোক লিখিয়াছে ॥

তাঁহার দাসের দাস, হৈতে যার' বড় আশ,
এ **ভক্তিবিনোদ** অকিঞ্চন।
মনঃশিক্ষা-ভাষা গায়, যথা শুদ্ধভক্ত পায়,
দয়া করি' করেন শ্রবণ ॥

গুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে,
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগল-ভজন-কামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে ॥
ধরি, মন, চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার ॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত' কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া, ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে ॥

ছা'ড়ি দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব, মন,
কর তাহে নিষ্কপট রতি।
সেই রতি-প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামি-পায়,
এ **ভক্তিবিনোদ** করে নতি ॥ ক॥

(খ)

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥

'ধর্ম্ম' বলি' বেদে যা'রে, এতেক প্রশংসা করে,
'অধর্ম্ম' বলিয়া নিন্দে যা'রে।
তাহা কিছু নাহি কর, ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিহর,
হও রত নিগূঢ় ব্যাপারে ॥
যাচি' মন, ধরি' তব পায়।
সে-সকল পরিহরি', ব্রজভূমে বাস করি',
রত হও যুগলসেবায় ॥
শ্রীশচীনন্দন-ধনে, শ্রীনন্দনন্দন-সনে,
এক করি' করহ ভজন।
শ্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন, গুরুদেবে জান, মন,
তোমা' লাগি' পতিতপাবন ॥

জগতে প্রকট, ভাই, তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাহ আপন কুশল।
তাঁহার চরণে ধরি', তদাদেশ সদা স্মরি',
এ **ভক্তিবিনোদে** দেহ বল ॥

(গ)

যদীচ্ছেরাবাসং ব্রজভুবি সরাগং প্রতিজনু-
র্যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্ফুটং প্রেম্ণা নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥
রাগাবেশে ব্রজধাম- বাসে যদি তীব্র কাম,
থাকে তব হৃদয়-ভিতরে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস- পরিচর্য্যা-সুলালস,
হও যদি নিতান্ত অন্তরে ॥
বলি তবে, শুন, মম মন।
ভজন-চতুরবর, শ্রীস্বরূপদামোদর,
প্রভুসেবা যাঁহার জীবন ॥
সগণ শ্রীরূপ— যিনি রসতত্ত্ব-জ্ঞানমণি,
লীলাতত্ত্ব যে কৈল প্রকাশ।
তাঁহার অগ্রজ ভাই, যাঁহার সমান নাই,
বর্ণিল যে যুগলবিলাস ॥

সেই সব মহাজনে, স্পষ্টপ্রেম-বিজ্ঞাপনে,
স্মর, নম তুমি নিরন্তর।
ভক্তিবিনোদের নতি, মহাজনগণ-প্রতি,
বিজ্ঞাপিত করহ সত্বর ॥গ॥

(ঘ)

অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ভক্ত্যা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতি-মণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥

কৃষ্ণবার্ত্তা বিনা আন, 'অসদ্বার্ত্তা' বলি' জান,
সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।
শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি, জীবের দুর্ল্লভ অতি,
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি' ॥
শুন, মন, বলি হে তোমায়।
'মুক্তি'-নামে শার্দ্দূলিনী, তার কথা যদি শুনি,
সর্ব্বাত্মসম্পত্তি গিলি' খায় ॥
তদুভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর,
লক্ষ্মীপতি-রতি রাখ দূরে।
সে রতি প্রবল হ'লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে',
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে ॥

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য-ধনদ অতি,
তাই তুমি ভজ চিরদিন।
রূপ-রঘুনাথ-পায়, সেই রতি-প্রার্থনায়,
এ **ভক্তিবিনোদ** দীনহীন ॥ঘ॥

(ঙ)

অসচ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকরৈঃ।
গলে বদ্ধা হন্যেহহমিতি বকভিদ্বর্ম্মপগণে
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইতঃ ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ- মদ-মৎসরতা-সহ,
জীবের জীবনপথে বসি'।
অসচ্চেষ্টা-রজ্জু ফাঁসে, পথিকের ধর্ম্ম নাশে,
প্রাণ ল'য়ে করে কষাকষি ॥
মন, তুমি ধর বাক্য মোর।
এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুর্নিবার,
যখন ঘেরিয়া করে জোর ॥
আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা,
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায়।
বকশত্রু-সেনাগণে, কৃপা করি' নিজজনে,
যা'তে করে উদ্ধার তোমায় ॥

বাটপাড় ছয়জন, অসচ্চেষ্টা রজ্জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন।
প্রাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ-রঘুনাথ, হায়,
কর **ভক্তিবিনোদে** রক্ষণ ॥ঙ॥

(চ)

অরে চেতঃ প্রোদ্যৎ-কপট-কুটিনাটী-ভর-খর-
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।
সদা ত্বং গান্ধর্ব্বা-গিরিধরপদ-প্রেমবিলসৎ-
সুধাম্ভোধৌ স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥

কাম-ক্রোধ-আদি করি', বাহিরে সে-সব অরি,
আছে এক গূঢ়শত্রু তব।
'কপটতা'-নাম তা'র, তা'হে কুটিনাটি ভার,
খরমূর্ত্তি পরম কিতব ॥
ওরে মন, গূঢ় কথা ধর।
সেই খরমূত্রে ভু'লে, স্নান করি' কুতূহলে,
'পবিত্র' বলিয়া মনে কর ॥
বনে বা গৃহে বা থাক, সেই খরে দূরে রাখ,
যা'র মূত্রে তুমি আমি জ্বলি।
ছাড়িয়া কাপট্য-বশ, যুগলবিলাসরস-
সাগরে করহ স্নানকেলি ॥

রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়,
দেখিতে যুগল-রসসিন্ধু।
জীবন সার্থক করে, সর্ব্বজীব-চিত্ত হরে,
সেই সাগরের একবিন্দু ॥চ॥

(ছ)

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধুঃ প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥

কপটতা হইলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে, আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে ॥
শুন মন, নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম- চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন ॥
কাপট্য তদুপপতি, না ছাড়িবে মম মতি,
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি', প্রভুপ্রেষ্ঠ-পদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর ॥

তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে **ভক্তিবিনোদ** কাঁদিয়া ॥ ছ ॥

(জ)

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্যাপি কৃপয়া
যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাত্যুজ্জ্বলমসৌ।
যথা শ্রীগান্ধর্ব্বা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং
তথা গোষ্ঠে কাক্কা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥

ব্রজভূমি চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
যথা নিত্য রসের বিলাস।
'জীবে দিব গূঢ় ধন', চিন্তি' কৃষ্ণ বৃন্দাবন,
জড়ে আনি' করিল প্রকাশ ॥
কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর।
তুমি মন, ব্রজধাম, ভ্রমি' ভ্রমি' অবিরাম,
ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর ॥
অবিদ্যা-বিলাসবশে, ছিলে তুমি জড়রসে,
দুষ্টতা হৃদয়ে পাইল স্থান।
হৈলে তুমি শঠরাজ, ভুলিলে আপন কাজ,
হৃদয়ে বাড়িলে অভিমান ॥

এবে উপদেশ শুন, গাইয়া যুগল-গুণ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন।
দয়া করি' গিরিধর, শুনিয়া কাকুতি-স্বর,
তবে দোষ করিবে শোধন ॥
উজ্জ্বল-রসের প্রীতি শ্রীরাধাভজন-নীতি,
অনায়াসে দিবেন আমায়।
রূপ-রঘুনাথ মোরে, কৃপা করি' অতঃপরে,
এই তত্ত্ব গোপনে শিখায় ॥ জ ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ঝ)

মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনে-
শ্বরীং তন্নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম্।
বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্বে স্মর মনঃ ॥

ব্রজবন-সুধাকর, ব্রজবনের ঈশ্বর,
ব্রজেশ্বরী আমার ঈশ্বরী।
ললিতা তাঁহার সখী, তুল্য তা'র নাহি লিখি,
বিশাখা শিক্ষিকা-পদ ধরি ॥

এইভাবে ভাব, ওরে মন।

রাধাকুণ্ড-সরোবর, গোবর্দ্ধন-গিরীশ্বর,

রতিপ্রদ-তত্ত্ব তদীক্ষণ ॥

ব্রজে গোপীদেহ ধরি', মঞ্জরী আশ্রয় করি',

প্রাপ্ত-সেবা কর সম্পাদন।

মঞ্জরীর কৃপা হ'বে, সখীর চরণ পা'বে,

সখী দেখাইবে নিত্যধন ॥

প্রহরে প্রহরে আর, দণ্ডে দণ্ডে সেবাসার,

করিয়া যুগলধনে ডাক।

সকল অনর্থ যা'বে, চিদ্বিলাস-রস পা'বে,

ভক্তিবিনোদের কথা রাখ ॥ ঝ ॥

(ঞ)

রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ

শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ।

বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলীমুখ-নবীন-ব্রজসতীঃ

ক্ষিপত্যারাদ্ যা তাং হরিদয়িত-রাধাং ভজ মনঃ ॥

সৌন্দর্য্য-কিরণমালা, জিনে রতি, গৌরী, লীলা,
অনায়াসে স্বরূপবৈভবে।
শচী, লক্ষ্মী, সত্যভামা, যত ভাগ্যবতী রামা,
সৌভাগ্য বলনে পরাভবে॥

ভজ, মন, চরণ তাঁহার।
চন্দ্রাবলী-মুখ যত, নবীনা নাগরী শত,
বশীকারে করে তিরস্কার॥

সে যে কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী, কৃষ্ণ-প্রাণাহ্লাদকরী,
হ্লাদিনী স্বরূপশক্তি সতী।
তাঁহার চরণ ত্যজি', যদি কৃষ্ণচন্দ্র ভজি,
কোটীযুগে কৃষ্ণগেহে গতি॥
সখীকৃপা-ভেলা ধরি', প্রেমসিন্ধুমাঝে চরি',
বৃন্দভানুনন্দিনী-চরণে।
কবে বা পড়িয়া র'ব, ঈশ্বরীর কৃপা পা'ব,
গণিত হইব নিজজনে॥ ৫৩॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(ট)

সমং শ্রীরূপেণ স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভৃতো-
র্ব্রজে সাক্ষাৎসেবা-লভন-বিধয়ে তদ্‌গণযুজোঃ।
তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়ন্নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥

ব্রজের নিকুঞ্জ-বনে, রাধাকৃষ্ণ সখীসনে,
লীলারসে নিত্য থাকে ভোর।
সেই দৈনন্দিন লীলা, বহুভাগ্যে যে সেবিলা,
তাহার ভাগ্যের বড় জোর ॥
মন, যদি চাহ সেই ধন।
শ্রীরূপের সঙ্গ ল'য়ে, তাঁ'র অনুচরী হ'য়ে,
কর তাঁ'র নির্দ্দিষ্ট ভজন ॥
হৃদয়ে রাগের ভাবে, কালোচিত সেবা পা'বে,
সদা রসে রহিবে মজিয়া।
বাহিরে সাধন-দেহ, করিবে ভজন-গেহ,
নিঃসঙ্গে বা সাধুসঙ্গ লঞা ॥
যুগল-পূজন, ধ্যান, নতি, শ্রুতি, সঙ্কীর্ত্তন,
পঞ্চামৃতে সেব গোবর্দ্ধনে।
রূপ-রঘুনাথ পায়, এ **ভক্তিবিনোদ** চায়,
দৃঢ়মতি এরূপ ভজনে ॥ ট ॥

কার্পণ্য-পঞ্জিকা

বিজ্ঞপ্তি-নিবেদন

আমি অতি দীনমতি, ব্রজকুঞ্জে নিবসতি,
রাধাকৃষ্ণ-যুগল-চরণে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আজ, ছাড়ি' সব লোকলাজ,
নিবেদিব যত আছে মনে ॥১॥
তুমি কৃষ্ণ নীলমণি, নব-মেঘপ্রভা জিনি',
ব্রজানন্দ কর বিতরণ।
তুমি রাধে নবগৌরী, গোরচনা-গর্ব্ব হরি',
ব্রজে হর কৃষ্ণচন্দ্র-মন ॥২॥
তুমি কৃষ্ণপীতাম্বরে, পরাজিয়া কার্ত্তস্বরে,
ব্রজবনে নিত্যকেলিরত।
তুমি রাধে নীলাম্বরী, পলাশের গর্ব্বহরি',
কৃষ্ণকেলি-সহায় সতত ॥৩॥
তুমি কৃষ্ণ হরিন্মণি, যুবাবৃন্দ-শিরোমণি,
রাধিকা তোমার প্রণেশ্বরী।
ব্রজাঙ্গনা-শিরঃশোভা, ধম্মিল্ল-মল্লিকা-প্রভা,
তুমি রাধে কৃষ্ণপ্রিয়ঙ্করী ॥৪॥
রমাপতি-শোভা জিনি', কৃষ্ণ! তব রূপখানি,
জগৎ ধাতায় ব্রজবনে।

রমা জিনি' ব্রজাঙ্গনা- গণমধ্যে সুশোভনা,
তুমি রাধে কৃষ্ণচিত্তাঙ্গনে ॥৫॥
তবাঙ্গ-সৌরভকণ, বংশীগীত অনুক্ষণ,
ওহে কৃষ্ণ! রাধা-মন হরে।
রাধে! অঙ্গগন্ধ তব, তোমার সুবীণারব,
কৃষ্ণচিত্ত উন্মাদিত করে ॥৬॥
তোমার চপলেক্ষণ, হরে রাধা-ধৈর্য্যধন,
তুমি কৃষ্ণ চৌরশিরোমণি।
বাঁকা দৃষ্টি-ভঙ্গী তব, শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়াসব,
তুমি রাধে কলাবতী ধনী ॥৭॥
পরিহাসে রবিকার, কথা নাহি সরে যা'র,
তুমি কৃষ্ণ নটকুলগুরু।
কৃষ্ণ-নর্ম্ম-উক্তি শুন', রোমাঞ্চিত তনুখানি,
তব রাধে রসকল্পতরু ॥৮॥
অপ্রাকৃত-গুণমণি- বিনির্ম্মিত-গিরিশ্রেণী,
তুমি কৃষ্ণ সর্ব্বগুণময়।
উমাদি-রমণীজন, বাঞ্ছনীয় গুণগণ,
রাধে, তব স্বাভাবিক হয় ॥৯॥
আমি অতি মন্দমতি, করি হে কাকুতি-নতি,
নিষ্কপটে এ প্রার্থনা করি।

বৃন্দাবন-অধীশ্বর, তুমি কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর,
তুমি রাধে ব্রজবনেশ্বরী ॥১০॥
তোমাদের কৃপা পাই, এরূপ যোগ্যতা নাই,
যদিও আমার ব্রজবনে।
দুঁহে মহাকৃপাময়, জানি' কৈনু পদাশ্রয়,
কৃপা কর এ অধম জনে ॥১১॥
কেবল অযোগ্য নহি, অপরাধী আমি হই,
তথাপি করহ কৃপা দান ॥
লোকে কৃপাবিষ্ট জন, ক্ষমে অপরাধগণ,
তুমি দুঁহে মহা-কৃপাবান্ ॥১২॥
কৃপা হেতু ভক্তিসার, লেশাভাস নাহি তা'র,
কৃপা-অধিকারী নহি আমি।
দুঁহে মহালীলেশ্বর, হঞা সেই লীলাপর,
কৃপা কর ব্রজজন-স্বামি ॥১৩॥
সুদুষ্ট অভক্ত জনে, শিবাদি দেবতাগণে,
প্রসন্ন হইল কৃপা করি'।
মহালীল সর্ব্বেশ্বর, দুঁহু মম প্রাণেশ্বর,
দয়া কর দোষ পরিহরি' ॥১৪॥
অধমে উত্তম মানি, মূঢ়, বিজ্ঞ-অভিমানী,
দুষ্ট হঞা শিষ্ট-অভিমান।

এই দোষে দোষী হঞা, গেল চিরদিন বঞা,
না করিনু ভজন-বিধান ॥১৫॥
তথাপি এ দীন-জনে, যদিনাম উচ্চারণে,
নামাভাস করিল জীবনে।
সর্ব্বদোষ নিবারণ, দুঁহু-নাম-সংজল্পন-
প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে ॥১৬॥
ভক্তি-লবমাত্রে ক্ষয়, সর্ব্ব অপরাধ হয়,
ক্ষমাশীল দুঁহের কৃপায়।
এই আশা মনে ধরি', চরণে প্রার্থনা কার,
শোধ দোষ ক্ষমিয়া আমায় ॥১৭॥
সাধন-সম্পত্তিহীন, ওহে এই জীব দীন,
অতি কষ্টে ধৃষ্টতার ছার।
দুঁহু-পাদ-নিপাতিত, প্রার্থনা করয়ে হিত,
প্রসন্নতা হউক দোঁহার ॥১৮॥
দন্তে তৃণ ধরি' হায়, কাঁদিতেছে উভরায়,
এই পাপী কম্পিত শরীর।
'হা নাথ, হা নাথ' বলি,' হ'য়ে আজ কৃতাঞ্জলি,
প্রসাদ অর্পিয়া কর স্থির ॥১৯॥
এ দুর্ভাগা 'হা হা' স্বরে, প্রসাদ প্রর্থনা করে,
অনুতাপে গড়াগড়ি যায়।

হে রাধে! হে কৃষ্ণচন্দ্র! শুন মম কাকুবাদ,
তুহুঁ কৃপা বিনা প্রাণ যায় ॥২০॥
ফুৎকার করিয়া কাঁদে, 'আহা আহা' কাকুনাদে,
বলে,—হও প্রসন্ন আমায়।
এই ত' আযোগ্য-জনে. কৃপা কর নিজ-গুণে,
করুণাসাগর, রাখ পায় ॥২১॥
মুখেতে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া, উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্ত হঞা,
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, নাথ!
করুণা-কণিকাদানে, রক্ষা কর মোর প্রাণে,
কর এই দীনে আত্মসাথ ॥২২॥
এই তব মূঢ়জন, দীন বাক্যে সক্রন্দন,
প্রার্থনা করয়ে দৃঢ়মনে।
হে করুণা-সুনিধান, অনুগতি কর দান,
করুণোর্ম্মিচ্ছটা ব্রজবনে ॥২৩॥
ভাব চিত্তসুখকর, যত আছে সুমধুর,
প্রকটাপ্রকট-লীলাস্থলে।
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমসার, সকলের সারাৎসার,
সেই ভাব যেঁই কৃপাবলে ॥২৪॥
যদি এ দাসীর প্রতি, প্রসন্ন করুণামতি,
তুহুঁ-পদ সেবা কর দান।

আর কিছু নাহি চাই, যুগল-চরণ পাই,
শীতল হউক মোর প্রাণ ॥২৫॥
অনাথ-বৎসল তুমি, অধম অনাথ আমি,
তদীয় সাক্ষাৎ-দাস্য মাগি।
এ প্রসাদ কর দান, রাখ অনাথের প্রাণ,
ছাড়ি' সব তব দাস্য মাগি ॥২৬॥
শিরেতে অঞ্জলি ধরি', ওপদে বিজ্ঞপ্তি করি,
আমার অভীষ্ট নিবেদন।
একবার দাস্য দিয়া, শীতল কর হে হিয়া,
তবে মানি সার্থক জীবন ॥২৭॥
কবে দুঁহে এই বনে, বিলোকিব সম্মিলনে,
অমূল্যাঙ্গ-পরিমল-ঘ্রাণ।
আমার নাসিকা-দ্বারে, প্রবেশিয়া চিত্তপুরে,
অচৈতন্য করিবে বিধান ॥২৮॥
দুঁহার নূপুর-ধ্বনি, হংস-কণ্ঠস্বর জিনি',
মধুর মধুর মম কাণে।
প্রবেশিয়া কোন ক্ষণে, মম চিত্ত-সুরঞ্জনে,
মাতাইবে সেবারস-পানে ॥২৯॥
চক্রাদি-সৌভাগ্যাস্পদ- বিলক্ষিত দুঁহু-পদ-
চিহ্ন এই বৃন্দাবন-বনে।

দেখিয়া এ দাসী কবে, ভাসিবে আনন্দোৎসবে,
দুঁহু-কৃপা পে'য়ে সংগোপনে ॥৩০॥
সকল-সৌন্দর্য্যাস্পদ- নীরাজিত দুহুঁপদ,
হে রাধে! হে নন্দের নন্দন!
মমাক্ষি-গোচরে কবে, সর্ব্বাদ্ভুত মহোৎসবে,
করিবে আনন্দ বিতরণ ॥৩১॥
প্রাচীনাশা, ফলপূর্ত্তি, তুহুঁ পদাম্বুজ-স্ফূর্ত্তি,
সেই দুহুঁজন-দরশত।
এ-জন্মে কি হ'বে মম, এউৎকণ্ঠা সুবিষম,
বিচলিত করে মম মন ॥৩২॥
কবে আমি বৃন্দাবন- কুঞ্জান্তরে দরশন,
করিব সুন্দর দুঁহুজনে।
সুরতলীলায় রত, আমা হইতে অদূরত,
প্রেমে মগ্ন হ'ব দরশনে ॥৩৩॥
ঘটনাবশতঃ কবে, দুঁহুযোগ-অসম্ভবে,
পরস্পর সন্দেশ আনিয়া।
বাড়াইব দুহুঁ-সুখ, যা'বে তবে মনোদুঃখ,
বেড়াইব আনন্দে মাতিয়া ॥৩৪॥
কবে এই বৃন্দাবনে, দুহুঁ-দুহুঁ-অদর্শনে,
ফিরে যা'ব দুঁহে অন্বেষিয়া।

সম্মিলন করাইব, হার-পদকাদি পা'ব,
পরিতুষ্ট দুঁহারে করিয়া ॥৩৫॥
দুঁহে হার ধরি' পণে, দ্যূতক্রীড়া-সমাপনে,
'আমি জয়ী, আমি জয়ী' বলি'।
করিবে কলহ তবে, হার-সংগ্রহেতে কবে,
আমি তাহা দেখিব সকলি ॥৩৬॥
আহা! কবে দুই জনে, কুঞ্জমাঝে সুশয়নে,
কুসুম-শয্যায় বিরামিবে।
সে-সময়ে দুঁহুপদ- সম্বাহন সুসম্পদ্,
এ দাসীর সৌভাগ্য মিলিবে ॥৩৭॥
কন্দর্প-কলহোদ্গারে, ছিঁড়িবে কণ্ঠের হারে,
লতাগৃহে পড়িবে খসিয়া।
সে হার গাঁথিতে কবে, এ দাসী নিযুক্ত হ'বে,
দুঁহুকৃপা-আজ্ঞা শিরে পাঞা ॥৩৮॥
কেলিকল্লোলের জবে, দুঁহু-কেশ স্রস্ত হ'বে,
দু'জনার ইঙ্গিত পাইয়া।
শিখিপিচ্ছ করে ধরি', কুণ্ডল মণ্ডিত করি'
আমি র'ব আনন্দে ডুবিয়া ॥৩৯॥
কন্দর্প-ক্রীড়ায় যবে, দুঁহু-স্রক্ স্রস্ত হ'বে,
তবে আমি দুঁহু-আজ্ঞা পাঞা।

উভয় ললাট মাঝে, করিব তিলক-সাজে,
মত্ত হ'ব সে-শোভা দেখিয়া ॥৪০॥
কৃষ্ণ! তব বক্ষে আমি, বনমালা দিয়া স্বামি!
রাধে তব নয়নে কজ্জল।
কুঞ্জমাঝে কোন দিন, পা'ব সুখ সমীচীন,
প্রেমে চিত্ত হ'বে টলমল ॥৪১॥
কবে জাম্বুনদ-বর্ণ, লইয়া তাম্বুলীপর্ণ,
শিরাশূন্য কর্পূরাদি-যুত।
বীটিকা নির্ম্মাণ করি', দুঁহু-মুখে দিব ধরি',
প্রেমে চিত্ত হ'বে পরিপ্লুত ॥৪২॥
কোথা এ দুরাশা মোর, কোথা এ দুষ্কর্ম্ম ঘোর,
এ প্রার্থনা, যদি বল, কেন।
হে রাধে! হে ঘনশ্যাম! দুঁহুজন-গুণগ্রাম,
মাধুরী বলায় মোরে হেন ॥৪৩॥
দুঁহার যে কৃপাগুণে, পাইনু ধাম-বৃন্দাবনে,
সেই কৃপা অভীষ্ট-পূরণ।
করুন আমায়, নাথ, পাঞা তুহুঁ-সখী-সাথ,
কুঞ্জসেবা পাই অনুক্ষণ ॥৪৪॥
ওহে রাধে! ওহে কৃষ্ণ! সেই ব্রজরসতৃষ্ণ,
কার্পণ্য-পঞ্জিকা-কথা-ছলে।

জল্পনা করয়ে সদা, তা'র বাঞ্ছা-পূর্ত্তি তদা,
করুন দুঁহু কৃপা বলে ॥৪৫॥
শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, শিরে ধরি' সুসম্পদ্,
কমলমঞ্জরী করে আশা।
শ্রীগোদ্রুম-ব্রজবনে, দুহুঁ-লীলা-সন্দর্শনে,
পূর্ণ হউ রসের পিপাসা ॥৪৬॥

শ্রীশ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ

(১)

শ্রীগুরু-শ্রীগৌরচন্দ্র, বৃন্দাবনে যুবদ্বন্দ্ব,
ব্রজবাসিজন-শ্রীচরণ।
বন্দিয়া প্রফুল্লমনে, এ **ভক্তিবিনোদ** ভণে,
রূপানুগ-ভজন-দর্পণ ॥১॥
বহুজন্ম-ভাগ্যবশে, চিন্ময় মধুর রসে,
স্পৃহা জন্মে জীবের হিয়ায়।
সেই স্পৃহা লোভ হঞা, ব্রজধামে জীব লঞা,
রূপানুগ-ভজনে মাতায় ॥২॥
ভজন-প্রকার যত, সকলের সার মত,
শিখাইল শ্রীরূপ গোসাঞি।
সে ভজন না জানিয়া, কৃষ্ণ ভজিবারে গিয়া,
তুচ্ছ কাজে জীবন কাটাই ॥৩॥

বুঝিবারে সে ভজন, বহু যত্নে অকিঞ্চন,
বিরচিল ভজন দর্পণ।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা, করিতে উৎসুক যেবা,
সুখে তেঁহ করুন শ্রবণ ॥৪॥

লোভেতে জনম পাই', অতিশীঘ্র বাড়ি' যাই,'
শ্রদ্ধা রতি, তবে হয় প্রীতি।
সহজ ভজন রতি, নাহি চায় শিক্ষা-মতি,
তবু শিক্ষা প্রাথমিক রীতি ॥৫॥

পুত্রস্নেহ জননীর, সহজ হৃদয়ে স্থির,
দূষিত হৃদয়ে শিক্ষা চাই।
কৃষ্ণপ্রেম সেইরূপ, নিত্যসিদ্ধ অপরূপ,
বদ্ধজীবে অপ্রকট ভাই ॥৬॥

সেই ত' সহজ রতি, পাইয়াছে অপগতি,
শিক্ষানুশীলন যদি পায়।
সে রতি জাগিয়া উঠে, জীবেন বন্ধন ছুটে,
ব্রজানন্দ তাহারে নাচায় ॥৭॥

(২)

যোগ যাগ সব ছার, শ্রদ্ধা সকলের সার,
সেই শ্রদ্ধা হৃদয়ে যাহার।

উদিয়াছে একবিন্দু, ক্রমে ভক্তিরস-সিন্ধু-
লাভে তা'র হয় অধিকার ॥১॥

জ্ঞান, কর্ম্ম, দেব-দেবী, বহু যতনেতে সেবি',
প্রাপ্তফলে হৈলে তুচ্ছজ্ঞান।

সাধুজন-সঙ্গাবেশে, কৃষ্ণকথার শেষে,
বিশ্বাস ত' হয় বলবান্ ॥২॥

সেই ত' বিশ্বাসে, ভাই, 'শ্রদ্ধা' বলি সদা গাই,
ভক্তিলতা-বীজ বলি তা'রে।

কর্ম্মী, জ্ঞানী জনে যা'রে, 'শ্রদ্ধা' বলে' বারে বারে,
সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে ॥৩॥

নামের বিবাদ মাত্র, শুনিয়া ত' জ্বলে গাত্র,
লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন।

তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চন ত' কভু নয়,
মণি-স্পর্শ নহে যতক্ষণ ॥৪॥

কৃষ্ণভক্তি চিন্তামণি, তাঁর স্পর্শে লৌহখনি,
কর্ম্মজ্ঞানগত শ্রদ্ধা-ভাব।

হঞা যায় হেমভার, ছাড়িয়া ত' কুবিকার,
সে কেবল মণির প্রভাব ॥৫॥

কৃষ্ণভক্তি—

ছাড়ি' অন্য-অভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্ম-সহবাস,
আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন।
'শুদ্ধভক্তি' বলি তা'রে, ভক্তিশাস্ত্র-সুবিচারে,
শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত-বচন ॥৬॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মৃতি, সেবার্চ্চন, দাস্য, নতি,
সখ্য, আত্মনিবেদন হয়।
সাধন-ভক্তির অঙ্গ, সাধকের যাহে রঙ্গ,
সদা সাধুজনসঙ্গময় ॥৭॥

সাধন-ভক্তির বলে, ভাবরূপা ভক্তি ফলে,
তাহা পুনঃ প্রেমরূপ পায়।
প্রেমে জীব কৃষ্ণ ভজে, কৃষ্ণভক্তিরসে মজে,
সেই রস শ্রীরূপ শিখায় ॥৮॥

(৩)

শ্রদ্ধা দ্বিবিধা, অতএব সাধনভক্তিও দ্বিবিধা—

'শ্রদ্ধাদেবী' নাম যা'র, দুইটি স্বভাব তা'র,
বিধিমূল-রুচিমূল-ভেদে।
শাস্ত্রের শাসনে যবে, শ্রদ্ধার উদয় হ'বে,
'বৈধী শ্রদ্ধা তা'রে বলে বেদে ॥১॥

ব্রজবাসী সেবে কৃষ্ণে, সেই শুদ্ধসেবা-দৃষ্টে,
যবে হয় শ্রদ্ধার উদয়।
লোভময়ী শ্রদ্ধা সতী, রাগানুগা শুদ্ধা মতি,
বহু ভাগ্যে সাধক লভয় ॥২॥
শ্রদ্ধাভেদ, ভক্তিভেদ, গাইতেছে চতুর্ব্বেদ,
বৈধী রাগানুগা ভক্তিদ্বয়।
সাধন-সময়ে যৈছে, সিদ্ধিকালে প্রাপ্তি তৈছে,
এইরূপ ভক্তিশাস্ত্রে কয় ॥৩॥
বৈধী ভক্তি ধীরগতি, রাগানুগা তীব্র অতি,
অতিশীঘ্র রসাবস্থা পায়।
রাগাবর্ত্ম-সুসাধনে, রুচি হয় যা'র মনে,
রূপানুগ হৈতে সেই ধায় ॥৪॥

(৪)

প্রাকৃতাপ্রাকৃত রসতত্ত্ব-জ্ঞানের আবশ্যকতা—

রূপানুগ-তত্ত্বসার, বুঝিতে আকাঙ্ক্ষা যাঁ'র,
রসজ্ঞান তাঁ'র প্রয়োজন।
চিন্ময়-আনন্দরস, সর্ব্বতত্ত্ব যাঁ'র বশ,
অখণ্ড পরমতত্ত্বধন ॥১॥
যাঁ'র ভাণে জ্ঞানী জন, ব্রহ্মলয় অন্বেষণ,
করে, নাহি বুঝি'বেদ-মর্ম্ম।

যাঁ'র ছায়ামাত্র-বরে, যোগী জন যোগ করে,
যাঁ'র ছলে কর্ম্মী করে কর্ম্ম ॥২॥
বিভাবানুভাব আর, সাত্ত্বিক, সঞ্চারী—চার,
স্থায়ী ভাবে মিলন সুন্দর।
স্থায়ী ভাবে রস হয়, নিত্য চিদানন্দময়,
পরম আস্বাদ্য নিরন্তর ॥৩॥
যে রস প্রপঞ্চগত, জড় কাব্যে প্রকাশিত,
পরম রসের অসম্মূর্ত্তি।
অসম্মূর্ত্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়,
যেন মরীচিকা-জলস্ফূর্ত্তি ॥৪॥

(৫)

স্থায়িভাবই রসের মূল—
রসের আধার যিনি, তাঁ'র চিত্ত রসখনি,
সেই চিত্তের অবস্থা-বিশেষে।
শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচ্যাসক্তি, ক্রমে হয় ভাব-ব্যক্তি,
'রতি'-নামে তাঁহার নির্দ্দেশে ॥১॥
বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ভাব, সর্ব্বোপরি স্ব-প্রভাব,
প্রকাশিয়া লয় নিজবশে।
সকলের অধিপতি, হঞা শোভা পায় অতি,
'স্থায়ী ভাব' নাম পায় রসে ॥২॥

মুখ্য-গৌণ-ভেদে তাঁ'র, পরিচয় দ্বিপ্রকার,
মুখ্য পঞ্চ, গৌণ সপ্তবিধ।
শান্ত, দাস্য, সখ্য আর, বাৎসল্য মধুর সার,
এই পঞ্চ রতি মুখ্যাভিধ ॥৩॥
হাস্যাদ্ভুত, বীর আর, করুণ ও রৌদ্রাকর,
ভয়ানক-বীভৎস-বিভেদে।
রতি সপ্ত গৌণী হয়, সব কৃষ্ণভক্তিময়,
শোভা পায় রসের প্রভেদে ॥৪॥

(৬)

মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস—
যেই রতি জন্মে যা'র, সেই মত রস তাঁ'র,
রস মুখ্য পঞ্চবিধ হয়।
গৌণ সপ্তরস পুনঃ, হয় রতির অনুগুণ,
রতির সম্বন্ধ ভাবাশ্রয় ॥১॥
পঞ্চ মুখ্য মধ্যে, ভাই, মধুরের গুণ গাই,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসরাজ বলি।
গুণ অন্য রসে যত, মধুরেতে আছে তত,
আর বহু বলে হয় বলী ॥২॥
গৌণ রস আছে যত, নব সঞ্চারীর মত;
হঞা শৃঙ্গারের পুষ্টি করে।

শ্রীরূপের অনুগত, ভজনে যে হয় রত,
স্থিতি তা'র কেবল মধুরে ॥৩॥
মধুর উজ্জ্বল রস, সদা শৃঙ্গারের বশ,
ব্রজরাজ-নন্দন বিষয়।
ঐশ্বর্য্য সুগুপ্ত তা'তে, মাধুর্য্য-প্রভাবে মাতে,
তাহার আশ্রয় ভক্তচয় ॥৪॥

(৭)

মধুরা রতির আবির্ভাব-হেতু—
মধুরের স্থায়ী ভাব, লভে যা'তে আবির্ভাব,
বলি তাহা, শুন একমনে।
অভিযোগ ও বিষয়, সম্বন্ধাভিমান-দ্বয়,
তদীয় বিশেষ উপমানে ॥১॥
স্বভাব আশ্রয় করি', চিত্তে রতি অবতরি',
শৃঙ্গার রসের করে পুষ্টি।
অভিযোগ-আদি ছয়, অন্যে রতিহেতু হয়,
ব্রজদেবীর তাহে নাহি দৃষ্টি ॥২॥
স্বতঃসিদ্ধ-রতি তাঁ'রে, সম্বন্ধাদি-সহকারে,
সমর্থা করিয়া রাখে সদা।
কৃষ্ণসেবা বিনা তাঁ'র, উদ্যম নাহিক আর,
স্বীয় সুখ-চেষ্টা নাহি কদা ॥৩॥

ঐ রতি প্রৌঢ়া হয়, মহাভাব-দশা পায়,
যা'র তুল্য প্রাপ্তি আর নাই।
সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার, সম্ভোগেচ্ছা এ প্রকার,
বর্ণিবারে বাক্য নাহি পাই ॥৪॥

(৮)

মধুর-রতিরূপ স্থায়িভাবের উন্নতিক্রম—

রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগাখ্যান,
অনুরাগ, ভাব—এই সাত।
রতি যত গাঢ় হয়, ক্রমে সপ্ত নাম লয়,
স্থায়ী ভাব সদা অবদাত ॥১॥
স্নেহাদি যে ভাব ছয়, 'প্রেম' নামে পরিচয়,
সাধারণ জনের নিকটে।
যে ভাব কৃষ্ণেতে যাঁ'র, সেই ভাবে কৃষ্ণ তাঁ'র,
এ রহস্য রসে নিত্য বটে ॥২॥
ভক্তচিত্ত-সিংহাসন, তা'তে উপবিষ্ট হন,
স্থায়ী ভাব সর্ব্বভাব-রাজ।
হ্লাদিনী যে পরা শক্তি, তাঁ'র সার শুদ্ধভক্তি,
ভাবরূপে তাঁহার বিরাজ ॥৩॥
বিভাবাদি ভাবগণে, নিজায়ত্তে আনয়নে,
করেন যে রসের প্রকাশ।

রস নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, নিত্যসিদ্ধ সারসত্ত্ব,
জীবচিত্তে তাহার বিকাশ ॥৪॥

(৯)

বিভাব—

রত্যাস্বাদ-হেতু যত, 'বিভাব'-নামেতে খ্যাত,
আলম্বন, উদ্দীপন হয়।
বিষয়-আশ্রয়-গত, আলম্বন দুই মত,
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত সে উভয় ॥১॥
নায়কের শিরোমণি, স্বয়ং কৃষ্ণ গুণমণি,
নিত্য গুণধাম পরাৎপর।
তাঁ'র ভাবে অনুরক্ত, গুণাঢ্য যতেক ভক্ত,
সিদ্ধ এক, সাধক অপর ॥২॥
ভাব উদ্দীপন করে, 'উদ্দীপন' নাম ধরে,
কৃষ্ণের সম্বন্ধ-বস্তু সব।
স্মিতাস্য, সৌরভ, শৃঙ্গ, বংশী, কম্বু, ক্ষেত্র, ভৃঙ্গ,
পদাঙ্ক, নূপুর, কলরব ॥৩॥
তুলসী, ভজন-চিন, ভক্তজন-দরশন,
এইরূপ নানা উদ্দীপন।
ভক্তিরস-আস্বাদনে, এই সব হেতুগণে,
নির্দ্দেশিলা রূপ-সনাতন ॥৪॥

(১০)

মধুর-রসে আলম্বনরূপ বিভাব—

শ্রীনন্দনন্দন-ধন, তদীয় বল্লভাগণ,
মধুর-রসের আলম্বন।
গোপাগত-রতি যাহাঁ, গোপীচিত্তাশ্রয় তাহাঁ,
কৃষ্ণমাত্র বিষয় তখন ॥১॥

যাহাঁ রতি কৃষ্ণগত, রত্যাশ্রয় কৃষ্ণচিত,
গোপী তাহাঁ রতির বিষয়।
বিষয়-আশ্রয় ধরে', স্থায়িভাব-রতি চরে,
নৈলে রতি উদ্গত না হয় ॥২॥

বিভাবেতে আলম্বন, রসে নিত্য প্রয়োজন,
ব্রজে তাই কৃষ্ণ গোপীনাথ।
মদনমোহন-ধন, ব্রজাঙ্গনা, গোপীজন,
বল্লভ রসিক রাধানাথ ॥৩॥

স্বীয়া, পরকীয়া ভেদে, রস-রসান্তরাস্বাদে,
নিত্যানন্দে বিরাজে মাধব।
বড় ভাগ্যবান্ যেই, নিজে আলম্বন হই',
আস্বাদয়ে সে রস-আসব ॥৪॥

(১১)

নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের গুণ—

সুরম্য, মধুর-স্মিত, সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত,
বলীয়ান্, তরুণ, গম্ভীর।
বাবদূক, প্রিয়ভাষী, সুধী, সপ্রতিভাশ্বাসী,
বিদগ্ধ, চতুর, সুখী, ধীর ॥১॥

কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ-প্রেষ্ঠ, বরীয়ান্, কীর্ত্তিমচ্ছ্রেষ্ঠ,
ললনা-মোহন, কেলিপর।
সুনিত্য-নূতন-মূর্ত্তি, কেবল সৌন্দর্য্য-স্ফূর্ত্তি,
বংশী-গানে সুদক্ষ, তৎপর ॥২॥

ধীরোদাত্ত, ধীরশান্ত, সুধীর, ললিত, কান্ত,
ধীরোদ্ধত, ললনানায়ক।
চেটক-বিট-বেষ্টিত, বিদূষক-সুসেবিত,
পীঠমর্দ্দ, প্রিয়-নর্ম্মসখ ॥৩॥

এ পঞ্চ সহায়যুত, নন্দীশ্বরপতিসুত,
পতি-উপপতি-ভাবাচারী।
অনুকূল, শঠ, ধৃষ্ট, সদক্ষিণ, রসতৃষ্ণ,
রসমূর্ত্তি, নিকুঞ্জবিহারী ॥৪॥

(১২)

তদীয় বল্লভাগণ—

সুরম্যাদি গুণগণ, হইয়াছে বিভূষণ,
ললনা-উচিত যতদূর।
পৃথুপ্রেমা, সুমাধুর্য্য, সম্পদের সুপ্রাচুর্য্য,
শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রসপূর ॥১॥

বল্লভা ত' দ্বিপ্রকার, স্বীয়া, পরকীয়া আর,
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভেতি ত্রয়।
কেহ বা নায়িকা তাহে, কেহ সখী হইতে চাহে,
নিজে ত' নায়িকা নাহি হয় ॥২॥

নায়িকাগণ-প্রধান, রাধা, চন্দ্রা—দুই জন,
সৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্য-গুণাশ্রয়া।
সেই দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাধিকা কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ,
মহাভাবস্বরূপ-নিলয়া ॥৩॥

আর যত নিত্যপ্রিয়া, নিজ নিজ যূথ লঞা,
সে দু'য়ের করেন সেবন।
শ্রীরূপ-অনুগ জন, শ্রীরাধিকা-শ্রীচরণ,
বিনা নাহি জানে অন্য ধন ॥৪॥

(১৩)

নায়িকাগণের অষ্ট অবস্থা-সেবা—

শ্রীকৃষ্ণ সেবিব বলি', গৃহ ছাড়ি' কুঞ্জে চলি',
যাইতে হয় 'অভিসারী' সখি।
কুঞ্জ-সজ্জা করে যবে, 'বাসকসজ্জা' হ'ন তবে,
উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণপথ লখি' ॥১॥

কাল উল্লঙ্ঘিয়া হরি, ভোগচিহ্ন দেহে ধরি',
আইলে হ'ন 'খণ্ডিতা' তখন।
সঙ্কেত পাইয়া বৈসে, তবু কান্ত না আইসে,
'বিপ্রলব্ধা' নায়িকা ত' হ'ন ॥২॥

মনের কলহে হরি, যা'ন চলি' দুঃখ করি',
'কলহান্তরিতা' সন্তাপিনী।
মথুরাতে কান্ত গেল, বহুদিন না আইল,
'প্রোষিত-ভর্তৃকা' কাঙ্গালিনী ॥৩॥

নিজায়ত্তে কান্তে পে'য়ে, ক্রীড়া করে কান্ত ল'য়ে,
'স্বাধীন-ভর্তৃকা' সে রমণী।
নায়িকামাত্রের হয়, এই অষ্টদশোদয়,
বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগ-বোধিনী ॥৪॥

(১৪)

প্রধান-নায়িকা শ্রীমতী রাধিকার সখী-বর্ণন—

নায়িকার শিরোমণি, ব্রজে রাধা ঠাকুরাণী,
পঞ্চবিধ সখীগণ তাঁ'র।
সখী, নিত্যসখী আর, প্রাণসখী অতঃপর,
প্রিয়সখী—এই হৈল চার ॥৪॥
পঞ্চম পরমপ্রেষ্ঠ, সখীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ,
বলি সব, শুন বিবরণ।
কুসুমিকা, বিন্ধ্যাবতী, ধনিষ্ঠাদি ব্রজসতী,
সখীগণ-মধ্যেতে গণন ॥২॥
শ্রীরূপ, রতি, কস্তুরী, শ্রীগুণ, মণিমঞ্জরী,
প্রভৃতি রাধিকা নিত্যসখী।
প্রাণসখী বহু তাঁ'র, বাসন্তী নায়িকা আর,
প্রধানা তাঁহার শশিমুখী ॥৩॥
কুরঙ্গাক্ষী, মঞ্জুকেশী, সুমধ্যা, মদনালসী,
কমলা, মাধুরী, কামলতা।
কন্দর্পসুন্দরী আর, মাধবী, মালতী আর,
শশিকলা রাধাসেবারতা ॥৪॥
ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, চম্পলতা,
ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী সতী।

সুদেবীতি অষ্টজন, পরমপ্রেষ্ঠ-সখীগণ,
রাধাকৃষ্ণে সেবে একমতি ॥৫॥

(১৫)

সখীর সাধারণ-সেবা—

রাধাকৃষ্ণ-গুণগান, মিথাসক্তি-সম্বর্দ্ধন,
উভয়াভিসার-সম্পাদন।
কৃষ্ণে সখী-সমর্পণ, নর্ম্মবাক্য-আস্বাদন,
উভয়ের সুবেশ-রচন ॥১॥
চিত্তভাব-উদ্‌ঘাটন, মিথচ্ছিদ্র-সংগোপন,
প্রতীপজনের সুবঞ্চন।
কুশল-শিক্ষণ আর, সম্মিলন দু'জনার,
ব্যজনাদি বিবিধ সেবন ॥২॥
উভয়-কুশল-ধ্যান, দোষে তিরস্কার-দান,
পরস্পর সন্দেশ-বহন।
রাধিকার দশাকালে, প্রাণরক্ষা সুকৌশলে,
সখী-সাধারণকার্য্য জান ॥৩॥
যেবা যে সখীর কার্য্য, বিশেষ বলিয়া ধার্য্য,
প্রদর্শিত হ'বে যথাস্থানে।
রূপানুগ ভজে যেবা, যে সখীর যেই সেবা,
তদনুগ সেই সেবা মানে ॥৭॥

পঞ্চসখী মধ্যে চার, নিত্যসিদ্ধ রাধিকার,
সে সকলে সাধন না কৈল।
'সখী' বলি' উক্ত যেঁহ, সাধন-প্রভাবে তেঁহ,
ব্রজরাজ-পুরে বাস পাইল ॥৫॥
সেই সখী 'দ্বিপ্রকার, সাধনেতে সিদ্ধ আর,
সাধনপরা বলিয়া গণন।
'সিদ্ধা' বলি' আখ্যা তাঁ'র, গোপী-দেহ হইল যাঁ'র,
করি' রাগে যুগল-ভজন ॥৬॥
কৃষ্ণাকৃষ্ট মুনিজন, তথা উপনিষদ্‌গণ,
যে না লৈল গোপীর স্বরূপ।
সাধন-আবেশে ভজে, সিদ্ধি তবু না উপজে,
ব্রজভাব-প্রাপ্তি অপরূপ ॥৭॥
যে যে শ্রুতি মুনিগণ, গোপী হঞা সুভজন,
করিল সখীর পদ ধরি'।
নিত্যসখী-কৃপাবলে, তৎসালোক্যলাভ-ফলে,
সেবা করে শ্রীরাধা-শ্রীহরি ॥৮॥
দেবীগণ সেই ভাবে, সখীর সালোক্য-লাভে,
কৃষ্ণসেবা করে সখী হ'য়ে।
ব্রজের বিধান এহ, গোপী বিনা আর কেহ,
না পাইবে ব্রজযুবদ্বয়ে ॥৯॥

(১৬)

সর্ব্বসখীর পরস্পর ভাব—

পরমচৈতন্য হরি, তাঁ'র শক্তি বনেশ্বরী,
পরা শক্তি বলি' বেদে গায়।
শক্তিমানে সেবিবারে, শক্তি কায়ব্যূহ করে,
নানা শক্তি তাহে বাহিরায় ॥১॥

আধার-শক্তিতে ধাম, আহ্বয়-শক্তিতে নাম,
সন্ধিনী শক্তিতে বস্তু জাত।
সম্বিৎ-শক্তিতে জ্ঞান, তটস্থে জীববিধান,
হ্লাদিনীতে কৈল সখী-ব্রাত ॥২॥

নিত্যসিদ্ধ সখী সব, হ্লাদিনীর সুবৈভব,
হ্লাদিনীস্বরূপ মূল রাধা।
চন্দ্রাবলী-আদি যত, শ্রীরাধার অনুগত,
কেহ নহে রাধা-প্রেমের বাধা ॥৩॥

প্রেমের বিচিত্র গতি, প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে সতী,
চন্দ্রা করে রাধা-প্রেম পুষ্ট।
সব সখীর এক মন, নানাকারে নানা জন,
ব্রজযুবদ্বন্দ্বে করে তুষ্ট ॥৪॥

(১৭)

ব্রজগত-মধুর-রতির উদ্দীপন—

কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তগত, গুণ-নাম-সুচরিত,
মণ্ডল-সম্বন্ধি-তটস্থাদি।
ভাব যত অগণন, ঐ রসের উদ্দীপন,
হেতু বলি' বলে রসবেদী ॥১॥

মানস, বাচিক পুনঃ, কায়িকাতে তিনগুণ,
নাম—কৃষ্ণ, শ্রীরাধামাধব।
নৃত্য, বংশী, গান, গতি, গোদোহন, গো-আহুতি,
অঘোদ্ধার, গোষ্ঠেতে তাণ্ডব ॥২॥

মাল্যানুলেপন আর, বাস-ভূষা—এই চার
প্রকার মণ্ডন শোভাকর।
বংশী-শৃঙ্গ-বীণা-রব, গীত, শিল্প, সুসৌরভ,
পদাঙ্ক, ভূষণ, বাদ্যস্বর ॥৩॥

শিখিপুচ্ছ, গাভী, যষ্টি, বেণু, শৃঙ্গ, প্রেষ্ঠ-দৃষ্টি,
অদ্রিধাতু, নির্ম্মাল্য, গোধূলি।
বৃন্দাবন, তদাশ্রিতা, গোবর্দ্ধন, রবিসুতা,
রাস-আদি যত লীলাস্থলী ॥৪॥

খগ, ভৃঙ্গ, মৃগ, কুঞ্জ, তুলসিকা, লতাপুঞ্জ,
কর্ণিকার, কদম্বাদি তরু।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী সব, বৃন্দারণ্য-সুবৈভব,
উদ্দীপন করে রস চারু ॥৫॥
জ্যোৎস্না, ঘন, সৌদামিনী, শরৎপূর্ণ নিশামণি,
গন্ধবহ আর খগচয়।
তটস্থাখ্য উদ্দীপন, রসাস্বাদ-বিভাবন,
করে সব হইয়া সদয় ॥৬॥

(১৮)

অনুভাব—
বিভাবিত-রতি যবে ক্রিয়াপর হ'য়ে তবে,
অনুভাব হয় ত' উদিত।
চিত্তভাব উদ্‌ঘাটিয়া, করে বাহ্য সুবিক্রিয়া,
যখন যে হয় ত' উচিত ॥১॥
নৃত্য, গীত, বিলুণ্ঠন, ক্রোশন, তনুমোটন,
হুঙ্কার, জৃম্ভন, ঘনশ্বাস।
লোকানপেক্ষিতা মতি, লালাস্রাব, ঘূর্ণা অতি,
হিক্কাদয়, অট্ট অট্ট হাস ॥২॥
গাত্র-চিত্ত যত সব, অলঙ্কার সুবৈভব,
নিগদিত বিংশতি প্রকার।
'উদ্ভাস্বর' নাম তাঁ'র ধম্মিল্ল-সংস্রণ আর,
ফুল্লঘ্রাণ, নীব্যাদি বিকার ॥৩॥

বিলাপালাপ, সংলাপ, প্রলাপ ও অনুলাপ,
অপলাপ, সন্দেশাতিদেশ।
অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ ও ব্যপদেশ,
বাচিকানুভাবের বিশেষ ॥৪॥

(১৯)

সাত্ত্বিকভাব—
স্থায়িভাবাবিষ্ট-চিত্ত, পাইয়া বিভাববিত্ত,
উদ্ভট ভাবেতে আপনার।
প্রাণবৃত্তে শ্বাস করে, প্রাণ সেই শ্বাসভরে,
দেহ-প্রতি বিকৃতি চালায় ॥১॥
বৈবর্ণ্য, রোমাঞ্চ, স্বেদ, স্তম্ভ, কম্প, স্বরভেদ,
প্রলয়াশ্রু—এ অষ্ট বিকার।
সঞ্চারী যে ভাবচয়, হর্ষামর্ষ আর ভয়,
বিষাদ, বিস্ময়াদি তা'র ॥২॥
প্রবৃত্তিকারণ হয়, লীলাকালে রসে লয়,
আপনে করায় অনুক্ষণ।
ধূমায়িতা, উজ্জ্বলিতা, দীপ্তা আর সু-উদ্দীপ্তা,
এই চারি অবস্থা লক্ষণ ॥৩॥
যা'র যেই অধিকার, সাত্ত্বিক বিকার তা'র,
সে লক্ষণে হয় ত' উদয়।

মহাভাব-দশা যথা, সু-উদ্দীপ্তা ভাব তথা,
অনায়াসে সুলক্ষিতা হয় ॥৪॥

(২০)

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব—

নির্ব্বেদ, বিষাদ, মদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রমোন্মাদ,
গর্ব্ব, ত্রাস, শঙ্কা, অপস্মৃতি।
আবেগ, আলস্য, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, জড়তাদি,
ব্রীড়া, অবহিত্থা আর স্মৃতি ॥১॥
বিতর্ক, চাপল্য, মতি, চিন্তৌৎসুক্য, হর্ষ, ধৃতি,
উগ্রালস্য, নিদ্রামর্ষ, সুপ্তি।
বোধ হয় এই ভাবচয়, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সবে হয়,
'ব্যভিচারী' নামে লভে জ্ঞপ্তি ॥২॥
অতুল্য মধুর রসে, উগ্রালস্য না পরশে,
আর সব ভাব যথাযথ।
উদি' ভাবাবেশ সুখে, স্থায়িভাবের অভিমুখে,
বিশেষ আগ্রহে হয় রত ॥৩॥
রাগাঙ্গ সত্ত্ব-আশ্রয়ে, রসযোগ সঞ্চারয়ে,
যেন স্থায়ী সাগরের ঢেউ।
নিজকার্য্য সাধি' তূর্ণ, সাগর করিয়া পূর্ণ,
নিবে, আর নাহি দেখে কেউ ॥৪॥

(২১)

ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত স্থায়ী ভাবের উত্তর দশা—
সাধারণী, সমঞ্জসা, স্থায়ী লভে ভাব-দশা,
কুব্জা আর মহিষী প্রমাণ।
একা ব্রজদেবীগণে, মহাভাব-সংঘটনে,
রূঢ়, অধিরূঢ় সুবিধান ॥১॥
নিমেষাসহতা তায়, হৃন্মস্থনে খিন্নপ্রায়,
কল্পক্ষণ সৌখ্যে শঙ্কাকুল।
আত্মাবধি বিস্মরণ, ক্ষণকল্প-বিবেচন,
যোগে বা বিয়োগে সমতুল ॥২॥
অধিরূঢ় ভাবে পুনঃ, দ্বিপ্রকার ভেদ শুন,
'মোদন' 'মাদন' নামে খ্যাত।
বিশ্লেষ-দশাতে পুনঃ, মোদন হয় মোহন,
দিব্যোন্মাদ তাহে হয় জাত ॥৩॥
দিব্যোন্মাদ দ্বিপ্রকার, চিত্রজল্পোদ্‌ঘূর্ণ আর,
চিত্রজল্প বহুবিধ তায়।
মোহনেতে শ্রীরাধার, মাদনাখ্য-দশা সার,
নিত্যলীলাময়ী ভাব পায় ॥৪॥
সাধারণী ধূমায়িতা, সমঞ্জসা সদা দীপ্তা,
রূঢ়ে তথোদ্দীপ্তা সমর্থায়।
সুদ্দীপ্তা শ্রীরাধাপ্রেম, যেন উজ্জ্বলিত হেম,
মোদনাদি ভাবে সদা তায় ॥৫॥

(২২)

সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ-ভেদে উজ্জ্বল-রসের দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে—
বিপ্রলম্ভ—

শ্রীউজ্জ্বল রসসার, সভাবতঃ দ্বিপ্রকার,
'বিপ্রলম্ভ' 'সম্ভোগ' আখ্যান।
বিনা বিপ্রলম্ভাশ্রয়, সম্ভোগের পুষ্টি নয়,
তাই বিপ্রলম্ভের বিধান ॥১॥

পূর্ব্বরাগ তথা মান, প্রবাস, বৈচিত্ত্যজ্ঞান,
বিপ্রলম্ভ চারি ত' প্রকার।
সঙ্গমের পূর্ব্বরীতি, লভে 'পূর্ব্বরাগ'-খ্যাতি,
দর্শনে শ্রবণে জন্ম তা'র ॥২॥

অনুরক্ত দম্পতির, অভীষ্ট-বিশ্লেষ স্থির,
দর্শন-বিরোধী ভাব মান।
সহেতু, নির্হেতু, মান, প্রণয়ের পরিণাম,
প্রণয়ের বিলাস প্রমাণ ॥৩॥

সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দানে, নত্যুপেক্ষা-সুবিধানে,
সহেতু মানের উপশম।
দেশ, কাল, বেণুরবে, নির্হেতুক মানোৎসবে,
করে অতিশীঘ্র উপরম ॥৪॥

বিচ্ছেদ-আশঙ্কা হৈতে, প্রেমের বৈচিত্ত্য চিত্তে,
প্রেমের স্বভাবে উপজয়।
দেশ, গ্রাম, বনান্তরে, প্রিয় যে প্রবাস করে,
প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ভ হয় ॥৫॥

(২৩)

সম্ভোগ—

দর্শন-আশ্লেষান্বিত, আনুকূল্যে সেবাশ্রিত,
উল্লাসে আরূঢ় যেই ভাব।
যুবদ্বন্দ্ব-হৃদিমাঝে, রসাকারে সুবিরাজে,
সম্ভোগাখ্যা তা'র হয় লাভ ॥১॥
মুখ্য, গৌণ—দ্বিপ্রকার, সম্ভোগের সুবিস্তার,
তদুভয় চারিটী প্রকার।
সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ জান, সম্পন্ন, সমৃদ্ধি মান,
পূর্ব্ব-ভাবাবস্থা অনুসার ॥২॥
পূর্ব্বরাগান্তরে যাঁহা, সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ তাঁহা,
মানান্তরে সঙ্কীর্ণ প্রমাণে।
ক্ষুদ্র প্রবাসাবসানে, সম্পন্ন, সমৃদ্ধি মানে,
সুদূর প্রবাস-অবসানে ॥৩॥
সম্পন্ন দ্বিবিধ ভাব, আগতি ও প্রাদুর্ভাব,
মনোহর সম্ভোগ তাহায়।

স্বপ্নে ঐ সব ভাব, যবে হয় আবির্ভাব,
তবে গৌণ-সম্ভোগ জানায় ॥৪॥

(২৪)

সম্ভোগের প্রকার—

সন্দর্শন, সংস্পর্শন, জল্প, বর্ত্ম-নিরোধন,
রাস, বৃন্দাবন-লীলা ভূরি।
জলকেলি যমুনায়, নৌকাখেলা, চৌর্য্য তায়,
ঘট্ট-লীলা, কুঞ্জে লুকোচুরি ॥১॥
মধুপান, বধূবেষ, কপট-নিদ্রা-আবেশ,
দ্যূতক্রীড়া, বস্ত্র-টানাটানি।
চুম্বাশ্লেষ, নখার্পণ, বিম্বাধর-সুধাপান,
সম্প্রয়োগ-আদি লীলা মানি ॥২॥
সম্ভোগপ্রকার সব, সম্ভোগের মহোৎসব,
লীলা হয় সদা সুপেশল।
সেই লীলা অপরূপ, উজ্জ্বল রসের কূপ,
তাহে যা'র হয় কৌতূহল ॥৩॥
চিদ্বিলাস-রসভরে, রতি ভাব-দশা ধরে,
মহাভাব পর্য্যন্ত বাড়য়।
যে জীব সৌভাগ্যবান্, লীলাযোগে সুসন্ধান,
ব্রজে বসি' সতত করয় ॥৪॥

(২৫)

উজ্জ্বলরসাশ্রিত-লীলা—

রসতত্ত্ব নিত্য যৈছে, ব্রজতত্ত্ব নিত্য তৈছে,
লীলারস এক করি' জান।
কৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ রস, সকলই কৃষ্ণের বশ,
বেদ-ভাগবতে করে গান ॥১॥
শ্রীকৃষ্ণ পরম-তত্ত্ব, তাঁ'র লীলা শুদ্ধসত্ত্ব,
মায়া যাঁ'র দূরস্থিতা দাসী।
জীব-প্রতি কৃপা করি', লীলা প্রকাশিল হরি,
জীবের মঙ্গল-অভিলাষী ॥২॥
ব্রহ্মা, শেষ, শিব যাঁর, অন্বেষিয়া বার বার,
তত্ত্ব নাহি বুঝিবারে পারে।
ব্রহ্মের আশ্রয় যিনি, পরমাত্মার অংশী তিনি,
স্বয়ং ভগবান্ বলি যাঁ'রে ॥৩॥
সেই কৃষ্ণ দয়াময়, মূলতত্ত্ব সর্ব্বাশ্রয়,
অনন্ত লীলার এক খনি।
নির্ব্বিশেষ-লীলাভরে, ব্রহ্মতা প্রকাশ করে,
স্বীয় অঙ্গকান্তি গুণমণি ॥৪॥
অংশে পরমাত্মা হ'য়ে, বদ্ধজীবগণে ল'য়ে,
কর্ম্মচক্রে লীলা করে কত।

দেবলোকে দেবসহ, উপেন্দ্রাদি হ'য়ে তেঁহ,
দেবলীলা করে শত শত ॥৫॥

পরব্যোমে নারায়ণ, হ'য়ে পালে দাসজন,
দেবদেব রাজ-রাজেশ্বর।
সেই কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়, ব্রজে নর-পরিচয়,
নরলীলা করিল বিস্তার ॥৬॥

(২৬)

ব্রজলীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, তার মধ্যে নরলীলা,
সর্ব্বোত্তম রসের আলয়।
এ রস গোলোকে নাই, তবে বল কোথা পাই,
ব্রজধাম তাহার নিলয় ॥১॥

নিত্যলীলা দ্বিপ্রকার, সান্তর ও নিরন্তর,
যাহে মজে রসিকের মন।
জন্মবৃদ্ধি, দৈত্যনাশ, মথুরা-দ্বারকা-বাস,
নিত্যলীলা সান্তরে গণন ॥৩॥

দিবারাত্র অষ্টভাগে, ব্রজজন-অনুরাগে,
করে কৃষ্ণ লীলা নিরন্তর।
তাহার বিরাম নাই, সেই নিত্যলীলা, ভাই,
ব্রহ্ম-রুদ্র-শেষ-অগোচর ॥৩॥

জ্ঞান, যোগ কর যত, হয় তাহা দূরগত,
শুদ্ধরাগ-নয়নে কেবল।
সে লীলা রক্ষিত হয়, পরানন্দ বিতরয়,
হয় ভক্তজীবন-সম্বল ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

সিদ্ধি-লালসা

(১)

কবে গৌরবনে, সুরধুনী-তটে,
"হা রাধে হা কৃষ্ণ" বলে'।
কাঁদিয়া বেড়া'ব, দেহ-সুখ ছাড়ি,
নানা-লতা তরুতলে ॥১॥

(কবে) শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল ॥২॥

(কবে) ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ।
বৈষ্ণবচরণ, রেণু গায় মাখি',
ধরি' অবধূত-বেষ ॥৩॥

(কবে) গৌড়-ব্রজবনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজ-বাসী ।
(তখন) ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥৪॥

(২)

দেখিতে দেখিতে, ভুলিব বা কবে,
নিজ স্থূল-পরিচয় ।
নয়নে হেরিব, ব্রজপুর-শোভা,
নিত্য চিদানন্দময় ॥১॥
বৃষভানুপুরে, জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হ'বে ।
ব্রজগোপী-ভাব, হইবে স্বভাব,
আন ভাব না রহিবে ॥২॥
নিজ সিদ্ধদেহ, নিজ সিদ্ধনাম,
নিজরূপ, স্ববসন ।
রাধাকৃপা-বলে, লভিব বা কবে,
কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ ॥৩॥
যামুনা-সলিল- আরহণে গিয়া,
বুঝিব যুগল-রস ।
প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে, পাগলিনী-প্রায়,
গাহিব রাধার যশ ॥৪॥

(৩)

হেনকালে কবে, বিলাসমঞ্জরী,
অনঙ্গমঞ্জরী আর।
আমারে হেরিয়া, অতি কৃপা করি'
বলিবে বচন সার ॥১॥
এস, এস, সখি! শ্রীললিতা-গণে,
জানিব তোমারে আজ।
গৃহকথা ছাড়ি' রাধাকৃষ্ণ ভজ,
ত্যজিয়া ধরম-লাজ ॥২॥
সে মধুর বাণী, শুনিয়া এ জন,
সে দুঁহার শ্রীচরণে।
আশ্রয় লইবে, দুঁহে কৃপা করি',
লইবে ললিতা-স্থানে ॥৩॥
ললিতাসুন্দরী, সদয় হইয়া,
করিবে আমারে দাসী।
স্বকুঞ্জ-কুটীরে, দিবেন বসতি,
জানি' সেবা-অভিলাষী ॥৪॥

(৪)

পাল্যদাসী করি', ললিতাসুন্দরী,
আমারে লইয়া কবে।

শ্রীরাধিকা-পদে, কালে মিলাইবে,
আজ্ঞা-সেবা সমর্পিবে ॥১॥
শ্রীরূপমঞ্জরী- সঙ্গে যা'ব কবে,
রস-সেবা-শিক্ষাতরে।
তদানুগা হ'য়ে রাধাকুণ্ড-তটে,
রহিব হর্ষিতান্তরে ॥২॥
শ্রীবিশাখা-পদে, সঙ্গীত শিখিব,
কৃষ্ণলীলা রসময়।
শ্রীরতিমঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী,
হইবে সবে সদয় ॥৩॥
পরম আনন্দে, সকলে মিলিয়া,
রাধিকা-চরণে র'ব।
এই পরাকাষ্ঠা, সিদ্ধি কবে হ'বে,
পা'ব রাধা-পদাসব ॥৪॥

(৫)

চিন্তামণিময়, রাধাকুণ্ড-তট,
তাহে কুঞ্জ শত শত।
প্রবাল-বিদ্রুম- ময় তরুলতা,
মুক্তাফলে অবনত ॥১॥
স্বানন্দ-সুখদ- কুঞ্জ মনোহর,
তাহাতে কুটির শোভে।

বসিয়া তথায়, গা'ব কৃষ্ণনাম,
কবে কৃষ্ণদাস্য-লোভে ॥২॥

এমন সময়, মুরলীর গান,
পশিবে এ দাসী-কাণে।
আনন্দে মাতিব, সকল ভুলিব,
শ্রীকৃষ্ণ-বংশীর গানে ॥৩॥

'রাধে রাধে' বলি', মুরলী ডাকিবে,
মদীয় ঈশ্বরী-নাম।
শুনিয়া চমকি', উঠিবে এ দাসী,
কেমন করিবে প্রাণ ॥৪॥

(৬)

নির্জ্জন কুটীরে, শ্রীরাধাচরণ-
স্মরণে থাকিব রত।
শ্রীরূপমঞ্জরী, ধীরে ধীরে আসি',
কহিবে আমায় কত ॥১॥

বলিবে,—ও সখি! কি কর বসিয়া,
দেখহ বাহিরে আসি'।
যুগল-মিলন- শোভা নিরুপম,
হইবে চরণ-দাসী ॥২॥

স্বারসিকী সিদ্ধি, ব্রজগোপী-ধন,
পরম-চঞ্চলা সতী।
যোগীর ধেয়ান, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান,
না পায় এখানে স্থিতি ॥৩॥

সাক্ষাৎ-দর্শন, মধ্যাহ্ন-লীলায়,
রাধাপদ সেবার্থিনী।
যখন যে-সেবা, করহ যতনে,
শ্রীরাধা-চরণে, ধনি ॥৪॥

(৭)

শ্রীরূপমঞ্জরী কবে মধুর বচনে।
রাধাকুণ্ড-মহিমা বর্ণিবে সংগোপনে ॥১॥
এ চৌদ্দ ভুবনোপরি বৈকুণ্ঠ-নিলয়।
তদপেক্ষা মথুরা পরমশ্রেষ্ঠ হয় ॥২॥

মাথুরমণ্ডলে রাসলীলাস্থান যথা।
বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ অতি, শুন মম কথা ॥৩॥
কৃষ্ণলীলাস্থল গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠতর।
রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠতম সর্ব্বশক্তিধর ॥৪॥

রাধাকুণ্ড-মহিমা ত' করিয়া শ্রবণ।
লালায়িত হ'য়ে আমি পড়িব তখন ॥৫॥

সখীর চরণে কবে করিব আকুতি।
সখী কৃপা করি' দিবে স্বারসিকী স্থিতি ॥৬॥

(৮)

বরণে তড়িৎ, বাস 'তারাবলী',
'কমলমঞ্জরী' নাম।
সাড়ে বার বর্ষ, বয়স সতত,
স্বানন্দ-সুখদ-ধাম ॥১॥

শ্রীকর্পূর-সেবা, ললিতার গণ,
রাধা যূথেশ্বরী হন।
মমেশ্বরী-নাথ, শ্রীনন্দ-নন্দন,
আমার পরাণ-ধন ॥২॥

শ্রীরূপমঞ্জরী, প্রভৃতির সম,
যুগল-সেবায় আশ।
অবশ্য সেরূপ, সেবা পা'ব আমি,
পরাকাষ্ঠা, সুবিশ্বাস ॥৩॥

কবে বা এ দাসী, সংসিদ্ধি লভিবে,
রাধাকুণ্ডে বাস করি'।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা, সতত করিবে,
পূর্ব্বস্মৃতি পরিহরি' ॥৪॥

(৯)

বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে,
হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে,
রহিব আমি প্রয়াসী ॥১॥
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ,
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি', শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,
কভু না হইব কামী ॥২॥
সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ,
যুগল-প্রেমের গুরু।
তদনুগ হ'য়ে, সেবিব রাধার,
চরণ-কল্পতরু ॥৩॥
রাধাপক্ষ ছাড়ি', যে-জন সে-জন,
যে-ভাবে সে-ভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা- পক্ষপাতী সদা,
কভু নাহি হেরি তাঁ'কে ॥৪॥

(১০)

শ্রীকৃষ্ণবিরহে, রাধিকার দশা,
আমি ত' সহিতে নারি।

যুগলমিলন- সুখের কারণ,
জীবন ছাড়িতে পারি ॥১॥

রাধিকা-চরণ, ত্যজিয়া আমার,
ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে, শতবার মরি,
সে-দুঃখ আমার সয় ॥২॥

এ হেন রাধার, চরণযুগলে,
পরিচর্য্যা পা'ব কবে।
হা হা ব্রজ-জন, মোরে দয়া করি'
কবে ব্রজবনে ল'বে ॥৩॥

বিলাসমঞ্জরী, অনঙ্গমঞ্জরী,
শ্রীরূপমঞ্জরী আর।
আমাকে তুলিয়া, লহ নিজপদে,
দেহ মোর সিদ্ধি-সার ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীরাধাষ্টক

(১)

রাধিকাচরণ-পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল।

রাধাপদ্মাঙ্কিত-ধাম, বৃন্দাবন যা'র নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল ॥১॥

রাধিকাভাব-গম্ভীর- চিত্ত যেবা মহাধীর-
গণ-সঙ্গ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ- রসসিন্ধু-স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ একমনে ॥২॥

রাধিকা উজ্জ্বলরসের আচার্য্য।
রাধামাধব-শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য ॥৩॥

যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্যরতনে ॥৪॥

রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ, সর্ব্ববেদে বলে ॥৫॥

ছোড়ত ধন-জন, কলত্র-সুত-মিত,
ছোড়ত করম-গেয়ান।
রাধা-পদপঙ্কজ- মধুরত-সেবন,
ভকতিবিনোদপরমাণ ॥৬॥

(২)

বিরজার পারে শুদ্ধপরব্যোম-ধাম।
তদুপরি শ্রীগোকুল 'বৃন্দারণ্য' নাম ॥১॥

বৃন্দাবন চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
চিন্ময় অপূর্ব্ব দরশন।
তঁহি মাঝে চমৎকার, কৃষ্ণ বনস্পতিসার,
নীলমণি তমাল যেমন ॥২॥
তাহে এক স্বর্ণময়ী, লতা সর্ব্বধাম-জয়ী,
উঠিয়াছে পরমপাবনী।
হ্লাদিনী-শক্তির সার, 'মহাভাব' নাম যা'র,
ত্রিভুবনমোহন-মোহিনী ॥৩॥
'রাধা'-নামে পরিচিত, তুষিয়া গোবিন্দ-চিত,
বিরাজয়ে পরম-আনন্দে।
সেই লতা-পত্রফুল ললিতাদি সখীকুল,
সবে মিলি' বৃক্ষে দৃঢ় বান্ধে ॥৪॥
লতার পরশে প্রফুল্ল তমাল।
লতা ছাড়ি' নাহি রহে কোনকাল ॥৫॥
তমাল ছাড়িয়া লতা নাহি বাঁচে।
সে লতা-মিলন সদাকাল যাচে ॥৬॥
ভকতিবিনোদ মিলন দোঁহার।
না চাহে কখন বিনা কিছু আর ॥৭॥

(৩)

রমণী-শিরোমণি, বৃষভানু-নন্দিনী,
নীলবসন-পরিধানা।

ছিন্ন-পুরট জিনি', বর্ণ-বিকাশিনী,
বদ্ধকবরী হরিপ্রাণা ॥১॥
আভরণ-মণ্ডিতা, হরিরস-পণ্ডিতা,
তিলক-সুশোভিত-ভালা।
কঞ্চুলিকাচ্ছাদিতা, স্তনমণি-মণ্ডিতা,
কজ্জলনয়নী রসালা ॥২॥
সকল ত্যজিয়া সে-রাধা-চরণে।
দাসী হ'য়ে ভজ পরম-যতনে ॥৩॥
সৌন্দর্য্য-কিরণ দেখিয়া যাঁহার।
রতি-গৌরী-লীলা-গর্ব্ব-পরিহার ॥৪॥
শচী-লক্ষ্মী-সত্যা সৌভাগ্য-বলনে।
পরাজিত হয় যাঁহার চরণে ॥৫॥
কৃষ্ণ-বশীকারে চন্দ্রাবলী-আদি।
পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী ॥৬॥
হরিদয়িত-রাধা-চরণপ্রয়াসী।
ভকতিবিনোদ শ্রীগোদ্রুমবাসী ॥৭॥

(৪)

শ্রীল রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিত (সংস্কৃত)
"শ্রীরাধিকাষ্টকম্"-অবলম্বনে —

রসিকনাগরী- গণ-শিরোমণি,
কৃষ্ণপ্রেম-সরহংসী।

বৃষভানুরাজ- শুদ্ধকল্পবল্লী,
সর্ব্বলক্ষ্মীগণ-অংশী ॥১॥
রক্ত পট্টবস্ত্র, নিতম্ব-উপরি,
ক্ষুদ্র ঘণ্টী দুলে তায়।
কুচযুগোপরি, দুলি' মুক্তা-মালা,
চিত্তহারী শোভা পায় ॥২॥
সরসিজবর- কর্ণিকা-সমান,
অতিশয় কান্তিমতী।
কৈশোর-অমৃত- তারুণ্য-কর্পূর-
মিশ্রস্মিতাধরা সতী ॥৩॥
বনান্তে আগত, ব্রজপতি-সুত,
পরম-চঞ্চলবরে।
হেরি' শঙ্কাকুল, নয়ন-ভঙ্গিতে,
আদরেতে স্তব করে ॥৪॥
ব্রজের মহিলা- গণের পরাণ,
যশোমতী-প্রিয়পাত্রী।
ললিত-ললিতা- স্নেহেতে প্রফুল্ল-
শরীরা ললিতগাত্রী ॥৫॥
বিশাখার সনে, বনফুল তুলি',
গাঁথে বৈজয়ন্তী-মালা।

সকল-শ্রেয়সী, কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতা,
পরমপ্রেয়সী বালা ॥৬॥
স্নিগ্ধ বেণুরবে, দ্রুতগতি যাই',
কুঞ্জে পে'য়ে নটবরে।
হসিত-নয়নী, নম্রমুখী সতী,
কর্ণকণ্ডূয়ন করে ॥৭॥
স্পর্শিয়া কমল, বায়ু সুশীতল,
করে যবে কুণ্ডনীর।
নিদাঘে তথায়, নিজগণ-সহ,
তুষয়ে গোকুল-বীর ॥৮॥
ভকতিবিনোদ, রূপ-রঘুনাথে,
কহয়ে চরণে ধরি'।
হেন রাধা-দাস্য, সুধীর-সম্পদ্,
কবে দিবে কৃপা করি' ॥৯॥

(৫)

শ্রীল দাস-গোস্বামি-বিরচিত (সংস্কৃত) "শ্রীপ্রেমাম্ভোজ-মরন্দাখ্য-স্তবরাজঃ"-অবলম্বনে—

মহাভাব-চিন্তামণি- উদ্ভাবিত তনুখানি,
সখীপ্রীতি-সজ্জ-প্রভাবতী।
কারুণ্য, তারুণ্য আর, লাবণ্য-অমৃতধার,
তাহে স্নাতা লক্ষ্মীজয়ী সতী ॥১॥

লজ্জা-পট্টবস্ত্র যাঁ'র, সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম-সার,
কস্তুরী-চিত্রিত কলেবর।
কম্পাশ্রু-পুলক-রঙ্গ- স্তম্ভ-স্বেদ-স্বরভঙ্গ-
জাড্যোন্মাদ নবরত্নধর ॥২॥
পঞ্চবিংশতিক-গুণ- ফুলমালা-সুশোভন,
ধীরাধীর-ভাব-পট্টবাসা।
পিহিত-মানধম্মিল্লা, সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলা,
কৃষ্ণনাম-যশঃ-কর্ণোল্লাসা ॥৩॥
রাগতাম্বূলিত-ওষ্ঠ, কৌটিল্য-কজ্জল-স্পষ্ট,
স্মিতকর্পূরিত-নর্ম্মশীলা।
কীর্তিযশ-অন্তঃপুরে, গর্ব্ব-খট্টোপরি স্ফুরে,
দুলিত-প্রেমবৈচিত্ত্যমালা ॥৪॥
প্রণয়রোষ-কঞ্চুলী- পিহিত-স্তনযুগ্মকা,
চন্দ্রাজয়ী কচ্ছপী-রবিণী।
সখীদ্বয়-স্কন্ধে লীলা- করাম্বুজার্পণশীলা,
শ্যামা শ্যামামৃত-বিতরণী ॥৫॥
এ-হেন রাধিকা-পদ, তোমাদের সুসম্পদ্,
দন্তে তৃণ যাচে তব পায়।
এ ভক্তিবিনোদ দীন, রাধা-দাস্যামৃতকণ,
রূপ-রঘুনাথ! দেহ তায় ॥৬॥

(৬)

বরজ-বিপিনে যমুনা-কূলে।
মঞ্চ মনোহর শোভিত ফুলে ॥১॥
বনস্পতি-লতা তুষয়ে আঁখি।
তদুপরি কত ডাকয়ে পাখী ॥২॥
মলয় অনিল বহয়ে ধীরে।
অলিকুল মধু-লোভেতে ফিরে ॥৩॥
বাসন্তীয়-রাকা-উড়ুপ তদা।
কৌমুদী বিতরে আদরে সদা ॥৪॥
এমত সময়ে রসিকবর।
আরম্ভিল রাস মুরলীধর ॥৫॥
শতকোটি গোপী-মাঝেতে হরি।
রাধা-সহ নাচে আনন্দ করি' ॥৬॥
মাধব-মোহিনী গাইয়া গীত।
হরিল সকল জগত-চিত ॥৭॥
স্থাবর-জঙ্গম মোহিলা সতী।
হারাওল চন্দ্রাবলীর মতি ॥৮॥
মথিয়া বরজ-কিশোর-মন।
অন্তরিত হয় রাধা তখন ॥৯॥

ভকতিবিনোদ পরমাদ গণে।
রাস ভাঙ্গল (আজি) রাধা-বিহনে ॥১০॥

(৭)

শতকোটী গোপী মাধব-মন।
রাখিতে নারিল করি' যতন ॥১॥
বেণুগীতে ডাকে 'রাধিকা'-নাম।
'এস, এস, রাধে!' ডাকয়ে শ্যাম ॥২॥
ভাঙ্গিয়া শ্রীরাসমণ্ডল তবে।
রাধা-অন্বেষণে চলয়ে যবে ॥৩॥
'দেখা দিয়া, রাধে, রাখহ প্রাণ।'
বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান ॥৪॥
নির্জ্জন-কাননে রাধারে ধরি'।
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি ॥৫॥
বলে,—"তুহুঁ বিনা কাহার রাস?
তুহুঁ লাগি' মোর বরজ-বাস" ॥৬॥
এ হেন রাধিকা-চরণতলে।
ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া বলে ॥৭॥
"তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি'।
কিঙ্করী করিয়া রাখ' আপনি" ॥৮॥

(৮)

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা ॥১॥
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥২॥
কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী।
রাধা-অনাদর করই অভিমানী ॥৩॥
কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ ॥৪॥
রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান ॥৫॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি ॥৬॥
উমা, রমা, সত্যা শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা-অবতার সবে,—আম্নায়-বাণী ॥৭॥
হেন রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁ'র মাগয়ে চরণ ॥৮॥

(পরিশিষ্ট)

ভোজন-লালসে, রসনে আমার,
শুনহ বিধান মোর।
শ্রীনাম-যুগল- রাগ-সুধারস,
খাইয়া থাকহ ভোর ॥১॥
নবসুন্দর-পীযূষ 'রাধিকা'-নাম।
অতিমিষ্ট মনোহর তর্পণ-ধাম ॥২॥
'কৃষ্ণ'-নাম মধুরাদ্ভুত গাঢ়-দুগ্ধে।
অতীব যতনে কর মিশ্রিত লুব্ধে ॥৩॥
সুরভি-রাগ, হিম-রম্য তঁহি আনি'।
অহরহঃ পান করহ সুখ জানি' ॥৪॥
নাহি রবে, রসনে, প্রাকৃত-পিপাসা।
অদ্ভুত রস তুয়া পুরাওব আশা ॥৫॥
দাস রঘুনাথ-পদে ভকতিবিনোদ।
যাচই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নাম-প্রমোদ ॥৬॥

অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণ*

নিশান্ত-লীলা (প্রথমযাম)—

(১)

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিতবহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখিভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিতরতিললিতৌ ককৃখটীগীঃ সশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজ ধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি

দেখিয়া অরুণোদয়, বৃন্দাদেবী ব্যস্ত হয়,
কুঞ্জে নানা রব করাইল।
শুক শারী পদ্য শুনি, উঠে রাধা নীলমণি,
সখীগণ দেখি হৃষ্ট হৈল ॥

কালোচিত সুললিত, ককৃখটীর রবে ভীত,
রাধাকৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া।
নিজ নিজ গৃহে গেলা, নিভৃতে শয়ন কৈলা,
দুঁহে ভজি সে লীলা স্মরিয়া ॥১॥

---

*শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত "শ্রীভজন-রহস্য" হইতে সংগৃহীত।

(২)

প্রাতঃকালীন-লীলা (দ্বিতীয়যাম —

রাধাং স্নাতবিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে-
তদ্গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাং ॥
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনুসদনং নির্ব্যূঢ়গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে ॥

রাধা স্নাত বিভূষিত, শ্রীযশোদা সমাহূত,
সখীসঙ্গে তদ্‌গৃহে গমন।
তথা পাক বিরচন, শ্রীকৃষ্ণাবশেষাশন,
মধ্যে মধ্যে দুঁহার মিলন ॥
কৃষ্ণ নিদ্রা পরিহরি, গোষ্ঠে গোদাহন করি',
স্নানাশন সহচর সঙ্গে।
এই লীলা চিন্তা কর, নামপ্রেমে গরগর,
প্রাতে ভক্তজন সঙ্গে রঙ্গে ॥২॥

(৩)

পূর্ব্বাহ্নকালীন-লীলা (তৃতীয়যাম)—

পূর্ব্বাহ্নে ধেনুমিত্রৈর্বিপিনমনুস্থতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
কৃষ্ণং রাধাপ্তিলোলং তদভিস্মৃতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনা মার্য্যয়ার্ক্কর্চ্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্তৈঃ প্রহিতনিজসখী বর্ত্মনেত্রাং স্মরামি ॥

ধেনু সহচর সঙ্গে, কৃষ্ণ বনে যায় রঙ্গে,
গোষ্ঠজন অনুব্রত হরি।
রাধাসঙ্গ লোভে পুনঃ, রাধাকুণ্ড-তট-বন,
যায় ধেনু সঙ্গী পরিহরি ॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পাঞা, রাধা নিজ গৃহে যাঞা,
জটিলাজ্ঞা লয় সূর্য্যার্চ্চনে।
গুপ্তে কৃষ্ণপথ লখি, কতক্ষণে আইলে সখী,
ব্যাকুলিতা রাধা স্মরি মনে ॥৩॥

(৪)

মধ্যাহ্নকালীন-লীলা (চতুর্থযাম)—

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিতবিবিধবিকারাদিভূষা প্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমথললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

রাধাকুণ্ডে সুমিলন, বিকারাদি বিভূষণ,
বাম্যোৎকণ্ঠ-মুগ্ধ-ভাবলীলা।
সম্ভোগ নর্ম্মাদি রীতি, দোলা খেলা বংশীহৃতি,
মধুপান সূর্য্যপূজা খেলা ॥
জলখেলা বন্যাশন, ছল সুপ্তি বন্যাটন,
বহু লীলানন্দে দুইজনে।

পরিজন সুবেষ্টিত, রাধাকৃষ্ণ সুসেবিত,
মধ্যাহ্নকালেতে স্মরি মনে ॥৪॥

(৫)

অপরাহ্নকালীন-লীলা (পঞ্চমযাম)—

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কল্পনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাং ।
শ্রীকৃষ্ণং চাপরাহ্নে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃ-মৃষ্টং স্মরামি ॥

শ্রীরাধিকা গৃহে গেলা, কৃষ্ণ লাগি বিরচিলা,
নানাবিধ খাদ্য উপহার ।
স্নাত রম্য বেশ ধরি, প্রিয়মুখেক্ষণ করি,
পূর্ণানন্দ পাইল অপার ॥
শ্রীকৃষ্ণাপরাহ্নকালে, ধেনু মিত্র লঞা চলে,
পথে রাধা-মুখ নিরখিয়া ।
নন্দাদি মিলন করি, যশোদা মার্জ্জিত হরি,
স্মর মন আনন্দিত হঞা ॥৫॥

(৬)

সায়ংকালীন-লীলা (ষষ্ঠযাম)—

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতামেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশ-শেষাশন-মুদিতহৃদং তাং চ তং চ ব্রজেন্দুং

সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনুজননী-লালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োঽস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥

শ্রীরাধিকা সায়ংকালে, কৃষ্ণ লাগি পাঠাইলে,
সখীহস্তে বিবিধ মিষ্টান্ন।
কৃষ্ণভুক্ত শেষ আনি, সখী দিল সুখ মানি,
পাঞা রাধা হইল প্রসন্ন ॥
স্নাত রম্যবেশ ধরি, যশোদা লালিত হরি,
সখাসহ গোদোহন করে।
নানাবিধ পক্ক অন্ন, পাঞা হৈল পরসন্ন,
স্মরি আমি পরম আদরে ॥৬॥

(৭)

প্রদোষকালীন-লীলা (সপ্তমযাম)—

রাধাং সালীগণাস্তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিসৃত-যমুনাতীরকল্পাগকুঞ্জাং।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥

রাধা বৃন্দা উপদেশে, যমুনোপকূলদেশে,
সাঙ্কেতিক কুঞ্জে অভিসরে।
সিতাসিত নিশাযোগ্য, ধরি বেশ কৃষ্ণভোগ্য,
সখী সঙ্গে সানন্দ অন্তরে ॥

গোপসভা মাঝে হরি, নানাগুণকলা হেরি,
মাতৃযত্নে করিল শয়ন।
রাধাসঙ্গ সোঙরিয়া, নিভৃতে বাহির হইয়া,
প্রাপ্তকুঞ্জ করিয়ে স্মরণ ॥৭॥

(৮)

রাত্রকালীন-লীলা (অষ্টমযাম)—

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ বিপিনবিহরণৈর্গানরাসাদিলাস্যৈঃ।
নানালীলানিতান্তৌ প্রণয়সহচরীবৃন্দ-সংসেব্যমানৌ
রাধাকৃষ্ণৌ নিশায়াং সুকুসুমশয়নে প্রাপ্তনিদ্রৌ স্মরামি ॥

বৃন্দা পরিচর্য্যা পাঞা, প্রেষ্ঠালিগণেরে লঞা,
রাধাকৃষ্ণ রাসাদিক লীলা।
গীতলাস্য কৈল কত, সেবা কৈল সখী যত,
কুসুমশয্যায় দুঁহে শুইলা ॥
নিশাভাগে নিদ্রা গেল, সবে আনন্দিত হৈল,
সখীগণ পরানন্দে ভাসে।
এ সুখ-শয়ন স্মরি, ভজ মন রাধা-হরি,
সেই লীলা প্রবেশের আশে ॥৮॥

সাধনের সহ অষ্টকাল লীলাধন।
চিন্তিতে চিন্তিতে ক্রমে সিদ্ধভাবাপন ॥

স্বরূপসিদ্ধিতে ব্রজে প্রকটাবস্থান ।
গুণময় গোপীদেহে লীলার বিতান ॥
কৃষ্ণকৃপাবলে গুণময় বপু ত্যজি ।
অপ্রকটব্রজে গোপী সালোক্যাদি ভজি ॥
নিত্যকাল শুদ্ধদেহে রাধাকৃষ্ণসেবা ।
স্থূল-লিঙ্গ-সঙ্গবোধ আর পায় কেবা ॥
'হরেকৃষ্ণ' নাম-গানে নিত্য মুক্তভাবে ।
পূর্ণপ্রেমানন্দ লাভ অনায়াসে পাবে ॥
দেখ ভাই সাধনে সিদ্ধিতে একই ভাব ।
কভু নাহি ছাড়ে 'নাম' স্বকীয় প্রভাব ॥
অতএব নাম গাও, নাম কর সার ।
আর কোন সাধনের না কর বিচার ॥

— — —

শ্রীনাম-ভজন-প্রণালী

(শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রশ্নে হরিদাসের উত্তর)

গদাই গৌরাঙ্গ জয়, জয় নিত্যানন্দ ।
জয় সীতানাথ, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
সব ছাড়ি 'হরিনাম' যে করে ভজন
জয় জয় ভাগ্যবান্ সেই মহাজন ॥

প্রভু বলে—"হরিদাস ! তুমি ভক্তিবলে।
পেয়েছ সকল জ্ঞান এ'জগতী-তলে ॥
সর্ব্ববেদ নাচে দেখি তোমার জিহ্বায়।
সকল সিদ্ধান্ত দেখি তোমার কথায় ॥

নামরস জিজ্ঞাসা—

এবে স্পষ্ট বল, 'নামরস' কি প্রকার ?
কিরূপে লভিবে জীব তাহে অধিকার ॥"
হরিদাস মহাপ্রেমে করে নিবেদন—
তোমার প্রেরণা-বলে করিব বর্ণন ॥—

রস-তত্ত্ব—

শুদ্ধতত্ত্ব পরতত্ত্ব যেই বস্তু সিদ্ধ।
'রস'-নামে সর্ব্ববেদে তাহাই প্রসিদ্ধ ॥
সেই সে অখণ্ড 'রস' পরব্রহ্ম-তত্ত্ব।
অনন্ত আনন্দ-ধাম চরণ মহত্ত্ব ॥
শক্তি-শক্তিমান্-রূপ বিশেষ তাহায়।
ভেদ নাই, ভেদ-সম দর্শনেতে ভায় ॥
শক্তিমান্ সুদুর্লক্ষ্য শক্তি-প্রকাশিনী।
ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়া বিশ্ব-বিকাশিনী ॥

চিচ্ছক্তিদ্বারা বস্তু-প্রকাশ,—

চিচ্ছক্তি-স্বরূপে প্রকাশয়ে বস্তু-রূপ।
বস্তু-নাম, বস্তু-ধাম, তৎক্রিয়া-স্বরূপ ॥

কৃষ্ণ সে পরম-বস্তু শ্যাম তাঁর 'রূপ'।
কৃষ্ণ-ধাম গোলোকাদি লীলার স্বরূপ ॥
নাম, ধাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি যত।
সকলই অখণ্ডাদ্বয়-জ্ঞান-অন্তর্গত ॥

বিচিত্রতা যত সব পরাশক্তি কর্ম্ম।
কৃষ্ণ-ধর্ম্মী, পরাশক্তি কৃষ্ণ-নিত্যধর্ম্ম ॥
ধর্ম্ম-ধর্ম্মী ভেদ নাই অখণ্ড অদ্বয়ে।
বিচিত্র বিশেষ-মাত্র সাচ্চিন্নিলয়ে ॥

মায়া-শক্তির স্বরূপ—

সেই শক্তি ছায়া এক 'মায়া'-সংজ্ঞা পায়।
বহিরঙ্গ-বিশ্ব সৃজে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥

জীব-শক্তি—

ভেদাভেদময়ী জীব-শক্তি জীবগণে।
তাটস্থ্যে প্রকাশে, কৃষ্ণ-সেবার কারণে ॥

দুই প্রকার জীব—

'নিত্য-বদ্ধ' 'নিত্য-মুক্ত' জীব দ্বি-প্রকার।
নিত্য-মুক্তে নিত্য-কৃষ্ণসেবা অধিকার ॥
'নিত্য-বদ্ধ' মায়াগুণে করয়ে সংসার।
'বহির্ম্মুখ' 'অন্তর্ম্মুখ'-ভেদে দ্বি-প্রকার ॥

অন্তর্মুখ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম পায়।
কৃষ্ণনাম-প্রভাবেতে কৃষ্ণধামে যায়॥

রস—'নাম-স্বরূপ'—

নাম ত অখণ্ড রস কলিকা তাহার।
কৃষ্ণ আদি সংজ্ঞারূপে বিশ্বেতে প্রচার॥

রস—'রূপ-স্বরূপ'—

স্বল্পস্ফুট কলিকা সে 'রূপ' মনোহর।
শ্রীগোলোকে বৃন্দাবনে শ্রীশ্যাম-সুন্দর॥

রস—'গুণ-স্বরূপ'—

সৌরভিত কলিকা সে চতুঃষষ্টি গুণ।
প্রকাশে নামের তত্ত্ব জানেন নিপুণ॥

রস—'লীলা-স্বরূপ'—

পূর্ণ প্রস্ফুটিত 'নাম'-কুসুম সুন্দর।
অষ্টকাল নিত্যলীলা প্রকৃতির পর॥

ভক্তি-স্বরূপ—

জীবে নাম-কৃপোদয়ে স্বরূপ হ্লাদিনী।
সম্বিতের সারযুতা ভক্তি-স্বরূপিণী॥

ভক্তিক্রিয়া—

আবির্ভূত হয়ে নামে প্রস্ফুটিত করি।
রসের সামগ্রী প্রকাশয়ে সর্ব্বেশ্বরী॥

বিশুদ্ধ চিন্ময় জীব লভিয়া 'স্বরূপ'।
সেই রসে প্রবেশয় এই অপরূপ ॥

রসের বিভাব ও তাহা হইতে অনুভাব—

রসের বিভাব সেই তত্ত্ব 'আলম্বন'।
'তদাশ্রয়'—ভক্ত, 'তদ্বিষয়'—কৃষ্ণধন ॥
নাম করে অবিরত ভক্ত-মহাশয়।
কৃপা করি' রূপ-গুণ-লীলার উদয় ॥
'উদ্দীপন'—কৃষ্ণ-রূপ-গুণাদিক যত।
'আলম্বন' 'উদ্দীপন' বিভাবে সংযুত ॥
'বিভাব' সম্পূর্ণ হৈলে 'অনুভাব' হয়।
প্রেমের বিকার সব শুদ্ধ প্রেমময় ॥

স্থায়ীভাবই রস হয় ও তাহা পাইবার উপায়—

'সঞ্চারি' 'সাত্ত্বিক'-ক্রমে উদিত হইলে।
'স্থায়ীভাব' রস হয় সর্ব্বশাস্ত্র বলে ॥
সেই রস সর্ব্বসার সিদ্ধিসার জানি।
'পরম-পুরুষ-অর্থ' সর্ব্ব-শাস্ত্রে মানি ॥
ভক্ত্যুন্মুখ জীব শুদ্ধ-গুরুর কৃপায়।
শ্রীযুগল ব্রহ্ম-নাম সৌভাগ্যেতে পায় ॥
তুলসী-মালায় 'নাম' সংখ্যা করি' স্মরে।
অথবা কীর্ত্তন করে পরম আদরে ॥

এক গ্রন্থ-সংখ্যা করি' আরম্ভিবে নাম।
ক্রমে তিন লক্ষ স্মরি' পুরে মনস্কাম ॥
সংখ্যা-মধ্যে কিছু 'নাম' করিবে কীর্ত্তন।
তাহে সর্ব্বেন্দ্রিয় স্ফূর্ত্তি আনন্দ-নর্ত্তন ॥
নামে নববিধ অঙ্গ করয় আশ্রয়।
তথাপি কীর্ত্তন-স্মৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥

অর্চ্চন ও শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকারী—

অর্চ্চন-মার্গেতে গাঢ়তর রুচি যাঁর।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-সিদ্ধি তাহাতে তাঁহার ॥
নামে ঐকান্তিকী রতি হইবে যাঁহার।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মৃতি কেবল তাঁহার ॥

নাম-সেবার ক্রম-ফল—

সেবা, নতি, দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন।
সহজে নামের সঙ্গে হয় প্রবর্ত্তন ॥
নাম-নামী এক তত্ত্ব বিশ্বাস করিয়া।
দশ অপরাধ ছাড়ি নির্জ্জনে বসিয়া ॥
অতি স্বল্প দিনে 'নাম' হইয়া সদয়।
শ্রীশ্যামসুন্দর-রূপে হয়েন উদয় ॥
যবে 'নাম'-'রূপে' ঐক্য হয়ত সাধনে।
নাম লৈতে 'রূপ' আইসে চিত্তে সর্ব্বক্ষণে ॥

তার কিছুদিনে রূপে 'গুণ' করি যোগ।
শ্রীনাম-স্মরণে 'গুণ' করয় সম্ভোগ॥

নাম-রূপ-গুণের একতা—

স্বল্পদিনে নাম, রূপ, গুণ এক হয়।
নাম লৈতে সর্ব্বক্ষণ তিনের উদয়॥

নাম-উপাসনা—মন্ত্র-ধ্যানময়ী ও লীলা-স্ফূর্ত্তিকারিণী—

মন্ত্র-ধ্যানময়ী এই নাম-উপাসনা।
প্রাথমিক ধারা জানি' করে বিভাবনা॥
স্মৃতি-কালে যোগপীঠে কল্পদ্রুম-তলে।
গোপ-গোপীবৃত কৃষ্ণে দেখে কুতূহলে॥
সাত্ত্বিক-বিকার সব হয় প্রস্ফুটিত।
ভজন-আনন্দে ভক্ত হয় পুলকিত॥
ক্রমে যবে নাম স্ব-সৌরভে প্রফুল্লিত।
অষ্টকাল কৃষ্ণলীলা হইবে উদিত॥

স্বারসিকী উপাসনা—

স্বারসিকী উপাসনা হইবে উদয়।
লীলোচিত পীঠে কৃষ্ণে দর্শন করয়॥
সঙ্গে সঙ্গে গুরুকৃপা সিদ্ধ-স্বরূপেতে।
লীলায় প্রবেশে ভক্ত সখীর সঙ্গেতে॥
মহাভাব-স্বরূপিণী বৃষভানু-সুতা।
তাঁর অনুগত ভক্তি সদা প্রেমযুতা॥

সখী আজ্ঞামতে করে যুগল-সেবন।
মহাপ্রেমে মগ্ন হয় সে রসিক জন॥

লিঙ্গ-ভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি—

সাধন-ভজন-সিদ্ধি লাগালাগি তায়।
লিঙ্গ-ভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি তোমার কৃপায়॥

বস্তুসিদ্ধির পরাবস্থা বর্ণনাতীত—অনুভব মাত্র সার—

ইহার অধিক আর বাক্য নাহি চলে।
তদুত্তর অনুভব লভি কৃপাবলে॥
এইত উজ্জ্বল রস পরম সাধন।
ইহাতে নিশ্চয় মিলে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

সাধনে একাদশ ভাব গ্রহণ—

সাধিতে উজ্জ্বল রস, আছে ভাব একাদশ,
সম্বন্ধ, বয়স, নাম, রূপ।
যূথ, বেশ, আজ্ঞা, বাস, সেবা, পরাকাষ্ঠাশ্বাস,
'পাল্য-দাসী'—এই অপরূপ॥

ভাব-সাধনে পঞ্চদশা—

—এই একাদশ-ভাব সম্পূর্ণ সাধনে।
পঞ্চদশা লক্ষ্য হয় সাধক-জীবনে॥
'শ্রবণ', বরণ' আর 'স্মরণ 'আপন'॥
'সম্পত্তি' এ পঞ্চবিধ দশায় গণন॥

(১) পঞ্চদশা, যথা—শ্রবণ-দশা—

নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শুদ্ধভাবুক যে-জন।
ভাব-মার্গে গুরুদেব সেই মহাজন ॥
তাঁহার শ্রীমুখে ভাব-তত্ত্বের শ্রবণ।
হইলে শ্রবণ-দশা হয় প্রকটন ॥
'ভাবতত্ত্ব' দ্বিপ্রকার করহ বিচার।
নিজ একাদশ ভাব কৃষ্ণলীলা আর ॥

(২ ক) বরণ-দশা ও তাহার ক্রম—

রাধাকৃষ্ণ অষ্টকাল যেই লীলা করে।
তাহার শ্রবণে লোভ হয় অতঃপরে ॥
লোভ হইলে গুরুপদে জিজ্ঞাসা উদয়।
কেমনে পাইব লীলা কহ মহাশয় ॥
গুরুদেব কৃপা করি' করিবে বর্ণন।
লীলা-তত্ত্বে একাদশ ভাব-সঙ্ঘটন ॥
প্রসন্ন হইয়া প্রভু করিবে আদেশ।
এইভাবে লীলা-মধ্যে করহ প্রবেশ ॥
শুদ্ধরূপে সিদ্ধভাব করিয়া শ্রবণ।
সেই ভাব স্বীয় চিত্তে করিবে বরণ ॥

(খ) নিজরুচি গুরুদেবকে বলিবে—

বরণ-কালেতে নিজ-রুচি বিচারিয়া।
গুরুপদে জানাইবে সরল হইয়া ॥

প্রভু তুমি কৃপা করি' যেই পরিচয়।
দিলে মোরে তাহে মোর পূর্ণ প্রীতি হয়॥
স্বভাবতঃ মোর এইভাবে আছে রুচি।
অতএব আজ্ঞা শিরে ধরি হয়ে শুচি॥

(গ) অন্যরুচি হইলে গুরুদেব অন্যভাব দিবেন—
রুচি যদি নহে তবে অকপট মনে।
নিবেদিবে নিজ রুচি শ্রীগুরু-চরণে॥
বিচারিয়া গুরুদেব দিবে অন্যভাব।
তাহে রুচি হইলে প্রকাশিবে নিজভাব॥

(ঘ) নিজ সিদ্ধভাব গুরুদেবকে জানাইবে—
এইরূপে গুরু-শিষ্য-সংবাদ ঘটনে।
নিজ সিদ্ধভাব স্থির হইবে যে-ক্ষণে॥
শিষ্য গুরুপদে পড়ি' করিবে মিনতি।
মাগিবে ভাবের সিদ্ধি করিয়া আকুতি॥
কৃপা করি' গুরুদেব করিবে আদেশ।
শিষ্য সেইভাবে তবে করিবে প্রবেশ॥

(ঙ) দৃঢ় বরণ—
শ্রীগুরুচরণে পড়ি বলিবে তখন।
তবাদিষ্ট ভাব আমি করিনু বরণ॥

এ'ভাব কখন আমি না ছাড়িব আর।
জীবনে-মরণে এই সঙ্গী যে আমার ॥

(৩) আপন-দশা—

আপন-সাধনে স্মৃতি যবে হয়ে ব্রতী।
অচিরে আপন-দশা হয় শুদ্ধ অতি ॥
নিজ শুদ্ধভাবের যে নিরন্তর স্মৃতি।
তাহে দূর হয় শীঘ্র জড়বদ্ধ-মতি ॥

বদ্ধজীবের লীলা-শ্রবণে ভাবপ্রাপ্তি—

জড়বদ্ধ জীব ভুলি' নিজ সিদ্ধতত্ত্ব।
জড় অভিমানে হয় জড়দেহে মত্ত ॥
তবে যদি কৃষ্ণলীলা করিয়া শ্রবণ।
লোভ হয় পাইবারে নিজ সিদ্ধধন ॥
তবে ভাবতত্ত্ব-স্মৃতি অনুক্ষণ করে।
ভাব যত বাড়ে তার ভ্রান্তি তত হরে ॥

(৪ ক) স্মরণ-দশা—

নিজ সিদ্ধ একাদশ ভাবে ব্রতী হয়ে।
স্মরিবে সুদৃঢ়-চিত্তে নিজ-ভাবচয়ে ॥
'স্মরণে' বিচার এক আছে ত সুন্দর।
'আপনে'র যোগ্য-স্মৃতি কর নিরন্তর ॥
'আপনে'র অযোগ্য স্মরণ যদি হয়।
বহুযুগ সাধিলেও সিদ্ধি কভু নয় ॥

(খ) বৈধ ও রাগানুগ ভাবের ভেদ—

স্মরণ দ্বিবিধ 'বৈধ' রাগানুগা' আর।
রাগানুগা স্মৃতি-যুক্তি-শাস্ত্র হৈতে পার॥
মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে করয় স্মরণ।
অচিরেতে প্রাপ্ত হয় দশা ভাবাপন॥

(গ) বৈধ-ভক্তের উন্নতি ক্রম—

বৈধ-ভক্ত স্মৃতিকালে সদা বিচারয়।
অনুকূল-যুক্তি-শাস্ত্র যখন যে হয়॥
ভাবাপনে হয় ভাব আবির্ভাব-কাল।
শাস্ত্র-যুক্তি ছাড়ে তবে জানিয়া জঞ্জাল॥
শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচ্যাসক্তি ক্রমে যেই ভাব।
'আপন'-সময়ে তাহা হয় আবির্ভাব॥
ভাবাপনে রাগানুগা, বৈধ ভক্ত-ভেদ।
নাহি থাকে কোন মতে গায় স্মৃতি, বেদ॥

(ঘ) পঞ্চবিধ স্মরণ—

স্মরণ, ধারণা ধ্যান, অনুস্মৃতি আর।
'সমাধি'—এ' পঞ্চবিধ স্মরণ-প্রকার॥

ভাবাপন দশার উদয়—

সমাধি-স্বরূপ-স্মৃতি যে সময়ে হয়।
ভাবাপন দশা আসি হইবে উদয়॥

ব্রজে সিদ্ধ-দেহের অধিষ্ঠান—

সেইকালে নিজ সিদ্ধ-দেহ অভিমান।
পরাজিয়া জড়দেহ হবে অধিষ্ঠান॥

তখন স্বরূপে ব্রজবাস ক্ষণে ক্ষণ।
ভাবাপনে স্ব-স্বরূপে হেরি ব্রজবন॥

(৫) 'আপনে' স্বরূপসিদ্ধি, বস্তুসিদ্ধি-রূপ সম্পত্তি—

'আপনে' স্বরূপসিদ্ধি লভে ভাগ্যবান্।
লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি-সম্পত্তি বিধান॥

সাধন-সিদ্ধার ফল—

হইয়া সাধন-সিদ্ধা নিত্য-সিদ্ধা সহ।
সমতা লভিয়া কৃষ্ণ সেবে অহরহঃ॥

নামদ্বারা সিদ্ধিলাভ—

সেবাভঙ্গ আর তার কভু নাহি হয়।
পরম-উজ্জ্বল-রহে সতত মাতয়॥
নাম সে পরম-ধন নামের আশ্রয়ে।
এত সিদ্ধি পায় জীব শুদ্ধসত্ত্ব হয়ে॥

সংক্ষেপে ক্রম-পরিচয়—

অতএব ভক্ত্যুন্মুখ-জন সাধু-সঙ্গে।
নির্জ্জনে করিবে নাম ক্রমের অভঙ্গে॥

ক্রমে ক্রমে অল্পকালে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
কুসঙ্গ বর্জ্জিয়া সাধুসঙ্গে ফলোদয়॥

(১) সাধুসঙ্গ, (২) সুনির্জ্জন, (৩) দৃঢ়ভাব—
সাধুসঙ্গ, সুনির্জ্জন, নিজ-দৃঢ়-ভাব।
এই তিন বলে লভি মহিমা স্বভাব॥
আমি হীন ক্ষুদ্রমতি বিষয়ে বিভোর।
সাধুসঙ্গ-বিবর্জ্জিত সদা আত্ম-চোর॥
অহৈতুকী কৃপা কভু করিয়া বিস্তার।
ভক্তিরসে গতি দেহ প্রার্থনা আমার॥"
—এত বলি হরিদাস প্রেমে অচেতন।
শ্রীগৌরাঙ্গপদে করে দেহ-সমর্পণ॥
প্রেমে গদগদ প্রভু তাহারে উঠায়।
আলিঙ্গন দিয়া চিত্তকথা বলে তায়॥

প্রভুর আজ্ঞা—

শুন হরিদাস,—"এই লীলা-সংগোপনে।
বিশ্ব অন্ধকার করিবেক দুষ্ট জনে॥
সেই কালে তোমার এ চরমোপদেশ।
অবশিষ্ট সাধুজনে বুঝিবে বিশেষ॥
এই তত্ত্ব সমাশ্রয়ে নিষ্কিঞ্চন জন।
নির্জ্জনে বসিয়া কৃষ্ণ করিবে ভজন॥

নিজ নিজ ভাগ্যে বলে জীব পায় ভক্তি।
ভক্তি লভিবারে সকলের নাহি শক্তি ॥
সুকৃত-জনের ভক্তি দৃঢ় করিবারে।
আইলাম যুগধর্ম্ম 'নামের' প্রচারে।

হরিদাস ঠাকুর নাম-প্রচারে সহায়,—
তুমিত সহায় মোর এ' কার্য্য-সাধনে।
তব মুখে 'নামতত্ত্ব' শুনি এ কারণে ॥"

ফলশ্রুতি—

শ্রীনাম-চিন্তামণি, অখিল অমৃত-খনি,
কৃষ্ণকৃপা-বলে যে পাইল।
কৃতার্থ সে মহাশয়, সদা পূর্ণানন্দময়,
রাগভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজিল ॥
তাঁহার চরণ ধরি, সদাই কাকুতি করি,
কাঁদে এই অকিঞ্চন ছার।
এ অমৃত-রস-লেশ, পিয়াইয়া অবশেষ,
কর সার আনন্দ বিস্তার ॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা 'অনুপম ॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হৈতে না পারে চরণ ॥
চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব্ব-দেহ জর জর ॥
করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে' ॥
লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র,
বর্ণিতে না পারি এ-সকল।

কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈশৎ বিকশি' পুনঃ দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ-দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্ব্বনাশ ॥
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্য-মুক্ত শুদ্ধ-রসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয় ॥১॥

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

[সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই, তারে ॥
নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে হেরিব গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে চাহি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব, কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ **চণ্ডীদাসে,** কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী-রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল-নিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর! নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥]

—সমাপ্ত—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত
গ্রন্থ-তালিকা

১। জৈবধর্ম্ম (১ম ও ২য় খণ্ড)—৫৲

২। প্রেম-প্রদীপ (পারমার্থিক উপন্যাস)—১॥০

৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী—১॥০

৪। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—।০

৫। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড)—১॥০

৬। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলীসহ)—॥০

৭। শ্রীরূপানুগ-ভজন-সম্পৎ—॥৵০

৮। শ্রীদামোদরাষ্টকম্ (বঙ্গানুবাদ-সহ)—॥০

৯। শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ—৵০

১০। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা (পারমার্থিক মাসিক)—বার্ষিক ৪৲

১১। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দি মাসিক)—বার্ষিক ৪৲

১২। Shri Chaitanya Mahaprabhu
(His life & precepts)— -/12/-

১৩। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—৸০

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল-প্রভুপাদেন সংগৃহীতা, শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠক্কুরেণ সংশোধিতা পরিবর্দ্ধিতা চ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীগুরুভ্যো[illegible]ঃ।

অথ শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতির্লিখ্যতে।

আষাঢ্যাং পৌর্ণমাস্যাং ক্ষৌরং কৃত্বা স্নাত্বা আচম্য পূজা-দ্রব্যাণি সংপাদ্য ব্রাহ্মণৈঃ প্রার্থিতঃ সংন্যাসী বিধিবৎ **প্রাণানায়ম্য** প্রণবন্যাসপূর্ব্বকং প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ব্যাসপূজা করিষ্য ইতি সংকল্পঃ। ওঁ প্রণবস্যান্তর্যামী ভগবান্ ঋষিঃ ইত্যাদি। প্রণবেন ব্যাপকত্রয়ং, তাপত্রয়ং, অষ্টদিগ্বন্ধনম্। অগ্নিপ্রাকারাঃ, জলপ্রাকারাঃ, করন্যাসং, অঙ্গন্যাসম্। বিষ্ণুর্ভাস্বত ইতি ধ্যানম্। তদনন্তরং কুম্ভ-

পূজা—"কলসস্য মুখে ব্রহ্মা কণ্ঠে রুদ্র-সমাশ্রিতঃ। কুক্ষৌ তু সাগরাঃ সর্ব্বে সপ্তদ্বীপবসুন্ধরা॥" 'গঙ্গায়ৈঃ নমঃ', 'গোদাবর্য্যৈ নমঃ' ইত্যাদি সর্ব্বনদীনামভিঃ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ কলসমভ্যর্চ্চ্য শঙ্খপূজাং করিষ্যে। আবাহন্যাদি মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ। শঙ্খমাপূজ্য 'ওঁ পুরা সাগরোৎপন্নানি' ইত[illegible] শঙ্খমুদ্রাং প্রদর্শ্য শঙ্খজলার্ঘ্যং কুম্ভে নিক্ষিপ্য পুনরর্ঘ্যজলেনাত্মানং পূজোপকরণানি চ প্রোক্ষ্য পীঠার্চ্চনং কুর্য্যাৎ। পীঠমধ্যে শুভবস্ত্রাণি প্রসার্য্য শুভতণ্ডুলৈশ্চতস্রং স্থণ্ডিলং কৃত্বা পীঠমধ্যে পুষ্পাক্ষতৈঃ কূর্ম্মায় নমঃ, মণ্ডূকায় নমঃ, কালাগ্নিরুদ্রায় নমঃ, আধারশক্তয়ে নমঃ, মূলপ্রকৃত্যৈ নমঃ, ভূম্যৈ নমঃ, অনন্তায় নমঃ, পয়োনিধয়ে নমঃ, শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, কল্পবৃক্ষবাটিকায়ৈ নমঃ, রত্নমণ্ডপায় নমঃ—ইতি আসনং সংপূজ্য, ধর্ম্মায় নমঃ অগ্নিকোণে, জ্ঞানায় নমঃ নৈঋ'ত-কোণে, বৈরাগ্যায় নমঃ বায়ব্য-কোণে, ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ঈশান-কোণে, অধর্ম্মায় নমঃ ঐন্দ্রে, অজ্ঞা-

নায় নমঃ যাম্যে, অবৈরাগ্যায় নমঃ পশ্চিমে, অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ উত্তরে, পদ্মায় নমঃ পীঠমধ্যে ; এবং ধর্ম্মকন্দায় নমঃ, জ্ঞানলীলায় নমঃ, বৈরাগ্যকর্ণিকায়ৈ নমঃ, ঐশ্বর্য্য-অষ্ট-দলায় নমঃ, দ্বাদশকলাত্মনে সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ষোড়শ-কলাত্মনে চন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ, দশকলাত্মনে বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ রজোগুণায় নমঃ, ওঁ সত্ত্বগুণায় নমঃ, ওঁ তমো-গুণায় নমঃ, ওঁ আত্মনে নমঃ, ওঁ অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পর-মাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং নমঃ, ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ, ওঁ কমলায়ৈঃ নমঃ, ওঁ উৎকর্ষ্যৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানশক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়াশক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ যোগশক্ত্যৈ নমঃ, ওঁ প্রভবায়ৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈশান্যৈ নমঃ, মধ্যে অনুগ্রহায়ৈ নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে মহাবিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম-সংযোগ-যোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।

পীঠমধ্যে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা পীঠমধ্যে **শ্রীকৃষ্ণাদি-পঞ্চকং**— ওঁ ইতি শ্রীকৃষ্ণং ধ্যাত্বা আবাহন্যাদি-ষোড়শো-

[illegible]রং কুর্য্যাৎ। অনুষ্ঠানবৎ দশমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ।

কৃষ্ণস্য পুরতঃ 'ওঁ বাসুদেবায় নমঃ' ইতি ষোড়শোপচারপূর্ব্বিকাং পূজাং কৃত্বা, কৃষ্ণস্য দক্ষিণতঃ 'ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ' ইতি কৃষ্ণস্য পশ্চিমতঃ 'ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ', কৃষ্ণস্য উত্তরতঃ 'ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ'—ইতি **শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্**।

শ্রীকৃষ্ণস্য দক্ষিণে **শ্রীব্যাসপঞ্চকং**—মধ্যে ওঁ শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ, পুরস্তাৎ পৈলায় নমঃ, দক্ষিণতো বৈশম্পায়নায় নমঃ, পশ্চিমতো জৈমিনয়ে নমঃ, উত্তরতঃ সুমন্তবে নমঃ,—ইতি **শ্রীব্যাসপঞ্চকম্**।

শ্রীকৃষ্ণস্যোত্তর-ভাগে **আচার্য্যপঞ্চকম্**—মধ্যে শ্রীশুকাচার্য্যেভ্যো নম ইতি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমতম্। পূর্ব্বতঃ শ্রীরামানুজাচার্য্যেভ্যো নমঃ; দক্ষিণতঃ শ্রীমধ্বাচার্য্যেভ্যো নমঃ; পশ্চিমতঃ শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদেভ্যো নমঃ; উত্তরতঃ শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্যেভো নমঃ—ইতি **শ্রীআচার্য্যপঞ্চকম্**।

শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চিমভাগে '**সনকাদিপরম্পরা-পঞ্চকম্**—ওঁ সনকায় নমঃ, ওঁ সনৎকুমারায় নমঃ, ওঁ সনাতনায় নমঃ, ওঁ সনন্দনায় নমঃ, ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ—ইতি **শ্রীসনকাদিপঞ্চকম্**।

শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বভাগে **গুরুপরম্পরাপঞ্চকম্**—শ্রীগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরম-গুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ, শ্রীপরাৎপরগুরুভ্যো নমঃ, ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-কর্ত্তারঃ—ইতি **শ্রীগুরুপঞ্চকম্**।

অগ্নিকোণে অগ্নিঃ, নৈর্ঋতকোণে নির্ঋতিঃ, বায়ব্য-কোণে বায়ুঃ, ঈশানকোণে ঈশানঃ, ঐন্দ্রে ইন্দ্রঃ, যাম্যে যমঃ, বারুণ্যে বরুণঃ, সৌম্যে সোমঃ, ঊর্দ্ধে ব্রহ্মণে নমঃ, অধস্তাদনন্তায় নমঃ। নৈর্ঋত্যাং গণপতয়ে নমঃ, বায়ৌ দুর্গায়ৈ নমঃ, আগ্নেয্যে সরস্বত্যৈ নমঃ, ঈশান্যাং ক্ষেত্র-পালায় নমঃ, সর্ব্বেষাং সমানম্।

* * * * *

এবং পূজায়া উদ্‌যাপনে বিক্রমেণ শ্রীকৃষ্ণপর্য্যন্তং নির্য্যাণমুদ্রয়া বিশ্বক্‌সেনমারভ্য হৃদয়কমলমধ্যে উদ্‌যাপয়েৎ। শ্রীকৃষ্ণস্য মহানৈবেদ্যং কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা তৎপুরতঃ দন্তকাষ্ঠং গোপীচন্দনং মৃদাদি দৌরকাদি নিধায় গরুড়াসনে স্থিত্বা সংকল্পং কুর্য্যাৎ। আয়ন-প্রাবৃষী প্রাণি-সংকুলং বর্ত্তুমদৃশ্যতে। অতস্তে স্যামহী সার্থং পক্ষা বৈ সৃষ্টিচোদনাৎ, পক্ষা বৈ মাসাঃ স্থাস্যাম, চতুরো মাসা নাত্রৈবাসতী বাধকে ব্রাহ্মণা নিবসন্তু সুখেনাত্র গমিষ্যাম কৃতার্থতাম্। যথাশক্তি চ শুশ্রূষাং করিষ্যামো বয়ং মুদা। রাত্রৌ পূজা। পুনঃ প্রাতঃকালে পূজায়া উদ্‌যাপনম্। **ইতি ব্যাসপূজা সমাপ্তা।** শ্রীরামার্পণমস্তু। শ্রীরামঃ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ - ঠক্কুর - লিখিতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাশ্রিতানাং শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ

(ক) বৈষ্ণবাশ্রিতানাং সামান্যতঃ —

(১) শ্রীকৃষ্ণপঞ্চকম্,

(২) শ্রীব্যাসপঞ্চকম্,

(৩) শ্রীবৈয়াসকিপঞ্চকম্,

(৪) শ্রীসনকাদিপঞ্চকম্,

(৫) শ্রীগুরু-আচার্য্যপঞ্চকম্—ইতি

পূজা-পঞ্চকম্। (পূর্ব্ব লিখিতং দ্রষ্টব্যম্)

(খ) একান্তিনাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবাশ্রিতানান্তু তত্ত্ব-পঞ্চকং—(১) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য- (২) শ্রীনিত্যানন্দ- (৩) শ্রী অদ্বৈত- (৪) শ্রীগদাধর- (৫) শ্রীবাসাদি-ভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ—ইতি যথাবিধি অর্চ্চনীয়ম্। (ততঃ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ-শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিতানামস্মাকন্তু বিশেষতঃ—শ্রীদামোদরস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-শ্রীরঘুনাথ - শ্রীজীব- ভট্টযুগ-কৃষ্ণদাস কবিরাজাদি-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-শ্রীমদ্গৌরকিশোরদাস-শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিপাদান্তসর্ব্বেভ্যো গুরুভ্যো নমঃ—ইত্যুচ্চারয়েৎ।) চরমে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-গলদেশে পুষ্পমাল্যং, শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলিং

দদ্যাৎ। **একান্তিবিরক্ত-বৈষ্ণবানাং**—"পক্ষা বৈ মাসাঃ স্থাস্যামঃ। চতুরো মাসা নাত্রৈবাসতী বাধকে। বৈষ্ণবাঃ নিবসন্তু সুখেনাত্র গমিষ্যামঃ কৃতার্থতাম্; যথাশক্তি চ শুশ্রূষাং করিষ্যামো বয়ং মুদা।" ("... ভাদ্রে মাসি পূর্ণিমায়াং" পূজাং কৃত্বা ক্ষৌরং স্ব... বিশ্বরূপাধ্যায়ং পঠিত্বা সুখং হরিং বদ হরিং, ইত্যাদি কীর্ত্তয়েৎ।

॥ **ইতি ব্যাসপূজা সমাপ্তা** ॥

নবদ্বীপ-নদীয়া অন্তর্গত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ**-কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।